আইনে রাসূল
ছাল্লাল্লাহু
আলাইহি
ওয়াসাল্লাম
তাওযীহুল কুরআন
توضيح القران
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

توضيح القرآن

تاليف : عبد الرزاق بن يوسف

المدير للمركز الإسلامي السلفي، نودابارا

سفورا، راجشاهي

প্রকাশক

আব্দুর রাযযাক

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা

থানা : শাহমখদুম, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ

ছফর ১৪৩২ হিজরী

ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃষ্টাব্দ

ফাল্গুন ১৪১৭ বাংলা

দ্বিতীয় প্রকাশ

ছফর ১৪৩৩ হিজরী

জানুয়ারী ২০১২ খৃষ্টাব্দ

মাঘ ১৪১৮ বাংলা

কম্পোজ

হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

কাজলা, রাজশাহী।

মুদ্রণ

সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ

সপুরা, রাজশাহী, ফোন : ৭৬১৮৪২

নির্ধারিত মূল্য

২৫০/= (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

TAWZEEHUL QURAN

Written & Published By Abdur Razzaque Bin Yousuf. Principal (Acting), Al-Markazul Islami As-Salafi, Nawdapara, Rajshahi. Mobile : 01717-088967. **Fixed Price:** Tk. 250.00 (Two Hundred fifty) only.

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে ও আমাদের কর্মের অন্যায় হতে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আরবী, ফারসী, উর্দূ, বাংলা ও বিভিন্ন ভাষায় অনেক তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। যার পর তাফসীর লেখার আর তেমন কোন প্রয়োজন নেই বললেই চলে। এর পরেও আমরা কেন তাফসীর লেখার প্রয়োজন মনে করলাম? আমরা মনে করি বিভিন্ন কারণে সময় সাপেক্ষে তাফসীর গ্রন্থ হওয়া উচিত। কারণ কুরআন যেমন ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কুরআনের গবেষণাও তেমন ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। মানুষ সময়ের প্রেক্ষাপটে কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে। আমাদের তাফসীর লেখারও অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিম্নে পেশ করলাম-

১. দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যেলায় যাই। বক্তব্য শেষে কিছু মানুষ তাফসীর গ্রন্থ কেনার জন্য পরামর্শ চায়। কোন তাফসীর কিনলে তাদের জন্য ভাল হবে? অন্যান্য সময়ও মানুষ তাফসীর কেনার পরামর্শ চায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এমন কোন তাফসীরের নাম বলতে পারি না, যা কুরআন ও ছহীহ-যঈফ হাদীছ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে লেখা হয়েছে। সব তাফসীর গ্রন্থেই জাল ও যঈফ হাদীছ এবং মিথ্যা বানোওয়াট কাহিনী থেকে গেছে। এটাই মূলত কারণ যে, ছহীহ ও যঈফ যাচাই-বাছাই করা একটি তাফসীর গ্রন্থ মানুষের একান্ত প্রয়োজন। তাফসীর লিখার মত যোগ্যতা আমাদের নেই, তবুও মানুষের চাহিদা একাজ করতে বাধ্য করল। কাজেই আল্লাহ্র উপর ভরসা করে একাজ আরম্ভ করলাম। وَمَا تَوْفِيْقِى اِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ.

২. বর্তমানে দেশে দ্বীন প্রচারের নামে তাফসীর মাহফিল হচ্ছে। এতে এক শ্রেণীর মানুষ তাফসীর না জানা সত্ত্বেও নিজেকে মুফাসসির বলে ঘোষণা করছে এবং বানাওয়াট কিচ্ছা-কাহিনী ও রাস্তা-ঘাটের গল্পকে মানুষের সামনে কুরআনের তাফসীরের নামে প্রচার করছে। জনসমাজের

অনেকের এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় তারা এটাকে তাফসীর মনে করে বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তারা এ ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতা করে আসছে। কাজেই এ সমাজের জন্য এমন একটি তাফসীরের প্রয়োজন, যা বক্তা ও সাধারণ জনগণের জন্য একান্ত যরূরী। বর্তমান সময়ে এমন একটি তাফসীর গ্রন্থ হতে হবে যাতে ছহীহ ও যঈফ পার্থক্য করে তাফসীর করা থাকবে।

৩. পরিস্থিতির দাবীতে আমরা এমন তাফসীরের প্রয়োজন মনে করলাম যাতে উপকৃত হবে ছাত্র, শিক্ষক, বক্তা জনগণ সকলেই। ছাত্র-শিক্ষকের জন্য থাকবে শব্দ বিশ্লেষণ, বাক্য বিশ্লেষণ, আয়াতের মাধ্যমে তাফসীর, ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর। আর সাধারণ জনগণের জন্য থাকবে আয়াতের মাধ্যমে তাফসীর, ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তাফসীর। অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে জাল-যঈফ হাদীছ আছে এবং মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী আছে। এগুলি জানার জন্য এ তাফসীরেও যঈফ হাদীছের একটি অংশ থাকবে। আর সকলের জন্য থাকবে মৌলিক লক্ষ্য হিসাবে একটি অবগতি।

অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী একটা তাফসীর এবং একটা ফাতাওয়ার গ্রন্থ হওয়া যরূরী। এ চিন্তার সূচনা হয় ২০০৪ সালের দিকে। জোরাল ইচ্ছা থাকলেও সময়ের অভাবে ও কাজের ব্যস্ততায় তা হয়ে উঠেনি। ২০০৮ সালে এসে ইচ্ছা প্রবল হয়। মরণের সময় জানা নেই কবে ঘটবে? কাজের পরিধিও কম নয়, জানা নেই কবে শেষ হবে? তবে সন্দেহাতীত ভাবে জানি যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি কাজ সহজ করতে পারেন। ভাগ্যের পরিধি বাড়াতেও পারেন। তার উপরই ভরসা তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেন আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট'। আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী যেসব বিষয়ের মাধ্যমে কুরআন ভালভাবে জানা ও বুঝা যাবে সে বিষয়গুলি আমরা পেশ করব। **প্রথমতঃ** অনুবাদ থাকবে, সবার বুঝার জন্য আমরা সহজ-সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করব। **দ্বিতীয়তঃ** শব্দ বিশ্লেষণ, যেভাবে পরিচয় দিলে একটি শব্দের সবকিছু জানা যাবে, আমরা তা পেশ করার চেষ্টা করব। **তৃতীয়তঃ** বাক্য বিশ্লেষণ, ব্যাকরণ অনুযায়ী বাক্যের পরস্পর সম্পর্কের বিবরণ দেয়া হবে যা কুরআন বুঝার জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক। **চতুর্থতঃ** আয়াতের মাধ্যমে আয়াতের তাফসীর। কুরআনের বিবরণ কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত এসেছে আর কোন স্থানে বিস্তারিত এসেছে। কাজেই কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনের মাধ্যমে হওয়া উচিত। কারণ এতে কুরআন বুঝা সহজ হয়ে যায়। **পঞ্চমতঃ** ছহীহ হাদীছ, যেহেতু কুরআন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই কুরআন বুঝার সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছহীহ হাদীছ। সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি যা বলেছেন, সেটাই মূলত তাফসীর। **ষষ্ঠতঃ** যঈফ হাদীছ, যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য নয়। তবুও কেন তা পেশ করার প্রয়োজন মনে করলাম। তার দু'টি বড় কারণ। এক. তাফসীরের প্রায় সব গ্রন্থেই জাল-যঈফ হাদীছ রয়েছে যেখানে তারতম্যের কোন ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণেই এখানে রাখা হল। মানুষ পড়ে অবগত হতে পারলে যে কোন স্থানে সে কোন সময়ে ঐ হাদীছগুলি শুনলে বা পড়লে বলতে পারবে যে, এ হাদীছটি জাল বা যঈফ। দুই. অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি বা স্থানের কিংবা কোন বিষয়ের পরিচয় ছহীহ হাদীছে সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, যঈফ হাদীছে তা বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। মূলত এদু'টি কারণেই যঈফ হাদীছ গুলি অত্র তাফসীরে পেশ করা হল।

ছহীহ ও যঈফ যেভাবে লিখা হয়েছে এমন কিছু হাসান হাদীছ ছহীহ-এর স্তরে রাখা হয়েছে, যেগুলিকে কোন কোন বিদ্বান যঈফ বলেছেন। এর কারণ হল হাদীছগুলি হয়ত সূত্রগতভাবে যঈফ কিন্তু অর্থগতভাবে ছহীহ অথবা বেশীর ভাগ বিদ্বান সেগুলিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। অনুরূপ ছহীহ-এর ব্যাপারেও হয়েছে। এমন কিছু হাদীছ যঈফ-এর স্তরে রয়েছে যাকে কোন বিদ্বান ছহীহ বলেছেন। তবে মতামতের প্রাধান্যের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে হাদীছগুলো সাজানো হয়েছে। **সপ্তমতঃ** অবগতি, এখানে কোন শব্দের পরিচয় অথবা আলোচনার মূল অংশ অথবা কোন মুফাসসীরের বিশেষ কোন আলোচনা পেশ করা হবে। কুরআন বুঝার জন্য যা প্রয়োজন আমরা তা পেশ করার প্রাণ-পণে চেষ্টা করেছি। পাঠক এ তাফসীর পড়ে উপকৃত হলে এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

এ তাফসীর প্রকাশে বিভিন্ন ভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদের শুকরীয়া আদায় করি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমরা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। মানুষ ভুলের দাস। তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকদের নিকট আকুল আবেদন যে, ভুলগুলি অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক্ব দিন -*আমীন!*

রাজশাহী *-বিনীত লেখক*

১০ ফেব্রুয়ারী ২০১০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

'আউযুবিল্লা-হ' সম্পর্কে আলোচনা :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই'।

শব্দ পরিচয় :

شَيْطَانٌ *(শয়তান)* শব্দটি একবচন। এর বহুবচন شَيَاطِيْنُ। এ বহুবচনকে বলা হয় 'জমা তাকসীর'। অর্থাৎ এমন বহুবচন যাতে একবচনের রূপ ঠিক থাকে না। নূন বর্ণটি মূল শব্দের অক্ষর। এর উৎপত্তি হয়েছে شَطَنٌ (শীন, ত্বা ও নূন) হতে। যার অর্থ : দূরত্ব। অর্থাৎ কল্যাণের পথ হতে দূর হয়ে যাওয়া। আর শয়তানকে শয়তান নাম দেয়া হয়েছে হক্ব ও কল্যাণের পথ হতে দূরে থাকা এবং সীমালঙ্ঘন করার কারণে। এ কারণে জিন, ইনসান ও চতুষ্পদ জন্তুর প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারীই হচ্ছে শয়তান। কেউ কেউ বলেছেন, শয়তান শব্দের উৎপত্তি হয়েছে شَاطَ *(শাতা)* শব্দ হতে। যখন কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, তখন شَاطَ *(শাতা)* বলা হয়। যখন কিছু পুড়ে যায়, তখন তাকেও شَاطَ *(শাতা)* বলা হয়। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। الرَّجِيْم *(আর-রাজীম)* শব্দের অর্থ হচ্ছে কল্যাণ হতে বিতাড়িত, দূরীভূত ও অপমানিত হওয়া। رَجْمٌ *(রাজম)* শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে পাথর নিক্ষেপ করা। যাকে পাথর মারা হয় তাকে الرَّجِيْم *(রাজীম)* ও مَرْجُوْمٌ *'মারজূম'* বলা হয়। আর 'রাজম' অর্থ : হত্যা করা, অভিশাপ দেয়া, বিতাড়িত করা ও গালি দেয়া। কেউ কেউ বলেছেন যে, এসব অর্থ আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীদ্বয়ে বুঝানো হয়েছে- قَالُوْا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ 'তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পাথরের আঘাতে নিহত হবে' *(শু'আরা ১১৬)* এবং يَا إِبْرَاهِيْمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا 'হে ইবরাহীম! যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি তোমাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলব' *(মারইয়াম ৪৬)*।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

'আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন, তখনই অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবেন' *(নাহল ৯৮)*। আল্লাহ অন্যত্র শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ–

'ক্ষমা করে দেয়ার অভ্যাস করুন, ভাল কাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিন। যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা এসে যায়, তবে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন' *(আ'রাফ ৭ : ১৯৯-২০০)*। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

'আর হে নবী! আপনি খুব বলতে থাকুন- হে আল্লাহ! শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তাদের উপস্থিতি হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' *(মুমিনূন ২৩ : ৯৭-৯৮)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلَاثًا أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ–

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে তাঁর ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা ছালাত আরম্ভ করতেন। তিনি বলতেন, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ– 'হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মর্যাদা এবং তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই'। তারপর তিনি তিনবার لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ তিনবার اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا বলেন। তারপর বলেন, أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ– 'আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অভিশপ্ত শয়তানের অহমিকা, তার জাদু ও তার কুমন্ত্রণা হতে' *(আবুদাঊদ হা/৭৭৫; তিরমিযী হা/২৪২)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ–

(২) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি অভিশপ্ত শয়তান, তার অহমিকা, তার জাদু ও তার কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই' *(ইবনু মাজাহ হা/৮০৮)*।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: تَلَاحَى رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَمَزَّعَ أَنْفُ أَحَدِهِمَا غَضَبًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ شَيْئًا لَوْ قَالَهُ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

(৩) ওবাই ইবনু কা‘ব রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, দু’জন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট খুব গালাগালি করছিল। তাদের একজনের নাক রাগে ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি দো‘আ জানি যদি এ লোকটি তা পড়ে, তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে *‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম’* তবে তার রাগ চলে যাবে *(নাসাঈ, ‘আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলা’; তাফসীর ইবনে কাছীর হা/২৬০)*।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ-

সুলাইমান ইবনু ছুরাদ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে বসেছিলাম। তখন দু’জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি দো‘আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে, তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে *‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম’* (আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই), তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে ছাহাবীগণ বললেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি আল্লাহ্‌র নিকট শয়তান হতে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি পাগল নই’? *(বুখারী হা/৩২৮২)*।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِيْ مِنْ جُنُوْنٍ.

(৫) সুলায়মান ইবনু ছুরাদ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, দু’জন লোক নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে গালাগালি করতে লাগল। তাদের একজনের রাগে দু’চক্ষু লাল হয়ে যায় এবং গাল ফুলে যায়। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি এমন একটি দো‘আ জানি যদি সে এ দো‘আটি বলে, তাহলে তার এ রাগ দূর হয়ে যাবে যা সে অনুভব করছে। দো‘আটি হচ্ছে أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ‘আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’। তখন লোকটি বলল, ‘আপনারা কি আমাকে পাগল মনে করেন’? *(বুখারী, আবুদাউদ হা/৪৭৮১)*। অত্র হাদীছগুলিতে ‘আউযুবিল্লা-হ’-এর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) নাফে‘ ইবনু জুবায়ের ইবনু মুত্ব‘ইম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেখেছি যখন তিনি ছালাতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি তিনবার বলতেন, اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ‘আল্লাহ সবচেয়ে বড়’। তিনবার বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ‘আল্লাহ্‌র অনেক

অনেক প্রশংসা'। তিনবার বলতেন, سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً 'সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি'। তারপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা, তার অহমিকা ও তার জাদু হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই' *(আবুদাঊদ হা/৭৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৮০৭)*।

(২) একজন লোক আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতে দাঁড়ালে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, তারপর তিনবার لآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলতেন এবং سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه তিনবার বলতেন। তারপর বলতেন, 'আমি আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা, অহমিকা ও জাদু হতে আশ্রয় চাই' *(আহমাদ, তাফসীর ইবনে কাছীর হা/২৫৯)*।

(৩) মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গালাগালি করে। এতে তাদের একজন খুব রাগান্বিত হয়। এমনকি আমার মনে হল তাদের একজনের প্রচণ্ড রাগের কারণে তার নাক ফুলে উঠেছে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি এমন একটি কালিমা জানি যদি সে এটা বলে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে'। মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, সেটা কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় চাই'। মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে অত্র বাক্যটি বলার জন্য বার বার আদেশ করেন, সে বলতে অস্বীকার করে এবং জোরে গালাগালি করতে থাকে। এতে তার রাগ আরো বেশী হয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৭৮০; তিরমিযী হা/৩৪৫২)*।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তা হচ্ছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আশ্রয় চান। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় চাই। অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হে নবী! আপনি বলুন, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 'পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি'। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'আপনি পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন'। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এটাই প্রথম সূরা যা আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ করেন *(ত্বাবারী, তাফসীর ইবনু কাছীর হা/২৬৩)*।

অবগতি

(১) ছালাতের ভিতরে ও বাইরে কুরআন তেলাওয়াতের সময় أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলা যরূরী। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন তেলাওয়াতের সময় এটা বলার জন্য আদেশ করেছেন *(নাহল ৯৮)*।

(২) أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ চুপে চুপে বলতে হবে। কারণ সরবে পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীগণ কখনও সরবে পড়েননি।

(৩) ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই ছালাতের মধ্যে أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়তে হবে। কারণ উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

(৪) أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব ধরনের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁর নিকট কল্যাণ কামনা করা।

(৫) আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে সকল নবীর শত্রু বলেছেন *(আন'আম ১১২)* ও মানুষের জন্য স্পষ্ট শত্রু বলেছেন *(বাক্বারাহ ১৬৮-২০৮)*। আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রথম আকাশকে তারকা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছি' *(মুলক ৫; ছাফফাত ৬-৭)*। আল্লাহ বলেন, 'আমি দর্শকদের জন্য আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছি' *(হিজর ১৭)*।

'বিসমিল্লা-হ' সম্পর্কে আলোচনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 'পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি'।

শব্দ পরিচয়

إِسْمٌ (ইসমুন) বহুবচন হচ্ছে أَسْمَاءُ (আসমাউ) অর্থ নাম। অনেকেই মনে করেন إِسْمٌ (ইসমুন) শব্দটি سُمُوٌّ (সুমুব্বুন) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ উচ্চতা। কেউ কেউ বলেন, 'ইসম' শব্দটি سِمَةٌ (সিমাতুন) থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ আলামত, চিহ্ন। কারণ ইসম আলামত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যার জন্য তাকে রাখা হয়েছে। এ মতের ভিত্তিতে ইসম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে وَسْمٌ (ওয়াসমুন) হতে। তবে প্রথম মতটি বেশী সঠিক। কারণ ইসমের তাছগীর আসে سُمَيٌّ (সুমাইয়্যুন)ও বহুবচন আসে أَسْمَاءُ (আসমা)। আর স্বীকৃত কথা এই যে, বহুবচন এবং তাছগীর বস্তুকে তার আসলের দিকে নিয়ে যায়। অনেকেই মনে করেন, إِسْمٌ (ইসম) শব্দটি عُلُوٌّ (উলুব্বুন) শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ উচ্চতা *(কুরতুব)*।

اَللّٰهُ 'আল্লাহ' শব্দ সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ শব্দটি আল্লাহ্‌র নামগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ও ব্যাপক। এ কারণে এর দ্বারা অন্য কারো নাম রাখা যায় না এবং তার দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না। তাঁর নামের গুণ সম্পন্ন অন্য কেউ নেই। কারো নাম আল্লাহ রাখা হয় না। আল্লাহ এমন কিছুর নাম, যার সত্যিকার অর্থে অস্তিত্ব রয়েছে এবং যিনি উপাস্যের যাবতীয় গুণাবলীর অধিকারী। তিনি প্রতিপালকের গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত। তিনি তাঁর জন্য উপযোগী, বাস্তব গুণাবলীতে একক। তিনি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ তিনিই যিনি সকলের উপাসনার প্রকৃত হক্বদার। আল্লাহ তিনিই, যিনি সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদাই থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির অস্তিত্বের পূর্বে, তাদের অস্তিত্বের পরে এবং তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় নিজ গুণে গুণান্বিত। তাঁর নাম ও গুণাবলীতে সৃষ্টির কোন প্রভাব নেই। আর এটিই হচ্ছে সুন্নাতপন্থীদের বক্তব্য। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ নামটি অন্য কোন মূল শব্দ হতে বের হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন, আল্লাহ শব্দটির আসল হচ্ছে إِلَاهٌ (ইলাহুন)। হামযার পরিবর্তে الف ولام (আলিফ ও লাম) আনা হয়েছে, ফলে আল্লাহ হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করেন, الله আল্লাহ শব্দের আসল হচ্ছে لَاهٌ (লাহুন), তার পূর্বে

আলিফ এবং লামকে সম্মানের জন্য আনা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটি وَلَّهَ থেকে উৎপত্তি হয়েছে, অর্থাৎ সে লোকটি হয়রান হয়ে গেছে। اَلْوَهٌ অর্থ বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিশ্লেষণ ও তাঁকে জানতে গিয়ে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ কারণে আল্লাহ বলা হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে إِلَٰهٌ আসলে وَلَاهٌ ছিল। ওয়াওকে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহকে إِلَٰهٌ নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, সৃষ্টিকুল তাদের প্রয়োজনের সময় তাঁকেই উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের বিপদের সময় তাঁর নিকটেই অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করে।

অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে উচ্চতা থেকে। আরবরা প্রত্যেক উঁচু বস্তুকে لَاهٌ (লাহুন) বলত। যখন সূর্য উদিত হত তখন তারা বলত لَهَتْ অর্থাৎ সূর্য উচ্চতার দিকে যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ শব্দটি اَلَهَ الرَّجُلُ 'আলাহার রজুলু' থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ যখন সে ইবাদত করে *(কুরতুব)*।

আর-রহমান

অনেকেই মনে করেন 'আর-রহমান' শব্দের কোন উৎপত্তিস্থল নেই। কারণ এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ আলেম মনে করেন 'রহমান' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে الرحمة 'আর-রহমাতু' হতে, যার মাঝে অর্থের আধিক্য রয়েছে। তার অর্থ এই যে, তিনি এমন রহমতের অধিকারী যার কোন তুলনা হয় না। এ কারণে রহমান শব্দটি দ্বিবচন ও বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। যেরূপ রহীম শব্দকে দ্বিবচন এবং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

অনেকেই মনে করেন, رَحْمَٰن (রহমান) হচ্ছে ইবরানী বা হিব্রু নাম, আরবী নয়। তার সাথে আরবী নাম رَحِيْمٌ (রহীম)-কে নিয়ে আসা হয়েছে। কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ বলেন, এতে অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করা হয়েছে। নে'মাতের পর নে'মাত দান করা হয়েছে। অভিলাষীদের আকাংক্ষা শক্তি যোগানো হয়েছে এবং ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে যে, দয়া প্রত্যাশী কেউ নিরাশ হবে না *(কুরতুবী)* ।

অনেকেই মনে করেন, 'রহমান' ও 'রহীম' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জমহূর ওলামা মনে করেন, 'রহমান' বিশেষ এক নাম যা সর্বপ্রকার দয়াকে অর্ন্তভুক্ত করে। আর 'রহীম' সাধারণ একটি নাম যা নির্দিষ্ট দয়াকে সম্পৃক্ত করে। আবু আলী ফারেসী বলেন, 'রহমান' এমন একটি ব্যাপক অর্থ ভিত্তিক নাম যা সকল প্রকার রহমতকে অর্ন্তভুক্ত করে এবং তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথেই খাছ। আর 'রহীম' শব্দটির সম্পর্ক শুধুমাত্র মুমিনদের সাথে। অধিকাংশ আলেমের মত এই যে, 'রহমান' শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর 'রহীম' আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত *(কুরতুবী)*।

‘বিসমিল্লাহ’ সম্পর্কে আয়াত সমূহ

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

‘বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং পত্র হচ্ছে এই অসীম দাতা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু’ *(নামল ৩০-৩১)*। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ‘অতঃপর যে জন্তু যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হয়, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর’ *(আন‘আম ১১৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ‘আর নূহ আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ বড় মেহেরবান’ *(হূদ ৪১)*। তিনি আরো বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ‘আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে তেলাওয়াত করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন’ *(আলাক ১)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا ‘আর আল্লাহ্‌র অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা সেসব নামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর’ *(আ‘রাফ ১৮০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ‘অতএব আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন’ *(ওয়াকি‘আহ ৭৪)*।

অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করার সময় এবং যেকোন কাজ করার সময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ বা প্রার্থনা করা উচিত।

‘বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম’ সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِى الصَّلاَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَعَدَّهَا آيَةً.

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতের মধ্যে ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ পড়লেন এবং তাকে একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করলেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারাকুতনী, হাকেম, ইরওয়া হা/৩৪৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأْتُمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوْا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ إِحْدَاهَا–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তোমরা আলহামদু লিল্লাহ বা সূরা ফাতিহার কেরাআত কর, তখন তোমরা ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ পড়। কারণ সূরা ফাতিহা হচ্ছে কুরআনের মূল, কিতাবের মূল এবং ছালাতের মধ্যে বার বার তেলাওয়াত করা সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা। আর ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ তার একটি আয়াত’ *(দারাকুতনী,*

বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১১৮৩)। অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার সাত আয়াতের একটি আয়াত।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَأَتَهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحِيْمِ، اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কিরাআত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কিরাআত প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পড়তেন। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحِيْمِ পৃথক করতেন এবং اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পৃথক করতেন এবং مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পৃথক করতেন *(ইবনু খুযায়মা, ইরওয়া ২/৬০ পৃঃ)*।

كَانَ إِذَا قَرَأَ قَطَعَ قِرْائَتَهُ آيَةً آيَةً يَقُوْلُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কিরাআত করার সময় প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পড়তেন। তিনি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' বলতেন অতঃপর থেমে যেতেন। তারপর اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলতেন, অতঃপর থেমে যেতেন, তারপর الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ বলতেন। অতঃপর থেমে যেতেন *(হাকিম, ইরওয়া ২/৬০)*।

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحِيْمِ يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرحِيْمِ.

তাবেয়ী কাতাদা (রহঃ) বলেন, একদা আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে জিজ্ঞেস করা হল, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কুরআন তেলাওয়াত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল ধীরস্থিরভাবে টানা টানা। অতঃপর আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু টান দিয়ে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়লেন, তিনি টান দিয়ে 'বিসমিল্লা-হ' পড়লেন, তারপর 'রহমান' টান দিয়ে পড়লেন, তারপর 'রহীম' টান দিয়ে পড়লেন' *(বুখারী হা/৫০৪৫)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সূরা ফাতিহার একটি আয়াতাংশ। তিনি মদের অক্ষরগুলি টেনে টেনে পড়তেন। যথা- আল্লাহ্‌র লামে, রহমানের মীমে এবং রহীমের হা-তে টান দিয়ে পড়তেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকবীরের মাধ্যমে ছালাত আরম্ভ করতেন, আর কিরাআত আরম্ভ করতেন আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল আলামীন দ্বারা' *(মুসলিম হা/৪৯৮; আবুদাঊদ হা/৭৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৮৬৯)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَفِىْ مُسْلِمٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحِيْمِ فِىْ اَوَّلِ قِرَأَةٍ وَلَا فِىْ آخِرِهَا–

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু, ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ও ওছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তাঁরা আলহামদু লিল্লা-হি রব্বিল আলামীন দ্বারা ক্বিরাআত আরম্ভ করতেন। আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সরবে পড়তেন না *(মুসলিম হা/৩৯৯; বুখারী হা/৭৪৩)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ وَصَلَّى بِنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا.

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের ছালাত আদায় করালেন, তিনি আমাদেরকে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এর কিরাআত শুনালেন না। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবু বকর এবং ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা ছালাত আদায় করিয়েছেন। আমরা তাঁদের দু'জন থেকেও 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'-এর কিরাআত শুনিনি *(নাসাঈ হা/৯০৬)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা -এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তাঁদের কাউকেও 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সরবে পড়তে শুনিনি *(নাসাঈ হা/৯০৭)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সূরা ফাতিহার অংশ। তবে তা নীরবে পড়তে হবে।

عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا قَرَأَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ.

মুখতার ইবনু ফুলফুল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল করা হল। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়লেন এবং সূরা কাওছার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান কাওছার কি জিনিস? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ

ভাল জানেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হচ্ছে একটি নহর যা আমার প্রতিপালক আমাকে জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৭৮৪)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সূরা হতে অপর সূরার বিচ্ছিন্নতা বুঝতে পারেননি *(আবুদাঊদ হা/৭৮৮)*।

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُوْلُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ الذُّبَابِ.

আবুল মালীহ একজন ছাহাবী হতে বর্ণনা করেন, ছাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বাহনের পিছনে ছিলাম। তাঁর বাহনটি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল। আমি বললাম, শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে অথবা শয়তান ধ্বংস হল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তান অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলবে না। কারণ তুমি যদি এরূপ বল, তবে শয়তান নিজেকে বড় ভাববে, এমনকি বাড়ীর আকৃতির ন্যায় হয়ে যাবে এবং বলবে যে, আমার ও কর্মের দ্বারাই এরূপ ঘটেছে। তবে 'বিসমিল্লা-হ' বল। কারণ এর ফলে শয়তান নিজেকে ছোট ভাববে এমনকি সে মাছির ন্যায় হয়ে যাবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৮২)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি সে মাছির চেয়েও ছোট হয়ে যাবে *(আহমাদ হা/২০৪৬৯-২৪৭০, ২০৫৬৮)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'বিসমিল্লাহ' বললে শয়তান অপমানিত হয় এবং মাছির ন্যায় ছোট হয়ে যায়। এজন্য প্রত্যেক কাজের পূর্বে 'বিসমিল্লা-হ' বলা ভাল।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার ওযূ নেই তার ছালাত হয় না, আর যে বিসমিল্লাহ বলে না তার ওযূ হয় না' *(আবুদাঊদ হা/১০১)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ-

ওমর ইবনু আবী সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একজন বালক হিসাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে পৌঁছত, তখন

তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! বিসমিল্লা-হ বল, তোমার ডান হাতে খাও এবং তোমার পার্শ্ব থেকে খাও' *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِيْ ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে, সে বলবে بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا 'আল্লাহ্‌র নামে মিলন আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখ এবং শয়তানকে দূরে রাখ, আমাদের মাঝে কোন সন্তান নির্ধারণ করলে। শয়তান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৪৩৪; আবুদাঊদ হা/২১৬১; তিরমিযী হা/১০৯২; ইবনু মাজাহ হা/১৯১৯)*।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ.

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিসমিল্লা-হ' বলে তুমি তোমার দরজা বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। 'বিসমিল্লা-হ' বলে বাতি নিভিয়ে দাও। একটু কাঠখড়ি হলেও আড়াআড়িভাবে রেখে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ। 'বিসমিল্লা-হ' বলে পানির পাত্র ঢেকে রাখ' *(বুখারী হা/৩২৮০; মুসলিম হা/২০১২; আবুদাঊদ হা/৩৭৩১; তিরমিযী হা/২৮৫৭)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِيْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যে খাদ্যের উপর বিসমিল্লা-হ বলা হয় না' *(মুসলিম হা/২০১৭; আবুদাঊদ হা/৩৭৬৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِيْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খাদ্য খাবে সে যেন বিসমিল্লা-হ বলে। যদি বিসমিল্লা-হ বলতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে, বিসমিল্লা-হি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৪)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেখলাম কোন এক ঈদে ধূসর রংয়ের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি তাঁর পা পশুর চোয়ালের উপর রাখলেন। তিনি দুম্বা দু'টি নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং যবেহ করার সময় *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার'* বললেন' *(বুখারী হা/৯৮৫; মুসলিম হা/১৯৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩১৫২)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৫০)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলে, *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ* 'আল্লাহ্‌র নামে বের হলাম, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম, আমার কোন উপায় নেই, ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত', তখন তাকে বলা হয় তুমি পথ পেলে, উপায় পেলে ও রক্ষা পেলে। তারপর শয়তান তার থেকে দূর হয়ে যায়। তখন আর একজন শয়তান এ শয়তানকে বলে, তুমি লোকটিকে কেমন পেলে? তখন সে বলে, তাকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, পথ দেয়া হয়েছে ও রক্ষা করা হয়েছে' *(মিশকাত হা/২৪৪৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, যখন কোন মানুষ তার কোন অঙ্গে বেদনা অনুভব করত অথবা কোথাও ফোড়া, বাঘী বা যখম দেখা দিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার উপর নিজের অঙ্গুলী বুলাতেন। বুলাতে বুলাতে বলতেন, আল্লাহ্‌র নামে আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশে আমাদের রোগীকে ভাল করবে, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩১)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, যখন কোন মুর্দাকে কবরে রাখা হত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, *'বিসমিল্লা-হি ওয়া বিল্লা-হি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি'*। আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, রাসূলের দ্বীনের উপর রাখা হল' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৭০৭)*।

عَنْ عَلَىٍّ أَنَّهُ أُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّه.

আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একদা তাঁর নিকট সওয়ার হওয়ার জন্য একটি পশু আনা হল। তিনি যখন রেকাবে পা রাখলেন বললেন, বিসমিল্লা-হ এবং যখন তার পিঠে সওয়ার হলেন তখন বললেন, আলহামদুলিল্লা-হ' *(আবুদাউদ হা/২৬০২)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তিনবার বিসমিল্লা-হ বলেছেন *(তিরমিযী হা/৩৪৪৬)*।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মেয়ে ফাতিমা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ 'আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করছি। শান্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর অবতীর্ণ হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর'। আর যখন বের হতেন তখন বলতেন, بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ 'আল্লাহ্‌র নামে বের হচ্ছি। শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৭২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ : زَحَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَفِىْ رِجْلِىْ نَعْلٌ كَثِيْفَةٌ، فَوَطِئْتُ بِهَا عَلَى رِجْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَفَحَنِى نَفْحَةً بِسَوْطٍ فِىْ يَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ أَوْجَعْتَنِى قَالَ: فَبِتُّ لِنَفْسِىْ لَائِماً أَقُوْلُ أَوْجَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا رَجُلٌ يَقُوْلُ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالَ قُلْتُ: هَذَا وَاللهِ الَّذِىْ كَانَ مِنِّىْ بِالْأَمْسِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّكَ وَطِئْتَ بِنَعْلِكَ عَلَى رِجْلِىْ بِالْأَمْسِ فَأَوْجَعْتَنِىْ، فَنَفَحْتُكَ نَفْحَةً بِالسَّوْطِ، فَهَذِهِ ثَمَانُوْنَ نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا–

আব্দুল্লাহ ইবনু আবু বকর একজন আরাবী হতে বর্ণনা করেন, আরাবী বলেন, আমি হুনায়নের যুদ্ধে ভিড়ের মধ্যে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পাশে ছিলাম। আমার পায়ে মোটা জুতা ছিল। আমার পা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পায়ের উপর পড়ে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর হাতে একটি লাঠি ছিল তা দিয়ে আমাকে হালকা আঘাত করলেন এবং বললেন, বিসমিল্লা-হ, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। তারপর আমি আমার আত্মার প্রতি অভিশাপ করে রাত অতিবাহিত করলাম এবং বলতে থাকলাম, আমি

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে কষ্ট দিয়েছি? তারপর আমি ভয়ে ভয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, তুমি গতকাল আমার পায়ে পাড়া দিয়েছ এবং আমাকে কষ্ট দিয়েছ। এজন্য আমি তোমাকে লাঠি দ্বারা হালকা আঘাত করেছি। এ কারণে তোমাকে ৮০টি মেষ দিলাম এবং বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩০৪৩)*।

قَالَ مِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ-

মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, অতঃপর সুহায়ল ইবনু আমর এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। অতঃপর নবী একজন লেখককে ডাকলেন এবং নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, লিখ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ *(বুখারী হা/২৭৩১; মুসলিম হা/৪৬০৮)*।

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيْسِيِّيْنَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, অতঃপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস আল্লাহ্‌র রাসূলের সেই পত্রখানি আনার নির্দেশ দিলেন, যা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দিহইয়াতুল কালবী নামক একজন ছাহাবীর মাধ্যমে বসরার শাসক হিরাক্লিয়াস-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পড়লেন, তাতে লেখা ছিল বিসমিল্লা-হির রমহমা-নির রহীম। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সকল প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে' *(বুখারী হা/৭; মুসলিম হা/৪৫৮৩)*। 'বিসমিল্লা-হ' সম্পর্কিত উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, শুধু লিখার সময় এবং কোন সূরা পড়ার সময় 'বিসমিল্লা-হ' সম্পূর্ণ পড়তে হবে।

বিসমিল্লা-হ সম্পর্কে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহার প্রথমে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম পড়েন এবং তা একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করেন' *(ইবনু খুযায়মা হা/৪৯৩, তাহক্বীক ইবনু কাছীর ১/১১০ পৃঃ, টীকা ৩)*।

(২) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম দ্বারা ছালাত আরম্ভ করতেন *(তিরমিযী হা/২৪৫; তাহক্বীক্ব ইবনু কাছীর ১/১১১ পৃঃ, টীকা ২)*।

(৩) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈসা 'আলাইহিস সালাম -এর মাতা তাঁকে শিক্ষকের কাছে পড়তে পাঠান। তাঁর শিক্ষক তাকে বলেন, লেখ। তিনি বললেন, কি লিখব? শিক্ষক বলেন, বিসমিল্লা-হ। ঈসা 'আলাইহিস সালাম বলেন, বিসমিল্লা-হ কি জিনিস? শিক্ষক বলেন, আমি জানি না। তখন ঈসা 'আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, 'বা' অর্থ আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য। 'সীন' অর্থ তাঁর মহত্ব ও উচ্চতা যাঁর উর্ধ্বে কোন কিছুই নেই। 'মীম' দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাঁর রাজত্বকে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মা'বূদদের মা'বূদ। 'রহমান' হচ্ছেন উভয় জগতের জন্য দয়ালু। আর 'রহীম' হচ্ছেন পরকালের জন্য দয়ালু *(মারদুবিয়া, হাদীছটি ভিত্তিহীন, তাহক্বীক্ব ইবনু কাছীর ১/১১৩, টীকা ১)*।

(৪) ইবনু বুরায়দা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উপর একটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে যা সুলায়মান 'আলাইহিস সালাম ছাড়া অন্য কারো প্রতি নাযিল করা হয়নি। আর তা হচ্ছে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম *(মারদুবিয়া, তাহক্বীক্ব ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩)*।

(৫) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' নাযিল হল- আকাশের মেঘ পূর্ব দিকে চলে গেল, বাতাস প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হল, সমুদ্র উথলিয়ে উঠল, চতুষ্পদ প্রাণী তাদের কান লাগিয়ে শুনল, সমস্ত শয়তানকে আকাশ হতে বিতাড়িত করা হল। তখন আল্লাহ তাঁর সম্মানের কসম করে বললেন, যে কোন কিছুর উপর বিসমিল্লা-হ বলা হলে আল্লাহ তাতে বরকত দিবেন *(মারদুবিয়া, ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩)*।

(৬) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দায়িত্বশীল ১৯ ফেরেশতা থেকে রক্ষা করুক, সে যেন বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম পড়ে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য বিসমিল্লা-হ্‌র প্রত্যেকটি অক্ষরকে প্রত্যেক ফেরেশতা থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ করে দিবেন *(মারদুবিয়া, ইবনু কাছীর ১/১১৩ পৃঃ, টীকা ৩)*।

(৭) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক যে কাজ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' দ্বারা আরম্ভ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ *(ত্বাবক্বাতে শাফিঈ, ইবনু কাছীর ১/১১৪ পৃঃ)*।

(৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু হুরায়রা! তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট যাওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লা-হ' বল। এতে যদি তোমার কোন সন্তান জন্ম নেয়, তবে তার শ্বাস ও তার সন্তানদের শ্বাসের সংখ্যা অনুযায়ী নেকী দেয়া হবে *(ইবনু কাছীর ১/১১৪ পৃঃ, টীকা ৪)*।

(৯) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আঃ) মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনি বলুন, আমি সর্বস্রোতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম বলেন, হে নবী! আপনি বিসমিল্লা-হ বলুন। জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম বলেন, হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের স্মরণে পড়ুন। হে নবী! আপনি আল্লাহ্‌র স্মরণেই উঠা-বসা করুন *(ইবনু জারীর, তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১১৫ পৃঃ)*।

(১০) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, সূরা নামালে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তওবা ও আনফাল সূরার মাঝে তা লেখার অনুমতি দেননি *(আবুদাঊদ হা/৭৮৬)*।

(১১) সাঈদ ইবনু জুবায়ের থেকে বর্ণিত, মুশরিকেরা মসজিদে উপস্থিত হত, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তেন, তখন তারা বলত, এই মুহাম্মাদ ইয়ামামার রহমান 'মুসায়লামাতুল কাযযাব'কে ডাকে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরবে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম পড়ার আদেশ দেন *(কুরতুবী ১/১০৫ পৃঃ)*।

(১২) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু এক ব্যক্তির দিকে তাকাচ্ছিলেন, যিনি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখছিলেন। তিনি তাকে বললেন, সুন্দর করে লিখ। কেননা সুন্দর করে লিখার কারণে এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল *(কুরতবী ১/১০০)*।

(১৩) সাঈদ ইবনু সাকীনা বলেন, আমার নিকট আরো পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখা একটি কাগজের দিকে তাকিয়ে তাতে চুমু দিয়ে তার দু'চোখের উপর রাখার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় *(কুরতুবী ১/১০০ পৃঃ)*।

অবগতি

(১) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের মধ্যকার একটি আয়াত। (২) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' চুপে চুপে পড়তে হবে। (৩) তবে সব জায়গায় সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়তে হবে না, শুধুমাত্র যেসবস্থানে পূর্ণ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪) যে কোন কাজের প্রথমে 'বিসমিল্লা-হ' পড়াই সুন্নাত। (৫) 'বিসমিল্লাহ' এর ফযীলতে যত হাদীছ এসেছে সব যঈফ ও জাল।

সূরা আল-ফাতিহা

আয়াত ৭; অক্ষর ১৩৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (١) اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ (٧)-

অনুবাদ : (১) পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি (২) যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য (৩) তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময় (৪) তিনি প্রতিফল দিবসের মালিক (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি (৬) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর (৭) তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ– শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর মাছদার। অর্থ- প্রশংসা, স্তুতি, গুণকীর্তন, মহিমা।

رَبِّ– ইসমে ছিফাত, বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'। যেমন বলা হয়, رَبُّ الْبَيْتِ গৃহকর্তা, رَبَّةُ الْبَيْتِ গৃহকর্ত্রী, গৃহিণী।

اَلْعَالَمِيْنَ– একবচনে اَلْعَالَمُ, বহুবচন عَوَالِمُ، عَالَمُوْنَ অর্থ- জগৎ, জগৎবাসী।

الرَّحْمَنِ– ইসমে মুবালাগা, 'সীমাহীন দয়ালু'।

الرَّحِيْمِ– ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অত্যন্ত দয়াবান। উল্লেখ্য যে, الرَّحْمَنِ-এর মধ্যে الرَّحِيْمِ-এর তুলনায় দয়ার আধিক্য বিদ্যমান।

مَالِكِ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল। তবে ইসমে ছিফাতও হতে পারে। মাছদার مَلْكًا، مِلْكًا، مُلْكًا বাব ضَرَبَ অর্থ- মালিক, অধিকারী।

يَوْمُ– বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস।

اَلدِّيْنُ– একবচন, বহুবচন أَدْيَانٌ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম।

نَعْبُدُ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ অর্থ- আমরা ইবাদত করি, বিনয়ী হই।

نَسْتَعِيْنُ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার اِسْتِعَانَةٌ মূলবর্ণ (ع، و، ن) বাব اِسْتِفْعَالٌ অর্থ- আমরা সাহায্য চাই।

اِهْدِ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার هِدَايَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- পথ দেখান, পথের নির্দেশ দেন।

اَلصِّرَاطَ– বহুবচন صُرُطٌ অর্থ- পথ, রাস্তা।

اَلْمُسْتَقِيْمَ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার إِسْتِقَامَةً মূলবর্ণ (ق، و، م) বাব إِسْتِفْعَالٌ অর্থ- সরল, সঠিক।

أَنْعَمْتَ– واحد مذكر حاضر মাযী, মাছদার إِنْعَامًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তুমি অনুগ্রহ করেছ। নে'মত দান করেছো।

اَلْمَغْضُوْبُ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার غَضْبًا বাব سَمِعَ অর্থ- যারা অভিশপ্ত, যাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। শব্দটি মুয়ান্নাছ এবং মুযাক্কার উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

اَلضَّالِّيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার ضَلاًّ বাব ضَرَبَ অর্থ- যারা পথহারা, যারা পথভ্রষ্ট।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ– (ب) হরফে জার, إِسْمِ মাজরূর, اللهِ মাওছূফ, اَلرَّحْمَنِ প্রথম ছিফাত, اَلرَّحِيْمِ দ্বিতীয় ছিফাত। মাওছূফ ও ছিফাত মিলে إِسْمِ-এর মুযাফ ইলাইহি। সব মিলে উহ্য (أَبْدَأُ বা أَشْرَعُ) ফে'লের মুতা'আল্লিক।

(২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– (اَلْحَمْدُ) মুবতাদা (ل) হরফে জার اَللهِ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য (ثَابِتٌ) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। (رَبِّ) اَللهِ-এর ছিফাত। (اَلْعَالَمِينَ) رَبِّ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৩) اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ– শব্দ দু'টি اَللهِ-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছিফাত।

(৪) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ– (مَالِكِ) اَللهِ-এর চতুর্থ ছিফাত। (يَوْمِ) مَالِكِ-এর মুযাফ ইলাইহি আর (الدِّيْنِ) يَوْمِ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৫) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ –(إِيَّاكَ) যবর বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন সর্বনাম, نَعْبُدُ-এর মাফ'উলে মুকাদ্দাম। نَعْبُدُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (وَ) হরফে আতফ نَسْتَعِيْنُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ।

(৬) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ –(اِهْدِ) ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল (نَا) মাফ'উলে বিহী। الصِّرَاطَ দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী الْمُسْتَقِيْمَ তার ছিফাত।

(৭) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ –(صِرَاطَ) পূর্বের হতে বদল। (الَّذِيْنَ) صِرَاطَ -এর মুযাফ ইলাইহি أَنْعَمْتَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (عَلَيْهِمْ) أَنْعَمْتَ -এর সাথে মুতাআল্লিক। জুমলাটি الَّذِيْنَ-এর ছিলা। غَيْرِ পূর্বের عَلَيْهِمْ-এর যমীর হতে বাদল। (الْمَغْضُوْبِ) غَيْرِ -এর মুযাফ ইলাইহি। عَلَيْهِمْ জার ও মাজরূর মিলে স্থান হিসাবে الْمَغْضُوْبِ-এর নায়েবে ফায়েল। (وَ) হরফে আতফ, (لَا) যায়েদা বা অতিরিক্ত, (الضَّآلِّيْنَ) الْمَغْضُوْبِ-এর উপর আতফ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –حَمْدٌ (হামদুন) শব্দের অর্থ প্রশংসা, স্তুতি, গুণগান, মহিমা। আরবদের ভাষায় 'আলহামদু' অর্থ পূর্ণাঙ্গ কৃতজ্ঞতা। 'আলহামদু' শব্দের প্রথমে আলিফ ও লামটি ইসতিগরাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রকারের প্রশংসার হক্বদার একমাত্র আল্লাহ। কারণ তাঁরই রয়েছে সুন্দর নাম ও বড় বড় গুণাবলী, যেগুলো দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা যায়। ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন যে, 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, তিনি ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য নয়। কেননা সমুদয় অনুগ্রহ যা আমরা গণনা করতে পারি এবং যা পারি না সবই তাঁর কাছ থেকেই আগত। আর সমুদয় অনুগ্রহের মালিক একমাত্র তিনিই, যিনি সমুদয় কৃতজ্ঞতার প্রকৃত প্রাপক। অনেকেই মনে করেন শুকর-এর স্থলে হামদ এবং হাম্‌দ-এর স্থলে শুকর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, পরবর্তী আলেমদের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, প্রশংসিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গুণাবলীর জন্য এবং পরোক্ষ গুণাবলীর জন্য মুখে তাঁর প্রশংসা করার নাম 'শুকর' এবং অন্তঃকরণ, জিহ্বা ও কাজের দ্বারাও করা যায়। ইমাম কুরতবী (রহঃ) বলেন, সঠিক কথা এই যে, প্রশংসিত ব্যক্তির পূর্ব অনুগ্রহ ছাড়াই তার গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করাকে বলা হয় 'হামদ'। আর প্রশংসিত ব্যক্তির পূর্ব অনুগ্রহের কারণে প্রশংসা করাকে বলা হয় 'শুকর'। কোন কোন আলেম বলেছেন যে, 'হামদ'-এর চেয়ে 'শুকর' বেশী ব্যাপক। কেননা শুকর মুখের দ্বারা হতে পারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হতে পারে এবং অন্তরের দ্বারাও হতে পারে। আর 'হামদ' শুধুমাত্র মুখের দ্বারা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, শুকর হতে 'হামদ' বেশী ব্যাপক। কারণ তাতে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা উভয়ের অর্থ রয়েছে। 'হামদ'-কে শুকরের স্থলাভিষিক্ত করা যায়, কিন্তু শুকরকে হামদের স্থলাভিষিক্ত করা যায় না।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম -কে বলেছিলেন, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ 'অতএব হে নূহ! আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করেছেন' *(মুমিনূন ২৮)*। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তান পেয়ে যে প্রশংসা করলেন, আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করে বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ. 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার বার্ধক্য অবস্থায় ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দো'আ শ্রবণকারী' *(ইবরাহীম ৩৯)*। আল্লাহ তা'আলা দাঊদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালাম -এর প্রশংসা উল্লেখ করে বলেন, قَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ 'তাঁরা উভয়ে বলেছিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তাঁর বহু মুমিন বান্দাদের উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন' *(নামল ১৫)*। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. 'হে নবী! আপনি বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি' *(ইসরা/বনী ইসরাঈল ১১১)*। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের প্রশংসায় উল্লেখ করেন, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন' *(ফাতির ৩৪)*। মানুষের দো'আর সর্বশেষ কথা কি হবে তা উল্লেখ করে বলেন, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'আর তাদের দো'আর সর্বশেষ কথা হবে সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য' *(ইউনুস ১০)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ.

আবু সাঈদ খুদরী আলাইহিস সালাম বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন বান্দা বলে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, রাজত্ব তাঁর হাতেই রয়েছে, প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, তখন আল্লাহ বলেন, আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, রাজত্ব আমার হাতেই রয়েছে এবং প্রশংসা একমাত্র আমারই' *(তিরমিযী হা/৩৪৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯৪)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأُكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা খাদ্য খেয়ে অথবা পানি পান করে আলহামদুলিল্লাহ বললে, আল্লাহ খুব খুশী হন' *(তিরমিযী হা/১৮১৬; আহমাদ হা/১১৫৬২)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ الْحَمْدُ لله إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ কোন বান্দাকে কোন অনুগ্রহ দান করলে, সে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে সে যা গ্রহণ করেছে তার চেয়ে আল্লাহকে যা দিল তা অনেক বেশী উত্তম' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৫)*।

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لله تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لله تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

আবু মালিক আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পবিত্রতা অর্জন করা ঈমানের অঙ্গ। আলহামদুলিল্লাহ মিযানের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমান এবং যমীনের মধ্যের ফাঁকা অংশকে পরিপূর্ণ করে দেয়' *(মুসলিম হা/২২৩; দারেমী হা/৬৫৩)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম যিকির হচ্ছে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ আর সবচেয়ে উত্তম দো'আ হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৯০)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পসন্দনীয় কিছু দেখলে বলতেন, *'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহি তাতিমমুছ-ছালিহাতু'*। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা যার অনুগ্রহে সৎকর্ম পূর্ণ হয়। আর যখন অপসন্দনীয় কিছু দেখতেন তখন বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' অর্থাৎ সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৬৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'টি শব্দ রহমানের নিকটে প্রিয়, মুখে উচ্চারণে হালকা এবং মীযানের পাল্লায় ভারী। আর তা হচ্ছে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম' *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৬)*।

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ أَتَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ فَإِنِّيْ قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ فَقَالَ كَبِّرِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَسَبِّحِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ-

উম্মু হানী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে একটি আমলের কথা বলুন। কারণ আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং ভারী হয়ে গেছি। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, একশতবার আল্লাহু আকবার বল, একশতবার আলহামদুলিল্লাহ বল এবং একশতবার সুবহানাল্লাহ বল। এ কালেমাগুলি আল্লাহ্‌র রাস্তায় লাগাম পরিহিত অবস্থায় প্রতীক্ষমান ১০০টি ঘোড়ার চেয়ে উত্তম, একশতটি উট প্রদানের চেয়ে উত্তম এবং একশতটি দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮১০; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩১৬)*।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الْكَلَامِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

সামুরা ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'চারটি উত্তম বাক্য রয়েছে, যে কোন একটি থেকে আরম্ভ করতে পার তাতে তোমার ক্ষতি নেই (১) সুবহানাল্লাহ (২) আলহামদুলিল্লাহ (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (৪) ওয়া আল্লাহু আকবার' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮১১); সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহি একশবার বলবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে, তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হলেও' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮১২)*।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ-

মুগীরাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আবু সুফইয়ানের পুত্র মু'আবিয়াহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর নিকট এক পত্রে লিখেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ছালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। আর আপনি যাকে কোন কিছু দিতে বিরত থাকেন, তাকে তা দেয়ার মতো কেউ নেই। ধনীর ধন তাকে তোমা হতে উপকার দিতে পারে না' *(বুখারী হা/৬৩৩০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آيِبُونَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধ, হজ্জ কিংবা ওমরাহ থেকে ফিরতেন, তখন প্রত্যেক উঁচু স্থানের উপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তারপর বলতেন, 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর শত্রু দলকে তিনি একাই প্রতিহত করেছেন' *(বুখারী হা/৬৩৮৫, মুসলিম হা/১৩৪৪, আহমাদ হা/৪৯৬০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশবার পড়বে- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান'। সে একশ' গোলাম মুক্ত করার ছওয়াব লাভ করবে এবং তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে। আর তার একশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। আর সেদিন সন্ধ্যা অবধি এটা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ আমল আর কারো হবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি এ আমলের চেয়েও অধিক করবে' *(বুখারী হা/৬৪০৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ قَالُوْا يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَتَحْمِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ يَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ قَالَ يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র যিকরে রত লোকেদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহ্‌র যিকরে রত লোকদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। এ সময় তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন), আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার শপথ, তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলেন, আচ্ছা, যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরো অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত। আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন, না। আপনার সত্তার কসম, হে রব! তারা যদি তা দেখত, তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করত, আরো বেশী চাইত এবং এর জন্য আরো বেশী আকৃষ্ট হত। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কী থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেয়, আল্লাহ্‌র কসম, হে প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাথেকে দ্রুত পালিয়ে যেত

এবং একে অত্যন্ত বেশী ভয় করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলেন, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এমন মজলিসে উপবেশনকারী, যাদের মজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না' *(বুখারী হা/৬৪০৮; মুসলিম হা/২৬৮৯; আহমাদ হা/৭৪৩০)*।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

মুগীরা ইবনু শো'বা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর বলতেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই (এই মহাবিশ্বের) রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লহ! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ করতে চাও, তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমার হতে তাকে রক্ষা করতে পারে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ছালাতের সালাম ফিরাতেন, উচ্চৈঃস্বরে বলতেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। (কারো) কোন উপায় বা শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও পূজি না। তাঁরই নে'মত, তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দ্বীন (ধর্ম)-কে আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি-যদিও কাফেরগণ অপসন্দ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০১)*।

'হামদ' প্রসঙ্গে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি সমস্ত দুনিয়া আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে দান করা হয়, অতঃপর সে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কথাটি সমস্ত দুনিয়া হতে উত্তম হবে' *(হাদীছটি জাল, যঈফুল জামে' হা/৪৮০০)*।

(২) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছেন আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে হতে কোন এক বান্দা বলল, يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَقَدِيْمِ سُلْطَانِكَ. এতে ফেরেশতাদ্বয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারা জানে না কিভাবে তার ছওয়াব লিখবে। এ কারণে তারা আকাশে উঠে গেল এবং আল্লাহ্‌র দরবারে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার এক বান্দা এমন একটা কালেমা পাঠ করেছে, যার পুণ্য আমরা কী লিখব বুঝতে পারছি না। আল্লাহ সবকিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলেন, আমার বান্দা কী বলেছে? তারা দু'জনে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! সে বলেছে, ইয়া রাব্বী লাকাল হামদু, কামা ইয়ামবাগী লি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া ক্বাদীমি সুলতানিকা। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনকে বললেন, সে যা বলেছে তাই লিখে নাও। আমি তার সাথে মিলিত হওয়ার সময় নিজেই তার প্রতিদান দিব' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮২১)*।

(৩) একজন ব্যক্তি হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বলেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, সমগ্র রাজত্ব তোমার, সব কল্যাণ তোমার হাতে এবং সব কর্ম তোমার নিকটেই ফিরে যাবে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর ১/১২৩)*।

শব্দ পরিচয়

رَبٌّ (রাব্বুন) শব্দটি একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ (আরবাবুন) অর্থ প্রতিপালক, মালিক, মনিব, কর্তা ও অভিভাবক। সর্বময় কর্তাকে 'রব' বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী। রব শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে সম্বন্ধরূপে ব্যবহৃত হলে কোন দোষ নেই। যেমন رَبُّ الدَّارِ বা গৃহকর্তা ইত্যাদি। শব্দটি নির্দিষ্ট হয়ে ব্যবহৃত হলে আল্লাহ্‌র সাথে খাছ হয়ে যায়। আর অনির্দিষ্ট হলে সবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

عَالَمٌ (আলাম) শব্দটি عَلَامَةٌ (আলামাতুন) শব্দ হতে নেয়া হয়েছে, যার বহুবচন عَالَمُوْنَ، عَوَالِمُ অর্থ- জগৎ, পৃথিবী। আল্লাহ ছাড়া সমুদয় বস্তুকে আলাম বলা হয়। عَالَمٌ শব্দটিও বহুবচন, এর কোন একবচন হয় না। জানা-অজানা সব সৃষ্টিজীবকেই আলাম বলা হয়।

মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, আল্লাহ সতের হাজার আলাম সৃষ্টি করেছেন। আবুল আলিয়া বলেন, সমস্ত মানুষ একটা আলাম, সমস্ত জিন একটা আলাম এবং এছাড়া আরো আঠারো হাজার বা চৌদ্দ হাজার আলাম রয়েছে।

হুমাইরী রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, বিশ্বজাহানে একহাজার জাতি রয়েছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, আঠারো হাজার আলামের মধ্যে সারা দুনিয়া একটা আলাম। (এসব বর্ণনা বানাওয়াট, ভিত্তিহীন, ইসরাইলী কাহিনী, যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় *(ইবনু কাছীর ১/১২৪ পৃঃ; টীকা নং ২)*। মুকাতিল বলেন, আলামের সংখ্যা আশি হাজার। চল্লিশ হাজার আলাম স্থলে আর চল্লিশ হাজার জলে *(কুরতবী)*।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ :

আল্লাহ তা'আলা জগৎ সমূহের সামনে নিজের প্রশংসা পেশ করার পর তাঁর এ বাণীর দ্বারা নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন। রাব্বুল আলামীন বিশেষণ দ্বারা ভয় প্রদর্শনের পর, আশা-ভরসা জাগানোর লক্ষ্যে রহমানির রহীম নিয়ে এসেছেন। যাতে ভয় ও আশা উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে এবং তাঁর আনুগত্যে সহায়তা করে এবং তাঁর নাফরমানী করা হতে বিরত রাখে।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ বলেন, نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ 'আমার বান্দাদেরকে বলে দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। আর আমার শাস্তি তা বড়ই কষ্টদায়ক শাস্তি' *(হিজর ৪৯-৫০)*। তিনি আরো বলেন, غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ 'যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা' *(গাফির ৩)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটে যে শাস্তি আছে সে সম্পর্কে জানত, তাহলে কোন ব্যক্তি কখনই তাঁর জান্নাত প্রাপ্তির আশা করত না। আর যদি কোন কাফির আল্লাহ্‌র নিকটে যে রহমত আছে সে সম্পর্কে জানত, তাহলে জান্নাত পাওয়ার ব্যাপারে কখনও নিরাশ হত না' *(মুসলিম হা/২৭৫৬; তিরমিযী হা/৩৫৪২; আহমাদ হা/৮২১০)*।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'যিনি প্রতিফল দিবসের প্রতিপালক'।

مَالِك (মালিকুন) শব্দটির চার ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়। مَالِكٌ (মা-লিকুন) مَلِكٌ (মালিকুন) مَلْكٌ (মালকুন) ও مَلِيْكٌ (মালীকুন) যার অর্থ- মালিক, কর্তা, অধিকারী, অধিপতি ও শাসনকর্তা। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ 'হে নবী! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট, মানুষের মালিকের নিকট' *(নাস ১-২)*। আল্লাহ বলেন, هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ 'তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তিময়' *(হাশর ২৩)*।

কেউ কেউ বলেছেন যে, مَالِكٌ (মালিকুন) শব্দের চেয়ে مَلِكٌ -এর মাঝে অর্থের আধিক্য ও ব্যাপকতা বেশী রয়েছে। মালিক নামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম রাখা এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে ডাকা নাজায়েয। তবে 'আব্দুল মালিক' রাখা যাবে।

যদি বলা হয় যে, প্রতিফল দিবসকে কেন নির্দিষ্ট করা হলো অথচ তিনি সে দিবসসহ অন্য দিবসগুলোরও মালিক? তার উত্তরে বলা হবে, দুনিয়াবী দিবসগুলোর মালিক হওয়ার ব্যাপারে অনেকেই দাবীদার। যেমন- ফেরাউন, নমরূদ ও অন্যান্যরা। কিন্তু বিচার দিবসের মালিকানার ব্যাপারে কেউ দাবীদার নয়। বরং প্রত্যেকেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিবে। এজন্যই সে দিবসে আল্লাহ বলবেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 'আজ রাজত্ব কার'? তখন সমস্ত সৃষ্টিকুল উত্তরে বলবে, لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'শুধুমাত্র মহাশক্তিশালী এক আল্লাহ্‌র' *(গাফির ১৬)*। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ সেই দিনে আর কোন বাদশাহ থাকবে না, কোন ফায়ছালাকারী থাকবে না এবং তিনি ব্যতীত কোন প্রতিফল দানকারীও থাকবে না। পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই।

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র যমীনকে স্বীয় মুঠের মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং ডান হাত দ্বারা আসমানকে জড়িয়ে ধরবেন। অতঃপর বলবেন, আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ। দুনিয়ার প্রতাপশালী বাদশারা কোথায়'? *(বুখারী হা/৪৮১২; মুসলিম হা/২৭৮৭)*।

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা জঘন্য সেই ব্যক্তির নাম যাকে 'মালিকুল আমলাক' তথা মহান শাহানশাহ নামে ডাকা হয়' *(বুখারী হা/৬২০৫; মুসলিম হা/২১৪৩)*।

(৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে ক্রোধের পাত্র এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে সেই, যাকে 'মালিকুল আমলাক' বা শাহান শাহ নামে ডাকা হত। অথচ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে মালিক বলা যায় না' *(মুসলিম হা/২১৪৩)*।

يَوْمٌ (ইয়াওম) শব্দ দ্বারা ফজর উদয় হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়ে থাকে। يَوْمٌ শব্দটি একবচন, যার বহুবচন হচ্ছে أَيَّامٌ (আইয়্যামুন)।

الدِّيْنِ (দ্বীন) শব্দটি একবচন, বহুবচন أَدْيَانٌ (আদয়ানুন) অর্থ দ্বীন, ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, ধার্মিকতা, প্রথা, বিচার, প্রতিদান। এখানে অর্থ : কর্মের প্রতিফল ও কর্মের হিসাব। আল্লাহ্‌র বাণী এরই প্রমাণ বহন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ 'আল্লাহ সেদিন তাদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি দিবেন' *(নূর ২৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 'প্রত্যেক ব্যক্তি যে কর্ম করেছে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে' *(গাফির ১৭)*। আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা যা করতে আজ তার প্রতিফল দেয়া হবে' *(জাছিয়া ২৮)*।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই'।

ইবাদত শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) উপাসনা করা (২) আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এ তিনটি অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার দাসত্বও করি। অনেকে মনে করেন, সম্পূর্ণ কুরআনের সারনির্যাস রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং সূরা ফাতিহার সারৎসার রয়েছে এ আয়াতটির মধ্যে। আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে শিরকের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং দ্বিতীয়াংশে স্বীয় ক্ষমতার উপর আস্থা ও মহান আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এর অর্থ হচ্ছে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশেষভাবে একত্বে বিশ্বাসী। আমরা তোমাকে ভয় করি এবং সর্বদা তোমার উপর আশা রাখি। তুমি ছাড়া কারও ইবাদত করি না, কাউকে ভয়ও করি না এবং কারও উপর আশাও রাখি না। আমরা তোমার পূর্ণ আনুগত্য করি এবং সব কাজেই একমাত্র তোমার কাছেই সহায়তা প্রার্থনা করি' *(ইবনু কাছীর)*।

আল্লাহ নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং নিজের করুণা ও দয়া পেশ করে মানুষকে আশা ভরসার সাহস যুগিয়েছেন। নিজেকে জগৎ সমূহের প্রতিপালক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ক্বিয়ামত দিবসের একচ্ছত্র মালিক বলে ঘোষণা করেছেন। তারপর বলেছেন, মানুষ হচ্ছে দাস। তাকে দাসত্ব স্বীকার করে ইবাদতের মাধ্যমে আমার দেয়া পদ্ধতিতে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। এ কারণেই ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হবে না।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার। বান্দা যা চাইবে তাকে তা দেয়া হবে। বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করল। যখন সে বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করল। বান্দা যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার কথা এবং আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। অতঃপর বান্দা যখন শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলে তখন আল্লাহ বলেন, এসব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চায়, তাই তার জন্য রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*।

ওবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তার ছালাত হয় না' *(বুখারী, মুসলিম হা/৭৫৬)*।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর' :

اِهْدِنَا (ইহদিনা) শব্দটি هِدَايَةٌ (হিদায়াতুন) শব্দ হতে নির্গত, অর্থ পথের সন্ধান, পথ প্রদর্শন, নির্দেশনা, পরিচালনা। صِرَاطٌ (ছিরাতুন) শব্দটি একবচন, বহুবচন صُرُطٌ (সুরুতুন) অর্থ- পথ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আমি তাদেরকে ভাল মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি' *(বালাদ ১০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ 'আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে পসন্দ করে বাছাই করলেন এবং সহজ-সরল স্পষ্ট পথ দেখালেন' *(নাহল ১২১)*। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِىْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ 'আর আপনি অবশ্যই সরল-সঠিক পথ দেখাবেন' *(শূরা ৫২)*। আল্লাহ বলেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا 'সেই আল্লাহ্র সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এরজন্য পথ দেখিয়েছেন' *(আ'রাফ ৪৩)*। মূসা (আঃ) বলেন, كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ 'কক্ষনো নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি অচিরেই আমাকে পথ দেখাবেন' *(শু'আরা ৬২)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ كِتَابُ اللهِ.

আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, সহজ-সরল পথটি হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব *(ইবনু কাছীর ১/১৩০ পৃঃ, টীকা নং ৮; তাফসীরে ত্বাবারী হা/৪০)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيْعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوْا، وَدَاعٍ يَدْعُوْ مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّوْرَانِ حُدُوْدُ اللهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ الدَّاعِيْ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি সরল-সঠিক পথ তার দু'পাশে দু'টি প্রাচীর যাতে বহু খোলা দরজা রয়েছে এবং

দরজা সমূহে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর পথের মাথায় একজন আহ্বায়ক রয়েছে, যে লোকদেরকে আহ্বান করছে, আস! পথে সোজা চলে যাও। বক্র পথে চলিও না। আর তার একটু আগে আর একজন আহ্বায়ক লোকদেরকে ডাকছে। যখনই কোন বান্দা সে সকল দরজার কোন একটি খুলতে চায় তখনই সে তাকে বলে, সর্বনাশ দরজা খুল না। দরজা খুললেই তুমি তাতে ঢুকে পড়বে, আর ঢুকলেই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথাগুলির ব্যাখ্যা করে বললেন, সরল-সঠিক পথ হচ্ছে ইসলাম, আর খোলা দরজা সমূহ হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয় সমূহ এবং ঝুলানো পর্দা সমূহ হচ্ছে কুরআন। আর তার সম্মুখের আহ্বায়ক হচ্ছে এক উপদেষ্টা (ফেরেশতার ছোঁয়া), যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বিদ্যমান' *(তিরমিযী হা/২৮৫৯; ত্বাবারী হা/১৮৬-১৮৭)*। অত্র হাদীছে পথ শব্দের সাথে সঠিক শব্দটি লাগানোর উদ্দেশ্য এমন পথ যাতে কোন ভুল নেই এবং যার শেষ গন্তব্য জান্নাত।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সঠিক পথ হচ্ছে আল্লাহ্‌র মজবুত রশি, তা হচ্ছে জ্ঞান সম্পন্ন যিকির, তা হচ্ছে সহজ-সরল পথ *(তিরমিযী হা/২৯০৬)*।

(২) হারিছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি কিছু মানুষ বিভিন্ন কথায় মত্ত। আমি আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি দেখছেন না মানুষ মসজিদের মধ্যে কত কথাবার্তায় লিপ্ত? তিনি বললেন, কি মানুষ মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন কথায় লিপ্ত? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, মনে রেখ আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি অচিরেই অনেক ফেতনা দেখা দিবে। আমি বললাম, এসব ফেৎনা থেকে বাঁচার পথ কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব। আল্লাহ্‌র কিতাবটি এমন কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের সংবাদ। তাতে তোমাদের সবধরনের ফায়ছালা রয়েছে। তা হচ্ছে হক্ব ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তা কোন মজা করার বস্তু নয়। তা এমন গ্রন্থ, যদি মানুষ তাকে অহংকার করে ত্যাগ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধ্বংস করে দিবেন। কেউ যদি কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে সঠিক, সহজ-সরল পথ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মজবুত রশি। তা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ যিকির। আর তা হচ্ছে সহজ-সরল পথ। কোন প্রবৃত্তি তা দ্বারা ভ্রষ্ট হবে না। কোন জিহ্বা তাতে বাতিল মিশাতে পারবে না। আলিমগণ পড়ে শেষ তৃপ্তি অর্জন করতে পারে না। বার বার পড়লেও তা পুরাতন হয় না। তার অলৌকিক দর্শন শেষ হয় না। জিনেরা শুনে বলেছিল, আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনলাম। তা এমন গ্রন্থ যে, কেউ তার মাধ্যমে কথা বললে সত্য হবে। তা দ্বারা ফায়ছালা করলে ইনছাফ হবে, তা দ্বারা আমল করলে নেকী দেয়া হবে ও সে পথে দাওয়াত দিলে তাকে সঠিক, সহজ-সরল পথ দেখানো হবে *(দারেমী হা/৩৩৩১)*।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

'তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয়; যারা ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট'।

শব্দ পরিচয়

أَنْعَمْتَ (আনআমতা) শব্দটির মূল হচ্ছে نِعْمَةٌ যার অর্থ- নে‘মত, অনুগ্রহ, প্রাচুর্য। مَغْضُوْبِ (মাগযূবুন) শব্দটির মূল হচ্ছে غَضَبٌ (গাযাবুন) অর্থ- রাগ, ক্রোধ, রোষ, গযব। ضَّالِّيْنَ (যাল্লীন) শব্দটির মূল ضَلٌّ (যল্লুন) অর্থ ভ্রষ্টতা, ভ্রান্তি, বিপথে যাওয়া। অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের পথটি আমরা চাই, আর তা হচ্ছে নবী, ছিদ্দীক, শুহাদা ও ছালেহীনদের পথ। এ লোকগুলি দুনিয়াতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا.

‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, এরূপ ব্যক্তিগণও ঐ মহান ব্যক্তিগণের সঙ্গী হবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎলোকগণ। আর এই মহাপুরুষগণ হচ্ছেন উত্তম সঙ্গী। আর এ অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং সব কিছু জানার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট’ *(নিসা ৬৯-৭০)*। অত্র আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐসব নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকের পথে পরিচালিত করুন, যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের কারণে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা আপনার ক্রোধে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ-

‘হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি নির্দিষ্ট করে সেইসব লোকের নাম বলব, যাদের পরিণতি আল্লাহ্‌র নিকট ফাসিক লোকদের পরিণতি হতেও নিকৃষ্টতম? তারা সেইসব লোক যাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের উপর তাঁর অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয়েছে। যাদের মধ্য হতে কিছু লোককে বানর ও শূকর করে দেয়া হয়েছে। আর যারা ত্বাগূতের ইবাদত করেছে, তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং তারা সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে গেছে’ *(মায়েদা ৬০)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنَّ الْيَهُوْدَ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইহূদীরা অভিশপ্ত, আল্লাহ তাদের প্রতি খুব রাগান্বিত এবং নিশ্চয়ই নাছারা পথভ্রষ্ট, তারা বড় ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত' *(তিরমিযী হা/২৯৫৩-২৯৫৪)*।

আমরা সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র একত্ব প্রকাশ করে প্রশংসা করি, যা আল্লাহকে খুশী করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। দ্বিতীয় আয়াতে আমরা তাঁর দয়া ও করুণা প্রকাশ করি। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহকে বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক বলে স্বীকার করি। চতুর্থ আয়াতে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য ও সহজ-সরল পথ প্রার্থনা করি। প্রার্থনায় বলি 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করুন; ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে আপনি উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত ছিলেন। আর ঐসব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন, যাদের উপর আপনার ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে-শুনে তা থেকে দূরে সরে গেছে। আর পথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রান্তপথ হতেও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন। যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।

সারকথা

ঈমানদার তারাই যাদের সঠিক পথের জ্ঞান আছে এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে। কারণ খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই, এজন্য তারা পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্তপথে পরিচালিত। আর ইহূদীদের আমল নেই, এজন্য তারা অভিশপ্ত। কেননা জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করলে তা অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে সকল মানুষ জেনে শুনে আমল করবে না তারা অভিশপ্ত হবে।

অবগতি

ইহূদীরা খৃষ্টানদের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট। কারণ খৃষ্টানরা অনেক সময় ভাল ইচ্ছা করে, কিন্তু সঠিক পথ পায় না। আর ইহূদীরা জেনে শুনে সঠিক আমল করে না। আল্লাহ বলেন, قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ 'ইহূদীরা পূর্ব হতেই পথভ্রষ্ট এবং তারা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সোজা পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে' *(মায়েদা ৭৭)*।

সূরা ফাতিহা'র নাম সমূহ

তাফসীরে ইবনু কাছীর, ইবনু জারীর, কুরতুবী, দুররে মানছূর, রূহুল মা'আনী, কাবীর, খাযিন, তাফসীরে কাসেমী সহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ হতে চয়নকৃত সূরা ফাতিহার কতিপয় নাম এখানে লিখা হল- (১) سُوْرَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ 'কুরআনের মা বা আসল' (২) سُوْرَةُ مِفْتَاحِ الْقُرْآنِ 'কুরআনের চাবি'। (৩) سُوْرَةُ الدُّعَاءِ 'দো'আর সূরা' (৪) سُوْرَةُ الشِّفَاءِ 'রোগ-মুক্তির সূরা' (৫) سُوْرَةُ الْحَمْدِ 'প্রশংসার সূরা' (৬) سُوْرَةُ أَسَاسِ الْقُرْآنِ 'কুরআনের ভিত্তির সূরা' (৭) سُوْرَةُ الرَّحْمَةِ 'রহমতের সূরা' (৮) سُوْرَةُ الْبَرَكَةِ 'বরকতের সূরা' (৯) سُوْرَةُ النِّعْمَةِ 'অনুগ্রহের সূরা' (১০) سُوْرَةُ الْعِبَادَةِ 'ইবাদতের সূরা' (১১) سُوْرَةُ الْهِدَايَةِ 'হিদায়াত প্রাপ্তির সূরা' (১২) سُوْرَةُ الْاِسْتِقَامَةِ

‘দৃঢ়তার সূরা’ (১৩) سُوْرَةُ الْاسْتِعَانَةِ ‘সাহায্য প্রার্থনার সূরা’ (১৪) سُوْرَةُ الْكَافِيَةِ ‘অত্যধিক ও যথেষ্ট দানকারী সূরা’ (১৫) سُوْرَةُ الْوَافِيَةِ ‘পূর্ণত্ব প্রাপ্ত সূরা’ (১৬) سُوْرَةُ الْكَنْزِ ‘সব ধরনের খনির সূরা’ (১৭) سُوْرَةُ الشُّكْرِ ‘শুকর করার সূরা’ (১৮) سُوْرَةُ الصَّبْرِ ‘ধৈর্যের উৎসাহ দানকারী সূরা’ (১৯) سُوْرَةُ التَّكْرَارِ ‘বারবার পঠিতব্য সূরা’ (২০) سُوْرَةُ التَّعَلُّقِ مَعَ اللهِ ‘আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সূরা’ (২১) سُوْرَةُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ ‘সরল-সঠিক পথ লাভের সূরা’ (২২) سُوْرَةُ الرُّبُوْبِيَّةِ ‘প্রতিপালক সনাক্ত করণের সূরা’ (২৩) سُوْرَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ‘আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রকাশের সূরা’ (২৪) سُوْرَةُ الْاجْتِنَابِ وَالْغَضَبِ وَالضَّلَالَةِ ‘আল্লাহ্‌র গযব ও গোমরাহী হতে আত্মরক্ষা করার সূরা’ (২৫) سُوْرَةُ الصَّلَاةِ ‘ছালাতে একান্তই পঠিতব্য সূরা’।

সূরা ফাতিহার নাম ও ফযীলত

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَهِيَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ.

উবাই ইবনু কা‘ব রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ উম্মুল কুরআনের মত তাওরাত ও ইঞ্জীলে কিছু নাযিল করেননি। এটিকেই বলা হয়, ‘সাবউল মাছানী’ (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত), যাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, সে যা চাইবে’ *(নাসাঈ হা/৯১৪; আহমাদ; ৮৪৬৭; তিরমিযী হা/৩১২৫; দারেমী হা/৩৩৭৩)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيْبَنِيْ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْقُرْآنِ شَكَّ خَالِدٌ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَوْلُكَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ الَّتِيْ أُوتِيْتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ.

সাঈদ ইবনু মু‘আল্লা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মসজিদে ছালাত আদায় করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডাক দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। অতঃপর ছালাত শেষে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ছালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ কি বলেননি, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়?’ *(আনফাল ২৪)*। অতঃপর আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে তোমার বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দিব। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতে চাইলেন, তখন

আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আপনি কি আমাকে বলেননি যে, তোমাকে আমি কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দিব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, সূরাটি হচ্ছে اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এটিই সাবউল মাছানী এবং কুরআনুল আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে' *(নাসাঈ হা/৯১৪; আবুদাঊদ হা/১৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৫; আহমাদ হা/১৫৩০৩; দারেমী হা/১৪৯২)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أُمُّ الْقُرْاٰنِ وَ أُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং সাবউল মাছানী' *(তিরমিযী হা/৩১২৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, আর সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত অসম্পূর্ণ, কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তার ছালাত সম্পূর্ণ নয়। ইবনু যুহরা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা কোন কোন সময় ইমামের পিছনে থাকি। তিনি আমার বাহুর উপর হালকা ধাক্কা দিয়ে বললেন, হে ফারসী! আপনি মনে মনে পড়ুন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পড়। কোন বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে, আর-রহমা-নির রহীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। বান্দা যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝে কথা। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। বান্দা যখন বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ আল্লাহ বলেন, এসব হচ্ছে আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়' *(মুসলিম হা/৩৯৫; আবুদাঊদ হা/৮২১; তিরমিযী হা/২৯৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৮৩৬)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ أَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْغًا أَوْ سَلِيْمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوْا ذَلِكَ وَقَالُوْا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবীগণের এক দল এক পানির কূপওয়ালাদের নিকট পৌঁছলেন, যাদের একজনকে বিচ্ছু অথবা সাপে দংশন করেছিল। কূপওয়ালাদের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের মধ্যে কোন মন্ত্র জানা লোক আছে কি? এ পানির ধারে বিচ্ছু বা সাপে দংশন করা একজন লোক আছে। ছাহাবীগণের মধ্যে একজন (আবু সাঈদ খুদরী) গেলেন এবং কতক ভেড়ার বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলেন। এতে সে ভাল হয়ে গেল এবং তিনি ভেড়াগুলি নিয়ে সাথীদের নিকট আসলেন। তারা এটা অপসন্দ করল এবং বলতে লাগল, আপনি কি আল্লাহ্র কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করলেন? অবশেষে তারা মদীনায় পৌঁছলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তিনি আল্লাহ্র কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তার মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অধিকতর উপযোগী' *(বুখারী)*। অন্য বর্ণনায় আছে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমরা ঠিক করেছ। ছাগলের একটি ভাগ আমার জন্য রাখ' *(বুখারী হা/২২৭৬; মুসলিম হা/২২০১)*। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তা হচ্ছে উম্মুল কুরআন, ফাতিহাতুল কিতাব এবং সাবউল মাছানী' *(ত্বাবারী হা/১৩৪১)*।

ছহীহ হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাতে সূরা ফাতিহার নাম সমূহ হচ্ছে- (১) সূরাতুল হামদ (২) উম্মুল কুরআন (৩) উম্মুল কিতাব (৪) সাবউল মাছানী (৫) সূরাতুছ ছালাত (৬) আল-কুরআনুল আযীম (৭) সূরাতুল ফাতিহা (৮) সূরাতুর রুকয়্যা।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ اسْتَجِيْبُوْا لِلهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوتِيْتُهُ.

আবু সাঈদ ইবনু মু'আল্লা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি ছালাত আদায় করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। এমনকি আমি ছালাত আদায় করলাম, তারপর তাঁর নিকট আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নিকট আসতে তোমাকে কি জিনিস বাধা দিল? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ছালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ডাকবেন, তখন তোমরা তাঁদের ডাকে সাড়া দাও। কারণ তাতেই তোমাদের জীবন রয়েছে' *(আনফাল ২৪)*। তারপর তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বে কুরআনের একটি মহান সূরা শিখাব। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং মসজিদ হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বলেছিলেন, অবশ্যই তোমাকে কুরআনের একটি মহান সূরা শিখাব। এ সময় তিনি বললেন, তা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। তা হচ্ছে সাবউল মাছানী, আল-কুরআনুল আযীম' *(বুখারী হা/৪৪৭৪; আবুদাঊদ হা/১৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أُبَيُّ وَهُوَ يُصَلِّي فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَا مَنَعَكَ يَا أُبَيُّ أَنْ تُجِيْبَنِيْ إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَمْ تَجِدْ فِيْمَا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ أَنْ اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ، قَالَ بَلَى وَلَا أَعُوْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُعْطِيْتُهُ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট গেলেন, এ সময় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওবাই! তখন ওবাই রাযিয়াল্লা-হু আনহু মুখ ফিরালেন, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। অতঃপর ওবাই রাযিয়াল্লা-হু আনহু হালকা করে ছালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আস-সালামু আলাইকা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়ালাইকাস সালাম। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ওবাই! আমি যখন তোমাকে ডাকলাম, আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে বাধা দিল কে? ওবাই রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি ছালাতের মধ্যে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন আল্লাহ অহী করে তোমাদের যা বলেছেন, তা কি তুমি পড়নি? আল্লাহ বলেন, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের ডাকেন, তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দাও। কারণ তাঁরা তোমাদের জীবন *(আনফাল ২৪)*। ওবাই রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল রাযিয়াল্লা-হু আনহু! আল্লাহ তো এভাবেই

বলেছেন, আমি আর কখনও এ কাজ করব না। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব যা কখনও নাযিল হয়নি। তাওরাতে হয়নি, যাবূরে হয়নি, ইঞ্জীলে হয়নি। অনুরূপ ফুরকান তথা কুরআন মাজীদেও নাযিল হয়নি। আমি বললাম, জি হ্যাঁ শিখিয়ে দিন হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আশা রাখছি তুমি মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই জানতে পারবে। ওবাই রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে হাদীছ বলতে লাগলেন, আর আমি বিলম্ব করছিলাম এই ভয়ে যে, তিনি কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই দরজায় পৌঁছে যাবেন। অতঃপর আমরা যখন দরজার নিকট গেলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সেই সূরাটি কি যা শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ছালাতে কি পড়? ওবাই রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আমি তার সামনে উম্মুল কুরআন পড়লাম, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যাঁর হাতে আমার আত্মা রয়েছে তাঁর কসম! আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার মত কোন সূরা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও ফুরকান নামক কোন গ্রন্থে অবতীর্ণ করেননি। নিশ্চয়ই সূরা ফাতিহা হচ্ছে সাবউল মাছানী' *(তিরমিযী হা/২৮৭৫)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন, হঠাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উপর দিকে এক শব্দ শুনতে পেলেন এবং চক্ষু আকাশের দিকে করে বললেন, এ হচ্ছে আকাশের একটি দরজা যা পূর্বে কোনদিন খোলা হয়নি। সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত। তুমি সে দু'টি হতে কোন অক্ষর পড়লেই তার প্রতিদান তোমাকে প্রদান করা হবে' *(মুসলিম হা/৮০৬; ইবনু হিব্বান হা/৭৭৮)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা ফাতিহা হচ্ছে সবধরনের রোগের প্রতিষেধক' *(দারেমী হা/৩৩৭০)*।

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ কুরআনের সারমর্ম। তবে সম্পূর্ণ কুরআন সূরা ফাতিহার সারমর্ম নয়' *(মীযান, ৩/৫৩৭)*।

ছালাতে সরবে-নীরবে উভয় অবস্থায় ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে

ছালাত একাকী আদায় করা হোক কিংবা জামা'আতের সাথে হোক, মুছল্লী ইমাম হোক বা মুক্তাদী, ছালাত ফরয বা সুন্নাত হোক সকল ছালাতে সবাইকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। অন্যথা ছালাত হবে না। এমর্মে কতিপয় হাদীছ পেশ করা হল-

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَهِيَ مَقْسُوْمَةٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ.

ওবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সূরা ফাতিহার মত কোন সূরা তাওরাত ও ইঞ্জীলে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি। এ সূরাটি হচ্ছে সাবউল মাছানী। এ সূরাটি আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায় *(তিরমিযী হা/৩১২৫)*। চাওয়ার বিষয়টি সবার জন্য, কাজেই ইমাম-মুক্তাদী সবাইকে চাইতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلَهُ مَا سَأَلَ.

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়' *(ত্বাবারী হা/২২৪)*। প্রত্যেক ছালাত আদায়কারী ও আল্লাহ্র মাঝে ছালাতকে ভাগ করা হয়েছে। অতএব সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে এবং আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করেছি। ছালাতের অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়' *(মুসলিম হা/৩৯৫; আবুদাউদ হা/৮২১; তিরমিযী হা/২৯৫৩)*। অতএব প্রত্যেক মুমিনকেই নিজের ভাগ আল্লাহ্র নিকট থেকে চেয়ে নিতে হবে। প্রত্যেকের সূরা ফাতিহা পড়া যরূরী।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ، فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى

أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, আর সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার ছালাত অসম্পূর্ণ। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। ইবনু যুহরা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমরা কোন কোন সময় ইমামের পিছনে থাকি। তিনি আমার বাহুর উপর হালকা ধাক্কা দিয়ে বললেন, হে ফারসী! আপনি মনে মনে পড়ুন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পড়। কোন বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে, আর-রহমানির রহীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝের কথা। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চায়। বান্দা যখন বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ আল্লাহ বলেন, এসব হচ্ছে আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়' *(মুসলিম হা/৩৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৭৭৮; নাসাঈ কুবরা হা/৮০১২)*।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং সরবে-নীরবে উভয় ছালাতেই পড়তে হবে। কারণ সূরা ফাতিহা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে ভাগ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে সে তার অংশ পাবে, আর যে এ সূরা পাঠ করবে না, সে তার অংশ থেকে বঞ্চিত হবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং আর যা সহজ, তা পড়ার আদেশ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৮১৮)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِيْنَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! তুমি বের হয়ে মদীনায় ঘোষণা দাও যে, নিশ্চয়ই কুরআন ছাড়া ছালাত হয় না, অন্ততঃ সূরা ফাতিহা। তারপর যা বেশী হয়' *(আবুদাঊদ হা/৮১৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি মানুষকে ডাক দিয়ে বলি যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হবে না। তারপর যতটুকু বেশী পড়া যায়' *(আবুদাঊদ হা/৮২০)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ' *(আবুদাঊদ হা/৮২১)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا.

ওবাদা ইবনু ছামিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তার নিকটে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর একথা পৌঁছেছে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা বা তার চেয়ে কিছু বেশী পড়ে না, তার ছালাত হয় না' *(আবুদাঊদ হা/৮২২)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা যোহর-আছরের ছালাতে ইমামের পিছনে প্রথম দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম। আর শেষের দু'রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তাম' *(ইবনু মাজাহ হা/৮৪২)*।

উপরিউক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবীগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন। সুতরাং প্রত্যেক মুছল্লীকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কারণ অত্র সূরায় আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনার এক বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যা চাইবে সে তা পাবে। কাজেই মুক্তাদী সূরা ফাতিহা না পড়লে, আল্লাহ যা দিতে চেয়েছেন তা হতে সে বঞ্চিত হবে। মুক্তাদী চুপ থাকলে সূরা ফাতিহার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং আল্লাহ্‌র এক বিশেষ রহমত প্রত্যাখান করা হবে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا تَيَسَّرَ.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সূরা ফাতিহা পড়তে আদেশ করেছেন এবং আর যা সহজ হয় তা পড়ার আদেশ করেছেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৮৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোন ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে, তা অসম্পূর্ণ হবে। যে কোন ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে, তা অসম্পূর্ণ হবে। যে কোন ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে, তা অসম্পূর্ণ হবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৮৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ، وَقَالَ اقْرَأْ فِيْ نَفْسِكَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ছালাত জায়েয হবে না। আমি বললাম, যদি আমি ইমামের পিছনে থাকি? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, তুমি তোমার মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়' *(ইবনু হিব্বান হা/১৭৮৬)*। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّيْ أَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِيْ وَاللهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

ওবাদা ইবনু ছামিত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা ফজরের ছালাতে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি কিরাআত পড়ছিলেন, কিন্তু কিরাআত তাঁর নিকট ভারী হচ্ছিল। তিনি ছালাত হতে অবসর হয়ে বললেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ছিলে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তিনি বললেন, এরূপ করো না। অবশ্য সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার ছালাত হবে না' *(তিরমিযী হা/৩১১; আহমাদ হা/২২১৮৬; মিশকাত হা/৭৯৪)*। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সঠিক বিষয় হচ্ছে যে, ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

সূরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে পেশকৃত দলীল সমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তোমরা কুরআন শোন এবং চুপ থাক হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা হবে' *(আ'রাফ ২০৪)*।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِذَا قُرِأَ فَانْصِتُوْا.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ও কাতাদা (রহঃ) হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কিরাআত করা হবে, তখন তোমরা চুপ থাক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَ اذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণ করার জন্য। অতঃপর তিনি যখন আল্লাহ আকবার বলবেন, তখন তোমরা আল্লাহ আকবার বল। আর যখন তিনি কিরাআত পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাক' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৫৭)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার ইমাম রয়েছে, নিশ্চয়ই তার ইমামের কিরাআত তারই কিরাআত' *(ইবনু মাজাহ হা/৮৫০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِنِّي أَقُوْلُ مَا لِيْ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন ছালাত হতে অবসর গ্রহণ করেন, যাতে তিনি সরবে কিরাআত পড়েছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ আমার সাথে কিরাআত পড়ছিল? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ছালাতে মনে মনে বলছিলাম আমার কি হল, কুরআন পড়তে আমি এরূপ টানা-হেঁচড়া করছি কেন? আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন মানুষ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মুখে একথা শুনল, তখন হতে তারা জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া হতে বিরত হয়ে গেল' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৯৫)*।

অত্র বিবরণে বুঝা গেল, ইমাম ছাহেব যখন কিরাআত করবেন, তখন মুক্তাদী চুপ থাকবে কিন্তু সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করা হয়নি। যেভাবে পড়ার ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। এ হাদীছগুলি পেশ করে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না বলে দাবী করা শরী'আত অমান্য করা অথবা না বুঝার শামিল।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে তার মুখে মাটি ভর্তি করে দেই' *(ইরওয়া হা/৫০৩)*।

(২) জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক যে ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না, তা অসম্পূর্ণ। তবে ইমামের পিছনে থাকলে পড়া লাগবে না' *(ইরওয়া হা/৫০১)*।

(৩) হারিছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন লোক নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলল, 'ইমামের পিছনে আমি পড়ব, না চুপ থাকব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি চুপ থাক, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট' *(দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/২৭৬)*।

(৪) নাফে' রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে কি? তিনি বললেন, যখন ইমামের পিছনে থাকবে তখন কিরাআত পড়তে হবে না। আর যখন একাই পড়বে, তখন কিরাআত পড়তে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ইমামের পিছনে পড়তেন না *(মুয়াত্ত্বা, ইরওয়া ২/২৭৪)*।

(৫) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে সে যেন চুপ থাকে। কারণ তার ইমামের কিরাআত তার কিরাআত, তার ইমামের ছালাত তার ছালাত' *(ত্বাবারী, ইরওয়া ২/২৭৫)*।

(৬) আলকামাহ ইবনু কায়েস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার চেয়ে আগুনের উপর মজবুত হয়ে থাকা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়' *(ত্বাহাবী, ইরওয়া ২/২৮১)*।

(৭) সা'দ ইবনু আবু ওয়াককাছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি পসন্দ করি, 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে, তার মুখে আগুনের টুকরা হোক' *(ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া ২/২৮১)*।

ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়ার ব্যাপারে যত ছহীহ এবং যঈফ হাদীছ পেশ করা হয়েছে, তার কোনটাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না, একথা বলা হয়নি। বরং কিরাআত পড়তে হবে না, একথা বলা হয়েছে। অথচ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এ মর্মে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার বিধান

সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আমীন শব্দের অর্থ اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর'। আমীন শব্দটি কুরআনের শব্দ নয়। তবে প্রায় ১৭টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলতে হবে। এখানে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হল-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইমাম যখন আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে' *(মুসলিম হা/৬১৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْن فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন ইমাম 'গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যোয়াল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের কথার অনুরূপ হবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে'।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন ইমাম আমীন বলবেন, তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে' *(বুখারী হা/৭৩৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِيْن وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْن فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আসমানের ফেরেশতাগণ আমীন বলেন, আর উভয়ের আমীন একই সময় হয়, তখন তার পূর্ববর্তী পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়' *(বুখারী হা/৭৪৭; মুসলিম হা/৪১০; আবুদাঊদ হা/৯৩৬; তিরমিযী হা/২৫০; নাসাঈ হা/৯২৭; ইবনু মাজাহ হা/৮৫১-৮৫২; মালিক হা/১৯০; শাফেঈ হা/১৫০; আহমাদ ৭২০৩-৯৬০৫; আবু ইয়া'লা হা/৫৮৭৪; ইবনু খুযায়মা হা/৫৭০; বায়হাকী হা/২৪৮৫)*।

وَقَالَ عَطَاءٌ آمِيْن دُعَاءٌ، أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.

(৫) আতা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'আমীন একটি দো'আ, ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আমীন বলেছেন এবং তাঁর পিছনের লোকেরাও বলেছেন, এমনকি মসজিদ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হয়েছিল' *(বুখারী, ১/১০৭)*।

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْن يُجِبْكُمْ اللهُ.

(৬) আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায় করবে, প্রথমে কাতার সোজা করে নিবে। অতঃপর তোমাদের একজন যেন ইমামতি করে। যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তোমরাও সাথে সাথে তাকবীর বলবে এবং যখন তিনি গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন বলবেন, তখন তোমরা আমীন বল। আল্লাহ

তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন' *(মুসলিম হা/৪০৪; আবুদাঊদ হা/৯৭২; নাসাঈ কুবরা হা/১০৬৩; আহমাদ হা/১৯০১০; আব্দুর রাযযাক হা/৩০৬৫; আবু ইয়া'লা হা/৭২২৪; ইবনু খুযায়মা হা/১৫৯৩; বায়হাক্বী হা/২৬৭৩-২৮৯২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِيْن.

(৭) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষে উচ্চস্বরে আমীন বলতেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮০৩)*।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْن وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

(৮) ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন পড়লেন, অতঃপর উচ্চস্বরে আমীন বললেন' *(তিরমিযী হা/২৪৮; আহমাদ হা/১৮৭৪৪; বায়হাক্বী হা/২৪৯৯; দারাকুতনী হা/৩৩৩)*।

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْن وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

(৯) ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ওয়ালায যল্লীন পড়তেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন' *(আবুদাঊদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৮৩৮; দারেমী হা/১২৪৭; বায়হাক্বী হা/২৪৯৮, ২৫০২, ২৫০৪)*।

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْن فَسَمِعْنَاهَا.

(১০) আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি যখন ওয়ালায যল্লীন বললেন, তখন এমন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বললেন, আমরা সকলেই তাঁর থেকে আমীনের শব্দ শুনতে পেলাম *(ইবনু মাজাহ হা/৮৫৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ.

(১১) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের সালাম এবং উচ্চৈঃস্বরে আমীন শুনে ইহূদীদের তোমাদের উপর যত হিংসা হয় আর কোন ব্যাপারে তোমাদের উপর তাদের তত হিংসা হয় না' *(ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ حَسَدٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُوْنَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُوْنَا عَلَى السَّلَامِ وَعَلَى آمِيْن.

(১২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইহূদীরা হিংসুক সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই তারা সালাম এবং উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার ব্যাপারে আমাদের উপর যত হিংসা করে, অন্য কোন ব্যাপারে আমাদের উপর তত হিংসা করে না' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৯১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَحْسُدُوْنَنَا عَلَى شَيْئٍ كَمَا يَحْسُدُوْنَنَا عَلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللهُ وَضَلُّوْا عَنْهَا وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِيْ هَدَانَا اللهُ لَهَا وَضَلُّوْا عَنْهَا وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمِيْنَ.

(১৩) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইহূদীরা আমাদের উপর তিনটি বিষয়ে খুব বেশী হিংসা করে। (১) জুম'আর দিনের, আল্লাহ এ দিনে আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন এবং ইহূদীদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। (২) কা'বা ঘরকে আমাদের কিবলা করেছেন এবং তাদেরকে গোমরাহ করেছেন (৩) আর ইমামের পিছনে আমাদের উচ্চৈঃস্বরে আমীন শুনে তাদের খুব বেশী হিংসা হয়' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৯১)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ حَسَدٌ وَإِنَّهُمْ لاَ يَحْسُدُوْنَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُوْنَا عَلَى السَّلاَمِ وَعَلَى آمِيْنَ.

(১৪) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই ইহূদীরা হিংসুক সম্প্রদায়। তারা তোমাদের উপর হিংসা করে সালাম দেয়ার জন্য এবং উচ্চস্বরে আমীন বলার জন্য' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৯২)*।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই এক সাথে আমীন বলতে হবে। কারণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে একসাথে আমীন বললে অতীতের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। ইবাদত চুপে চুপে বা নীরবে সম্পন্ন হয়, ছালাতের অন্যান্য তাসবীহ নীরবে হ'লেও জেহরী ছালাতে ইমাম যখন আমীন বলবে, তখন মুক্তাদীকে সরবে তথা উচ্চ স্বরে আমীন বলতে হবে। আর আমীনের শব্দ কারো খারাপ লাগা অনুচিত। কেননা এতে ইহূদীরা হিংসার অনলে দগ্ধীভূত হয়। আমীনের শব্দ শুনে খারাপ লাগা ইহূদীদের বৈশিষ্ট্য।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন 'গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন তেলাওয়াত করতেন, তখন এমনভাবে আমীন বলতেন যে, প্রথম কাতারের যারা তার পাশে থাকত তারাই শুনতে পেত' *(আবুদাঊদ হা/৯৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৩; আবু ইয়া'লা হা/৬২২০; ইবনু হিব্বান হা/১৭৯৭)*।

(২) আলকামা ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন বললেন, তারপর ধীর কণ্ঠে আমীন বললেন *(তিরমিযী হা/২৪৮ নং হাদীছের অধীনে)*।

(৩) ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, যখন তিনি গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন বললেন, তখন বললেন, رَبِّ اغْفِرْلِيْ آمِيْنَ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর আমীন' *(দুররে মানছূর ১/৩৯)*।

(৪) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইহূদীরা আমীন বলার ব্যাপারে তোমাদের উপর যত হিংসা করে অন্য কোন ব্যাপারে তোমাদের উপর ততটা হিংসা করে না। কাজেই তোমরা বেশী বেশী আমীন বল *(ইবনু মাজাহ হা/৮৫০)*।

(৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমীন তার মুমিন বান্দাদের উপর মোহর স্বরূপ *(ত্বাবারাণী, মারদুবিয়া, দুররে মানছূর ১/৪৪ পৃঃ)*।

(৬) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছালাতে আমীন বলা এবং দো'আয় আমীন বলা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে। যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। হ্যাঁ, তবে এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) দো'আ করতেন এবং হারূন (আঃ) আমীন আমীন বলতেন' *(ইবনু খুযায়মা হা/১৫৮৬)*।

(৭) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন 'গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন' বলেন, তারপর আমীন বলেন এবং যমীনবাসীদের আমীনের সঙ্গে আসমানবাসীদের আমীন মিলিত হয়, তখন আল্লাহ বান্দাদের পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। আমীন বলার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি এক গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করল এবং জয়লাভ করল। তারপর যুদ্ধলব্ধ মাল জমা করা হল, এখন সে অংশ নেয়ার জন্য গুটিকা নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু তার নাম বের হল না এবং সে কোন অংশ পেল না। এতে সে দুঃখিত হয়ে বলল, আমার অংশ বের হল না কেন? তারা বলল, তোমার আমীন না বলার কারণে *(আবু ইয়া'লা হা/৬৪১১)*।

বিশেষ অবগতি

(১) সূরা ফাতিহা হচ্ছে পূর্ণ কুরআনের গোপন কথা। আর সূরা ফাতিহার পূর্ণ রহস্য ও তাৎপর্য হচ্ছে এ আয়াত- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাই'। আর এ কারণেই ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। মানুষ এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য ও রহস্য বুঝতে পারলে ইমামের পড়াকেই যথেষ্ট মনে করত না, নিজে পড়া যরূরী মনে করত।

২. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'আমাদেরকে সহজ-সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন'। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ আয়াতের অনুবাদ করেন, 'ছিরাতে মুস্তাকীম, আল্লাহ্‌র এমন দ্বীন যাতে কোন বক্রতা নেই। এর অর্থ ইসলাম হতে পারে, এর অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব হতে পারে। আল্লামা কুরতবী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর। আর সে পথ দেখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে তোমার এমন হেদায়াতপূর্ণ পথ প্রদর্শন কর যে পথ তোমার নৈকট্য লাভ করা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আর এটি সর্ববৃহৎ দো'আ যার উৎপত্তিই হয়েছে এ সূরার মধ্যে।

আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) অত্র আয়াতের অর্থ করেন, 'আমাদেরকে হেদায়াত বিশিষ্ট পথের ইলহাম করুন এবং তা হল আল্লাহ্‌র দ্বীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই'।

আল্লামা তাবারী (রহঃ) বলেন, আছ-ছিরাত হচ্ছে এমন সহজ-সরল স্পষ্ট পথ যাতে কোন বক্রতা নেই। আর তা হচ্ছে কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইবাদত।

আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে এমন স্পষ্ট সরল পথ যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই এবং সে পথের কোন পরিবর্তন নেই। আর তা হচ্ছে এমন কথা ও কর্ম যার মাধ্যমে মানুষ প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ স্থানে পৌঁছে যেতে পারে।

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জীবনের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি-ব্যবস্থা আমাদের শিখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করা ও অশুভ পরিণামের আশংকা নেই। যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের প্রাক্কালে বান্দা তার প্রভু-মালিক আল্লাহ্‌র কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা আরয করে হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলক ধাঁধার মধ্যে থেকে যথার্থ সত্যকে উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা-দর্শনের মধ্যে থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা-দর্শন আমাদের সামনে উপস্থিত কর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।' এখানে শেষের বাক্যটি লক্ষ্যণীয় যা তাঁর মৌলিক লক্ষ্য। এ ব্যাখ্যা পৃথিবীর আর কোন বিদ্বান করেছেন তা আমাদের জানা নেই।

৯০৩৯০৩

সূরা আন-নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪০; অক্ষর ৮৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

عَمَّ يَتَسَاءلُوْنَ (١) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ (٢) الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ(٥)

অনুবাদ : (১) কী সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে? (২) সেই বড় ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে (৩) যার ব্যাপারে তারা মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে (৪) কখনো নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে (৫) আবারো বলছি, কখনো নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَسَاءلُوْنَ– جمع مذكر غائب বাহাছ مُضَارِعٌ বাব تَفَاعُلٌ মাছদার تَسَائُلٌ অর্থ- একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে। যেমন تَسَائَلَ الْقَوْمُ অর্থ একে অন্যকে প্রশ্ন করল। سُؤَالاً মাছদার, বাব فَتَحَ অর্থ- চাওয়া, প্রশ্ন করা। যেমন سَأَلَ الْمُحْتَاجُ النَّاسَ অর্থ অভাবী ব্যক্তি মানুষের কাছে দান চাইল। سَأَلْتُهُ عَنْ حَاجَتِه অর্থ- আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম। سُؤَالٌ-এর বহুবচন أَسْئِلَةٌ অর্থ- প্রশ্ন। سَائِلٌ অর্থ ভিক্ষুক, প্রশ্নকারী।

النَّبَأ– বহুবচন أَنْبَاءٌ অর্থ- সংবাদ, খবর, ঘটনা। اَلْأَنْبَاءُ الدَّوْلِيَّةُ অর্থ- আন্তর্জাতিক সংবাদ اَلْأَنْبَاءُ الْمَحَلِّيَةُ অর্থ- আঞ্চলিক সংবাদ। وَكَالَةُ الْأَنْبَاءِ অর্থ- সংবাদ সংস্থা।

الْعَظِيْم– ছিফাতে মুশাব্বাহ, অর্থ- মহান, বিরাট, গুরুত্বপূর্ণ। বাব كَرُمَ যেমন عَظُمَ الشَّيئُ অর্থ বড় হল। বাব تَفْعِيْلٌ যেমন عَظَّمَ الشَّيئَ অর্থ বড় করল।

مُخْتَلِفُوْنَ– جمع مذكر বাহাছ إِسْمُ فَاعِلٍ বাব اِفْتِعَالٌ মাছদার اِخْتِلَافٌ অর্থ তারা মতানৈক্যকারী। যেমন اِخْتَلَفَ الْقَوْمُ অর্থ লোকেরা মতানৈক্য করল। اَلْمَسَائِلُ الْخِلَافِيَّةُ 'মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা সমূহ' خِلَافٌ বহুবচন خِلَافَاتٌ অর্থ অমিল, বিরোধ।

سَيَعْلَمُوْنَ– جمع مذكر غائب বাহাছ مُضَارِعٌ মাছদার عِلْمًا বাব سَمِعَ অর্থ অচিরেই তারা জানবে। যেমন عَلِمَهُ অর্থ তাকে জানল, অবহিত হল। أَعْلَمَهُ الْأَمْرَ إِعْلَامًا অর্থ তাকে বিষয়টি

অবহিত করল। تَعَلَّمَ الشَّيْئَ অর্থ শিক্ষা করল, عَلَّمَ فُلَانًا অর্থ তাকে শিক্ষা দিল, اَلْعَالِمُ জ্ঞানী, اَلْمُعَلِّمُ শিক্ষক।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ– (عَنْ) হরফে জার, (مَا) إِسْمٌ اِسْتِفْهَامٌ স্থান হিসাবে যের বিশিষ্ট। اِسْتِفْهَامٌ অর্থে ব্যবহৃত مَا -এর পূর্বে হরফে জার যুক্ত হলে অধিকাংশ সময় مَا এর اَلِفٌ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন فِيْمَ – مِمَّ হরফে জার ও মাজরূর মিলে يَتَسَائَلُوْنَ ফে'লের মুতা'আল্লিক।

(২) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ– (عَنْ) হরফে জার, (النَّبَإِ) মাওছূফ, الْعَظِيْمِ ছিফাত মিলে يَتَسَئَلُوْنَ-এর মুতা'আল্লিক।

(৩) الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ– (الَّذِيْ) النَّبَإِ-এর দ্বিতীয় ছিফাত (هُمْ) মুবতাদা (فِيْهِ) مُخْتَلِفُوْنَ - এর সঙ্গে মুতাআল্লিক। (مُخْتَلِفُوْنَ) هُمْ -এর খবর। মুবতাদা খবর মিলে ছিলা।

(৪) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ– (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয় (حَرْفُ رَدْعٍ وَزَجْرٍ)। (سَ) ফে'লের আলামত ও ভবিষ্যৎকাল প্রকাশক অব্যয়। يَعْلَمُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর فَاعِلٌ।

(৫) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ– (ثُمَّ) হরফে আতফ। كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ পূর্বের উপর আতফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ 'ক্বিয়ামত সম্পর্কে আমরা ধারণা করি মাত্র, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই' *(জাছিয়া ৩২)*। অত্র আয়াতে ক্বিয়ামত সম্পর্কে তাদের ধারণা পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরার ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ 'হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, এটা একটা বড় সংবাদ যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ' *(ছোয়াদ ৬৭-৬৮)*। অত্র আয়াতে ক্বিয়ামতের দিনকে বড় সংবাদ বলা হয়েছে, যা মানুষ বিশ্বাস করে না, বরং সে ব্যাপারে মতবিরোধ করে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ 'আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটাই সব কিছু। মৃত্যুর পর আমরা আর কখনই পুনরুজ্জীবিত হব না' *(আন'আম ২৯)*। অত্র আয়াতে তাদের ধারণা পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ 'আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু। এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরণ। কালের আবর্তন ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না' *(জাছিয়া ২৪)*। অত্র আয়াতে

তাদের ধারণা পেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 'পঁচা-গলা অস্থি মজ্জাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, এমন কে আছেন' *(ইয়াসীন ৭৮)*। অর্থাৎ এমন কাজ সম্ভব নয়।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

হাসান (রহঃ) বলেন, যখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নবী হিসাবে পাঠানো হল, তখন মানুষ আপোষে মতানৈক্য করতে লাগল। তখন অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবু জা'ফর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর নবীকে মানুষের মতবিরোধের বিষয়টি বলেছেন যে, তারা বড় সংবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে *(ত্বাবারী হা/৩৬১০৭)*। অনেকেই মনে করেন বিভিন্ন মতদ্বৈততার বস্তুটিই হচ্ছে কুরআন। অনেকেই মনে করেন, তা হচ্ছে ক্বিয়ামত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বড় সংবাদ হল মরণের পর পুনরায় জীবিত হওয়া *(ত্বাবারী হা/৩৬১১০)*। অন্য বর্ণনায় আছে ইবনু যায়েদ বলেন, তাদের মতবিরোধের বিষয়টি হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন। তারা মনে করে ক্বিয়ামত এমন এক দিন, যে দিন আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামহকে জীবিত করা হবে। তারা এতে মতবিরোধ করে। তারা এটা বিশ্বাস করে না। অতঃপর আল্লাহ বলেন, বরং এটা বড় সংবাদ যা ঘটবেই, অথচ তোমরা সেইদিন হতে বেখিয়াল আছ। সে ব্যাপারে তোমরা উদাসীন থাকছ। ক্বিয়ামত দিবসকে তোমরা বিশ্বাস কর না *(ত্বাবারী হা/৩৬১১১)*।

অবগতি

বিরাট খবর অর্থ ক্বিয়ামত ও আখিরাত সংক্রান্ত খবর। কাফির-মুশরিকদের নানা উক্তি (১) আরে ভাই মরে যাওয়ার পর পঁচা-গলা দেহে প্রাণ সঞ্চার হবে, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়? (২) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের সকল মানুষ একদিন একত্রিত হবে, একথা কি বোধগম্য হওয়ার মত? (৩) এই বড় বড় পাহাড় যা মাটির উপর সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তা তুলার মত বাতাসে উড়ে যাবে, এটা সম্ভব বলে কি মেনে নেয়া যায়? (৪) চন্দ্র-সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, এ জগত ওলট-পালট হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এ কথা কি ধারণা করা যায়? (৫) কাল পর্যন্ত যে লোকটি ভাল ছিল, আজ তার কি হল যে, এ ধরনের অসম্ভব ব্যাপারগুলি প্রচার করে বেড়াচ্ছে? (৬) এ জান্নাত ও জাহান্নামের কথা এতদিন কোথায় ছিল? ইতিপূবে তো তার মুখে কোন দিন শুনিনি? ক্বিয়ামত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে, যা জাছিয়া ২৪, ৩২, আন'আম ২৯, ইয়াসীন ৭৮ এবং ক্বাফ ৩নং আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا(١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦)

অনুবাদ : (৬) এটা কি সত্য নয় যে, আমিই যমীনকে বিছানা তৈরী করেছি (৭) পাহাড়-পর্বত সমূহ পেরেকের ন্যায় গেঁড়ে দিয়েছি (৮) এবং তোমাদের নারী-পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

করেছি (৯) তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন করেছি (১০) রাত্রিকে আবরণকারী করেছি (১১) এবং দিনকে জীবিকার্জনের সময় করেছি (১২) আমি তোমাদের উপর মজবুত সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছি (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ তৈরী করেছি (১৪) আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫) যাতে এর সাহায্যে আমি উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ (১৬) এবং ঘন উদ্যান সমূহ।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَجْعَلِ– جمع متكلم মাছদার جَعْلًا বাব فَتَحَ শব্দটি অনেক অর্থ প্রকাশ করে। (১) কখনো ধারণা অর্থে যেমন جَعَلَ الْمُشْرِكُوْنَ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا 'মুশরিকেরা ফেরেশতাগণকে নারী ধারণা করে' (২) কখনো পরিবর্তন অর্থে যেমন جَعَلَ النَّجَّارُ الْخَشَبَ سَرِيْرًا 'কাঠ মিস্ত্রী কাঠকে খাটে পরিণত করেছে' (৩) কখনো দৃঢ়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন جَعَلْتُ الْعَلَمَ رَمْزًا لِلْوَطَنِ 'আমি পতাকাকে দেশের জন্য প্রতীক নির্ধারণ করেছি' (৪) আরম্ভ অর্থে যেমন جَعَلْتُ أَفْعَلُ 'আমি কাজ আরম্ভ করি' (৫) কখনো সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন جَعَلَ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ 'আল্লাহ রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন' (৬) কখনো প্রদান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন جَعَلْتُ لَهُ مَالاً 'আমি তাকে সম্পদ প্রদান করেছি'।

اَلْأَرْضُ বহুবচন أَرَاضٍ ও اَرْضُوْنَ অর্থ- পৃথিবী।

مِهَادًا– একবচন, বহুবচন مُهُدٌ، أَمْهِدَةٌ অর্থ- শয্যা, বিছানা। اَلْمَهَدُ বহুবচন مُهُوْدٌ অর্থ- দোলনা। أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا 'আমি কি মাটিকে বিছানা বানাইনি'।

اَلْجِبَالُ– বহুবচন, একবচন, جَبَلٌ অর্থ- পাহাড়, পর্বত। اَلْجَبَلِيُّ 'পাহাড় বা পর্বতবাসী'।

أَوْتَادًا – একবচন اَلْوَتَدُ বহুবচন أَوْتَادٌ অর্থ- কীলক, পেরেক। أَوْتَادُ الْاَرْضِ অর্থ- পৃথিবীর কীলক সমূহ, পৃথিবীর পর্বতসমূহ। أَوْتَادُ الْبِلَادِ দেশের কর্ণধরগণ। أَوْتَادَ اَلْوَتَدَ اِيْتَادًا অর্থ- কীলক বসাল, পেরেক গাড়ল।

خَلَقْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ অর্থ- আমরা সৃষ্টি করেছি, তৈরী করেছি।

أَزْوَاجًا– বহুবচন, একবচনে زَوْجٌ। এর অর্থ একটি জোড়া। আর একটি অর্থ জোড়ার একটি। এর উপর ভিত্তি করেই শব্দটি কখনো শুধু স্বামীর জন্যে, আবার কখনো শুধু স্ত্রীর জন্যে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি জোড়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। أَزْوَاجًا অর্থ- জোড়ায় জোড়ায়। خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا 'আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি'।

نَوْمَ– ঘুম, নিদ্রা, মাছদার نَوْمًا বাব سَمِعَ। যেমন نَامَ অর্থ- ঘুমাল। শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ ও تَفْعِيْلٌ হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে ঘুম পাড়াল।

سُبَاتًا– বিশ্রাম, ঘুম, হালকা ঘুম, তন্দ্রা। মাছদার سَبْتًا বাব نَصَرَ যেমন سَبَتَ আরাম করল, ঘুমাল।

اللَّيْلَ– ইসমে জিনস, বহুবচন لَيَالِ অর্থ- রাত, রাত্রী।

لِبَاسًا– ইসমে জিনস, বহুবচন أَلْبِسَةٌ অর্থ- পোষাক, পরিচ্ছদ, আবরণ।

اَلنَّهَارَ– ইসমে জিনস, বহুবচন أَنْهَارٌ، نُهُرٌ অর্থ- দিন, দিবস।

مَعَاشًا– ইসমে যরফ, জীবিকা আহরণের সময়, রুযী-রোজগারের সময়, জীবিকা, জীবন। مَعَاشًا শব্দটি মূলতঃ মাছদার মীমী। তবে আলোচ্য আয়াতে শব্দটি যরফে যামান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাছদার عَيْشًا বাব ضَرَبَ যেমন عَاشَ অর্থ- বেঁচে থাকল, জীবন যাপন করল। عَيْشَةٌ জীবনযাত্রা।

فَوْقَ– যরফে মাকান, অর্থ- উপর, উচ্চ স্থান।

سَبْعًا– ইসমে আদাদ, অর্থ- গণনা, সংখ্যা, সপ্ত, সাতটি।

شِدَادًا– একবচনে شَدِيْدٌ অর্থ- শক্ত, কঠিন, মজবুত।

سِرَاجًا– বহুবচন سُرُجٌ অর্থ- প্রদীপ, বাতি। যেমন سَرِجَ অর্থ- সুন্দর হল, سَرَّجَ شَيْئًا অর্থ- কোন জিনিসকে সুন্দর করল।

وَهَّاجًا– ইসমে মুবালাগা। মাছদার وَهْجًا، وَهِيْجًا বাব ضَرَبَ অর্থ- অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। যেমন وَهَجَتِ النَّارُ অর্থ- আগুন প্রজ্জ্বলিত হল, أَوْهَجَ النَّارَ অর্থ- আগুন প্রজ্জ্বলিত করল, اَلْوَهْجُ অর্থ- উজ্জ্বলতা, চাকচিক্য, আগুন, سِرَاجًا وَّهَّاجًا অর্থ- অতি উজ্জ্বল প্রদীপ।

أَنْزَلْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার إِنْزَالاً বাব إِفْعَالٌ আমি অবতরণ করলাম। نُزُوْلاً বাবে ضَرَبَ হতে অবতীর্ণ হওয়া। نَزَلَ بِالْمَكَانِ وَفِيْهِ অর্থ- অবস্থান করল, যাত্রা বিরতি করল।

اَلْمَنْزِلُ– বহুবচন المَنَازِلُ অর্থ- ঘর, বাসা।

اَلْمُعْصِرَاتُ– একবচনে مُعْصِرَةٌ। অর্থ- বৃষ্টি বষর্ণকারী মেঘমালা। مَاءٌ বহুবচন مِيَاهٌ পানি।

ثَجَّاجًا– মুবালাগা-এর ছীগাহ। অর্থ- প্রচুর, প্রবল। মাছদার ثُجُوْجًا বাব ضَرَبَ যেমন ثَجَّ الْمَاءُ অর্থ- পানি গড়িয়ে পড়ল। ثَجَّ الْمَاءَ পানি প্রবাহিত করল। ثَجًّا মাছদার, বাব نَصَرَ যেমন اَلْمَاءُ الثَّجَّاجُ অর্থ- প্রবল বৃষ্টি, যে পানি প্রবলবেগে গড়ায়।

نُخْرِجُ – جمع متكلم ফে'ল মুযারে, বাব افعال। যেমন أَخْرَجَ الشَّيْئَ إِخْرَاجًا অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল। خُرُوْجًا মাছদার, বাব نَصَرَ যেমন خَرَجَ অর্থ- বের হল, اِسْتَخْرَجَهُ অর্থ- তাকে বের হতে বলল, তাকে বের করে আনল।

حَبًّا– একবচন, বহুবচন حُبُوْبٌ অর্থ- শস্য, দানা, বীজ, বড়ি। حَبُّ الْغَمَامِ অর্থ- শিল, শিলা।

نَبَاتًا– একবচন, বহুবচন نَبَاتَاتٌ অর্থ- তৃণ, উদ্ভিদ, ঘাস। نباتًا ও نَبْتًا মাছদার, বাব نَصَرَ যেমন نَبَتَ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছে। اَنْبَتَ اللهُ النبَاتَ অর্থ- আল্লাহ উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন।

جَنَّاتٍ– বহুবচন, একবচনে جَنَّةٌ অর্থ- জান্নাত, গাছপালা।

أَلْفَافًا– বহুবচন, একবচনে اَللِّفُ অর্থ- ঘন সন্নিবিষ্ট পাতা, পাতাঘন, নিবিড়।

বাক্য বিশ্লেষণ

(৬) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا– (أَ) হরফে ইস্তিফহাম। এই ইস্তিফহামের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং শ্রোতার নিকট হতে তার স্বীকৃতি আদায় করা (لَمْ) নাফির অর্থ ও সাকিন প্রদানকারী অব্যয়। نَجْعَلْ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল الْأَرْضَ মাফ'উলে বিহী। مِهَادًا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী।

(৭) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا– উহ্য ফে'লের প্রথম মাফ'উল ও দ্বিতীয় মাফ'উল, তারপর পূর্বের বাক্যের উপর আতফ।

(৮) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا– পূর্বের উপর আতফ। خَلَقْنَا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (أَزْوَاجًا) كُمْ যমীর হতে হাল।

(৯) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا– পূর্বের উপর আতফ। جَعَلْنَا ফেলে মাযী, نَا যমীর ফায়েল। نَوْمَ মুযাফ এবং كُمْ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে বিহী। سُبَاتًا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী।

(১০) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا– পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত।

(১১) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا– পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত।

(১২) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا– পূর্বের উপর আতফ। (بَنَيْنَا) ফে'লে মাযী। نَا যমীর ফায়েল। (فَوْقَكُمْ) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ'উলে ফী যরফে মাকান। سَبْعًا মাফ'উলে বিহী। (شِدَادًا) سَبْعًا-এর ছিফাত।

(১৩) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا– পূর্বের উপর আতফ। جَعَلْنَا ফে‘লে মাযী, (نَا) যমীর ফায়েল। (سِرَاجًا) মাফ‘উলে বিহী, (وَهَّاجًا) سِرَاجًا-এর ছিফত।

(১৪) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا– পূর্বের উপর আতফ। أَنْزَلْنَا ফে‘লে মাযী। (نَا) যমীর ফায়েল, (مِنَ الْمُعْصِرَاتِ) أَنْزَلْنَا-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (مَاءً) মাফ‘উলে বিহী (ثَجَّاجًا) مَاءً - এর ছিফাত।

(১৫) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا– (ل) لَامِ تَعْلِيْل কারণ প্রকাশক لَامْ- نُخْرِجَ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (به) نُخْرِجَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (حَبًّا) মাফ‘উলে বিহী। (نَبَاتًا) حَبًّا -এর উপর আতফ। جَنَّاتٍ মাউছূফ, أَلْفَافًا ছিফাত মিলে حَبًّا--এর দ্বিতীয় মা‘তূফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা‘আলা অত্র সূরার ৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ‘তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্যে হতে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন’ *(রূম ২১)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ নারী সৃষ্টি করার কারণ উল্লেখ করেছেন। অত্র সূরার ৬নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা তৈরী করেছেন’ *(বাক্বারা ২২)*।

অত্র সূরার ১০নং আয়াতে আল্লাহ রাতকে পোশাক বলেছেন এ মর্মে আল্লাহ বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ‘রাতের শপথ, যখন তা আচ্ছন্ন করে নেয়’ *(লাইল ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ‘রাতের শপথ, যখন তা প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়’ *(যুহা ২)*। অত্র আয়াতদ্বয়ে রাত মানুষের জন্য পোশাক কিভাবে তা বুঝানো হয়েছে। অত্র সূরার ১৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اللهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ.

‘আল্লাহই বাতাস প্রেরণ করেন এবং তা দ্বারা মেঘমালাকে উত্থিত করেন। তারপর তিনি যেভাবে চান মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। অতঃপর তুমি

দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোঁটা মেঘমালা হতে চুয়ে পড়ছে' *(রূম ৪৮)*। অত্র আয়তে আল্লাহ বৃষ্টি তৈরী ও বর্ষণের ধরন উল্লেখ করেছেন।

১৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ছহীহ হাদীছ সমূহ

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَىُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ اَلْحَجُّ وَالثَّجُّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! উত্তম হজ্জ কোনটি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উচ্চৈঃস্বরে তালবীয়া পড়বে এবং কুরবাণীর রক্ত প্রবাহিত করবে' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/ ২৪১২)*।

জনৈক ইস্তিহাযার রোগীনী মহিলা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলল, هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا 'আরো অধিক রক্ত আসে। আমি জলধারার ন্যায় রক্ত ক্ষরণ করি' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫১৬)*। ১৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা مَاءً ثَجَّاجًا বলে প্রচুর বৃষ্টির কথা বলেছেন। অত্র দু'টি হাদীছে ثَجًّا শব্দটি দ্বারা প্রচুর রক্ত বা পানি প্রবাহিত করার কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ ثَجًّا শব্দটি প্রচুর বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, বাতাস প্রেরণ করে পানি ছিটিয়ে বা সরিয়ে কা'বা ঘরের নীচের যমীন প্রকাশ করেন। তারপর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত যমীন প্রশস্ত করেন। অতঃপর পাহাড় সমূহ পেরেকের ন্যায় স্থাপিত করেন। আবু কুবায়েস নামক পাহাড়টি সর্বপ্রথম যমীনে স্থাপন করা হয় *(হাকীম, দুররে মানছূর)*।

হাসান (রহঃ) বলেন, বায়তুল মাকদাসের নিকট সর্ব প্রথম যমীন সৃষ্টি করা হয়। সেখানে অল্প মাটি রেখে বলা হয়, তুমি এভাবে এভাবে ছড়িয়ে পড়। মাটি সৃষ্টি করা হয়েছিল পাথরের উপর আর পাথর ছিল মাছের উপর। আর মাছ ছিল পানির উপর। তখন মাটি ছিল খুব নরম। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! কে এ মাটির উপর থাকবে এবং কিভাবে থাকবে? তখন পাহাড়গুলিকে মাটিতে পেরেকের মত করে দেয়া হল। ফেরেশতাগণ বললেন, প্রতিপালক! এর চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, পানি। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, বাতাস। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, প্রাসাদ। ফেরেশতাগণ বললেন, তার চেয়ে শক্ত কি সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আদম *(ইবনু মুনযির, দুররে মানছূর)*।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٧) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠)

অনুবাদ : (১৭) নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিচারের দিনটি পূর্ব হতেই নির্ধারিত (১৮) সে দিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে আর তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে। (১৯) তখন আকাশসমূহকে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজা হয়ে দাঁড়াবে (২০) পর্বতগুলিকে চলমান করে দেয়া হবে। ফলে তা শুধু নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَوْمَ– একবচন, বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস। يَوْمِيًّا অর্থ- দৈনিক, প্রাত্যহিক। يَوْمًا فَيَوْمًا অর্থ- দিনের পর দিন। ذَاتَ يَوْمٍ অর্থ- একদিন, একদা, কোন একদিন। فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا অর্থ- আজ-কাল, বর্তমান কালে, হাল আমলে। مِنْ يَوْمِهٖ অর্থ- সেদিন থেকেই, এদিন থেকেই।

الْفَصْلِ– বিচার, মীমাংসা। মাছদার فَصْلًا বাব ضَرَبَ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ-এর অর্থে মীমাংসাকারী, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যেমন فَصَلَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ অর্থ- বিচারক বাদী-বিবাদীর মধ্যে মীমাংসা করলেন।

كَانَ– واحد مذكر غائب ফে'ল মাযী। মাছদার كَيْنًا، كَيْنُوْنَةٌ বাব نَصَرَ অর্থ- হওয়া, হল, আছে, ছিল।

مِيْقَاتًا– ظرف زمان বাব ضَرَبَ ও تَفْعِيْلٌ হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে সময় নির্ধারিত করল। বহুবচন مَوَاقِيْتُ সময়। وَقْتٌ -এর বহুবচন اَوْقَاتٌ অর্থ- সময়, কাল। فِى الْوَقْتِ الرَّاهِنِ অর্থ- বর্তমান সময়ে, সাম্প্রতিক সময়ে। كَانَ مِيْقَاتًا অর্থ- নির্ধারিত আছে।

يُنْفَخُ– واحد مذكر غائب মুযারে মাজহূল, মাছদার نَفْخًا বাব نَصَرَ অর্থ- ফুঁক দেয়া হবে। যেমন نَفَخَ فِى الْبُوْقِ অর্থ- ভেঁপুতে ফুঁক দিল। نَفَاخَةً অর্থ- পানির বুদবুদ। مِنْفَاخٌ বহুবচন مَنَافِيْخُ অর্থ- কর্মকারের ফুঁকনী।

الصُّوْرِ– একবচন, বহুবচন أَصْوَارٌ অর্থ- শিঙ্গা, হর্ণ। فِىْ الصُّوْرِ অর্থ- শিঙ্গায়।

تَأْتُوْنَ– جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার اِتْيَانًا বাব ضَرَبَ। অর্থ-তারা আসবে। যেমন اَتَاهُ অর্থ- তার কাছে এল। أَفْوَاجًا একবচনে فَوْجٌ অর্থ- দলে দলে। فَوْجٌ جَوَّارٌ অর্থ- বিশাল বাহিনী।

فُتِحَتِ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার فَتْحًا বাব فَتَحَ অর্থ- খোলা হবে। যেমন فَتَحَ الْبَابَ অর্থ- দরজা খুলল। مِفْتَاحٌ বহুবচন مَفَاتِيْحُ অর্থ- চাবি। تَفَتَّحَتِ الزَّهْرَةُ অর্থ- ফুল ফুটল। اِنْفَتَحَ ذِهْنُهٗ অর্থ- তার চিন্তা বিকশিত হল।

السَّمَاءُ– বহুবচন سَمَوَاتٌ অর্থ- আকাশ, আসমান। মাছদার سُمُوًا (ن) উঁচু হওয়া। سَمَاوِىٌّ অর্থ- আকাশ সংক্রান্ত, আকাশী।

أَبْوَابًا– একবচনে بَابٌ দরজা, দ্বার। بَوَّابٌ দ্বাররক্ষী, بَوَّابَةٌ বড় দরজা, গেট।

سُيِّرَتِ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَسْيِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ। অর্থ-চলমান করা হবে। যেমন سَيَّرَهُ অর্থ- তাকে চালাল। سَارَ অর্থ- চলল, ভ্রমণ করল। سَايَرَهُ অর্থ- তার সাথে চলল। سَايَرَ الْعَصْرَ অর্থ- যুগের সাথে তাল রেখে চলল।

سَرَابًا– سَرَابٌ অর্থ- মরীচিকা, চমকওয়ালা বালি, ভীষণ গরম, দ্বি-প্রহরের প্রচণ্ড তাপ, মাঠে যে বালি পানির মত দেখায় এবং দূর হতে মনে হয় পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৭) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا –(يوم) إِنَّ-এর ইসম। يَوْمَ মুযাফ الفصل মুযাফ ইলাইহি। كان ফে'লে নাকেছ। উহ্য (هو) যমীর ইসম। مِيْقَاتًا খবর।كَانَ مِيْقَاتًا জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

(১৮) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا –(يَوْمَ) يَوْمَ الْفَصْلِ থেকে বদল। يَوْمَ মুযাফ। يُنْفَخُ মুযারে মাজহূল। উহ্য (هو) যমীর নায়েবে ফায়েল (فِي الصُّوْرِ) يُنْفَخُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ) জুমলাটি يَوْمَ-এর মুযাফে ইলাইহি হওয়ার ভিত্তিতে স্থান বিচারে মাজরূর। (ف) হরফে আতফ, تَأْتُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (أَفْوَاجًا) تَأْتُوْنَ-এর যমীর থেকে হাল।

(১৯) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا –(و) হরফে আতফ। فُتِحَتِ মাযী মাজহূল। السَّمَاءُ নায়েবে ফায়েল। (فَ) হরফে আতফ। فَكَانَتْ ফে'লে নাকেছ। উহ্য (هِى) যমীর ইসম, (أَبْوَابًا) খবর।

(২০) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا– জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের জুমলার মত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ 'আমি সেই চূড়ান্ত ফায়ছালার নির্ধারিত দিনকে আনতে খুব বেশী বিলম্ব করব না; মাত্র কয়েকটি গণনা করা দিনই তার জন্য নির্দিষ্ট' *(হূদ ১০৪)*। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিনটির সময় নির্ধারিত, যা অচিরেই ঘটবে।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ‘চিন্তা কর সেই দিনের ব্যাপারটি, যে দিন আমি প্রত্যেক মানব দলকে তার অগ্রনেতা সহকারে ডাকব’ *(ইসরা ৭১)*। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ‘আজ আপনি পাহাড় দেখে মনে করছেন যে, এটা খুব দৃঢ় মূল হয়ে আছে; কিন্তু সেই দিন এটা মেঘমালার মত উড়তে থাকবে’ *(নামল ৮৮)*। অত্র আয়াতে ক্বিয়ামতের দিন পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ‘সেদিন পাহাড়গুলো হবে ধূনিত পশমের ন্যায়’ *(কারি‘আহ ৫)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ‘এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, সেই দিন এ পাহাড়গুলি কোথায় বিলীন হয়ে যাবে? হে নবী! আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক এগুলিকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন। আর যমীনকে এমন সমতল ধূসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উঁচু-নীচু বক্রতা দেখতে পাবে না’ *(ত্বহা ১০৫-১০৭)*। এ আয়াতে পাহাড়-পর্বতের অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি ক্বিয়ামতের ময়দানের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوْا أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوْا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দু’টি ফুঁৎকারের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বলেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। অর্থাৎ আমি জানি না। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি অর্থাৎ আমি এ সম্পর্কে অবগত নই। সুতরাং এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। অতঃপর আল্লাহ আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন দেহগুলি এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে, যেমনভাবে বৃষ্টির পানিতে ঘাস, লতা ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানবদেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামতের দিন সে হাড় হতে গোটা দেহ পুনর্গঠন করা হবে *(বুখারী, মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হবে’ *(মুসলিম হা/৫২৮৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ আয়াতের অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে মুআয! তুমি একটি বড় বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ। আল্লাহ তা'আলা দশ শ্রেণীর মানুষকে মুসলমানের জাম'আত হতে পৃথক করে দিয়েছেন। তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কিছু বানরের ন্যায় করেছেন। কিছু শূকরের ন্যায় করেছেন, কিছুর আকৃতি উল্টিয়ে দিয়েছেন; পা উপরের দিকে আর মাথা নীচের দিকে। তারা এভাবেই চলবে। কিছু অন্ধ হয়ে ঘুরবে। কিছু বোবা ও বধির হয়ে যাবে। তাদের কিছু লোক নিজেদের জিহ্বা চাবাবে, রক্ত মুখ দিয়ে বেয়ে পড়বে। লোকেরা তাদের ঘৃণা করবে। কিছু লোকের হাত-পা, কাটা-কুটা ও ছিন্ন ভিন্ন হবে। তাদেরকে আগুনের শূলীতে চড়ানো হবে। অতএব গীবতকারীদের আকৃতি বানরের মত হবে। হারাম ও সুদ ভক্ষণকারীদের মাথা নীচের দিকে হবে আর পা উপরে হবে। অন্যায় বিচারকেরা অন্ধ হবে। আমলে অহংকারীরা বোবা ও বধির হবে। যেসব আলেমেরা কথার বিপরীত আমল করে তারা তাদের জিহ্বাকে চাবাবে, মুখ দিয়ে রক্ত ঝরবে। প্রতিবেশীকে যারা কষ্ট দেয়, তাদের হাত-পা কাটা হবে। যারা ভাল মানুষকে সরকারের কাছে দোষী করে এবং যারা অর্থ-সম্পদে ভোগবিলাসী ছিল, তাদের শরীর হবে খুব দুর্গন্দময়; তার সম্পদে আল্লাহ্‌র হক আদায় করেনি এবং মানুষের হক আদায় করেনি, আর তারা অহংকারী পোশাক পরিধান করত *(দুররে মানছূর)*।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا (٢٢) لَابِثِيْنَ فِيْهَا أَحْقَابًا (٢٣)–

অনুবাদ : (২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাঁদ বিশেষ (২২) আল্লাদ্রোহীদের জন্য আশ্রয় স্থল। (২৩) তাতে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَهَنَّمَ– একটি নাম, অর্থ নরক। جَهَنَّمِيٌّ অর্থ- জাহান্নামী, নরকী।

مِرْصَادًا– যারফে মাকান, বহুবচন مَرَاصِيْدُ অর্থ- ঘাঁটি, পর্যবেক্ষণের স্থান। মাছদার رَصْدًا বাব نَصَرَ। যেমন رَصَدَهُ অর্থ- পর্যবেক্ষণ করল, কড়া নজরদারী করল, তাকে ধরার জন্য পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকল।

الطَّاغِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, একবচন طَاغِي বহুবচন طُغَاةٌ، طَاغُوْنَ অর্থ- সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী। বাব فَتَحَ থেকে মাছদার طُغْيًا، طُغْيَانًا অর্থ- সীমালংঘন করা।

مَأَبًا– যারফে মাকান, বহুবচন مَاوِبُ মাছদার اَوْبًا ও اِيَابًا বাব نَصَرَ। যেমন مَأْبَهُ অর্থ- প্রত্যাবর্তন স্থল, আশ্রয়স্থল। اَبَا اِلَى اللهِ অর্থ- আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে গেল, تَذْكِرَةُ الذِّهَابِ وَالْاِيَابِ অর্থ- আসা-যাওয়ার টিকিট।

لَابِثِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার لُبْثًا وَلَبْثًا বাব سَمِعَ অর্থ- তারা অবস্থান করবে। যেমন لَبِثَ بِالْمَكَانِ অর্থ- অবস্থান করল, বসবাস করল।

أَحْقَابًا– একবচনে حُقْبٌ، حُقُبٌ বহুবচনে حِقَاب، اَحْقَابٌ অর্থ- আশি বছর বা তার অধিক কাল, যুগ যুগ ধরে, যুগের পর যুগ, অনন্তকাল।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا– জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুনভাবে আরম্ভ হয়েছে (جَهَنَّمَ) إِنَّ-এর ইসম। كَانَتْ ফে'লে নাকেছ। উহ্য (هى) যমীর ইসম। (مِرْصَادًا) كَانَتْ-এর খবর।

لِلطَّاغِيْنَ مَآبًا– (ل) হরফে জার, طَّاغِيْنَ মাজরূর এবং مِرْصَادًا-এর সাথে যুক্ত। (مَآبًا) كَانَتْ - এর দ্বিতীয় খবর। كَانَتْ থেকে শেষ পর্যন্ত জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

لَابِثِيْنَ فِيْهَا أَحْقَابًا– (لَابِثِيْنَ) طَّاغِيْنَ থেকে হাল। (فِيْهَا) لَابِثِيْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক (أَحْقَابًا) مَفْعُوْلٌ-এর لَابِثِيْنَ।

এ মর্মে জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ

আবু উমামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হুকবুন সমান এক মাস, আর এক মাস সমান ষাট দিন, আর এক বছরে হয় বার মাস। আর বার মাসে হয় তিনশত ষাট দিন। অতএব একদিন সমান হল এক হাজার বছর। আর এক হোকবা সমান হল ত্রিশ হাজার বছর *(ত্ববরানী হা/৭৯৫৭)*।

জারীর (রহঃ) বলেন, হাসান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, এক হুকবা সমান ৭০ বছর আর একদিন সমান এক হাজার বছর *(দুররে মানছূর)*।

অবগতি

কুরআনে ব্যবহৃত মূল শব্দটি হল أَحْقَابٌ (আহকাব), এর অর্থ হল ক্রমাগত ও পর পর আগত দীর্ঘ সময়। এটা এমন এক নিরবচ্ছিন্ন যুগ যার একটি শেষ হলে অপরটির সূচনা হয়। এ শব্দের ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন, যুগ যতই দীর্ঘ হোক তার শেষ রয়েছে। অতএব মানুষ চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ কুরআনে ৩৪টি স্থানে জাহান্নামীদের প্রসঙ্গে خُلُوْدٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তারা চিরন্তন জাহান্নামে থাকবে। তিন স্থানে শুধু خُلُوْدٌ ব্যবহার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং তার সাথে اَبَدًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ চিরকাল। শব্দটি অধিক তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً وِّفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (٢٩) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.

অনুবাদ : (২৪) সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না। (২৫) তারা পাবে কেবল ফুটন্ত পানি ও ক্ষত হতে নির্গত রক্ত পূঁজ। এটাই হবে তাদের (কার্যকলাপের) পূর্ণ প্রতিফল। (২৬) তারা তো কোন প্রকার হিসাব-নিকাশের আশা পোষণ করত না। (২৭) বরং তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করত। (২৯) অথচ প্রত্যেকটি বিষয় আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম। (৩০) অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا يَذُوْقُوْنَ– جمع مذكر غائب ফে'ল মুযারে, মাছদার ذَوْقًا وَمَذَاقًا বাব نَصَرَ অর্থ- তারা স্বাদ আস্বাদন করবে না। যেমন ذَاقَ الطَّعَامَ অর্থ- খাবার চেখে দেখল, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করল। اَذَاقَهُ شَيْئًا إِذَاقَةً অর্থ- তাকে কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন করালো। اَذَاقَهُ الْعَذَابَ অর্থ- তাকে শাস্তি ভোগ করালো।

بَرْدًا– ছিফাতের ছীগা, بُرَادٌ، بَرُوْدٌ، بَارِدٌ، بَرْدٌ এভাবে ব্যবহার হয়, যার অর্থ ঠাণ্ডা, শীতলতা। বাব كَرُمَ হতে মাছদার بُرُوْدَةً অর্থ কোন কিছু ঠাণ্ডা হওয়া। বাব تَفْعِيْلٌ ও إِفْعَالٌ হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে ঠাণ্ডা করা, শীতল করা।

شَرَابًا– বহুবচন أَشْرِبَةٌ অর্থ- পানীয়, শরবত। বাব سَمِعَ হতে মাছদার شَرْبًا অর্থ পান করা। আর تَفْعِيْلٌ ও افْعَالٌ হতে অর্থ পান করানো। شَرْبَةٌ বহুবচন شَرَبٌ অর্থ ঢোক, চুমুক। مَشْرُوْبٌ বহুবচন مَشْرُوْبَاتٌ অর্থ পানীয় শরবত।

حَمِيْمًا– ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অত্যন্ত গরম পানি। বাব سَمِعَ হতে মাছদার حَمَمًا অর্থ গরম হওয়া। বাব نَصَرَ হতে মাছদার حَمًّا অর্থ গরম করা। প্রথম অর্থে বহুবচন حَمَائِمُ এবং দ্বিতীয় অর্থে বহুবচন اَحِمَّاءُ।

جَزَاءً– বাব ضَرَبَ -এর মাছদার, প্রতিদান। যেমন جَزَاهُ عَلَى كَذَا অর্থ- তাকে তার প্রতিদান দিল।

غَسَّاقًا– ইসমে মুবালাগা, غَسَّاقٌ، غَسَاقٌ অর্থ- পূঁজ, দুর্গন্ধময় পানি, তীব্র ঠাণ্ডা।

وِفَاقًا– বাব مُفَاعَلَةٌ -এর মাছদার, অর্থ- উপযোগী হওয়া, খাপ খাওয়া। যেমন يُجْزَوْنَ بِذَلِكَ جَزَاءً وِفَاقًا -এর মাধ্যমে তাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দেয়া হবে।

يَرْجُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার رَجْوًا، رَجَاءً বাব نَصَرَ অর্থ- তারা আশা করে, আকাংখা করে। যেমন رَجَاهُ شَيْئًا অর্থ- তার কাছে কোন কিছু আশা করল। رَاجٍ আশাকারী, প্রত্যাশী। مَرْجُوٌّ অর্থ- কাম্য, প্রত্যাশিত رَجَاءٌ অর্থ- আশা, আকাংখা, অনুরোধ, মিনতি।

حِسَابًا– বাব مُفَاعَلَةٌ -এর মাছদার, অর্থ হিসাব নেয়া, প্রতিদান দেয়া। حِسَابٌ অর্থ- হিসাব-নিকাশ, গণনা।

كَذَّبُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার تَكْذِيْبًا وَكِذَّابًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- তারা অস্বীকার করল।

آيَاتٌ– একবচন آيَةٌ বহুবচন آيٌ، اَيَاتٌ অর্থ- নিদর্শন, চিহ্ন, কুরআনের বাক্য, আয়াত।

كِذَّابًا– বাব تَفْعِيْلٌ -এর মাছদার।

كُلَّ– অর্থ- প্রত্যেক। كُلٌّ শব্দটি দু'ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র। সর্বদা এক বচনরূপে ব্যবহার হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের كُلٌّ -এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক। যেমন وَيْلٌ لِّكُلٍّ অর্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য। আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী كُلٌّ মুযাফ হয় আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে। যেমন كُلُّ الْقَوْمِ অর্থ- গোত্রের সকল লোক। فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল।

شَيْئٌ– বহুবচন اَشْيَاءُ অর্থ- বস্তু, জিনিস, বিষয়। شَيْئًا فَشَيْئًا অর্থ- ধীরে ধীরে।

أَحْصَيْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার اِحْصَاءً বাব اِفْعَالٌ অর্থ- আমি গণনা করেছি। যেমন اَحْصَى شَيْئًا অর্থ- গণনা করল, হিসাব করল। لاَيُحْصَى অর্থ- অগণিত, অসংখ্য। إِحْصَاءُ السُّكَّانِ অর্থ- আদমশুমারী। اِحْصَاءَاتٌ অর্থ- পরিসংখ্যান।

كِتَابًا– মাছদার كِتَابًا، كِتَابَةً، كَتْبًا বাব نَصَرَ অর্থ লিখিতভাবে। বাব إِفْعَالٌ ও تَفْعِيْلٌ হতে লেখা শিখানো। أَدَوَاتُ الْكِتَابَةِ অর্থ- লেখার আসবাব পত্র।

ذُوْقُوْا– جمع مذكر حاضر আমর, মাছদার ذَوْقًا، ذَوَاقًا، مَذَاقًا বাব نَصَرَ অর্থ- তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

نَزِيْدُ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার زِيَادَةً، زَيْدًا، বাব ضَرَبَ অর্থ আমি বৃদ্ধি করব। زِيَادَةٌ বহুবচন زِيَادَاتٌ অর্থ- বৃদ্ধি, বাড়ানো, অতিরিক্ত, বোনাস। مَزَادٌ অর্থ- নিলাম, بَاعَ بِالْمَزَادِ অর্থ- নিলামে বিক্রি করল। مَزِيْدٌ অর্থ- অতিরিক্ত।

عَذَابًا– اسم جنس বহুবচন اَعْذِبَةٌ অর্থ- শাস্তি, সাজা।

বাক্য বিশ্লেষণ

(২৪) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا– জুমলাটি لَابِثِيْنَ থেকে হাল, (لَا) নাফিয়া। নেতিবাচক বা না সূচক অর্থ প্রদানকারী। يَذُوْقُوْنَ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (فِيْهَا) يَذُوْقُوْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (بَرْدًا) মাফ‘উলে বিহী। (وَ) হরফে আতফ। (لَا) নাফিয়া, (شَرَابًا) بَرْدًا-এর উপর আতফ।

(২৫) إِلَّا حَمِيْمًا وَغَسَّاقًا (إِلَّا) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (حَمِيْمًا) شَرَابًا থেকে বদল। আর (غَسَّاقًا) حَمِيْمًا--এর উপর আতফ।

(২৬) جَزَاءً وِفَاقًا – (جَزَاءً) উহ্য يُجْزَوْنَ ফে‘লে মুযারে মাজহূলের মাফ‘উলে মুত্বলাক। (وِفَاقًا) جَزَاً -এর ছিফাত। অত্র জুমলাটি মুস্তানিফা।

(২৭) إِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا– জুমলাটি তা‘লীলিয়া বা কারণ প্রকাশক, (هُم) إِنَّ-এর ইসম। (كَانُوْا) ফে‘লে নাকেছ, যমীর ইসম, لَا يَرْجُوْنَ ফে‘লে মুযারে। حِسَابًا মাফ‘উলে বিহী। لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا জুমলা كَانُوْا-এর খবর (كَانُوْا) إِنَّ-এর খবর।

(২৮) وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا– (و) আতেফা। كَذَّبُوْا ফেলে মাযী, যমীর ফায়েল, (بِآيَاتِنَا) كَذَّبُوْا- এর সাথে মুতা‘আল্লিক। كِذَّابًا মাফ‘উলে মুত্বলাক।

(২৯) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (وَ) হরফে আতফ। كُلَّ পূর্বে উহ্য اَحْصَيْنَا ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। পরবর্তী উক্ত اَحْصَيْنَا ফে‘লটি ঐ উহ্য ফে‘লের مُفَسِّرٌ বা ব্যাখ্যা প্রদানকারী (ہٗ) উক্ত اَحْصَيْنَا ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী, (شَيْءٍ) كُلَّ-এর মুযাফ ইলাইহি। (كِتَابًا) অর্থ বিচারে মাফ‘উলে মুত্বলাক।

(৩০) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (فَ) তা'লীলিয়া। ذُوْقُوْا ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল। لَنْ নাফির অর্থ প্রদানকারী। (فَ) আতেফা, نَزِيْدُ ফে'লে মুযারে। উহ্য نَحْنُ যমীর ফায়েল, (كُمْ) মাফ'উলে বিহী। (إِلَّا) اَدَاةُ حَصْرٍ সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। عَذَابًا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র ৩০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ، وَآخَرُ مِنْ شَكْلِه أَزْوَاجٌ 'এটা তাদেরই জন্য। অতএব তারা টগবগ করে ফুটন্ত পানি ও পূঁজ রক্তের স্বাদ গ্রহণ করবে এবং এ ধরনের আরো অনেক তিক্ততার' *(ছোয়াদ ৫৭-৫৮)*। অত্র দু'টি আয়াতে গরম পানি ও রক্ত পূঁজ ছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়, وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ 'তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা তেমনই অসম্ভব যেমন সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা অসম্ভব' *(আ'রাফ ৪০)*। জাহান্নামে তাদের শাস্তি বেশী করা হবে অর্থাৎ তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

আবু বারযা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কুরআনের খুব কঠিন আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র বাণী, فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا 'সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আমি তোমাদের কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব'। আল্লাহ্র বাণী, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ 'যতবার তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, ততবার আমি অন্য চামড়া বদলে দিব, যাতে তারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে' *(নিসা ৫৬)*। আল্লাহ্র বাণী مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا 'তাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম। যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে, আমরা তাকে আরো তেজস্বী করে দিব' *(বানী ইসরাঈল ৯৭)*। আয়াত সমূহে তাদের স্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে *(হাদীছটির সূত্র যঈফ, তবে আলোচনা কুরআনের/কুরতুবী ১৯-৩০তম খণ্ড ১৯৭ পৃঃ)*। হাসান বলেন, আবু বারযা আসলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে আমি জাহান্নামীদের উপর আল্লাহ্র কিতাবে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির কথা কোন আয়াতে রয়েছে, এমর্মে রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে পড়তে শুনলাম এ আয়াতটি فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا তারপর তিনি বললেন, যারা আল্লাহ্র সাথে নাফারমানী করে, তারা ধ্বংস হল *(মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১১৪৬৩)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হামীম এমন গরম যা জ্বালিয়ে দেয়, আর গাসসাক্ব প্রচণ্ড ঠাণ্ডা *(দুররে মানছূর)*।

অবগতি

غَسَّاقًا পূঁজ, রক্ত, পূঁজ মিশ্রিত রক্ত এবং কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু ও চামড়া হতে যে সব রস নির্গত হয়, তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যে সব জিনিসে উৎকট দুর্গন্ধ ও পচা গা ঘিন ঘিন করা গন্ধ থাকে তা বুঝাবার জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উপরিউক্ত আয়াত সমূহে জাহান্নামবাসীদের পানীয় সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে। সাথে সাথে দুনিয়াতে তারা যে কাজ করত, তাও বলা হয়েছে। ঐ সকল মানুষ যেসব কাজ করত তাদের সমস্ত কথা, কাজ ও গতিবিধি এমনকি তাদের মনোভাব, চিন্তা-ধারা, সংকল্প ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আল্লাহ তৈরী করে রেখেছেন। আর এমন সতর্কভাবে করেছেন, যাতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও গোপন না থাকে, বাদ না পড়ে। অথচ এ ব্যাপারে তারা ছিল বেখবর।

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣) وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (٣٥) جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣٦)-

অনুবাদ : (৩১) নিঃসন্দেহে মুত্তাক্বী লোকদের জন্য রয়েছে একটা সাফল্যের স্থান (৩২) বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর (৩৩) সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ (৩৪) এবং উচ্ছ্বসিত পানপাত্র (৩৫) সেখানে তারা কোন অসার-অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না (৩৬) এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিফল এবং পূর্ণ পুরস্কার।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمُتَّقِيْنَ- جمع مذكر ইসমে ফায়েল মূল অক্ষর وَقِىٌ মাছদার إِتِّقَاءً বাব اِفْتِعَالٌ অর্থ- যারা আল্লাহভীরু। বাব ضَرَبَ থেকে وَقْيًا মাছদার অর্থ- বাঁচানো, রক্ষা করা। এখানে وَاو কে تَا দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং একটি অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

مَفَازًا- مَصْدَرِ مِيْمِى মাছদার مَفَازًا، فَوْزًا বাব نَصَرَ অর্থ সফল হওয়া, কৃতকার্য হওয়া।

حَدَائِقُ- একবচন حَدِيْقَةٌ অর্থ- উদ্যান, বাগ, বাগান, حَدِيْقَةُ الْحَيْوَانَاتِ অর্থ- চিড়িয়াখানা, حَدِيْقَةٌ عَامَّةٌ অর্থ- পার্ক, গণউদ্যান।

أَعْنَابًا- একবচনে عِنَبٌ، عُنْقُوْدُ الْعِنَبِ 'আঙ্গুরের গুচ্ছ'।

كَوَاعِبَ- বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ হতে মাছদার كُعُوْبًا، كَوَاعِبَ অর্থ- স্তন পূর্ণ ও গোলাকার হওয়া, স্ফীত হওয়া। كَاعِبٌ-এর বহুবচন كَوَاعِبُ অর্থ- সুস্পষ্ট ও উন্নত স্তনবিশিষ্ট তরুণী, পীনস্তনী তরুণী। كَعْبٌ একবচন, বহুবচন كُعُوْبٌ অর্থ- গিঠ, পায়ের গিঠ।

أَتْرَابًا- اَلتُّرَابُ-এর বহুবচন أَتْرِبَةٌ অর্থ- মাটি, মৃত্তিকা। اَلتِّرْبُ-এর বহুবচন أَتْرَابٌ অর্থ- সমবয়সী।

كَأْسًا- বহুবচন كُؤُوْسٌ، اَكْئُوْسٌ অর্থ- পেয়ালা, পানপাত্র, গ্লাস।

دِهَاقًا– ইসমে ছিফাত, মাছদার دِهَاقًا ও دَهْقًا বাব فَتَحَ অর্থ- পূর্ণ করা। যেমন دَهَقَ الْكَأْسَ অর্থ- পেয়ালা পূর্ণ করল, دَهَقَ الْمَاءَ অর্থ- সজোরে পানি ছেড়ে দিল। دِهَاقًا অর্থ- পূর্ণ হওয়া ও উপচে পড়া।

يَسْمَعُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার سَمْعًا وَسِمَاعًا বাব سَمِعَ অর্থ- তারা শ্রবণ করে।

لَغْوًا– বাব نَصَرَ -এর মাছদার, অর্থ- অনর্থক কথা, অসার কথা।

كِذَّابًا– বাব تَفْعِيْلٌ-এর মাছদার, অর্থ- মিথ্যা বলা, অস্বীকার করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

৩১. إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا– জুমলাটি মুস্তানিফা। لِلْمُتَّقِيْنَ উহ্য ثَابِتٌ শিবহ ফে'লের মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবরে মুকাদ্দাম আর مَفَازًا ইসমে মুয়াখখার।

৩২. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا– (حَدَائِقَ) مَفَازًا থেকে বাদলে বা'য, (أَعْنَابًا) حَدَائِقَ-এর উপর আতফ।

৩৩. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا– (كَوَاعِبَ) حَدَائِقَ-এর উপর আতফ। (أَتْرَابًا) كَوَاعِبَ-এর ছিফাত।

৩৪. وَكَأْسًا دِهَاقًا– (كَأْسًا) حَدَائِقَ-এর উপর আতফ (دِهَاقًا) كَأْسًا-এর ছিফাত।

৩৫. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذَّابًا– জুমলাটি (اَلْمُتَّقِيْنَ) থেকে হাল। (لَا) নাফিয়া, يَسْمَعُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, فِيْهَا يَسْمَعُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। لَغْوًا মাফ'উলে বিহী, (وَلَا كِذَّابًا) لَغْوًا-এর উপর আতফ।

৩৬. جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا– (جَزَاءً) উহ্য يُجْزَوْنَ ফে'লের মাফ'উলে বিহী, (مِنْ رَبِّكَ) كَائِنًا শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে جَزَاءً-এর ছিফাত। (عَطَاءً) جَزَاءً থেকে বাদল। (حِسَابًا) عَطَاءً-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ.

'মুত্তাক্বী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যার স্বাদ

ও বর্ণ কখনও বিকৃত হবে না। এমন পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে। আর এমন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যা অতীব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। সেখানে তাদের সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ১৫)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ– 'তোমরা তীব্রগতিতে তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে ধাবমান হও। আর এ জান্নাত মুত্তাক্বী লোকদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে' *(আলে ইমরান ১৩৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ، فِيْ جَنَّاتٍ وَعُيُوْنٍ، يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِيْنَ 'মুত্তাক্বী লোকেরা নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে। বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায় থাকবে। পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে সামনা-সামনি আসীন হবে' *(দুখান ৫১-৫৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ 'সেখানে থাকবে না কোন অসার ও পাপের কথা' *(তূর ২৩)*। অর্থাৎ তাতে কোন অর্থহীন বাজে কথা এবং অশ্লীল ও পাপের কথা প্রকাশ পাবে না।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ

আবু উমামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই জান্নাতীদের গায়ের জামাগুলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরূপে প্রকাশিত হবে। তাদের উপর মেঘমালা ছেয়ে যাবে এবং তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের উপর তা বর্ষণ করি? অতঃপর তারা যা কিছু চাইবে তাই তাদের উপর বর্ষিত হবে। এমনকি তাদের উপর সমবসয়স্কা যৌবনা তরুণীও বর্ষিত হবে *(আবু হাতিম, ইবনু কাছীর)*।

অবগতি

জান্নাতের লোকেরা কোন অসার, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, মিথ্যা ও অশ্লীল কথা-বার্তা শুনতে পাবে না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একে জান্নাতের অসংখ্য বড় বড় নে'মতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। জান্নাতে কোন আজে-বাজে কথা-বার্তা ও অনর্থ গল্প-গুজব হবে না। কেউ কারো নিকট মিথ্যা কথা বলবে না। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করবে না। দুনিয়ায় গালি-গালাজ, মিথ্যা অভিযোগ, দোষারোপ, ভিত্তিহীন কুৎসা রটনা, অন্যের উপর অকারণ দোষারোপ করার যে তুফান বয়ে যাচ্ছে জান্নাতে এর লেশমাত্র থাকবে না।

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا (٤٠)

অনুবাদ : (৩৭) যিনি যমীন ও আসমান সমূহের এবং এর মধ্যকার প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র মালিক, যার সামনে কথা বলার কারো সাহস হবে না। (৩৮) যেদিন জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াবেন, আর পরম করুণাময়ের অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলবে না, আর যাকে অনুমতি দিবেন সে যথাযথ কথা বলবে। (৩৯) সেদিনটির আগমন সত্য ও অনিবার্য। এখন যার ইচ্ছা নিজের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার পথ অবলম্বন করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে খুব নিকট শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। সেদিন মানুষ সে সব কিছু প্রত্যক্ষ করবে, যা তাদের হাত সমূহ আগেই পাঠিয়েছে, আর কাফির চিৎকার করে বলে উঠবে, হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

শব্দ বিশ্লেষণ

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রতিপালক, رَبُّ الْبَيْتِ অর্থ- গৃহকর্তা, رَبَّةُ الْبَيْتِ অর্থ- গৃহিণী, جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ অর্থ- তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিদান। عَطَاءً বহুবচন أَعْطِيَةٌ অর্থ- দান, পুরস্কার।

حِسَابًا– বাব مُفَاعَلَةٌ -এর মাছদার, অর্থ- গণনা করা, হিসাব নেয়া। أَحْسَبَ فُلَانًا অর্থ- তাকে যথেষ্ট দিল, তৃপ্তিসহ পানাহার করাল। عَطَاءً حِسَابًا অর্থ- যথেষ্ট দান।

اَلرَّحْمٰنُ– মুবালাগা-এর ছীগাহ, অর্থ- পরম দয়ালু। বাব سَمِعَ মাছদার رَحْمَةً وَمَرْحَمَةً অর্থ- দয়া করা। যেমন رَحِمَهُ অর্থ- তার প্রতি দয়া করল, করুণা করল। رَحَّمَ عَلَيْهِ অর্থ- তার জন্য রহমত কামনা করল। اَلرَّحْمَةُ، اَلْمَرْحَمَةُ অর্থ- দয়া-দাক্ষিণ্য।

لَا يَمْلِكُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার مُلْكًا বাব ضَرَبَ অর্থ- তারা মালিক হবে না, কথা বলার অধিকারী হবে না।

خِطَابًا– وَمُخَاطَبَةً خِطَابًا বাব مُفَاعَلَةٌ-এর মাছদার, অর্থ- সম্বোধন করা, কথা বলা। خَاطَبَهُ অর্থ- তার সাথে কথা বলল, تَخَاطَبَ الرَّجُلَانِ অর্থ- কথোপকথন করল। تَخَاطُبٌ অর্থ- কথোপকথন। خُطْبَةٌ-এর বহুবচন خُطَبٌ অর্থ- বক্তৃতা, ভাষণ, খুতবা। خَطِيْبٌ-এর বহুবচন خُطَبَاءُ অর্থ- বক্তা, বাগ্মী।

يَقُوْمُ– واحد مذكر غائب মুযারে। মাছদার قِيَامًا বাব نَصَرَ। যেমন قَامَ অর্থ- দাঁড়াল قَامَ الْأَمْرُ অর্থ- সঠিক হল, সোজা হল। أَقَامَهُ إِقَامَةً অর্থ- তাকে দাঁড় করাল, খাঁড়া করল, নিযুক্ত করল أَقَامَ الْمَدْرَسَةَ অর্থ- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করল।

اَلرُّوْحُ– অর্থ- রূহ, জিবরীল ফেরেশতা, প্রাণ।

اَلْمَلَائِكَةُ– একবচনে مَلَكٌ অর্থ- ফেরেশতা, مَلَكِيٌّ অর্থ- ফেরেশতা সুলভ, ফেরেশতা সম্বন্ধীয়।

صَفًّا– বাব نَصَرَ -এর মাছদার, অর্থ- সারিবদ্ধ। অথবা শব্দটি ইসমে জামিদ, অর্থ সারি। বহুবচন صُفُوْفٌ অর্থ- দল, শ্রেণী।

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَكَلُّمًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- তারা কথা বলতে পারবে না। كَالَمَهُ/تَكَلَّمَ مَعَهُ অর্থ- কথা বলল, আলাপ করল। اَلْمُكَالَمَةُ অর্থ- কথোপকথন। اَلْكَلَامُ অর্থ- কথা, বাক্য, বাণী।

أَذِنَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার أَذْنًا وَ أَذِيْنًا বাব سَمِعَ অর্থ- অনুমতি দিল। যেমন أَذِنَ لَهُ فِيْهِ অর্থ- এ বিষয়ে তাকে অনুমতি দিল।

قَالَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার قَوْلًا বাব نَصَرَ অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। اَلْقَوْلُ-এর বহুবচন أَقْوَالٌ ও أَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

صَوَابًا– শব্দটি ইসম। অর্থ- ঠিক, সঠিক, সত্য।

اَلْحَقُّ– শব্দটি ইসম। অর্থ- সত্য, সুনিশ্চিত। বহুবচন حُقُوْقٌ।

شَاءَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার شَيْئًا وَمَشِيْئَةً বাব فَتَحَ ও سَمِعَ অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল।

اِتَّخَذَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِتِّخَاذٌ বাব اِفْتِعَالٌ এখানে هَمْزَة টি تَا হয়েছে এবং تَا-এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। মুজাররাদ-এর মাযী أَخَذَ অর্থ- গ্রহণ করল। মাছদার أَخْذًا অর্থ- ধরা। যেমন أَخَذَهُ অর্থ- তাকে ধরল। أَخَذَهُ عَلَى حِيْنِ غِرَّةٍ অর্থ- অতর্কিতে তাকে ধরল, أَخَذَهُ بِذَنْبِهِ অর্থ- তাকে তার পাপের সাজা দিল, فَأَخَذَهُ اللهُ অর্থ- আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন।

أَنْذَرْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার إِنْذَارًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- আমি সতর্ক করলাম। أَنْذَرَهُ الْأَمْرُ أَوْ بِالْأَمْرِ অর্থ- বিষয়টি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করল, অবহিত করল।

قَرِيْبًا– অর্থ- নিকটবর্তী, আসন্ন, ঘনিষ্ঠ। বাব كَرُمَ মাছদার قَرَابَةً। যেমন قَرُبَ مِنْهُ، قَرُبَ إِلَيْهِ অর্থ- নিকটবর্তী হল, কাছে গেল। বাব تَفْعِيْلٌ থেকে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে নিকটবর্তী করা।

يَنْظُرُ– وَاحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার نَظَرًا বাব نَصَرَ অর্থ- দেখা, দৃষ্টি দেয়া, তাকাবে, দৃষ্টি দিবে।

اَلْمَرْءُ–একবচন, বহুবচন رِجَالٌ অর্থ- মানুষ, পুরুষ লোক। বিপরীত শব্দে বহুবচন। যেমন إِمْرَأَةٌ-এর বহুবচন نِسَاءٌ অর্থ- মহিলা, নারী।

قَدَّمْتُ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَقْدِيْمًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- অগ্রিম পাঠাল। যেমন قَدَّمَ الثَّمَنَ تَقْدِيْمًا অর্থ- অগ্রিম মূল্য প্রদান করল।

يَدَا– শব্দটি দ্বি-বচন। একবচনে يَدٌ বহুবচন أَيْدِى অর্থ- হাত, ক্ষমতা। যেমন يَدَاهُ অর্থ- তার দু'হাত।

اَلْكَافِرُ– একবচন, বহুবচন كُفَّارٌ، كَفَرَةٌ অর্থ- কাফির, অবিশ্বাসী।

يٰلَيْتَنِىْ– অর্থ- হায়! আমি যদি!

كُنْتُ– واحد متكلم মাযী, মাছদার كَيْنًا وكَيْنُوْنَةً বাব نَصَرَ অর্থ- হতাম, মিশে যেতাম।

تُرَابًا– বহুবচন أَتْرِبَةٌ অর্থ- মাটি, মৃত্তিকা। মাছদার تَرْبًا বাব سَمِعَ। যেমন تَرِبَ الْمَكَانُ অর্থ- স্থানটি প্রচুর মাটি বিশিষ্ট হল, تَرِبَ شَيْئٌ অর্থ- কোন কিছু মাটি মিশ্রিত হল। تَرِبَ الرَّجُلُ تَرْبًا وَمَتْرِبَةً অর্থ- লোকটি চরম দরিদ্র হল।

বাক্য বিশ্লেষণ

(৩৭) رَبِّكَ (رَبِّ) –رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا থেকে বদল (السَّمَاوَاتِ) رَبِّ-এর মুযাফ ইলাইহি। (الْأَرْضِ) السَّمَاوَاتِ-এর উপর আতফ। (وَ) আতেফা, (مَا) মাওছূলা, السَّمَاوَاتِ-এর উপর আতফ। (بَيْنَهُمَا) উহ্য كَانَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। كَانَ بَيْنَهُمَا জুমলাটি مَا ইসমে মাউছূলের ছিলা। (الرَّحْمَنِ) رَبِّ থেকে বাদল। لَا يَمْلِكُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (مِنْهُ) يَمْلِكُوْنَ لَا-এর সাথে মুতা'আল্লিক, خِطَابًا মাফ'উলে বিহী।

(৩৮) (يَوْمَ) –يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا যরফে যামান। পূর্ববর্তী لَا يَمْلِكُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, يَقُوْمُ الرُّوْحُ জুমলাটি يَوْمَ-এর মুযাফ ইলাইহি হওয়ার ভিত্তিতে স্থান বিচারে মাজরূর। (يَقُوْمُ) ফে'লে মুযারে, الرُّوْحُ ফায়েল, (الْمَلَائِكَةُ) الرُّوْحُ-এর উপর আতফ। (صَفًّا) الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ থেকে হাল। لَا يَتَكَلَّمُوْنَ জুমলাটি لَا يَمْلِكُوْنَ-এর তাকীদ বা দৃঢ়তা প্রকাশক। (إِلَّا) আদাতে হাছর, (مَنْ) يَتَكَلَّمُوْنَ থেকে বাদল। أَذِنَ ফে'লে মাযী। (لَهُ) أَذِنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (الرَّحْمَنُ) أَذِنَ-এর ফায়েল।

أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ জুমলাটি مَنْ ইসমে মাউছূলের ছিলা। (و) হরফে আতফ। قَالَ ফেলে মাযী উহ্য (هو) যমীর ফায়েল, صَوَابًا উহ্য قَوْلًا-এর ছিফাত। قَوْلًا صَوَابًا (قال) ফে'লের মাফ'উলে মুত্বলাক।

(৩৯) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا-(ذَلِكَ) মুবতাদা, (الْيَوْمُ) ذَلِكَ থেকে বাদল। اَلْحَقُّ খবর। (فَ) ফাছীহা *(সূরা মাঊন দ্রঃ)*। (مَنْ) শর্ত প্রকাশক অব্যয়, মুবতাদা, شَاءَ ফে'লে মাযী শর্ত, اتَّخَذَ ফে'লে মাযী, জওয়াবে শর্ত। শর্ত ও জওয়াব মিলে مَنْ মুবতাদা-এর খবর। (اِلَى رَبِّه) مَآبًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (مَآبًا) اتَّخَذَ-এর মাফ'উলে বিহী।

(৪০) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا – (إِنَّا) মূলে إِنَّنَا ছিল, (نَا) إِنَّ-এর ইসম। أَنْذَرْنَاكُمْ জুমলাটি খবর। أَنْذَرْنَا ফে'লে মাযী, نَا ফায়েল, كُمْ মাফ'উলে বিহী, عَذَابًا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (قَرِيبًا) عَذَابًا-এর ছিফাত।

(৪১) يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا-(يَوْمَ) যরফে যামান, عذابًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক, يَنْظُرُ জুমলাটি يَوْمَ-এর মুযাফ ইলাইহি, (الْمَرْءُ) يَنْظُرُ ফে'লের ফায়েল, (مَا) মাফ'উলে বিহী, قَدَّمَتْ ফে'লে মাযী, (يَدَا) ফায়েল, (هُ) يَدَا-এর মুযাফ ইলাইহি। قَدَّمَتْ يَدَاهُ জুমলা مَا ইসমে মাফ'উলের ছিলা, يَقُوْلُ الْكَافِرُ জুমলাটি يَنْظُرُ الْمَرْءُ-এর উপর আতফ। يَا হরফে তামবীহ, لَيْتَ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (نِى) لَيْتَ-এর ইসম, كُنْتُ ফেলে নাকেছ, تُ যমীর ইসম, تُرَابًا খবর। كُنْتُ تُرَابًا জুমলাটি لَيْتَ -এর খবর, يَا لَيْتَنِي জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আসমান-যমীন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার একচ্ছত্র প্রতিপালক হলেন আল্লাহ। যার সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ 'কে এমন আছে যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কথা বলতে পারে' *(বাক্বারা ২৫৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ 'যেদিন নির্ধারিত সময় আসবে, সেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো কথা বলার সাহস হবে না' (হূদ ১০৫)। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا 'সেদিন শাফা'আত কার্যকর হবে না। তবে রহমান যদি কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথায় খুশী হন (তবে ভিন্ন কথা)' *(ত্বহা ১০৯)*। অত্র আয়াতগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিয়ামতের মাঠে কারো কথা বলার সাহস হবে না।

৩৭নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়াবেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا 'যেদিন আপনার প্রতিপালক জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবেন' *(ফজর ২২)*। অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলতে থাকবে, হায়রে হতভাগা আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا 'তারা তাদের কর্মফল উপস্থিত পাবে' *(কাহফ ৪৯)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ 'সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে' *(ক্বিয়ামাহ ১৩)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا لَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ 'হায়রে হতভাগা যদি আমার হাতে আমলনামা দেয়া না হত'! *(হাক্কাহ ২৫)*।

রূহ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মতামত

(১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রূহ হচ্ছে আদম সন্তানের আত্মা। (২) হাসান ও কাতাদা (রহ.) বলেন, রূহ হচ্ছে আদম সন্তান। (৩) ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদা ও আবু ছালেহ (রহ.) বলেন, রূহ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সমূহের একটি সৃষ্টি। তারা আদম সন্তানের আকার-আকৃতিতে আদম সন্তানের মত। তারা ফেরেশতা নয়, তারা মানুষও নয়। তবে তারা খায় ও পান করে। (৪) শা'বী, সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের ও যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন, রূহ হচ্ছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ বলেন, نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ 'আমানতদার বিশ্বস্ত রূহ অবতরণ করেছেন, যেন আপনি মানুষের জন্য সাবধানকারী হতে পারেন' *(শু'আরা ১৯৩)*। অত্র আয়াতে রূহ অর্থ জিবরাইল আলাইহিস সালাম। (৫) ইবনু যায়েদ (রহঃ) বলেন, রূহ অর্থ কুরআন। যেমন আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এমনিভাবেই আমরা আমাদের নির্দেশে এক 'রূহ'-কে আপনার নিকট অহী করেছি *(শূরা ৫২)*। অত্র আয়াতে রূহ অর্থ কুরআন। (৬) রূহ অর্থ একজন বড় ফেরেশতা *(ইবনু কাছীর)*। (৭) মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান বলেন, রূহ হচ্ছে ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এবং সবচেয়ে নিকটবর্তী। *(বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীর ইবনে কাছীর)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

আদী ইবনু হাতেম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে প্রতিপালক সামনা-সামনি কথা বলবেন, ব্যক্তি ও তার প্রতিপালকের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না এবং এমন কোন পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়ল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে, তখন তার পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে তখনও পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারেই মুখের সামনে অবস্থিত। সুতরাং খেজুরের ছাল সমপরিমাণ হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ فَقُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَّنْ نُّوْقِشَ فِيْ الْحِسَابِ يَهْلِكُ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। (আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি (খাঁটি মুমিনদের সম্পর্কে) এটা বলেননি যে, অচিরেই তার নিকট হতে সহজ হিসাব নেয়া হবে। উত্তরে তিনি বললেন, সেটি হল শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপঙ্খরূপে যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৫)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَأَى فِيْ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ، هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ মুমিনদেরকে নিজের নিকটবর্তী করবেন এবং আল্লাহ নিজ বাজু তার উপরে রেখে তাকে ঢেকে নিবেন। অতঃপর আল্লাহ সেই বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি এই গোনাহটি তুমি করেছ কি? এই গোনাহটি সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? সে বলবে হ্যাঁ, হে আমার প্রভু। আমি অবগত আছি। শেষ পর্যন্ত একটি একটি করে তার কৃত সমস্ত গোনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন। এদিকে সে বান্দা মনে মনে এই ধারণা করবে যে, সে এই সমস্ত অপরাধের কারণে নির্ঘাত ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই সমস্ত অপরাধ ঢেকে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে তোমাকে নাজাত দিব। অতঃপর তাকে নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে আনয়ন করা হবে এবং উচ্চৈঃস্বরে এই ঘোষণা দেওয়া হবে- এরা তারা, যারা আপন পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করত। জেনে রাখ, এই সমস্ত যালেমদের উপর আজ আল্লাহ্‌র লা'নত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৭)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ أَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُوْلُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِيْ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُوْلُ بَلَى، قَالَ فَيَقُوْلُ فَإِنِّيْ لَا أُجِيْزُ عَلَى نَفْسِيْ إِلَّا شَاهِدًا مِنِّيْ قَالَ فَيَقُوْلُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ انْطِقِيْ قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ-

আনাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে সরাসরি কথা বলবে সেই কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে রব! তুমি কি আমাকে যুলুম হতে নিরাপত্তা দান করনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ব্যতীত আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসাবে এবং কিরামান কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা (কে কখন কি কি কাজ করেছো) বল। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দিবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গগুলিকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! তোরা দূর হয়ে যা! তোদের ধ্বংস হোক! তোদের জন্যই তো আমি আমার প্রভুর সাথে ঝগড়া করছিলাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩২০)*। অত্র হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা ধারণা করে যে, স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না। মানুষের এই নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাসছিলেন।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّيْ-

আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'আমার প্রতিপালক আমার সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোন আযাবও হবে না। তাদের কোন হিসাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার এবং আমার প্রতিপালকের তিন অঞ্জলি ভর্তি লোকও (অর্থাৎ আরো বহু লোক) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ

بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَيَقُوْلُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِيْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِيْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে যার আমলনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লিখক ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি যুলম করেছে? সে বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ হতে কোন ওযর পেশ করার আছে? সে বলবে, না, হে আমার প্রতিপালক! তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন যুলুম বা অবিচার করা হবে না। এরপর এক টুকরা কাগজ বের করা হবে, যাতে রয়েছে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (মা'বূদ) নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল'। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওযন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! ঐ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবিলায় এই এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোন অবিচার করা হবে না।

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরগুলি পাল্লার একটিতে এবং এই কাগজের টুকরাখানি আরেকটিতে রাখা হবে। তখন দফতরগুলির পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়বে। মোটকথা, আল্লাহ্র নামের চেয়ে অন্য কোন জিনিস ভারী হতে পারে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২৪)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ قَالَ أَنْ يَنْظُرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি কোন কোন ছালাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا 'হে আল্লাহ! আমার নিকট হতে সহজ হিসাব নিন'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, আল্লাহ বান্দার (কৃত গোনাহসমূহের) আমলনামা দেখবেন, অতঃপর তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। হে আয়েশা! জেনে রাখ, সেই দিন যার হিসাবে যাচাই-বাচাই করা হবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩২৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন যে, রূহ নামক ফেরেশতা চতুর্থ আসমানে রয়েছেন। তিনি সমস্ত আকাশ, সমগ্র পাহাড়-পর্বত এবং সমস্ত ফেরেশতা হতে বড়। প্রত্যহ তিনি ১২ হাজার তাসবীহ পাঠ করে থাকেন। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা জন্ম লাভ করে থাকেন। ক্বিয়ামতের দিন তিনি একাই একটি সারিরূপে আসবেন *(হাদীছটি বানাওয়াট)*।

(২) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, ফেরেশতাদের মধ্যে এমন এক ফেরেশতাও রয়েছেন যে, যদি তাকে বলা হয় সাত আকাশ ও সাত যমীন আপনি এক গ্রাসে নিয়ে নিন, তবে তিনি এক গ্রাসেই সবকে নিয়ে নিবেন। তাঁর তাসবীহ হল سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ 'আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন' *(হাদীছটি বানোওয়াট)*।

অবগতি

উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির কারণে কাফিরদের চিৎকার ও মন্তব্য, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম! আমি আদৌ জন্মগ্রহণ না করতাম! অথবা মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতাম! পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠার সুযোগ না হত! তাহলে কতই না ভাল হত! কারণ জন্ম না হলে কিংবা মাটির সাথে মিশে গেলে অথবা পুনরুজ্জীবিত না হলে আজ যে আযাবের সম্মুখীন হয়েছি, তা হতে হত না।

৯০০৯০০

সূরা আন-নাযি'আত

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪৬, অক্ষর ৮১৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوْبٌ يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ (٨) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩) يَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً (١١) قَالُوْا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤)-

অনুবাদ : (১) যেসব ফেরেশতা ডুব দিয়ে টানে তাদের কসম। (২) যারা আত্মার বাঁধন সহজভাবে খুলে তাদের কসম। (৩) যারা দ্রুত সাঁতার কাটে তাদের কসম। (৪) তারপর তারা (হুকুম পালনে) একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। (৫) এরপর প্রত্যক কাজের ব্যবস্থাপনা করে। (৬) যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুলবে। (৭) তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা। (৮) কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (৯) তাদের দৃষ্টি সমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। (১০) এ লোকেরা বলে, আমাদেরকে কি সত্যিই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? (১১) আমরা যখন পঁচাগলা অস্থিতে পরিণত হব। (১২) তারা বলে, এ প্রত্যাবর্তন তো বড় ক্ষতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। (১৩) অথচ এটা শুধুমাত্র একটি প্রবল আকারের ধমক। (১৪) এবং সহসাই তারা উপস্থিত হবে একটি খোলা ময়দানে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلنَّازِعَات – جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, একবচন نَازِعَةٌ অর্থ- উৎপাটনকারী। মাছদার نَزْعًا বাব, ضَرَبَ অর্থ- যারা টেনে বের করে। যেমন نَزَعَ الشَّيْئَ مِنْ مَكَانِه অর্থ- বস্তুকে তার স্থান থেকে উৎপাটন করল, টেনে বের করল।

غَرْقًا– শব্দটি বাব سَمِعَ -এর মাছদার। অর্থ- ডুব দেয়া। যেমন غَرِقَ فِى الْمَاءِ অর্থ- পানিতে ডুব দিল, ডুবে গেল। اِسْتَغْرَقَ فِى النَّوْمِ অর্থ- গভীরভাবে ঘুমালো, অচেতন হল।

اَلنَّاشِطَات– جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার نَشْطًا বাব ضَرَبَ অর্থ- যারা মৃদুভাবে বাঁধন খুলে। যেমন نَشَطَ الْعُقْدَةَ অর্থ- গিঁট খুলল। اَلْأُنْشُوْطَةُ বহুবচন, أَنَاشِيْطُ অর্থ- ফস্কা গিরা, হালকা বাঁধন।

اَلسَّابِحَاتِ– جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার سَبْحًا، سِبَاحَةً বাব فَتَحَ অর্থ- যারা সাঁতার কাটে। اَلسَّبَّاحُ অভিজ্ঞ সাঁতারু। اَلسِّبَاحَةُ সাঁতার। যেমন سَبَحَ فِى الْمَاءِ অর্থ- সে পানিতে সাঁতার কাটল।

اَلسَّابِقَاتِ– جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার سَبْقًا বাব ضَرَبَ অর্থ- যারা অপরকে ছাড়িয়ে যায়। যেমন سَبَقَهُ إِلَى الْأَمْرِ অর্থ- বিষয়টির দিকে সে তাকে ছাড়িয়ে গেল। مُسَابَقَةُ السِّبَاحِ অর্থ- সাঁতার প্রতিযোগিতা।

اَلْمُدَبِّرَاتِ– جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার تَدْبِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- যারা ব্যবস্থাপনা করে। যেমন دَبَّرَ অর্থ- পরিচালনা করল, ব্যবস্থা করল।

أَمْرًا– বহুবচন أُمُوْرٌ অর্থ- বিষয়, ব্যাপার। اَلْأَمْرُ-এর বহুবচন أَوَامِرُ অর্থ- আদেশ, নির্দেশ।

يَوْمٌ–একবচন, বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস। সূরা গাশিয়ার يَوْمَئِذٍ দ্রষ্টব্য।

تَرْجُفُ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার رَجْفًا বাব نَصَرَ অর্থ- প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে। যেমন رَجَفَهُ অর্থ- তাকে প্রবলভাবে কাঁপাল, প্রকম্পিত করল। رَجْفَةٌ অর্থ- কম্পন, শিহরণ।

اَلرَّاجِفَةُ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, অর্থ- কম্পনকারী, ক্বিয়ামত দিবসের শিঙ্গার প্রথম ফুঁক।

تَتْبَعُ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার تَبْعًا বাব سَمِعَ অর্থ- পিছনে চলে, অনুকরণ করে। যেমন تَبِعَهُ অর্থ- তার পিছনে চলল, তাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করল। تَابِعٌ একবচন, বহুবচন تَبَعٌ، تَبَعَةٌ অর্থ- অনুবর্তী, অনুগামী। تَتَابَعَ একের পর এক হল, ধারাবাহিক হল।

اَلرَّادِفَةُ– واحد مؤنث ইসম ফায়েল, মাছদার رَدْفًا বাব نَصَرَ পিছনে আরোহণকারী। যেমন رَدَفَهُ অর্থ- তার পিছনে আরোহণ করল। رَدِيْفٌ অর্থ- সহ আরোহী, রিজার্ভ সৈন্য। رَادِفَةٌ অর্থ- অনুগামী, শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক।

قُلُوْبٌ– একবচনে قَلْبٌ অর্থ- হৃদপিণ্ড, অন্তর, মন। قَلْبِيًّا অর্থ- আন্তরিকভাবে, আন্তরিকতার সাথে।

وَاجِفَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার وَجْفًا বাব ضَرَبَ অর্থ- অন্তর কম্পিত হল।

أَبْصَارٌ– একবচনে بَصَرٌ অর্থ- চক্ষু, দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি। যেমন كَلَمْحِ الْبَصَرِ অর্থ- চোখের পলকে।

خَاشِعَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল। মাছদার خُشُوْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- ভীত হয়, অনুগত হয়। যেমন خَشَعَ وَجْهُهُ অর্থ- তার দৃষ্টি অবনত হল। خَشَعَ بِبَصَرِه অর্থ- সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল, অবনত করল। خَشَعَ الصَّوْتُ অর্থ- আওয়াজ নম্র হল।

يَقُوْلُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- তারা বলে, উচ্চারণ করে। قَوْلٌ বহুবচন أَقْوَالٌ অর্থ- বাণী কথা, বক্তব্য।

مَرْدُوْدُوْنَ– جمع مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার رَدٌّ বাব نَصَرَ অর্থ- ফেরৎ দেয়া হয়েছে, রোধ করা হয়েছে। যেমন إِرْتَدَّ عَلَى عَقِبَيْهِ অর্থ- উল্টো পায়ে ফিরল।

الحَافِرَةُ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল। বহুবচন حَوَافِرُ মাছদার حَفْرًا বাব ضَرَبَ অর্থ- প্রথম অবস্থায় ফিরে যায়। যেমন رَجَعَ عَلَى حَافِرَتِه অর্থ- যে পথে এসেছিল সে পথেই ফিরল, পূর্বের কাজে আবার ফিরে আসল।

كُنَّا – جمع متكلم মাযী, মাছদার كَوْنًا وَكَيْنُوْنَةً বাব نَصَرَ অর্থ- আমরা হই।

عِظَامًا– একবচনে عَظْمٌ অর্থ- হাড়, অস্থি। اَلْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ অর্থ- কংকাল।

نَخِرَةٌ– اسْمُ صفت মাছদার نَخْرًا বাব سَمِعَ অর্থ- ক্ষয়প্রাপ্ত, পঁচা, নষ্ট। যেমন- نَخِرَ الشَّيْئُ অর্থ- ক্ষয়প্রাপ্ত হল, পঁচে গেল।

كَرَّةٌ–একবচন, বহুবচন كَرَّاتٌ অর্থ- পুনরাবৃত্তি, প্রত্যাবর্তন। যেমন تَكَرَّرَ شَيْئٌ অর্থ- পুনঃ পুনঃ হল, পুনরায় ঘটল, পুনরাবৃত্তি হল। كَرَّرَ الشَّيْئَ অর্থ- বারংবার করল, বার বার করল।

خَاسِرَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার خُسْرًا، خُسْرَانًا বাব سَمِعَ অর্থ- ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন يَا خَسَارَةُ অর্থ- হায় সর্বনাশ!

زَجْرَةٌ– বাব نَصَرَ -এর মাছদার, অর্থ- ধমক, হুংকার, ঝটকা, তিরস্কার। যেমন زَجَرَهُ তাকে চিৎকার করে তাড়িয়ে দিল। زَاجِرٌ অর্থ- বাধা দানকারী, তিরস্কারকারী।

السَّاهِرَةُ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল। বহুবচন سَوَاهِرُ মাছদার سَهْرًا বাব سَمِعَ। অর্থ- রাত্রী জাগরণকারী, জনমানবহীন সমতল ভূমি। যেমন سَهَرَ اللَّيْلَ অর্থ- রাত্রি জাগরণ করল। জনমানবহীন সমতল ও বিস্তৃত ভূমিতে মুসাফির যেহেতু আতংকে বিনিদ্র রাত কাটায়, তাই সমতল ও বিস্তৃত ভূমিকে سَاهِرَةٌ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (১-৫)

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا– (وَ) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (النَّازِعَاتِ) واو কসমের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য (أُقْسِمُ) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (غَرْقًا) النَّازِعَاتِ হতে হাল এবং পরের গুলো মাফ'উলে মুত্বলাক। فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا পর্যন্ত সব পূর্বের উপর আতফ। أَمْرًا শব্দটি فَالْمُدَبِّرَاتِ হতে মফাফ'উলে বিহী। এ কসমগুলির جَوَابُ قَسْمٍ উহ্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে لَنَبْعَثَنَّهُمْ أَوْ لَنُحَاسِبَنَّهُمْ।

(৬) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ– (يَوْمَ) যরফে যামান, পূর্বের جَوَابُ قَسْمٍ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। تَرْجُفُ ফে'লে মুযারে, الرَّاجِفَةُ ফায়েল। এ জুমলাটি স্থান হিসাবে يَوْمَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৭) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ– জুমলাটি الرَّاجِفَةُ হতে হাল। تَتْبَعُ ফে'লে মুযারে, (هَا) মাফ'উলে বিহী। (الرَّادِفَةُ) تَتْبَعُ ফে'লের ফায়েল।

(৮) قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ– (قُلُوْبٌ) মুবতাদা। يَوْمَئِذٍ যরফটি وَاجِفَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক (وَاجِفَةٌ) قُلُوْبٌ -এর খবর।

(৯) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ– (أَبْصَارُهَا) মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, خَاشِعَةٌ এর খবর।

(১০) يَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ– জুমলাটি উহ্য (هُمْ) মুবতাদার খবর। يَقُوْلُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (أَ) اِسْتِفْهَامٌ اِنْكَارِىٌّ 'অস্বীকারমূলক প্রশ্ন প্রকাশক অব্যয়'। إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (نَا) إِنَّ-এর ইসম। (لَ) অব্যয়টির নাম لَامٌ مُزَحْلَقَةٌ যে لَام - إِسْمٌ থেকে সরে خَبَرٌ-এর শুরুতে গড়ে যায়। إِسْمٌ-এর শুরুতে إِنَّ যুক্ত হওয়ার কারণে তাকে لَامٌ مُزَحْلَقَةٌ 'লামে মুযহালাকাহ বলে'। তবে إِنَّ-এর খবর যখন إِنَّ-এর ইসমের পূর্বে উল্লেখিত হয়, তখন আবার لَام অব্যয়টি স্বস্থানে ফিরে আসে। যেমন إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا (مَرْدُوْدُوْنَ) إِنَّ -এর খবর, (فِي الْحَافِرَةِ) مَرْدُوْدُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(১১) أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً– (أَ) পূর্ববর্তী اِسْتِفْهَامٌ اِنْكَارِىٌّ-এর তাকীদ। إِذَا যরফ উহ্য نَبْعَثُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, كُنَّا ফে'লে নাকেছ, মাযী। (نَا) যমীর ফে'লে নাকেছের ইসম। عِظَامًا نَّخِرَةً মাওছূফ ও ছিফাত মিলে كُنَّا-এর খবর।

(১২) قَالُوْا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ– এটি জুমলা মুস্তানিফা। (تِلْكَ) মুবতাদা, إِذًا হরফে জওয়াব। (كَرَّةٌ) تِلْكَ-এর খবর, (خَاسِرَةٌ) كَرَّةٌ-এর ছিফাত। এ বাক্যটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

(১৩) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ– (فَ) হরফে আতেফা। إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (مَا) كَافَّةٌ। (هِيَ) মুবতাদা, زَجْرَةٌ খবর। (وَاحِدَةٌ) زَجْرَةٌ-এর ছিফাত।

(১৪) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ– (فَ) হরফে ফাছীহা সূরা মা'ঊনের فَذَلِكَ দ্রষ্টব্য। (إِذَا) فُجَائِيَّةٌ বা আকস্মিকতা জ্ঞাপক অব্যয়। هُمْ মুবতাদা, (بِالسَّاهِرَةِ) উহ্য يُحْشَرُوْنَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার প্রথম দু'আয়াতে ফেরেশতাগণ কিভাবে মানুষের আত্মা টেনে বের করেন, তা বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوْاْ أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْاْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

'হে নবী! আপনি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন যখন তারা মৃত্যু কষ্টে পতিত হয়, ফেরেশতাগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, তোমরা তোমাদের আত্মা বের করে দাও। ফেরেশতাগণ এ সময় বলে, আজ হতে তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে। আর অপমানজনক শাস্তির কারণ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি অসত্য আরোপ করতে এবং অহংকার করে তাঁর আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে' *(আন'আম ৯৩)*।

তিন নম্বর আয়াতে ফেরেশতাদের বিশ্বলোকে দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ 'সবকিছু নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে' *(আম্বিয়া ৩৩)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, মুমিনের আত্মাসমূহ আল্লাহ্র সাক্ষাতের আশায় বিশ্বলোকে সাঁতার কেটে চলে *(কুরতুবী)*। অনেকেই বলেছেন, এগুলি ফেরেশতা নয় বরং এগুলি তারকাসমূহ, যা নিজ নিজ কক্ষে সাঁতার কাটে। আর এটাই হচ্ছে সূরা আম্বিয়ার অত্র আয়াতের অর্থ। আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন, এগুলি হচ্ছে নৌকা যা পানিতে সাঁতার কাটে *(তাফসীর*

ইবনে কাছীর)। ৬ ও ৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা কাঁপিয়ে তুলবে, তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা'। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ.

'আর সেদিন সিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তৎক্ষণাৎ আকাশ ও যমীনে যা আছে সকলেই মারা যাবে। তবে আল্লাহ যাদেরকে জীবিত রাখতে চান। তারপর আর একবার সিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং সহসা সবাই জীবিত হয়ে দেখতে আরম্ভ করবে' *(যুমার ৬৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ 'এ লোকেরাও শুধু একটি বিকট শব্দের অপেক্ষায় রয়েছে, যার পর দ্বিতীয় কোন শব্দ হবে না' *(ছোয়াদ ১৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً-

'যখন একবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভূ-তল ও পর্বতমালাকে উপরে তুলে এক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে' *(হাক্কা ১৩-১৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ 'যেদিন যমীন ও পর্বতসমূহকে কাঁপিয়ে তোলা হবে' *(মুযযাম্মিল ১৪)*। আয়াতগুলিতে ক্বিয়ামতের বাস্তব বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِيْ كُلَّهَا عَلَيْكَ قَالَ إِذَنْ يَكْفِيكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا أَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ.

তুফাইল ইবনু ওবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রবল বেগে একটি কম্পন আসবে, তারপর বিকট শব্দে আর একটি ধাক্কা আসবে। এতে সকল মৃত প্রাণী জীবিত হবে। একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি মনে করেন আমি যদি আমার ছালাতের সবটুকুই আপনার নামে দরূদ পড়ি? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার ইহকাল-পরকালের সব চিন্তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হবেন' *(আহমাদ, হাদীছ হাসান, ইবনু কাছীর, সূরা আহযাব ৫৬)*।

عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا اللهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ قَالَ أُبَيٌّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ

مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

তুফাইল ইবনু ওবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের তিন ভাগের দু'ভাগ পার হওয়ার পর উঠলেন তারপর বললেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। কথাটি তিনি দু'বার বললেন। প্রবলবেগে একটি কম্পন হবে, তারপর একটি বিকট শব্দ হবে। এতে সব প্রাণী জীবিত হবে। ওবাই রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমি আপনার উপর বেশী দরূদ পড়তে চাই। আমি আমার ছালাতের কত অংশ দরূদ পড়ব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। কিন্তু যদি আরো বাড়াও তবে ভাল। আমি বললাম, অর্ধেক সময়? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। তবে আরো বৃদ্ধি করলে ভাল। আমি বললাম, দুই-তৃতীয়াংশ সময়? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। তবে আরো বৃদ্ধি করলে ভাল। আমি বললাম, আমার সবটুকু সময় আপনার উপর দরূদ পাঠে লাগাব। তিনি বললেন, তাহলে তো দরূদ তোমার চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে। তাহলে আল্লাহ তোমার সব পাপ ক্ষমা করবেন' *(হাদীছ হাসান, ইবনু কাছীর, সূরা আহযাব ৫৬)*।

আল্লাহ অত্র সূরার ১৩-১৪নং আয়াতে বলেন, ক্বিয়ামত হচ্ছে একটি প্রবল আকারের ধমক এবং মানুষ সহসাই একটি খোলা ময়দানে উপস্থিত হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ 'তখন তাদের চক্ষু ভীত সন্ত্রস্ত হবে। অপমান তাদের ঘিরে ধরবে' *(কালাম ৪৩)*। আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও, যেদিন যমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে অন্য রকম করে দেয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ৪৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، لَا تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا أَمْتًا. 'এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, সেদিন এ পাহাড়গুলি কোথায় বিলীন হয়ে যাবে। হে নবী! বলুন, আমার প্রতিপালক এগুলিকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন। আর যমীনকে এমন সমতল ধুসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উচু-নীচু এবং বক্রতা দেখতে পাবে না' *(ত্বহা ১০৫-১০৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا 'যেদিন আমি পাহাড়-পর্বত চলমান করব সেদিন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেখতে পাবে। আর আমি মানুষকে এমনভাবে ঘিরে একত্র করব যে, আগের ও পরের কেউ ছাড়া পড়বে না' *(কাহ্ফ ৪৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ

يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه وَتَظُنُّوْنَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيْلاً 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, সেদিন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে বের হয়ে আসবে। তখন তোমাদের ধারণা হবে যে, আমরা খুব অল্প সময় এ অবস্থায় পড়ে রয়েছি' *(ইসরা ৫২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ 'আর আমার ক্বিয়ামতের সিদ্ধান্ত একটি একক ও চূড়ান্ত, যা নিমিষের মধ্যে কার্যকর হবে' *(ক্বামার ৫০)*।

এ মর্মে আছার সমূহ

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, اَلسَّاهِرَةُ অর্থ সম্পূর্ণ পৃথিবী। কাতাদা (রহঃ) বলেন, اَلسَّاهِرَةُ অর্থ পৃথিবীর উপর অংশ। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, اَلسَّاهِرَةُ অর্থ উপরের অংশকে নীচে করা হবে এবং নীচের অংশ উপরে করা হবে। তিনি বলেন, তা হবে সমতল যমীন। ছাওরী (রহঃ) বলেন, اَلسَّاهِرَةُ হচ্ছে, সিরিয়ার যমীন। ওছমান ইবনু আতিকা (রহঃ) বলেন, اَلسَّاهِرَةُ অর্থ বাইতুল মাকদাসের যমীন। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ বলেন, اَلسَّاهِرَةُ হচ্ছে বাইতুল মাকদাসের পাশের এক যমীন। কাতাদা একথাও বলেন, اَلسَّاهِرَةُ হচ্ছে জাহান্নাম। এসব মন্তব্যগুলি নিশ্চিত নয়। সঠিক এটাই যে, তা হচ্ছে যমীনের উপরের অংশ *(ইবনু কাছীর)*।

অবগতি

মক্কার কাফিররা ক্বিয়ামত একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করত। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তাদের সঠিক কোন জ্ঞান ছিল না। এ কারণেই তারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। অথচ ক্বিয়ামত সংঘটিত করা আল্লাহ্‌র কাছে কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজের জন্য আল্লাহকে বড় কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে না। এর জন্য একটি ধাক্কা বা ঝাঁকুনি যথেষ্ট। তারপর আর একটি ধাক্কা। এরপর পরই মানুষ নিজেকে জীবিত দেখতে পাবে। পুনরায় ফিরে আসাকে মানুষ যতই ক্ষতিকর মনে করে না কেন এবং যতই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না কেন। ক্বিয়ামত ঘটবেই। মানুষের পুনরুত্থান হবেই। এ থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে না। একে মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে রুখতে পারবে না।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى (٢٥) إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى (٢٦)-

অনুবাদ : (১৫) আপনার নিকট কি মূসার ঘটনার খবর পৌঁছেছে? (১৬) যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডাকলেন। (১৭) ডেকে বললেন, আপনি ফিরাউনের নিকট যান, সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) তাকে জিজ্ঞেস করুন, তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক?

(১৯) এবং আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যেন তুমি তাঁকে ভয় কর। (২০) অতঃপর মূসা (ফিরাউনের নিকট গিয়ে) তাকে বড় নিদর্শন দেখালেন। (২১) কিন্তু ফিরাউন মূসাকে অস্বীকার ও অমান্য করল। (২২) অতঃপর চালবাজি করার ইচ্ছায় পিছনে ফিরে গেল। (২৩) এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বলল, (২৪) আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক। (২৫) পরিশেষে আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। (২৬) নিঃসন্দেহে ভয় করে এমন ব্যক্তির জন্য এতে বড় উপদেশ রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَتَى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِتْيَانًا বাব ضَرَبَ অর্থ আসল। যেমন أَتَاهُ অর্থ- তার কাছে আসল। أَتَى بِهِ অর্থ- উপস্থিত করল, আনল।

حَدِيْثٌ- একবচন, বহুবচন أَحَادِيْثُ অর্থ- কথা, খবর, বর্ণনা। বাব مُفَاعَلَةٌ ও تَفَاعُلٌ থেকে অর্থ- কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা করা। বাব تَفْعِيْلٌ থেকে অর্থ হবে কোন বিষয়ে অবহিত করা।

نَادَى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার مُنَادَاةً বাব مُفَاعَلَةٌ অর্থ ডাক দিল, আহ্বান করল। যেমন تَنَادَى الْقَوْمُ অর্থ- পরস্পরকে আহ্বান করল। نِدَاءُ একবচন, বহুবচন نِدَاءَاتٌ অর্থ- ডাক, আহ্বান।

رَبٌّ- বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রতিপালক। رَبَّةُ الْبَيْتِ অর্থ- গৃহিণী।

اَلْوَادِ- মূলে ছিল اَلْوَادِىْ বহুবচন اَوْدِيَةٌ অর্থ- উপত্যকা, দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি।

اَلْمُقَدَّسُ- واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, অর্থ- পবিত্র। বাব تَفْعِيْلٌ হতে অর্থ- পবিত্র করা, বড়ত্ব বর্ণনা করা।

طُوًى- তুয়া, সিরিয়ার একটি উপত্যকার নাম।

إِذْهَبْ- واحد مذكر حاضر মাছদার ذَهَابًا বাব فَتَحَ অর্থ- আপনি যান। যেমন ذَهَبَ অর্থ- গমন করল। ذَهَبَ بِهِ অর্থ- তাকে নিয়ে গেল। أَذْهَبَهُ অর্থ- তাকে নিয়ে গেল। ذَهَابًا وَ اِيَابًا অর্থ- আসা-যাওয়া। جَيْئَةً وَ ذَهَابًا অর্থ- আসা-যাওয়া।

طَغَى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার طُغْيًا وَطُغْيَانًا বাব فَتَحَ। অর্থ- সীমালংঘন করল। ইসমে ফায়েল, اَلطَّاغِىْ-এর বহুবচন طُغَاةٌ অর্থ- সীমালংঘনকারী, স্বেচ্ছাচারী।

تَزَكَّى- واحد مذكر حاضر মুযারে, বাব تَفَعُّلٌ মূল অক্ষর زَكْىٌ মাছদার تَزَكِّيًا অর্থ- তুমি পবিত্র হবে, বিশুদ্ধ হবে।

أَهْدِيَ– واحد متكلم মুযারে, মাছদার هِدَايَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- আমি পথ দেখাব। যেমন هَدَى فُلاَنًا অর্থ- পথ দেখাল, পথের নির্দেশ দিল।

تَخْشَى– واحد مذكر حاضر মুযারে, মাছদার خَشْيًا বাব سَمِعَ অর্থ- তুমি ভয় কর। যেমন خَشِيَهُ অর্থ- তাকে ভয় করল।

أَرَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِرَأَةً وَاِرَاءً অর্থ- দেখাল। যেমন اَرَاهُ شَيْئًا অর্থ- তাকে দেখাল, অবলোকন করাল।

اَلْآيَةَ–একবচন, বহুবচন اَىٌ وَآيَاتٌ অর্থ- নিদর্শন, চিহ্ন, শ্লোক, আয়াত।

الْكُبْرَى– واحد مؤنث ইসমে তাফযীল, বহুবচন كُبَرٌ وَكُبَرَيَاتٌ অর্থ- বড়, বৃহত্তম। أَكْبَرُ-এর মুআন্নাছ। বাব كَرُمَ থেকে অর্থ বড় হল, বৃহৎ হল। كِبْرِيَاءٌ অর্থ- বড়ত্ব বা অহংকার।

كَذَّبَ – واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- অস্বীকার করল। যেমন كَذَّبَ بِالْاَمْرِ অর্থ- বিষয়টি অস্বীকার করল।

عَصَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার مَعْصِيَةً وَعِصْيَانًا বাব ضَرَبَ অর্থ- অবাধ্য হল, নাফরমানী করল। যেমন عَصَى بِه অর্থ- তার অবাধ্যচরণ করল। مَعْصِيَةٌ، عِصْيَانٌ অর্থ- পাপ, অবাধ্যতা, বিরোধিতা। اَلْعَاصِيْ অর্থ- পাপী, অবাধ্য। বহুবচন عُصَاةٌ।

أَدْبَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِدْبَارًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল। যেমন أَدْبَرَ عَنْهُ অর্থ- প্রস্থান করল, মুখ ফিরিয়ে নিল।

يَسْعَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার سعيًا বাব فَتَحَ অর্থ চেষ্টা করে।

حَشَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার حَشْرًا বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ অর্থ- একত্র করল। যেমন حَشَرَهُمْ অর্থ- তাদের একত্র করল, সমবেত করল।

اَلْأَعْلَى– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার عُلُوًّا বাব نَصَرَ অর্থ- সর্বশ্রেষ্ঠ।

أَخَذَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার أَخْذًا বাব نَصَرَ অর্থ- ধরল, গ্রহণ করল। যেমন أَخَذَهُ অর্থ- তাকে ধরল, বন্দি করল। أَخَذَهُ عَلَى حِيْنِ غِرَّةٍ অর্থ- অতর্কিতে তাকে ধরল, أَخَذَهُ بِذَنْبِهِ অর্থ- তাকে তার পাপের সাজা দিল।

نَكَالٌ– শব্দটি ইসম। অর্থ- শাস্তি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দৃষ্টান্ত।

اَلْآخِرَةِ–একবচন, বহুবচন اَلْآخِرَاتُ অর্থ- আখেরাত, পরকাল, পরবর্তী সময়।

اَلْأُوْلَى– একবচন, বহুবচন أُوَلٌ অর্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূর্ববর্তী সময়।

عِبْرَةً– একবচন, বহুবচন عِبَرٌ অর্থ- শিক্ষা, উপদেশ।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৫) هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى –(هَلْ) ইস্তিফহাম ত্বাকরীরী অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং সম্বোধনকৃত ব্যক্তি হতে স্বীকৃতি দাবী করা উদ্দেশ্য। أَتَى ফে‘লে মাযী। (كَ) মাফ‘উলে বিহী حَدِيْثُ ফায়েল। (مُوْسَى) حَدِيْثُ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(১৬) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى –(إِذْ) যরফ পূর্ববর্তী حَدِيْثُ مُوْسَى-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। نَادَى ফে‘লে মাযী, (هُ) মাফ‘উলে বিহী। (رَبُّهُ) ফায়েল। (بِالْوَادِ) نَادَى ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। (اَلْوَادِ) শব্দটি মূলে اَلْوَادِى ছিল। يَاءٌ অব্যয়টি বিলুপ্ত করা হয়েছে। (الْمُقَدَّسِ) اَلْوَادِ -এর ছিফাত, (طُوًى) اَلْوَادِ হতে বাদল।

(১৭) إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى –জুমলাটি উহ্য (قَالَ)-এর مَقُوْلٌ। إِذْهَبْ ফে‘লে আমর,যমীর ফায়েল, (إِلَى فِرْعَوْنَ) إِذْهَبْ–এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (هُ) إِنَّ-এর ইসম, طَغَى ফে‘লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। طَغَى জুমলায়ে ফেলিয়া إِنَّ-এর খবর।

(১৮) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى –(فَ) হরফে আতিফা, قُلْ ফে‘লে আমর, উহ্য যমীর ফায়েল। (هَلْ) অক্ষরটি এখানে عَرَضٌ তথা কোমলভাবে আবদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। لَكَ উহ্য (رَغْبَةٌ) মুবতাদার খবর, إِلَى أَنْ تَزَكَّى উহ্য মুবতাদার সাথে মুতা‘আল্লিক। تَزَكَّى ফে‘লে মুযারে।

(১৯) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى –(وَ) হরফে আতিফা, أَهْدِىْ ফে‘লে মুযারে, উহ্য (أَنَا) যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ‘উলে বিহী। (إِلَى رَبِّكَ) أَهْدِىْ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। জুমলাটি (تَزَكَّى) জুমলায়ে ফে‘লিয়ার উপর আতফ। (فَ) হরফে আতিফা, تَخْشَى ফে‘লে মুযারে, উহ্য أَنْتَ যমীর ফায়েল।

(২০) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى –(فَ) হরফে আতিফা। أَرَى ফে‘লে মাযী, উহ্য هُوَ যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ‘উলে বিহী। اَلْآيَةَ দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী, (الْكُبْرَى) اَلْآيَةَ-এর ছিফাত।

(২১) فَكَذَّبَ وَعَصَى– পূর্বের উপর আতফ।

(২২) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى– (ثُمَّ) হরফে আতিফা বিলম্ব বুঝানোর জন্য আসে। (أَدْبَرَ) ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (يَسْعَى) ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (يَسْعَى) জুমলা ফে'লিয়াটি أَدْبَرَ-এর যমীর হতে হাল।

(২৩) فَحَشَرَ فَنَادَى– (فَ) হরফে আতিফা, حَشَرَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। এখানে اَلسَّحَرَةَ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন سَاحِرٌ মাফ'উল উহ্য রয়েছে। (فَ) হরফে আতিফা। نَادَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল।

(২৪) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى– (فَ) হরফে আতিফা। قَالَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল মিলে قَوْلٌ। (أَنَا) মুবতাদা, رَبُّكُمُ খবর। (الْأَعْلَى) رَبُّكُمُ-এর ছিফাত। এ জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

(২৫) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى– (فَ) হরফে আতিফা। أَخَذَ ফে'লে মাযী, (هُ) মাফ'উলে বিহী, (اللهُ) ফায়েল। (نَكَالَ) أَخَذَ ফে'লের মাফ'উলে মুত্বলাক, (الْآخِرَةِ) نَكَالَ-এর মুযাফ ইলাইহি, (الْأُولَى) الْآخِرَةِ-এর উপর আতফ।

(২৬) إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَّخْشَى– (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (فِي ذَلِكَ) উহ্য (مَوْجُوْدَةٌ) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে (إِنَّ)-এর খবরে মুকাদ্দাম। (لَ) লামে মুযহালাকা। যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা اِسْمِ থেকে সরে خَبَرٌ-এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম এর শুরুতে إِنَّ যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, তখন আবার (لَ) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে। (عِبْرَةً) إِنَّ-এর ইসমে মুআখখার। (لِ) হরফে জার, (مَنْ) মাজরূর, يَخْشَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। শব্দটি মূলে ছিল (يَخْشَاهُ)-এর (هُ) যমীর মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি (مَنْ) ইসমে মাউছূলের ছিলা। لِمَنْ يَّخْشَى জুমলাটি উহ্য ثَابِتَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে عِبْرَةً-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى، إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْا إِنِّيْ آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّيْ آتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى.

'আর আপনি মূসার খবর কিছু পেয়েছেন কি? যখন তিনি একটি আগুন দেখতে পেলেন এবং নিজের পরিবারকে বললেন, একটু অপেক্ষা কর সম্ভবত তোমাদের জন্য কিছু আগুন নিয়ে আসব অথবা এ আগুনের কাছে আমি পথের দিশা লাভ করব' *(ত্বহা ৯-১০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنِّيْ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى 'আল্লাহ মূসাকে ডাক দিয়ে বললেন, হে মূসা! আমি আপনার প্রতিপালক। আপনি জুতা খুলে ফেলুন। আপনি এখন তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় উপস্থিত হয়েছেন' *(ত্বহা ২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى 'আমি আপনাকে আমার বড় বড় নিদর্শন সমূহ দেখাব। এখন আপনি ফেরাউনের নিকট যান। সে বড় অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে' *(ত্বহা ২৩-২৪)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ 'আর লৌহ শলাকা ধারী ফিরাউনের সাথে আপনার প্রতিপালক কিরূপ আচরণ করেছেন, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহ ও সীমালংঘন করেছিল'? *(ফজর ১০-১১)*।

আল্লাহ আরো বলেন, إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. 'আপনারা দু'জন (মূসা ও হারূন) ফিরাউনের নিকটে যান। কেননা সে বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন, সম্ভবত সে নছীহত কবুল করতে পারে কিংবা ভয় পেতে পারে' *(ত্বহা ৪৩-৪৪)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوْسَى.

'হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ মা'বূদ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! ইট তৈরী কর আর আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি উচ্চে আরোহণ করে দেখতে চাই মূসার মা'বূদ কোথায় আছেন' *(ক্বাছাছ ৩৮)*। আল্লাহ বলেন, قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ 'ফেরাউন মূসাকে বলল, তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করলে মনে রেখ আমি তোমাকে জেলখানায় বন্দি করে দিব' *(শু'আরা ২৯)*। আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَعَلِّيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوْسَى وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا.

'আর ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর, যেন আমি ঊর্ধ্বলোকের পথসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। আমার চোখে এ মূসাকে মিথ্যাবাদীই মনে হচ্ছে' *(মুমিন ৩৭)*। উল্লেখিত আয়াতগুলিতে ফেরআউনের সীমালঙ্ঘনের ধারা বুঝা যায়। পৃথিবীতে অনেকেই সীমালঙ্ঘন করেছে, তবে ফেরআউনের মত আর কেউ করেছে বলে মনে হয় না।

এ মর্মে আছার সমূহ

১৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, মূসা তাকে বড় নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তিনি হাতের লাঠিকে অজগররূপে দেখালেন। নিষ্প্রাণ লাঠি চোখের সামনে জীবিত অজগর হয়ে যায়, এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে। আর তিনি হাতকে উজ্জ্বল করে দেখালেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, বড় নিদর্শন হল লাঠি আর হাত। ২৪নং আয়াতের তাফসীরে কাতাদা (রহঃ) বলেন, তা হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি *(দুররে মানছূর)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, পরিশুদ্ধ হওয়ার বাক্য হচ্ছে لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই'। শা'বী (রহঃ) বলেন, ফেরাউনের দু'বার আল্লাহ দাবী করার ব্যবধান হচ্ছে ৪০ বছর। প্রথমবার বলেছিল, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ আছে তা আমি জানি না *(ক্বাছাছ ৩৮)*। ৪০ বছর পর বলল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক *(নাযি'আত ২৪)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

ছাখর ইবনু জুওয়াইরিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম -কে ফেরাউনের নিকট পাঠান, তখন বলেন, আপনি ফেরাউনের নিকট যান এবং বলেন, আমি আপনাকে আপনার প্রতিপালকের পথ দেখাব, আপনি তাকে ভয় করুন। অথচ কখনো সে ভয় করবে না। তখন মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, প্রতিপালক আমি তার নিকট কেন যাব? আপনি জানেন, সে ভয় করবে না। তখন আল্লাহ মূসার নিকট অহী করে বললেন, আমি যা আদেশ করি তা পালন করুন। আকাশে ১২ হাজার ফেরেশতা ভাগ্য জানার জন্য চেষ্টা করছে। তারা ভাগ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেনি *(দুররে মানছূর)*। অর্থাৎ ফেরাউন আল্লাহকে ভয় করবে কি-না তা মানুষ জানে না, মূসা আলাইহিস সালাম ও জানতেন না।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে বললেন, আপনি কি খুশী হবেন এমন যৌবনে যা কোন দিন বৃদ্ধ হবে না, এমন রাজত্বে যা কোন দিন শেষ হবে না, এমন বিবাহ, পান করা ও আরোহণের স্বাদে যা কোন দিন নষ্ট হবে না। আর আপনি মারা গেলে জান্নাতে যাবেন। আর তা হচ্ছে আমার প্রতি ঈমান আনা। কথাগুলি তার অন্তরে স্থান লাভ করে। ইতিমধ্যে হামান সেখানে পৌঁছে যায়। ফেরাউন হামানের নিকট বিবরণ পেশ করে। হামান তাকে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, তাহলে আপনাকেই ইবাদত করতে হবে। আর আপনি যদি প্রতিপালক হন, তাহলে আপনার ইবাদত করা হবে। তখন সে বের হয়ে মানুষ একত্রিত করে বলল, আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিপালক *(দুররে মানছূর)*।

অবগতি

ফেরাউনের প্রতিপালক দাবী করার সারমর্ম : ফেরাউন এখানে বলে আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক *(নাযি'আত ২৪)*। একদা ফেরউন মূসাকে বলে, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ কর, তাহলে মনে রেখো, আমি তোমাকে জেলখানায় বন্দী করব। ফেরাউন বলে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ আছে, তা আমি জানি না। ফেরাউন বলে, হামান! আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, আমি উচ্চে আরোহণ করে

দেখতে চাই মূসার মা'বূদ কোথায় আছেন? ফেরাউন বলে, আমার চোখে মুসাকে মিথ্যাবাদী মনে হয়। বিবরণে ফেরাউনের সীমালংঘনের ধারা বুঝা যায়।

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٣)-

অনুবাদ : (২৭) তোমাদের সৃষ্টি শক্ত ও কঠিন কাজ, না আসমান সৃষ্টি কঠিন কাজ? (২৮) তিনি আকাশ নির্মাণ করেছেন। এর ছাদ উঁচু করেছেন, তারপর তাতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। (২৯) এবং তার রাতকে আচ্ছন্ন করেছেন ও তার দিনকে প্রকাশ করেছেন। (৩০) তারপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। (৩১) তা থেকে তার পানি বের করেছেন এবং উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। (৩২) এবং তার মধ্যে পাহাড়সমূহকে সুদৃঢ় করেছেন। (৩৩) তোমাদের এবং তোমাদের গবাদি পশুর উপভোগের জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَشَدُّ- واحد مذكر ইসম তাফযীল। মাছদার شِدَّةٌ বাব ضَرَبَ অর্থ- অধিক শক্তিশালী বা কঠিন। সব বাব থেকে অর্থ একই শক্তিশালী হল, তীব্র হল। اَلشَّدِيْدُ একবচন, বহুবচন أَشِدَّاءُ অর্থ- শক্ত, কঠিন, প্রবল।

خَلْقًا- শব্দটি বাব نَصَرَ -এর মাছদার। অর্থ- সৃষ্টি করা।

اَلسَّمَاءُ- বহুবচন سَمَاوَاتٌ অর্থ- আকাশ, আসমান। মাছদার سُمُوًّا বাব نَصَرَ অর্থ- উঁচু হওয়া, ঊর্ধ্বে উঠা।

بَنَى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার بِنَاءً، بَنْيًا বাব ضَرَبَ অর্থ- নির্মাণ করল। যেমন بَنَى الْبَيْتَ অর্থ- ঘর বা ভবন নির্মাণ করল। بَنَى الرِّجَالَ 'মানুষ গড়ল', اَلْمَبْنَى الْعَالِي 'টাওয়ার'।

رَفَعَ- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার رَفْعًا বাব فَتَحَ 'উঁচু করল'।

سَمْكَ- শব্দটি বাব نَصَرَ-এর মাছদার। বহুবচন سُمُوْكٌ 'ছাদ'। যেমন سَمَكَ الْبَيْتَ অর্থ- ঘর বা ভবন উঁচু করল। سَمَكَ شَيْئٌ 'উঁচু হল'।

سَوَّى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَسْوِيَةٌ বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- সোজা করল, বিন্যস্ত করল, সুঠাম করল, সমান করল।

أَغْطَشَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِغْطَاشًا বাব اِفْعَالٌ 'অন্ধকার করেছেন'। যেমন اَللّٰهُ اَغْطَشَ اللّٰهُ اللَّيْلَ অর্থ- আল্লাহ রাতকে অন্ধকার করলেন। বাব ضَرَبَ থেকে অন্ধকার হল। اَللَّيْلُ الْاَغْطَشُ 'অন্ধকার রাত'।

لَيْلٌ– ইসমে যরফ। বহুবচন لَيَالٍ অর্থ- রাত, রাত্র।

أَخْرَجَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِخْرَاجٌ বাব اِفْعَالٌ অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল।

ضُحَى– ইসমে যরফ, অর্থ- সকালের সূর্যকিরণ, সূর্যলোক, পূর্বাহ্ন।

اَلْأَرْضُ– বহুবচন أَرْضُوْنَ، أَرَاضٍ অর্থ- পৃথিবী, যমীন।

بَعْدَ ذٰلِكَ– بَعْدَ مَا، بَعْدَ اِذْ، بَعْدَ اَنْ এগুলির অর্থ- এরপরে بَعْدَ ذٰلِكَ 'তারপরে'।

دَحَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার دحوًا বাব نَصَرَ 'প্রসারিত করল'। যেমন دَحَى اللّٰهُ الْأَرْضَ অর্থ- আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করলেন। دَحَا الْخَبَّازُ الْعَجِيْنَ অর্থ- রুটি প্রস্তুতকারী আটার দলাকে প্রসারিত করল।

مَاءَ– একবচন, বহুবচন مِيَاهٌ 'পানি'।

مَرْعَى– শব্দটি ইসমে জিনস। বহুবচন مَرَاعٍ অর্থ- তৃণ, তৃণলতা, ঘাস। বাব فَتَحَ। যেমন رَعَتِ الْمَاشِيَةُ অর্থ- গবাদি পশু ঘাস খেল।

اَلْجِبَالَ– একবচন جَبَلٌ 'পাহাড়'। مِنْطَقَةٌ جَبَلِيَّةٌ 'পাহাড়ী এলাকা'।

أَرْسَى– واحد مذكر غائب মাযী, বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কোন কিছুকে স্থির করল, সুদৃঢ় করল। বাব نَصَرَ থেকে মাছদার رَسْوًا 'স্থির হল'। যেমন جِبَالٌ رَاسِيَاتٌ 'অটল ও দৃঢ়মূল পাহাড়' أَرْسَى السَّفِيْنَةَ 'সে নৌকা নোঙ্গর করল'।

مَتَاعًا– বহুবচন أَمْتِعَةٌ অর্থ- ভোগের সামগ্রী, আসবাব পত্র। যেমন اِسْتَمْتَعَ بِهِ অর্থ- তা উপভোগ করল, ব্যবহার করল।

أَنْعَامٌ– একবচনে نَعَمٌ অর্থ- গবাদি পশু।

বাক্য বিশ্লেষণ

(২৭) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا– (أَ) হামযা অব্যয়টি এখানে তিরস্কারমূলক প্রশ্নের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। (أَنْتُمْ) মুবতাদা, (أَشَدُّ) খবর। (خَلْقًا) أَشَدُّ মুমাইয়াযের তামীয, (أَم) হরফে আতিফা, (السَّمَاءُ) أَنْتُمْ-এর উপর আতফ, (بَنَاهَا) জুমলায়ে ফে'লিয়া, السَّمَاءُ হতে হাল।

(২৮) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا– এ জুমলাটি (بَنَاهَا) জুমলা হতে বদল। رَفَعَ ফে‘লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল, سَمْكَ মুযাফ, هَا মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে বিহী। (فَ) হরফে আতফ, سَوَّاهَا ফে‘লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। هَا যমীর মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ।

(২৯) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا– জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। (لَيْلَ) أَغْطَشَ ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। (هَا) لَيْلَ-এর মুযাফ ইলাইহি, (ضُحَاهَا) أَخْرَجَ ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী।

(৩০) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا– (وَ) হরফে আতিফা, (الْأَرْضَ) উহ্য دَحَا ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। পরবর্তী دَحَا ফে‘লটি এই উহ্য ফে‘লের ব্যাখ্যা প্রদানকারী, (بَعْدَ ذَلِكَ) دَحَا ফে‘লের সাথে যুক্ত। دَحَا ফে‘লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল, (هَا) মাফ‘উলে বিহী।

(৩১) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا– জুমলাটি دَحَا ফে‘ল হতে হাল, (مِنْهَا) أَخْرَجَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (مَاءَهَا) أَخْرَجَ ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। (مَرْعَاهَا) مَاءَهَا-এর উপর আতফ।

(৩২) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا– জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ। (الْجِبَالَ) উহ্য أَرْسَى ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী আর পরবর্তী أَرْسَى ফে‘লটি পূর্বে উহ্য أَرْسَى ফেলের মুফাসসির।

(৩৩) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (مَتَاعًا) فَعَلَ ذَلِكَ উহ্য ফে‘লের মাফ‘উলে লাহু, (لَكُمْ) مَتَاعًا-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (لِأَنْعَامِكُمْ) لَكُمْ-এর উপর আতফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ‘আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক বড় কাজ’ *(মুমিন ৫৭)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশ-যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। কাজেই পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র কাছে অতি সহজ কাজ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ– ‘যিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের মত সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা’ *(ইয়াসীন ৮১)*। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, পৃথিবী দুলতে লাগল। তখন আল্লাহ পাহাড় সৃষ্টি করে তার উপর স্থাপন করলেন। তখন পৃথিবী স্থির হল। ফেরেশতাগণ পাহাড় সমূহ সৃষ্টি করাতে আশ্চর্য হলেন এবং বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ লোহা। ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? হ্যাঁ, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? হ্যাঁ, পানি। ফেরেশতাগণ বললেন, হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টির মধ্যে পানির চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, বাতাস। ফেরেশতাগণ বললেন, তোমার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চেয়ে কোন শক্ত সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। আদম সন্তানের দান, যা গোপনে করে' *(তিরমিযী হা/৩৩৬৯; হাদীছ যঈফ)*।

অবগতি

এখানে সৃষ্টি করার অর্থ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করা। আর আসমান অর্থ সমগ্র ঊর্ধ্বজগত। একথা বলার অর্থ হল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে তারা বড় এক কঠিন কাজ বলে মনে করত এবং বার বার বলত, আমাদের হাড় যখন পচে গলে বিলীন হয়ে যাবে, তখন আমাদের দেহের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত উপাদান সমূহকে পুনরায় একত্রিত করা ও তাতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে। এটা চাট্টিখানি কথা নয়। তারা কি কখনও ভেবে দেখেছে যে, এ বিশাল বিশ্বলোকের সৃষ্টি অধিক কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ না তাদেরকে একবার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন? আল্লাহ্র কাছে প্রথম কাজটি যখন মোটেই শক্ত ও কঠিন ছিল না, তখন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় কাজটি কঠিন হবে কেন? আর এটা ভাবাও অযৌক্তিক যে, তাঁর পক্ষে এ কাজ আদৌ সম্ভব হবে না।

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرَى (٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١)-

অনুবাদ : (৩৪) তারপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে। (৩৫) যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে। (৩৬) এবং প্রতিটি দৃষ্টিমানের সামনে জাহান্নামকে পেশ করা হবে। (৩৭) তখন যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, (৩৮) জাহান্নাম হবে তার আশ্রয়স্থল। (৩৯) আর যে তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানো ভয় করেছে (৪০) এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রেখেছে (৪১) জান্নাত হবে তার আশ্রয়স্থল।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَاءَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার مَجِيْئًا، جَيْئًا বাব ضَرَبَ 'উপস্থিত হল'। যেমন جَاءَهُ وَ إِلَيْهِ 'তার কাছে আসল'।

الطَّامَّةُ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার طَمُوْمًا বাব ضَرَبَ অর্থ- দারুণ দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, সংকট। যেমন طَمَّتِ الْفِتْنَةُ অর্থ- বিপদটি বড় হয়ে প্রসার লাভ করল।

يَتَذَكَّرُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَذَكُّرًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- স্মরণ করবে, উপলব্ধি করবে, উপদেশ গ্রহণ করবে।

بُرِّزَتِ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَبْرِيْزًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- প্রকাশ করা হবে, স্পষ্ট করা হবে। যেমন بَرَّزَ شَيْئًا অর্থ- কোন কিছু স্পষ্ট করল, প্রকাশ করল। বাব نَصَرَ হতে মাছদার بُرُوْزًا 'প্রকাশ পাওয়া'।

الْجَحِيْمُ– জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত আগুন। বাব سَمِعَ হতে মাছদার جَحْمًا، جُحُوْمًا অর্থ- দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠা।

آثَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِيْثَارٌ বাব إِفْعَالٌ অর্থ- অগ্রাধিকার দিল, প্রাধান্য দিল।

الْحَيَاةَ– শব্দটি বাব سَمِعَ-এর মাছদার। অর্থ- জীবন, বেঁচে থাকা।

الدُّنْيَا–পৃথিবী, জগৎ, খুব নিকৃষ্ট। دَانِيَّةٌ এবং دَنِيَّةٌ হতে ইসমে তাফযীল। دَانِيَّةٌ হতে دُنْيَا শব্দটি গঠন হলে অর্থ হবে বহুনিকট, খুব কাছে। আর دَنِيَّةٌ হতে হলে অর্থ হবে খুব নিকৃষ্ট। তার বহুবচন হবে دُنًى। যেমন كُبْرَى-এর বহুবচন كُبَرٌ।

الْمَأْوَى– বহুবচনে مَآوٍ অর্থ- আশ্রয়স্থল, বাসস্থান, আবাস। মূলবর্ণ (ا، و، ى), মাছদার إِيْوَاءً বাব إِفْعَالٌ। যেমন آوَى فُلَانًا অর্থ- তাকে আশ্রয় দিল, তাকে অবস্থান করালো। এ শব্দের পর إِلَى আসলে অর্থ হবে আশ্রয় গ্রহণ করা। আর لَ আসলে অর্থ হবে দয়া করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

(৩৪) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى– (فَ) হরফে আতিফা, إِذَا ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে। جَاءَت জুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি। (اَلطَّامَّةُ) جَاءَتِ-এর ফায়েল, (اَلْكُبْرَى) اَلطَّامَّةُ -এর ছিফাত।

(৩৫) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى– (يَوْمَ) পূর্বের إِذَا হতে বদল। يَتَذَكَّرُ ফে'লে মুযারে, الْإِنْسَانُ ফায়েল। مَا মাফ'উলে বিহী, سَعَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, উহ্য যমীর মাফ'উলে বিহী। سَعَى জুমলা ফে'লিয়াটি مَا ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(৩৬) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرَى – এ জুমলাটি جَاءَتِ জুমলার উপর আতফ। بُرِّزَتْ মাযী মাজহূল, الْجَحِيْمُ নায়েবে ফায়েল। (لِمَنْ) بُرِّزَتْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। يَرَى জুমলা ফে'লিয়াটি مَنْ -এর ছিলা।

(৩৭) فَأَمَّا مَنْ طَغَى – (فَ) ইস্তিনাফিয়া, أَمَّا হরফে শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয়। مَنْ মুবতাদা طَغَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। طَغَى জুমলা ফে'লিয়াটি مَنْ-এর ছিলা।

(৩৮) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا – (وَ) হরফে আতফ। آثَرَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, الْحَيَاةَ মাফ'উলে বিহী, (الدُّنْيَا) الْحَيَاةَ-এর ছিফাত।

(৩৯) فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى – (فَ) أَمَّا-এর জওয়াব। (الْجَحِيْمَ) إِنَّ-এর ইসম। هِيَ মুবতাদা, الْمَأْوَى খবর। এ জুমলাটি إِنَّ-এর খবর। তারপর এ জুমলাটি مَنْ মুবতাদার খবর।

(৪০-৪১) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى – পূর্ববর্তী জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর যখন সেই মহাবিপর্যয় সংঘটিত হবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ 'ক্বিয়ামত খুবই ভয়াবহ ও অতীব তিক্ত মুহূর্ত' *(ক্বামার ৪৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى 'সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে, কিন্তু চেতনা ফিরেও তার কোন লাভ হবে না' *(ফজর ২৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ 'অবশেষে যখন বিকট ও ভয়াবহ সেই কান ফাঁটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে' *(আবাসা ৩৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُوْنَ 'সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে' *(মা'আরিজ ৪৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার' *(হজ্জ ১)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৪০-৪১নং আয়াতে বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে খারাপ কামনা-বাসনা হতে বিরত রাখল জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'আমি আমার আত্মাকে নির্দোষ বলি না, কারণ আত্মা মানুষকে পাপের আদেশ করে, তবে আল্লাহ যার

প্রতি দয়া করেন (তার কথা ভিন্ন)। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়াময়' *(ইউসুফ ৫৩)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلاثٌ مُنْجِيَاتٌ، فَقَالَ ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. وَثَلاثٌ مُنْجِيَاتٌ: خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، فَالْقَوْلُ الْحَقُّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে আর তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যে তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে তা হল- (১) যে কৃপণতা মান্য করা হয়। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি ধ্বংস হবে (২) যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারী ধ্বংস হবে (৩) আত্মগৌরবী অর্থাৎ অহংকারী ধ্বংস হবে। আর যে তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে তা হল- (১) যে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করে (২) যে সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় খরচের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে (৩) মানুষ খুশী হোক অথবা অসন্তুষ্ট হোক সর্ব অবস্থায় হক্ব কথা বলে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০২)*। অত্র হাদীছে ধ্বংসের তিনটি কারণ উল্লেখ হয়েছে তার একটি হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে স্বীয় আত্মার সাথে জিহাদ করতে পারে। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে গোনাহ ও পাপ ত্যাগ করতে পারে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৪)*।

অবগতি

اَلطَّامَّةُ এমন কোন দুর্ঘটনা কিংবা বিপদ, যা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এর সাথে كُبْرَى যার অর্থ মহা বা বিরাট। শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহার হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, বিপদ বা দুর্ঘটনার বিরাটত্ব ও ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য শুধু طَامَّةٌ শব্দটি যথেষ্ট নয়। ক্বিয়ামতের ভয়ংকর পরিস্থিতি বা ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য طَامَّةٌ -এর সাথে كُبْرَى-এর প্রয়োজন রয়েছে।

ক্বিয়ামতের মাঠে প্রকৃত ফায়ছালার ভিত্তি কি হবে? এখানে ৩৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতগুলিতে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, মানুষের জীবনে একটা আচরণ এই যে, আল্লাহ্র দাসত্বসীমা অতিক্রম করে, যে কোন উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা লাভই হবে তার চরম লক্ষ্য। আর একটি আচরণ এই যে, প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে- এ কথা মনে রেখে নফসের খারাপ কামনা-বাসনা দমন করে রাখা। এ কারণে যে, এখানে নাজায়েয স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা এক কথায় প্রবৃত্তির দাবী মেনে নিলে আল্লাহ্র সামনে কি জওয়াব দিব?

মানুষ দুনিয়াতে এ দু'টি আচরণের যেটি গ্রহণ করবে সেটিই হবে তার পরকালে চূড়ান্ত ফায়ছালার ভিত্তি ও মানদণ্ড।

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشَاهَا (٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)-

অনুবাদ : (৪২) এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামতের সেই দিনটি কখন আসবে? (৪৩) সে নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলাতো আপনার কাজ নয় (৪৪) ক্বিয়ামতের জ্ঞান তো আল্লাহ পর্যন্তই শেষ (৪৫) আপনি শুধু সতর্ককারী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে (৪৬) যেদিন এ লোকেরা ক্বিয়ামত দেখতে পাবে, তখন তারা মনে করবে দুনিয়াতে এক দিনের বিকাল কিংবা সকাল তারা অবস্থান করেছে মাত্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَسْأَلُوْنَ- جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার سُؤَالاً বাব فَتَحَ অর্থ- তারা জিজ্ঞেস করে। যেমন سَأَلْتُهُ عَنْ حَاجَتِه 'আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম'।

السَّاعَةَ- একবচন, বহুবচন اَلسَّاعَاتُ 'ক্বিয়ামত'।

أَيَّانَ- অর্থ- কখন, কবে। অব্যয়টি শর্ত ও কালবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শব্দটি বিপদজনক ও বড় কিছু জানার জন্য ব্যবহৃত হয়।

مُرْسَى- মূলবর্ণ (رسى) মাছদার رَسْوًا বাব نَصَرَ। مِيْم ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বুঝানোর জন্য বা মাছদার মীমী। অর্থ- গতিরোধ করা, থেমে যাওয়া বা থামানো।

ذِكْرَى- বাব نَصَرَ -এর মাছদার। অর্থ- উপদেশ দেওয়া, যিকির করা, স্মরণ, উপদেশ, ওয়ায।

مُنْتَهَى- শব্দটি যরফে যামান। অর্থ- চূড়ান্ত সময়, চূড়ান্ত সময়ের জ্ঞান।

مُنْذِرُ- واحد مذكر ইসমে ফায়েল, বাব اِفْعَالٌ মাছদার إِنْذَارًا। অর্থ- ভীতি প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী। যেমন أَنْذَرَهُ بِالْأَمْرِ অর্থ- বিষয়টি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করল, অবহিত করল।

لَمْ يَلْبَثُوْا- جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার لَبْثًا، لُبْثًا বাব سَمِعَ অর্থ- অবস্থান করেনি, অপেক্ষা করেনি, বিলম্ব করেনি।

عَشِيَّةً- একবচন, বহুবচন عَشَايَا 'সন্ধ্যা'। عَشَاءٌ অর্থ- রাতের খাবার, নৈশ আহার। تَعَشَّى অর্থ- রাতের খাবার খেল। মূলবর্ণ (ع، ش، و)।

বাক্য বিশ্লেষণ

(৪২) يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا– জুমলাটি মুস্তানিফা। يَسْأَلُوْنَ মুযারে, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ‘উলে বিহী। (عَنِ السَّاعَةِ) يَسْأَلُوْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। أَيَّانَ ইসমে ইস্তিফহাম, খবরে মুকাদ্দাম, مُرْسَاهَا মুবতাদা মুয়াখখার।

(৪৩) فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا– (فِيمَ) উহ্য (كَائِنٌ)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। فِيْمَ মূলে ছিল فِيْ مَا জিজ্ঞাসাবোধক مَا -এর পূর্বে فِيْ হরফে জার আসার কারণে اَلِفْ বিলুপ্ত হয়েছে। أَنْتَ মুবতাদা মুয়াখখার। مِنْ ذِكْرَاهَا পূর্বে উহ্য (كَائِنٌ)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক।

(৪৪) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا– (إِلَى رَبِّكَ) পূর্বে উহ্য (مَوْجُوْدٌ) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। مُنْتَهَاهَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা মুয়াখখার।

(৪৫) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا– (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল, (مَا) كَافَّةٌ। আর أَنْتَ মুবতাদা, مُنْذِرُ খবর। مَنْ মাওছূলা, يَخْشَاهَا জুমলাটি তার ছিলা হয়ে مُنْذِرُ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৪৬) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا– (هُمْ) كَأَنَّ–এর ইসম। يَوْمَ যরফে যামান, يَرَوْنَهَا জুমলাটি স্থান হিসাবে মুযাফ ইলাইহি। لَمْ নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয় يَلْبَثُوْا ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। لَمْ يَلْبَثُوْا জুমলাটি كَأَنَّ-এর খবর। إِلَّا আদাতে হাছর তথা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (عَشِيَّةً) يَلْبَثُوا ফে‘লের মাফ‘উলে ফী। (أَوْ) হরফে আতিফা, (ضُحَى) عَشِيَّةً-এর উপর আতফ, (هَا) ضُحَى-এর মুযাফ ইলাইহি।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

মহান আল্লাহ বলেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ–

‘এ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা! সেই ক্বিয়ামতের দিনটি কখন আসবে? আপনি বলুন, ক্বিয়ামতের সেই চূড়ান্ত সময়টি একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে। ক্বিয়ামতের নির্ধারিত সময়টি একমাত্র তিনিই প্রকাশ করবেন। আসমান-যমীনে সেই দিনটি বড় কঠিন দিন হবে। ক্বিয়ামতের সেই দিনটি হঠাৎ এসে পড়বে। এ লোকেরা ক্বিয়ামত সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে যেন আপনি তারই সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছেন। আপনি বলুন, ক্বিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র

আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ নিগূঢ় সত্যকে জানে না' *(আ'রাফ ১৮৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'তারা নবীগণকে বলত, তোমরা যদি ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী হও, তাহলে বল, ক্বিয়ামতের সেই দিনটি কবে সংঘটিত হবে'? *(মুলক ২৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ 'যেসব লোক ক্বিয়ামত হবে এ কথা বিশ্বাস করে না, তারাই এদিনের জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্তু যারা ক্বিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তারা এদিনকে ভয় করে। তারা বিশ্বাস করে যে, নিঃসন্দেহে সেই দিনটি অবশ্য অবশ্যই আসবে। মনে রেখ, যেসব লোক সেই দিনটি আসার ব্যাপারে বিতর্ক ও সন্দেহ করে তারা ভ্রষ্টতায় অনেক দূরে' *(শূরা ১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ 'তারা বলে ক্বিয়ামতের নির্ধারিত সময়টি কবে'? *(ইউনুস ৪৮, নামল ৭১, সাবা ২৯, ইয়াসীন ৪৮, মুলক ২৫)*। অত্র আয়াতগুলিতে অবিশ্বাসীরা ক্বিয়ামতের সত্যতা জানতে চায়।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

(১) ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বলেন, ক্বিয়ামত কবে হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)*। অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে বললেন, আমি তোমার চেয়ে ক্বিয়ামত সম্পর্কে বেশী অবগত নই। আর ক্বিয়ামত সম্পর্কে কেউ কারো চেয়ে বেশী অবগত নয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيْ آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهَلَ النَّاسُ فِيْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ-

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর শেষ জীবনে এশার ছালাত আদায় করে সালাম ফিরানোর পর বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? আজ হতে নিয়ে একশ' বছরের মাথায় আজ যারা ভূ-পৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর একশ' বছরের এ উক্তি সম্পর্কে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতে থাকলেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজকে যারা জীবিত আছে তাদের কেউ ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী ঐ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটাবে *(বুখারী হা/৬০১)*।

عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنْ الْأَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَأَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُطِيْقُ–

(৩) আলকামা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আনহা -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি কোন দিন কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতেন? উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং তাঁর আমল স্থায়ী এবং আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সব আমল করার শক্তি-সামর্থ্য রাখতেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সে সবের সামর্থ্য রাখে? *(বুখারী হা/১৯৮৭)*।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيْدًا فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ–

(৪) আনাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত যে, এক গ্রাম্য লোক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর খিদমতে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! ক্বিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে জবাব দিল, আমি তো তার জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, ক্বিয়ামতের দিন তুমি তাঁর সঙ্গেই থাকবে। তখন আমরা বললাম, আমাদের জন্যও কি এরূপ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এতে আমরা সেদিন অতিশয় আনন্দিত হলাম। আনাস ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, এ সময় মুগীরাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর একটি যুবক বয়সের ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছিল আমার বয়সী। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ যুবকটি অধিক দিন বেঁচে থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হবার আগেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হতে পারে' *(বুখারী হা/৬১৬৭)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوْا أَجْمَعُوْنَ فَذَلِكَ حِيْنَ، لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِيْ فِيْهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيْهِ فَلَا يَطْعَمُهَا–

(৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, আর লোকজন তা দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনবে। এ সম্পর্কেই (আল্লাহ্‌র বাণী) 'তখন তার ঈমান কাজে আসবে না ইতিপূর্বে যে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমান এনে নেক কাজ করেনি। ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (এ অবস্থায়) যে, দু'ব্যক্তি (বেচাকেনার) জন্য পরস্পরের

সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমনকি তা ভাঁজ করারও সময় পাবে না। আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না। আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে, কোন ব্যক্তি (তার পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরী করবে কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না। আর ক্বিয়ামত (এমন অবস্থায়) কায়েম হবে যে, কোন ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার সময় ও সুযোগ পাবে না' *(বুখারী হা/৬৫০৬, মুসলিম ৫২/২৬ হা/২৯৫৪)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُوْنَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُوْلُ إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي مَوْتَهُمْ-

(৬) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেযাজের গ্রাম্য লোক নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ক্বিয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্বকনিষ্ঠ লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি এ লোক বেঁচে থাকে, তবে তার বুড়ো হবার আগেই তোমাদের উপর তোমাদের ক্বিয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু *(বুখারী হা/৬৫১১, মুসলিম ৫২/২৬ হাঃ ২৯৫২)*।

অবগতি

মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বার বার জিজ্ঞেস করত ক্বিয়ামত কবে হবে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্বিয়ামত আসার সময় তারিখ জেনে নেয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং ক্বিয়ামতের দিনকে এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং তামাসা ও রসিকতা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

ഈ

সূরা আল-আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪২; অক্ষর ৬০৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِيْ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوْعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)-

অনুবাদ : (১) তিনি বেজার মুখ হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (২) এজন্য যে, এক অন্ধ ব্যক্তি তার নিকট এসেছে (৩) আপনি কি জানেন হয়তো সে পরিশুদ্ধ হত (৪) কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ প্রদান তার জন্য কল্যাণকর হত? (৫) যে লোক বেপরোয়া ভাব দেখায় (৬) তার প্রতি তো আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন (৭) অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই (৮) আর যে লোক আপনার নিকট দৌড়িয়ে আসে (৯) সে আল্লাহকে ভয়ও করে (১০) অথচ আপনি তার ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করেন (১১) কখনো নয়, এতো একটি উপদেশ (১২) যার ইচ্ছা এ উপদেশ গ্রহণ করবে (১৩) এ উপদেশ এমন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, যা সম্মানিত (১৪) উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র (১৫-১৬) এ উপদেশ মহাসম্মানিত এবং পূত ও পবিত্র লেখকদের হাতে থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

عَبَسَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার عَبْسًا، عُبُوْسًا বাব ضَرَبَ অর্থ- ভ্রু-কুঞ্চিত করল, ভ্রু-কুটি করল, বেজার মুখ হল, মলিন মুখ হল।

تَوَلَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَوَلِّيًا বাব تَفَعُّلٌ 'মুখ ফিরিয়ে নিল'।

جَاءَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার جَيْئًا، مَجِيْئًا বাব ضَرَبَ 'আসল'। যেমন جَاءَهُ وَإِلَيْهِ 'তার কাছে আসল'।

الْأَعْمَى– বহুবচন عُمْيٌ، عُمْيَانٌ অর্থ- অন্ধ, দৃষ্টিহীন। বাব سَمِعَ হতে মাছদার عَمًى অর্থ- অন্ধ হওয়া। যেমন عَمِيَ فُلَانٌ অর্থ- অমুক অন্ধ হল।

يُدْرِيْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার إِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- অবহিত করল, অবগত করল। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার دِرَايَةً অর্থ- জানা, অবগত হওয়া।

يَزَّكّٰى– واحد مذكر غائب মুযারে, শব্দটি মূলে ছিল يَتَزَكّٰى মূল অক্ষর (ز، ك، ى), বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- পরিশুদ্ধ হয়, সৎ হয়।

يَذَّكَّرُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَذَكُّرًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- উপদেশ গ্রহণ করবে, উপলব্ধি করবে, স্মরণ করবে।

تَنْفَعَ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার نَفْعًا বাব فَتَحَ 'উপকার করবে'। বাব اِنْفِعَالٌ হতে উপকৃত হওয়া। যেমন اِنْتَفَعَ بِهِ أَوْ مِنْهُ অর্থ- তার দ্বারা উপকৃত হল, তার দ্বারা উপকার লাভ করল।

الذِّكْرٰى– বাব نَصَرَ-এর মাছদার। অর্থ- উপদেশ, উপলব্ধি, স্মরণ।

اسْتَغْنٰى– واحد مذكر غائب মাযী, মূলবর্ণ غَنْىٌ মাছদার اِسْتِغْنَاءً বাব اِسْتِفْعَالٌ অর্থ- ধনী হল, অভাবমুক্ত হল, বেপরোয়া ভাব দেখাল।

تَصَدّٰى– واحد مذكر حاضر মুযারে, মূলে ছিল تَتَصَدّٰى মূল অক্ষর (صَدْىٌ), মাছদার تَصَدِّيًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- পিছনে লাগেন, আপনি তার পিছনে লাগেন।

يَسْعٰى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার سَعْيًا বাব فَتَحَ অর্থ- কাজ করে, চেষ্টা করে, দৌড়ায়।

يَخْشٰى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার خَشْيًا বাব سَمِعَ অর্থ- ভয় করে, আশংকা করে।

تَلَهّٰى– واحد مذكر حاضر মুযারে, মূলে ছিল تَتَلَهّٰى মূল অক্ষর (لَهْوٌ), মাছদার تَلَهِّيًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- তুমি ভুলে থাক, তুমি উপেক্ষা কর। لَهَا عَنْ شَيْئٍ 'কোন কিছু ভুলে থাকল' أَلْهَاهُ অর্থ- তাকে উদাসীন করল, অমনোযোগী করল, ভুলিয়ে দিল।

تَذْكِرَةٌ– বাব تَفْعِيْلٌ-এর মাছদার। অর্থ- উপদেশ, উপদেশ বাণী, উপদেশের বস্তু।

شَاءَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার شَيْئًا، مَشِيْئَةً বাব فَتَحَ অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল।

ذَكَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার ذِكْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- স্মরণ রাখল, স্মরণ করল।

صُحُفٍ– صَحِيْفَةٌ একবচন, বহুবচন صَحَائِفُ، صُحُفٌ অর্থ- ছহীফা, গ্রন্থ, কাগজ, আমলনামা, পত্রিকা।

مُكَرَّمَةٍ– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল। অর্থ- সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন। যেমন كَرَّمَ فُلَانًا 'সে তাকে সম্মানিত করল'।

مَرْفُوْعَةٍ– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল, মাছদার رَفْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- উঁচু, উন্নত।

مُطَهَّرَة– واحد مؤنث ইসমে মাফ‘উল, মাছদার تَطْهِيْرًا অর্থ- পবিত্র, পরিস্কার, জীবাণু মুক্ত। বাব تَفْعِيْلٌ হতে অর্থ হবে পবিত্র করা, বাব كَرُمَ হতে অর্থ হবে পবিত্র হওয়া, নিষ্কলুষ হওয়া।

أَيْدِيْ– একবচনে يَدٌ অর্থ- হাত, ক্ষমতা, يَدًا بِيَد অর্থ- হাতে হাতে, হাতে নাতে।

سَفَرَة– একবচনে سَافِرٌ মাছদার سَفْرًا বাব ضَرَبَ অর্থ- লেখক, আমল লিপিবদ্ধকারী, ফেরেশতা। যেমন سَفَرَ الْكِتَابَ অর্থ- চিঠি বা বই লিখল, سِفْرٌ বহুবচন أَسْفَارٌ ‘বড় গ্রন্থ’।

كِرَامٍ– একবচনে كَرِيْمٌ অর্থ- মহান, মর্যাদাবান, দানশীল।

بَرَرَة– একবচনে بَارٌّ অর্থ- সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় আচরণকারী। মাছদার بَرًّا বাব ضَرَبَ অর্থ- সত্য বলা, কথা রক্ষা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) عَبَسَ وَتَوَلّٰى– (عَبَسَ) ফে‘ল মাযী, যমীর ফায়েল, (وَ) হরফে আতফ। تَوَلّٰى ফে‘ল মাযী, যমীর ফায়েল। تَوَلّٰى জুমলাটি عَبَسَ জুমলার উপর আতফ হয়েছে।

(২) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمٰى– (أَنْ) সাবায়িয়াহ (سَبَبِيَّةٌ)। এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার মাফ‘উলে লাহু।

(৩) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى– (وَ) হরফে আতিফা (مَا) ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা يُدْرِيْ ফে‘ল মুযারে, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি (مَا)-এর খবর। لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى জুমলাটি يُدْرِيْ ফে‘লের দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী। (هُ) لَعَلَّ-এর ইসম, يَزَّكّٰى ফে‘ল, যমীর ফায়েল মিলে খবর।

(৪) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى– (أَوْ) হরফে আতিফা, يَذَّكَّرُ জুমলাটি يَزَّكّٰى জুমলার উপর আতফ। (فَ) সাবাবিয়া, تَنْفَعَ ফে‘লে মুযারে, (هُ) মাফ‘উলে বিহী, الذِّكْرٰى ফায়েল। এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ।

(৫) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى– (أَمَّا) হরফে শর্ত ও তাফছীল, مَنِ ইসমে মাওছূল, মুবতাদা। اسْتَغْنٰى ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি (مَنْ)-এর ছিলা।

(৬) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى– (فَ) শর্তের জওয়াব। أَنْتَ মুবতাদা, (لَهُ) تَصَدّٰى ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। تَصَدّٰى ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি أَنْتَ-এর খবর। তারপর أَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى এ জুমলাটি مَنِ اسْتَغْنٰى জুমলার খবর।

(৭) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى– (وَ) হালিয়া, (مَا) নাফিয়া, عَلَيْكَ খবরে মুকাদ্দাম, أَلَّا يَزَّكَّى মূলে ছিল فِيْ أَلَّا يَزَّكَّى এ জুমলাটি উহ্য فِيْ-এর সাথে মাজরূর হয়ে উহ্য মুবতাদার মুতা'আল্লিক।

(৮) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى– (وَ) হরফে আতিফা। أَمَّا হরফে শর্ত ও বিবরণমূলক অব্যয়। مَنْ ইসমে মাওছূলা, মুবতাদা, جَاءَكَ জুমলাটি তার ছিলা। يَسْعَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি جَاءَ হতে হাল।

(৯) وَهُوَ يَخْشَى– (وَ) হালিয়া, هُوَ মুবতাদা, يَخْشَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি هُوَ মুবতাদার খবর। هُوَ يَخْشَى জুমলাটি يَسْعَى ফে'ল হতে হাল।

(১০) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى– (فَ) أَمَّا-এর জওয়াব, أَنْتَ মুবতাদা, (عَنْهُ) تَلَهَّى-এর সাথে মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি أَنْتَ মুবতাদার খবর। أَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى এ জুমলাটি مَنْ মুবতাদার খবর।

(১১) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ – (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয়। إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (هَا) যমীর إِنَّ-এর ইসম। تَذْكِرَةٌ খবর।

(১২) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ– (فَ) ই'তেরাযিয়া, مَنْ ইসমে শর্ত, মুবতাদা। شَاءَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলা শর্ত। ذَكَرَهُ জুমলাটি তার জওয়াব।

(১৩-১৫) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوْعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ– (فِيْ صُحُفٍ) উহ্য (مَحْفُوْظَةٌ) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর দ্বিতীয় খবর। مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوْعَةٍ مُطَهَّرَةٍ এ ইসমগুলি صُحُفٍ-এর ছিফাত। بِأَيْدِيْ উহ্য (مَكْتُوْبَةٍ)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে صُحُفٍ-এর চতুর্থ ছিফাত। (سَفَرَةٍ) أَيْدِيْ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(১৬) كِرَامٍ بَرَرَةٍ– (كِرَامٍ بَرَرَةٍ) سَفَرَةٍ-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরায় মানুষকে অন্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ এভাবে মানুষকে ডাকা মানুষের জন্য অপমানজনক। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ 'তোমরা মানুষকে নিন্দনীয় নামে ডেকো না' *(হুজুরাত ১১)*। মুফাসসিরগণ এ বিষয়টির জওয়াব এভাবে দেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন, যে সময়ে অন্যের সাথে কথা বলার মত পরিবেশ

ছিল না। তিনি অন্ধ ব্যক্তি বলেই ডেকেছেন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুভব করতে পারেননি। মুফাসসিরগণের এ জওয়াব কতদূর নিশ্চিত তা সঠিক বলা যায় না। সঠিক উত্তর আল্লাহ ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা ঐসব নেতাদের অন্তরকে অন্ধ বলেন, أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ 'এ লোকেরা কি যমীনে চলাফেরা করে না যে, তাদের অন্তর বুঝতে পারত এবং তাদের কান শুনতে পেত। আসল কথা এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না। কিন্তু অন্তর অন্ধ হয়, যা বুকের মধ্যে নিহিত রয়েছে' *(হজ্জ ৪৬)*। অত্র সূরার ৬-৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আপনি তার পিছনে লেগে আছেন, অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ কাউকে হেদায়াত করা আপনার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ 'লক্ষ্য কর তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক। তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তার কামনা। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিশীল ও দয়াশীল' *(তওবা ১২৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا 'তবে এরা যদি এ কুরআনের উপর ঈমান না আনে, তাহলে আপনি হয়তো তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস করে ফেলবেন' *(কাহফ ৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ 'আপনি ভীতি প্রদর্শনকারী মাত্র' *(রা'দ ৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ 'আপনার কাজ একমাত্র পৌঁছে দেয়া। অর্থাৎ এছাড়া আপনার আর কোন দায়িত্ব নেই' *(শূরা ৪৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ 'তাদেরকে হেদায়াত করা আপনার দায়িত্ব নয়' *(বাক্বারাহ ২৭২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ 'যারা ঈমান আনে তাদেরকে বিতাড়িত করা আমার কাজ নয়। আমিতো কেবল সুস্পষ্ট সাবধানকারী' *(শু'আরা ১১৪-১৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ-

(১) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 'কুরআনের হাফিয ও পাঠক লিপিকার সম্মানিত ফেরেশতার মত। খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে বার বার কুরআন মাজীদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে' *(বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম ৬/৩৮ হা/৭৯৮; আহমাদ হা/২৪৭২১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُنْزِلَ: عَبَسَ وَتَوَلَّى، فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمِ الْأَعْمَى أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرْشِدْنِيْ وَعِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِّنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ وَيَقُوْلُ أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا فَيَقُوْلُ لَا-

(২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, সূরা আবাসা ইবনু উম্মে মাকতূমের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বার বার বলতে লাগল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমাকে সঠিক পথ দেখান। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট মুশরিকদের নেতাদের একজন ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বার বার অন্ধ ব্যক্তির দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন এবং মুশরিক ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করছিলেন এবং বলছিলেন, তুমি দেখছ না আমি কি বলছি? তখন সে বলছিল, জি-না আমি দেখি না' *(তিরমিযী হা/৩৩৩১)*।

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِيْ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِيْ وَعَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ-

(৩) সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সেখানে বসেছিলেন। সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার নিকট তাদের চেয়ে অধিক পসন্দের ছিল। তাই আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহ্র শপথ আমি তো তাকে মুমিন বলেই জানি। তিনি বললেন, না, মুসলিম। তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা (ব্যক্ত করার) প্রবল ইচ্ছা হল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দান থেকে বাদ রাখলেন? আল্লাহ্র শপথ আমি তো তাকে মুমিন বলেই জানি। তিনি বললেন, না, মুসলিম। তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় সেই একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন, 'সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন' *(বুখারী হা/২৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা কুরাইশ নেতাদের মাঝে বসেছিলেন। তিনি তাদের বলছিলেন যে, আমি এই এই কল্যাণ নিয়ে আসব, এটা ভাল নয় কি? তারা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম। ইতিমধ্যে ইবনু উম্মে মাকতূম আসল, তখন তিনি তাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

সে তাঁকে সঠিক পথের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ সূরাটি নাযিল হয়' *(দুররে মানছূর ৮/৩৮১ পৃঃ)*।

(২) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ইবনু উম্মে মাকতূম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসল, তখন তিনি ওবাই ইবনু খালফের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ সূরাটি নাযিল হয় *(দুররে মানছূর ৮/৩৮১ পৃঃ)*।

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওতবা ইবনু রাবী'আহ, আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আবু জাহল ইবনু হিশাম-এর সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলেন এবং তাদের পিছনে খুব লেগেছিলেন। তাদের ঈমান আনয়নের আকাংখা করছিলেন। এ সময় তাঁর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি আসে, যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম। তখন তিনি তাদের সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলেন। অন্ধ ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত পড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনি আমাকে শিক্ষা দেন, যা আপনাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তিনি মুখ বেজার করলেন, তিনি ফিরে গেলেন, তিনি তার সাথে কথা বলা অপসন্দ করলেন, তিনি অন্যদের দিকে ফিরে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তার চুপে চুপে কথা বলা শেষ করলেন এবং পরিবারের দিকে ফিরে গেলেন। এ সময় আল্লাহ তার দৃষ্টির কিছু পরিবর্তন ঘটান এবং তার মাথা নিচু করেন। তারপর এ সূরাটি নাযিল করেন। তারপর অন্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে যা নাযিল হওয়ার ছিল তা নাযিল হল। তারপর আল্লাহ্‌র নবী তাকে সম্মান করলেন, তার সাথে কথা বললেন। তিনি বলেন, আপনার কি প্রয়োজন, আপনি কি চান? *(দুররে মানছূর ৮/৩৮১ পৃঃ)*।

(৪) ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে এ আয়াতগুলি গোপন করতেন *(দুররে মানছূর ৮/৩৮১ পৃঃ)*।

(৫) যাহহাক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সূরা আবাসার ব্যাপারে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা কুরাইশদের এক সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কথা বলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন অন্ধ ব্যক্তি তাঁর নিকট আসে এবং তাঁকে ইসলামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহ নবীকে সতর্ক করেন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকেন ও তার সম্মান করেন এবং তাকে দু'বার মদীনার প্রতিনিধি বানান *(দুররে মানছূর ৮/৩৮২)*।

(৬) মাসরূক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা আমি আয়েশার নিকটে গেলাম, তখন তাঁর নিকট মুখ আবৃত অবস্থায় একজন লোক ছিল। তিনি তাকে আমরুদ ফল কেটে মধু দিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আয়েশা! এ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ইনি উম্মে মাকতূম। যার ব্যাপারে আল্লাহ নবীকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, এ ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসে, তখন তাঁর নিকট ছিল ওতবা ও শায়বা। তিনি তাদের দিকে ফিরে যান *(দুররে মানছূর ৮/৩৮২)*।

(৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতাদেরকে নিয়ে নির্জনে কথা বলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেন। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশা করেন। তখন অন্ধ ব্যক্তি আসে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে তার আসা অপসন্দ করেন। তিনি মনে মনে বলেন, এসব কুরাইশ নেতাদের সাথে আসে নীচু শ্রেণীর অন্ধ দাস ব্যক্তি। একথা বলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন এ সূরা নাযিল হয় *(দুররে মানছূর ৮/৩৮২)*।

ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল এবং পুরুষ-নারী সবাই সমান। আপনি সবাইকে সমান নছীহত করবেন। হিদায়াত আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে।

অবগতি

আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম ছিলেন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকটাত্মীয়। এ আত্মীয়তার বিষয় সামনে রাখার পর তিনি তাকে দরিদ্র কিংবা কম মর্যাদার লোক মনে করে তাঁর প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বড় লোকদের প্রতি অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে সন্দেহ করার কোন কারণই থাকতে পারে না। কারণ তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সম্পর্কে ভাই এবং অভিজাত বংশের লোক ছিলেন। হীন মর্যাদার ব্যক্তি ছিলেন না। অতএব এ আচরণের মূল কারণ কুরআনেই স্পষ্ট হয়েছে। আর তা হচ্ছে তিনি ছিলেন অন্ধ ব্যক্তি। কুরাইশের নেতারা ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের যত শক্তি অর্জিত হবে, ইবনু উম্মে মাকতূমকে ইসলামের কথা বললে ইসলামের ততটা শক্তি বৃদ্ধি হবে না। কাজেই এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বাধাগ্রস্ত করা তার জন্য উচিৎ হয়নি। তিনি যা জানতে চান তা পরেও জানতে পারেন।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী তাঁর 'ইকলীল' নামক গ্রন্থে বলেন, অত্র আয়াত সমূহে দরিদ্রদেরকে জ্ঞান অর্জনের বৈঠকে আসার জন্য এবং জাতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে ধনীদের কোন প্রাধান্য নেই। আল্লামা যামাখশারী বলেন, আল্লাহ এখানে মানুষকে আর একটি সুন্দর শিষ্টাচার শিখিয়ে দিয়েছেন *(কাশশাফ ৪/৫৪৫)*।

অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের কোন সংবাদ জানতেন না। বলা হয় যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি কোন আয়াত গোপন করতেন, তাহলে এ আয়াতগুলি গোপন করতেন *(জামেউল বায়ান ৩/৫২ পৃঃ; তাফসীর কাসেমী ৯/৩২৬)*। অনেকেই মনে করেন অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের কোন গোনাহ হতে পারে। কারণ আল্লাহ এখানে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে কঠোর সতর্ক করেছেন যা গোনাহের প্রমাণ করে। আল্লামা রাযী (রহঃ) বলেন, এগুলি অবাস্তব মন্তব্য।

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣)

অনুবাদ : (১৭) অভিশাপ বর্ষিত হোক এ মানুষের উপর। সে কতই না সত্য অমান্যকারী (১৮) আল্লাহ তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্রের একটি ফোঁটা দিয়ে আল্লাহ তাকে

সৃষ্টি করেছেন। (২০) অতঃপর তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তারপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করে দিয়েছেন। (২১) তারপর তার মৃত্যু দিয়েছেন ও কবরে পৌঁছার ব্যবস্থা করেছেন। (২২) এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, পুনরায় তাকে জীবিত করবেন। (২৩) কখনো নয়, আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তা সে পালন করেনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُتِلَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার قَتْلًا বাব نَصَرَ 'হত্যা করা হয়েছে'। শব্দটি এখানে বদ দো'আর স্থলে ধ্বংস হোক বা অভিশপ্ত হোক অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

اَلْإِنْسَانُ– বহুবচন أَنَاسِىُّ অর্থ- মানুষ, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়। حُقُوْقُ الْاَنْسَان 'মানবাধিকার'।

مَا أَكْفَرَهُ– فِعْلٌ تَعَجُّبٌ মাছদার كُفْرًا ও كُفْرَانًا বাব نَصَرَ 'সে কত অকৃতজ্ঞ'। যেমন كَفَرَ بِالنِّعْمَة 'অকৃতজ্ঞ হল'। كُفْرَانُ النِّعْمَة 'নিমকহারামী'।

شَيْئٌ– বহুবচন أَشْيَاءُ অর্থ- বস্তু, জিনিস, বিষয় شَيْئًا فَشَيْئًا অর্থ- ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে।

خَلَقَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ 'সৃষ্টি করলেন'।

نُطْفَةٌ– একবচন, বহুবচন نُطَفٌ অর্থ- শুক্র, বীর্য।

قَدَّرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَقْدِيْرٌ বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- নির্ধারণ করল, নির্দিষ্ট করল, ধার্য করল।

اَلسَّبِيْلُ– একবচন, বহুবচন سُبُلٌ অর্থ- পথ, রাস্তা, উপায়। عَابِرُ السَّبِيْلِ 'পথচারী', اِبْنُ السَّبِيْلِ 'মুসাফির'।

أَمَاتَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِمَاتَةٌ বাব إِفْعَالٌ অর্থ- মৃত্যু দান করল, মেরে ফেলল। أَمَاتَ الشَّهْوَات 'প্রবৃত্তিকে দমন করল' اَلْاِسْتِمَاتَةُ অর্থ- মরণপণ চেষ্টা করা, মরণপণ লড়াই করা।

اَلْمَوْتُ– অর্থ- মৃত্যু, ধ্বংস, اَلْمَيِّتُ অর্থ- প্রাণহীন, মৃত।

أَقْبَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِقْبَارًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কবর দিল বা কবরে স্থান দিল। বাব نَصَرَ হতে মাছদার قَبْرًا 'দাফন করা'। যেমন قَبَرَ الْمَيِّتَ অর্থ- তাকে দাফন করল, পুঁতে রাখল। قَبْرٌ বহুবচন قُبُوْرٌ অর্থ- কবর, সমাধি। اَلْمَقْبَرَةُ-এর বহুবচন مَقَابِرُ অর্থ- কবরস্থান, গোরস্থান।

أَنْشَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার نَشْرًا وَنُشُوْرًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- পুনরুত্থান করলেন।

قَضَى الصَّلَاةَ যেমন ضَرَبَ বাব قَضْيًا وَ قَضَاءً মুযারে, মাছদার واحد مذكر غائب –يَقْضِي 'ছালাত আদায় করল'। اِنْقَضَى شَيْئٌ অর্থ- শেষ হল, সমাপ্ত হল, পূর্ণ হল। اَلْقَضَاءُ অর্থ- বিচার, পূরণ, পরিশোধ।

أَمَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার, أَمْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- আদেশ করল, নির্দেশ দিল। যেমন أَمَرَهُ بِهِ 'তাকে কোন কিছুর নির্দেশ দিল'। اَلْأَمْرُ-এর বহুবচন أَوَامِرُ 'আনুগত্য'। اَلْأَمْرُ একবচন, বহুবচন الأُمُوْرُ 'কাজ'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৭) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ– জুমলাটি বদ দো'আ মূলক। قُتِلَ মাযী মাজহূল, اَلْإِنْسَانُ নায়েবে ফায়েল। (مَا) ইস্তেফহাম মুবতাদা, أَكْفَرَهُ জুমলা ফে'লিয়াটি খবর। প্রকাশ থাকে যে, (مَا) টি ইস্তেফহাম তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১৮-১৯) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ– জুমলাটি মুস্তানিফা, (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ) خَلَقَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। خَلَقَهُ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (ه) মাফ'উলে বিহী, আগের জুমলা مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ হতে বদল। (فَ) হরফে আতিফা, قَدَّرَهُ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী।

(২০-২২) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ– (ثُمَّ) হরফে আতিফা, একত্রীকরণের পাশাপাশি বিলম্বিত করা বুঝায়, السَّبِيْلَ পূর্বে উহ্য يَسَّرَ ফে'লের মাফ'উলে বিহী। পরের يَسَّرَ ফে'লটি সেই উহ্য ফে'লের ব্যাখ্যা প্রদানকারী বা মুফাসসির। يَسَّرَ ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী। أَمَاتَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী, (فَ) হরফে আতিফা, أَقْبَرَهُ জুমলা ফে'লিয়াটি পূর্বের উপর আতফ। (ثُمَّ) হরফে আতিফা। إِذَا যরফ, শর্তের অর্থে (شَاءَ) ফে'ল ও ফায়েল মিলে শর্ত। أَنْشَرَهُ শর্তের জওয়াব।

(২৩) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ– (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয়। لَمَّا নাফী ও সাকিন প্রদানকারী অব্যয়। يَقْضِ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। لَمَّا থাকার কারণে শেষে থেকে হরফে ইল্লাত يَ বিলুপ্ত হয়েছে, (مَا) ইসমে মাওছূল, মাফ'উলে বিহী। أَمَرَهُ জুমলা ফে'লিয়াটি ছিলা। মাওছূল ও ছিলা মিলে মাফ'উলে বিহী।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ বলেন, قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا 'তার প্রতিবেশী কথা প্রসংগে তাকে বলল, তুমি কি কুফরি কর সেই মহান আল্লাহ্র সাথে যিনি তোমাকে মাটি হতে তারপর শুক্র কীট হতে সৃষ্টি করেছেন? আর তোমাকে এক পূর্ণাঙ্গ দেহ বিশিষ্ট মানুষ করে দিয়েছেন' *(কাহফ ৩৭)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মানুষের অহংকারের কিছু নেই। কারণ মানুষ খুব তুচ্ছ বস্তু দ্বারা সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا 'আমি মানুষকে সংমিশ্রিত শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি, যেন আমি তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। পরীক্ষার আর একটি কারণ হচ্ছে আমি তাদেরকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি' *(দাহর ২)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি মানুষকে স্বামী-স্ত্রীর সংমিশ্রিত শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি। এভাবে মানুষের সামনে পেশ করে মানুষকে অহংকার মুক্ত হতে বলা হয়েছে। মানুষ যে পরিমাণ অহংকার মুক্ত হবে, সে পরিমাণ ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا.

'হে মানুষ! মরণের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমাদের মনে যদি কোন সন্দেহ হয়, তাহলে তোমাদের জানা উচিৎ যে, আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর শুক্রকীট হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর গোশত পিণ্ড হতে যা কখনও আকৃতি বিশিষ্ট হয়, আবার কখনও আকৃতিবিহীন হয়। (আমি একথা বলছি) তোমাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য। আমি শুক্রকীটকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে রেখেছি। তারপর তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে মায়ের গর্ভ হতে বের করে আনি' *(হজ্জ ৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ 'মানব সৃষ্টি শুরু হয়েছে মাটি হতে। তারপর তার বংশধারা চলছে সেই বস্তু হতে যা এক নিকৃষ্ট পানিরূপে নির্গত হয়' *(সাজদা ৭-৮)*।

অত্র সূরার ২০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, আমি তার চলার পথ সহজ করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا 'আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি। কাজেই সে হয় শুকরগুযার হোক, না হয় অকৃতজ্ঞ হোক' *(দাহর ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আমি তাকে ভাল-মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি' *(বালাদ ১০)*। অত্র আয়াতগুলিতে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করে এমনিতেই ছেড়ে দেইনি, আমি তাদেরকে জাহান্নাম ও জান্নাতের ভাল-

মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি'। আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরার ২২নং আয়াতে বলেন, 'অতঃপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের পুনরুত্থান করবেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ 'তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা সহসা মানুষের আকৃতিতে যমীনের বুকে ছড়িয়ে পড়েছ' *(রূম ২০)*। আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা হতে অস্তিত্ব দিয়েছেন, তিনি এ মানুষকে মরণ দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না বলে ধারণা করা অন্তত মানব জাতির কাজ নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'তারপর হাড়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন, কিভাবে হাড়গুলি সাজাই, গোশত ও চামড়া দ্বারা পূর্ণ করি? এভাবে প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখনই তার সামনে উদঘাটন হল, তখন সে বলল, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান' *(বাক্বারাহ ২৫৯)*। আল্লাহ মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম এর প্রমাণে অত্র আয়াতটি স্পষ্ট ও খোলাখুলি দলীল।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَّاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানব দেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামতের দিন সেই হাড় হতে গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৭)*।

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبُ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ.

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন তা হতেই তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/ঐ)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরযী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি অথবা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর মুছহাফে পড়েছি। সেখানে দেখলাম, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! তুমি আমার সাথে ইনছাফ করলে না। তোমাকে পূর্ণ মানুষ করেছি। তোমাকে শক্ত মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাকে নিরাপদ স্থানে শুক্রকীট করে রেখেছি। তারপর শুক্রকীটকে এক টুকরা গোশতে পরিণত করেছি। তারপর একটা রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর রক্তপিণ্ডের মধ্যে হাড় সাজিয়েছি। তারপর হাড়ের উপর গোশত লাগিয়েছি। তারপর তোমাকে মানুষরূপে আকৃতি দান করেছি। হে আদম! আমি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে কি? তারপর তোমাকে বহন করা তোমার মায়ের জন্য কঠিন হলেও সহজ করে দিয়েছি। যাতে করে তোমার মা তোমাকে

নিয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়ে এবং কষ্টবোধ না করে। অতঃপর নাড়িভুঁড়ি প্রশস্ত করলাম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক করলাম। নাড়িভুঁড়ি সংকীর্ণ ছিল। পরে আরো প্রশস্ত করলাম। অঙ্গ সমূহ সংকীর্ণ ও মিলে ছিল। আমি সব পৃথক পৃথক ও প্রশস্ত করলাম। তারপর তোমাকে তোমার মায়ের পেট হতে বের করার জন্য ফেরেশতাকে আদেশ করেছি। তারপর তোমাকে নগ্ন ও শক্তিহীন করে দুনিয়ায় নিয়ে এসেছি। তারপর তোমাকে দেখলাম তুমি খুবই দুর্বল। কেটে খাওয়ার মত সামনে কোন দাঁত নেই, চিবানোর মত ভিতরে কোন দাঁত নেই। তারপর তোমার মায়ের বুকে তোমার জন্য দুধের ব্যবস্থা করলাম, যা গরমের দিনে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডার দিনে গরম। তোমার জন্য শরীরের চামড়া, গোশত, রক্ত ও রগের ব্যবস্থা করলাম। তারপর তোমার মায়ের অন্তরে দিলাম দয়া, আর তোমার পিতার অন্তরে দিলাম সহানুভূতি ও মমতা। তারা দু'জন চেষ্টা করে কষ্ট করে তোমাকে লালন-পালন করবে এজন্য। তোমার জন্য তারা আহার যোগায়। তোমার ঘুম না হলে তাদের ঘুম হয় না। এত কিছু করলাম তোমাকে পরিবার হিসাবে গ্রহণ করার জন্য নয়, কোন প্রয়োজনে তোমার সহযোগিতা নেয়ার জন্য নয়।

হে আদম সন্তান! যখন তোমার দাঁত কর্তন করতে পারে, ভিতরের দাঁত চিবাতে পারে তখন তোমাকে শীতের সময় শীতের ফল খেতে দিয়েছি আর গরমের সময় গরমের ফল খেতে দিয়েছি। অতঃপর যখন তুমি জানতে পারলে আমি তোমার প্রতিপালক, তখন তুমি আমার নাফরমানী করলে। অতএব এখন তুমি আমার নাফরমানী করেছ। আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। আমি নিকটেই রয়েছি। আমি ডাকে সাড়া দিব। আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি বড় ক্ষমাশীল, আমি বড় দয়াশীল *(দুররে মানছূর ৮/৩৮৪)*।

অবগতি

কুফরী করার আগে মানুষের উচিৎ তার নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটু চিন্তা করা। তার অস্তিত্ব কিভাবে হয়েছে। কি জিনিস দিয়ে ও কিভাবে তাকে তৈরী করা হয়েছে। কিরূপ অসহায় ও অক্ষম অবস্থায় এ দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে। এসব কথা তার ভেবে দেখা দরকার। নিজের প্রকৃতি ও সঠিক পরিচয় ভুলে গিয়ে আত্মম্ভরিতায় সে কিভাবে লিপ্ত হতে পারে? নিজের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে যাওয়ার মত দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা কিরূপে তার মনে স্থান পেতে পারে। মানুষ নিজের জন্ম ও ভাগ্যের ব্যাপারে যেমন অসহায়, তেমন নিজের মৃত্যুর ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র সামনে একান্তভাবে অসহায় ও অক্ষম। মানুষ নিজের ইচ্ছায় দুনিয়ায় জন্ম নিতে পারে না। নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্য এড়াতে বা পিছিয়ে দিতে পারে না। যে স্থানে যে সময়ে মরণ নির্ধারিত ঠিক সে স্থানে সে সময় সে অবস্থাতেই ঘটবে। তার ব্যতিক্রম হবে না। তা কেউ ঠেকাতে ও রদবদল করতে পারবে না। তার জন্য যে ধরনের কবর নির্ধারণ করা হয়েছে, মরণের পর সে ধরনের কবরেই সমাহিত হবে। তার এ কবর মাটির নীচে, সমুদ্রের গভীরতায়, আগুনের মধ্যে কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর পেটে যে কোন স্থানে হতে পারে। সৃষ্টিজগত একত্র হয়েও তাকদীরে নির্ধারিত বিষয় এক বিন্দু বদলাতে পারবে না।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَّقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا (٣١) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢).

অনুবাদ : (২৪) এছাড়া মানুষের উচিৎ সে যেন তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (২৫) আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি। (২৬) অতঃপর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭-৩১) তারপর তাতে নানারূপ শস্য উৎপাদন করেছি আংগুর, তরি-তরকারী, যায়তুন, খেজুর, ঘন বাগ-বাগিচা আর নানা জাতের ফল ও শাক-পাতা (৩২) এ তো তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য জীবিকার সামগ্রী রূপে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنْظُرُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার نَظَرًا ও نَظْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- তাকায়, দৃষ্টিপাত করে। যেমন نَظَرَ إِلَى الشَّيْئِ অর্থ- তাকাল, দৃষ্টিপাত করল।

طَعَامٌ– একবচন, বহুবচন أَطْعِمَةٌ অর্থ- খাদ্য, খাবার।

صَبَبْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার صَبًّا বাব نَصَرَ 'আমি ঢাললাম'। যেমন صَبَّ الْمَاءَ অর্থ- পানি প্রবাহিত করল, পানি ঢালল। إِنْصَبَّ الْمَاءُ অর্থ- পানি প্রবাহিত হল, গড়িয়ে পড়ল।

اَلْمَاءُ– একবচন, বহুবচন مِيَاهٌ পানি। মূলে ছিল مَوْهٌ। (و) হরফটিকে আলিফে পরিণত করে (ه) টি হামযায় পরিণত হয়।

شَقَقْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার شَقًّا বাব نَصَرَ 'আমি বিদীর্ণ করলাম'। যেমন شَقَّ الشَّيْئَ অর্থ- বিদীর্ণ করল, ফাটাল।

اَلْاَرْضُ– বহুবচন أَرَاضٍ ও أَرْضُوْنَ অর্থ- ভূমি, পৃথিবী।

اَنْبَتْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার نَبَاتًا ও نَبْتًا বাব نَصَرَ 'আমি উদ্ভিদ অংকুরিত করেছি'। যেমন اَنْبَتَ اللّٰهُ النَّبَاتَ 'আল্লাহ উদ্ভিদ উৎপন্ন করলেন'। نَبَاتٌ বহুবচন نَبَاتَاتٌ অর্থ- তৃণ, উদ্ভিদ, ঘাস।

مَنْبِتٌ - একবচন, বহুবচন مَنَابِتُ অর্থ- উৎসভূমি, উৎপন্নস্থল।

حَبًّا– বহুবচন حُبُوْبٌ অর্থ- শস্য, দানা।

عِنَبًا– বহুবচন أَعْنَابٌ 'আঙ্গুর'। যেমন عُنْقُوْدُ الْعِنَبِ 'আঙ্গুরের গুচ্ছ'।

قَضْبًا– একবচনে قَضْبَةٌ অর্থ- উদ্ভিদ, শাক, সবজি। قَضْبَةٌ-এর বহুবচন قَضْبَاتٌ 'গাছের ডাল'।

زَيْتُوْنًا– একবচনে زَيْتُوْنَةٌ অর্থ- জলপাই, জলপাই গাছ। যেমন زَيْتٌ-এর বহুবচন زَيْتُوْنَةٌ 'যায়তূনের রস বা তেল'।

نَخْلًا– একবচনে نَخْلَةٌ ‘খেজুর গাছ’। نَخِيْلٌ একবচনে نَخِيْلَةٌ ‘খেজুর’।

حَدَائِقُ– একবচনে حَدِيْقَةٌ অর্থ- উদ্যান, বাগান, পার্ক। যেমন حَدِيْقَةُ الْحَيْوَانَاتِ ‘চিড়িয়াখানা’ اَلْحَدِيْقَةُ الْعَامَّةُ অর্থ- পার্ক, সাধারণ উদ্যান।

غُلْبًا– ইসমে ছিফাত, মাছদার غَلَبًا বাব سَمِعَ অর্থ- ঘন, সন্নিবেশিত। যেমন غَلَبَتِ الْحَدِيْقَةُ ‘বাগানটি ঘন বৃক্ষপূর্ণ হল’। اَلْحَدِيْقَةُ الْغَلْبَاءُ অর্থ- ঘন বৃক্ষপূর্ণ বাগান, নিবিড় উদ্যান। বহুবচন غُلْبٌ।

فَاكِهَةٌ– বহুবচন فَوَاكِهُ অর্থ- ফল, মেওয়া। فَاكِهَانِيٌّ ‘ফলওয়ালা’।

اَبًّا– اَلْاَبُّ-এর বহুবচন أَوُبٌّ অর্থ- ঘাস, তৃণ।

مَتَاعًا– বহুবচন أَمْتِعَةٌ অর্থ- ভোগের সামগ্রী, আসবাবপত্র। যেমন تَمَتَّعَ ‘উপভোগ করল’ اِسْتَمْتَعَ بِهٖ অর্থ- তা উপভোগ করল, ব্যবহার করল।

أَنْعَامٌ– একবচনে نَعَمٌ অর্থ- গবাদি পশু, গৃহপালিত পশু।

বাক্য বিশ্লেষণ

(২৪) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهٖ– (فَ) ইস্তেনাফিয়া, لَامْ অব্যয়টি লামে আমর। يَنْظُرُ ফে‘লে মুযারে, اَلْإِنْسَانُ ফায়েল। (إِلَى طَعَامِهٖ) يَنْظُرُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক।

(২৫) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا– (أَنَّا) মূলে ছিল أَنَّنَا (نَا) أَنَّ-এর ইসম। صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا জুমলাটি أَنَّ-এর খবর। صَبَبْنَا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, اَلْمَاءَ মাফ‘উলে বিহী, (صَبًّا) মাফ‘উলে মুত্বলাক। এ জুমলাটি পূর্বের طَعَامِهٖ থেকে বদলে ইস্তেমাল।

(২৬) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا– বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব অনুরূপ।

(২৭-৩১) فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلًا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا–(فَ) হরফে আতিফা, أَنْبَتْنَا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, (فِيْهَا) أَنْبَتْنَا ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। (حَبًّا) মাফ‘উলে বিহী। পরের ইসমগুলো حَبًّا-এর উপর আতফ। (غُلْبًا) حَدَائِقَ-এর ছিফাত।

(৩২) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ– (مَتَاعًا) উহ্য فَعَلَ ফে‘লের মাফ‘উলে লাহু, (لَكُمْ) مَتَاعًا-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (لِأَنْعَامِكُمْ) لَكُمْ -এর উপর আতফ। অর্থাৎ وَفَعَلَ مَتَاعًا لَكُمْ لِأَنْعَامِكُمْ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا 'আমি মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। যাতে তার সাহায্যে ফল-ফসল, শাক-সবজি ও ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উৎপাদন করতে পারি' *(নাবা ১৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُوْنَ (١٨) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ (١٩) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِيْنَ.

'আর আসমান হতে ঠিক অনুমান মত এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে যমীনে স্থায়ী রেখেছি। আমরা তাকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর এ পানির সাহায্যে আমরা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান করেছি। তোমাদের জন্য এসব বাগানে বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু ফল রয়েছে। আর তা হতে তোমরা খাদ্য লাভ করে থাক। আর সে গাছও আমরা উৎপাদন করেছি যা সাইনা পাহাড়ে উৎপাদন হয়। সে গাছ খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্য তেল ও আহার্য নিয়ে উৎপাদন হয়' *(মুমিনূন ১৮-১৯)*।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের আহারের ব্যবস্থা কিভাবে করেন তার বিবরণ দিয়েছেন। যে বিষয়ে মানুষের ভাবা উচিৎ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ 'তারা কি কখনও যমীনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি? কত বিপুল পরিমাণে কত প্রকার চমৎকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেছি'? *(শু'আরা ৭)*। এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখার ইচ্ছা হলে দূরে কোথাও যেতে হবে না। চোখ খুলে যমীনের উর্বরতা ও নিদর্শন দেখলেই হবে। আল্লাহ বলেন, وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 'আর আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তার দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন' *(রূম ২৪)*। অত্র আয়াতে মরণের পর জীবিত হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। আল্লাহ আছেন তাও প্রমাণিত হয়। আর জানা যায় যে, আসমান-যমীনের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللهُ الَّذِيْ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُوْرُ- 'আল্লাহ বাতাস প্রবাহিত করেন। অতঃপর বাতাস মেঘ নিয়ে চলে। তারপর আমি তাকে অনাবাদী অঞ্চলে নিয়ে যাই। সে যমীনে পানি বর্ষণ করে জীবিত করে তুলি যা মৃত পড়েছিল। মরা মানুষগুলির জীবিত হওয়া ঠিক এরূপই হবে' *(ফাতির ৯)*। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ পরকালকে অসম্ভব ও অবান্তর মনে করে এটা মানুষের ভিত্তিহীন ভাবনামাত্র।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ، وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ، لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ- 'এ লোকদের জন্য

মৃত যমীন একটি নিদর্শন। আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা হতে ফসল উৎপাদন করেছি যা তারা খেয়ে থাকে। আমরা তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরী করেছি এবং তার মধ্য হতে ঝর্ণধারা প্রবাহিত করেছি, যেন তারা ফল খেতে পারে' *(ইয়াসীন ৩৩-৩৫)*।

এখানে আল্লাহ বলেন, আমি পানির সাহায্যে শস্য ও ফল গাছ উৎপাদন করি যা মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য। আর এসব কিছু প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُوْنَ 'যিনি আকাশ হতে এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তুলেছেন, এমনি ভাবেই একদিন তোমাদেরকেও মাটির ভিতর হতে জীবন্ত করে আনা হবে' *(যুখরুফ ১১)*। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, এ বৃষ্টিপাতের নিয়মের উপর এক মহা শক্তিমান সত্তার নিরংকুশ কর্তৃত্ব চলছে। তাঁর ফায়ছালার বিরোধিতা করার কোন ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ 'তোমরা কি কখনও চোখ খুলে তাকিয়ে দেখছ, যে পানি তোমরা পান কর এ পানি মেঘমালা হতে তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণ করেছি? আমি ইচ্ছা করলে তো তাকে তীব্র লবণাক্ত করে দিতে পারি। তাহলে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর না কেন'? *(ওয়াকি'আ ৬৮-৭০)*। অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্ব দান করতে আল্লাহ সক্ষম। তিনি তাকে সৃষ্টি করতে পারেন, এমন ক্ষমতা তাঁর আছে। আল্লাহ্র সৃষ্টির কারণে অস্তিত্ব লাভ করে, তাঁরই রিযিক খেয়ে, তাঁরই পানি পান করে মানুষ বেঁচে থাকে। তাহলে কি করে মানুষ তাঁর সামনে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী হতে পারে? আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করতে পারে?

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (عَبَسَ وَتَوَلَّى) فَلَمَّا أَتَي عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا) قَالَ: عَرَفْنَا مَا الْفَاكِهَةُ، فَمَا الْأَبُّ؟ فَقَالَ: لَعَمْرُكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ–

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারের উপর عَبَسَ وَتَوَلَّى পড়তে পড়তে وَفَاكِهَةً وَأَبًّا পর্যন্ত এসে নিজেই বললেন (فَاكِهَةً)-এর অর্থ আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু (أَبًّا)-এর অর্থ কি? তারপর তিনি নিজেই বললেন, হে ওমর! এ কষ্ট ছাড় *(হাকিম, তাফসীরে ত্বাবারী হা/৩৬৪৭৮; হাদীছ ছহীহ, রূহুল মা'আনী ১৪/৩৪৩, তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৩৯১)*। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, أَبٌّ যমীন থেকে উৎপাদিত জিনিসকে বলে? কিন্তু তার আকার আকৃতি জানা যায় না।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ

ইবরাহীম তায়মী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আল্লাহ্র এ বাণী, (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন, কোন আকাশ আমাকে তার নীচে ছায়া দিবে?

কোন যমীন আমাকে তার পিঠে তুলে নিবে? যদি আমি আল্লাহ্‌র কিতাবের যে বিষয়ে ভাল জানি না তা জানি বলে উক্তি করি? অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমার জানা নেই *(রূহুল মা'আনী ১৪/৩৪৩ পৃঃ; ইবনু কাছীর ৬/৩৯১ পৃঃ)*।

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)-

অনুবাদ : (৩৩-৩৬) অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো বিকট শব্দ উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদী হতে পালাবে। (৩৭) তাদের প্রত্যেকে সেইদিন এমন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত অবস্থা থাকবে না। (৩৮) সেদিন কতক মুখ ঝকমক করতে থাকবে। (৩৯) হাসি, খুশী ও আনন্দে উজ্জ্বল হবে। (৪০) আবার কতিপয় মুখ হবে ধূলামলিন। (৪১) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। (৪২) এরাই হল কাফির ও পাপী লোক।

শব্দ বিশ্লেষণ

الصَّاخَّةُ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার صَخًّا বাব نَصَرَ অর্থ- বিকট শব্দ, কান ফাটানো শব্দ। যেমন صَخَّ فُلَانٌ অর্থ- কানে এমন জোরে প্রহার করল, যার ফলে লোকটি বধির হয়ে গেল।

يَفِرُّ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার فَرًّا، فِرَارًا বাব ضَرَبَ 'পলায়ন করবে'। اَلْمَفَرُّ 'পলায়নের স্থান'।

الْمَرْءُ– مَرْءٌ، إِمْرَأٌ বহুবচন رِجَالٌ অর্থ- মানুষ, পুরুষ, লোক। إِمْرَأَةٌ বহুবচন نِسَاءٌ ও نِسْوَةٌ অর্থ- নারী, স্ত্রীলোক। مُرُوْأَةٌ অর্থ- পৌরুষ, পুরুষত্ব, মানবিকতা।

أَخٌ– একবচন, বহুবচন إِخْوَانٌ ও إِخْوَةٌ অর্থ- ভাই, বন্ধু। أُخْوَةٌ 'ভ্রাতৃত্ব'। যেমন اَخَى بَيْنَهُمَا 'উভয়ের মাঝে ভ্রাতৃ সম্পর্ক সৃষ্টি হল'।

أُمٌّ– একবচন, বহুবচন أُمَّهَاتٌ، أُمَّاتٌ অর্থ- মা, মাতা, মূল, উৎস। اَللُّغَةُ الْأُمُّ 'মাতৃভাষা' أُمُّ الْخَبَائِثِ 'মন্দের উৎস'।

أَبٌ– একবচন, বহুবচন آبَاءٌ 'পিতা'। أَبُوْ الْأُمَّةِ অর্থ- জাতির পিতা, জাতির জনক। يَا أَبِي 'হে আব্বা', يَا أَبَتِ 'হে আব্বু', أَبًا عَنْ جَدٍّ 'বংশ পরম্পরায়'।

صَاحِبَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, বহুবচন صَوَاحِبُ অর্থ- স্ত্রী, বান্ধবী। বাব سَمِعَ থেকে মাছদার صَحَابَةٌ ও صُحْبَةٌ অর্থ- সাথী হওয়া, সঙ্গী হওয়া।

اِبْنٌ– বহুবচন أَبْنَاءٌ، بَنُوْنَ অর্থ- পুত্র, ছেলে, সন্তান।

شَأْنٌ–বহুবচন شُؤُوْنٌ অর্থ- অবস্থা, কাজ, ব্যস্ততা। اَلشُّؤُوْنُ الْاِجْتِمَاعِيَّةُ 'সামাজিক বিষয়াদি'।

يُغْنِيْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِغْنَاءً বাব اِفْعَالٌ 'মুখাপেক্ষীহীন করে'।

وُجُوْهٌ– শব্দটি বহুবচন। একবচনে وَجْهٌ অর্থ- মুখ, চেহারা। وَجْهًا لِوَجْهٍ অর্থ- সামনা-সামনি, মুখোমুখি।

مُسْفِرَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার اِسْفَارًا বাব اِفْعَالٌ অর্থ- উজ্জ্বল, সুন্দর। যেমন اَسْفَرَ الصُّبْحُ অর্থ- 'ভোর বা ফর্সা হল'।

ضَاحِكَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার ضِحْكًا বাব سَمِعَ 'হাস্যকারী'। যেমন اَلْوَجْهُ الضَّاحِكُ অর্থ- হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, হাসি-খুশি চেহারা।

مُسْتَبْشِرَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার اِسْتِبْشَارًا বাব اِسْتِفْعَالٌ অর্থ- উৎফুল্ল, আনন্দিত। যেমন اَلْوَجْهُ الْمُسْتَبْشِرُ 'প্রফুল্ল চেহারা'। بَشَارَةٌ-এর বহুবচন بَشَائِرُ অর্থ- সুসংবাদ, শুভ সংবাদ।

غَبَرَةٌ– غُبَارٌ، غَبَرَةٌ অর্থ- ধূলি, ধূলা, ধূলো। বাব سَمِعَ মাছদার غَبْرًا অর্থ- ধূলিময় হল, ধূসর বর্ণের হল।

تَرْهَقُ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার رَهْقًا বাব سَمِعَ অর্থ- আচ্ছন্ন করে, ঢেকে ফেলে। যেমন رَهِقَ الشَّيْئُ فُلَانًا 'ছেয়ে ফেলল'।

قَتَرَةٌ– 'মলিনতা'। যেমন أَقْتَرَ الرَّجُلُ إِقْتَارًا 'অভাবগ্রস্ত হল'।

اَلْكَفَرَةُ– একবচনে كَافِرٌ আর একটি বহুবচন كُفَّارٌ 'কাফির'।

اَلْفَجَرَةُ– একবচনে اَلْفَاجِرُ আর একটি বহুবচন فُجَّارٌ 'পাপাচারী'।

বাক্য বিশ্লেষণ

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ، وَبَنِيْهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ–

(৩৩-৩৭) فَإِذَا-এর (فَ) ইস্তেনাফিয়া, (اِسْتِئْنَافِيَّةٌ) জুমলা মুস্তানিফা, إِذَا ভবিষ্যত কালজ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে। এ শর্তের জওয়াব উহ্য বাক্যটি হচ্ছে, إِشْتَغَلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ। (جَاءَتْ) ফে'লে মাযী, اَلصَّاخَّةُ ফায়েল। (يَوْمَ) إِذَا হতে বদল। يَفِرُّ ফে'লে মুযারে, اَلْمَرْءُ ফায়েল।

(مِنْ أَخِيْهِ) يَفِرُّ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। পরের ইসমগুলি এর উপর আতফ। لِكُلِّ امْرِئٍ খবরে মুকাদ্দাম, مِنْهُمْ উহ্য كَائِنٍ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে امْرِئٍ-এর ছিফাত। يَوْمَئِذٍ (يَوْمَ+إِذْ) মুযাফ আর মুযাফ ইলাইহি মিলে يُغْنِي-এর সাথে মুতা'আল্লিক। شَأْنٌ মুবতাদা মুয়াখখার। يُغْنِي ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (ه) মাফ'উলে বিহী। এ জুমলা ফে'লিয়াটি شَأْنٌ মাওছূফের ছিফাত।

(৩৮-৩৯) وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ– (وُجُوْهٌ) মুবতাদা, (يَوْمَئِذٍ) مُسْفِرَةٌ শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (مُسْفِرَةٌ) وُجُوْهٌ-এর প্রথম খবর, ضَاحِكَةٌ দ্বিতীয় খবর, مُسْتَبْشِرَةٌ তৃতীয় খবর।

(৪০) وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ– (وَ) হরফে আতিফা, وُجُوْهٌ মুবতাদা। (يَوْمَئِذٍ) تَرْهَقُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। عَلَيْهَا খবরে মুকাদ্দাম, غَبَرَةٌ মুবতাদা মুয়াখখার। عَلَيْهَا غَبَرَةٌ জুমলাটি وُجُوْهٌ মুবতাদার খবর।

(৪১) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ–(تَرْهَقُ) ফে'লে মুযারে, (هَا) মাফ'উলে বিহী, قَتَرَةٌ ফায়েল। এ জুমলাটি وُجُوْهٌ-এর দ্বিতীয় খবর।

(৪২) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ– (أُولَئِكَ) মুবতাদা, هُمُ মুবতাদা ছানী, الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ প্রথম ও দ্বিতীয় খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ، يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ 'এসবকে পুনরায় জীবিত করার জন্য নির্দিষ্ট দিনই এদের ফায়ছালার দিন। সেদিন কোন নিকটাত্মীয় নিজের কোন নিকটাত্মীয়ের কোন কাজেই আসবে না এবং কোথা হতেও তাদেরকে সাহায্য দান করা হবে না' *(দুখান ৪০-৪১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا، يُبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ، وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُؤْوِيْهِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ–

'অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি হবে সেদিন, যেদিন আকাশ গলিত রূপার বর্ণ ধারণ করবে। আর পাহাড়গুলি ধুনা পশমের বর্ণ ধারণ করবে। তখন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের কোন প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তারা পরস্পরকে দেখতে পাবে। সেদিনের শাস্তি হতে রক্ষা

পাওয়ার জন্য অপরাধী লোক চাইবে নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও আশ্রয়দানকারী নিকটের পরিবারকে এবং পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময় হিসাবে দিতে, যেন এসব কিছু তাকে এ শাস্তি হতে বাঁচাতে পারে' *(মা'আরিজ ৮-১৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيْمٌ، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُوْنَ 'আজ এখানে তার সহমর্মী বন্ধু কেউ নেই। আর ক্ষত নিঃসৃত রক্ত পুঁজ ছাড়া তার কোন খাদ্যও নেই, যা অপরাধীরা ছাড়া আর কেউ খায় না' *(হাককাহ ৩৫-৩৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ 'সেদিন এমন একদিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সে ফায়ছালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র হাতে থাকবে' *(ইনফিত্বার ১৯)*। আয়াতগুলিতে আল্লাহ ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষের নিঃস্ব ও নিরুপায় হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً قَالَ: فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوَ يَرَى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ؟ قَالَ: (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ) أَوْ قَالَ: مَا أَشْغَلَهُ عَنِ النَّظَرِ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে একত্রিত হবে। একথা শুনে তাঁর এক স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তাহলে তো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে অথবা একজন অপর জনের লজ্জাস্থান দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ মহাপ্রলয়ের দিনে সব মানুষ এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ থাকবে না' *(হাকিম, তাফসীর ইবনু কাছীর ৬/৩৯২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً فَقَالَتْ امْرَأَةٌ أَيُبْصِرُ أَوْ يَرَى بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعْضٍ قَالَ يَا فُلَانَةُ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে, খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। একজন মহিলা বলল, একজন অপরজনের লজ্জাস্থান দেখতে পাবে কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মহিলা! ঐ মহাপ্রলয়ের দিনে সব মানুষ এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর কোন সুযোগ থাকবে না' *(তিরমিযী হা/৩৩৩২)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِالْعَوْرَاتِ قَالَ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে, খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম!

তাহলে নারীদের লজ্জাস্থানের অবস্থা কি হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন মানুষ এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারো থাকবে না' *(নাসাঈ হা/২০৮৩)*।

عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُبْعَثُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَبَلَغَ شُحْمَةَ الأُذُنِ، يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاسَوْأَتَاهُ يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: شُغِلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ وَتَلاَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ-

নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী সাওদা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে। তাদের শরীরের ঘাম তাদের নাক বরাবর হবে বা কানের লতি পর্যন্ত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তাহলে কি মানুষ একে অপরের লজ্জাস্থান দেখবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষের তাকানোর অনুভূতি কারো থাকবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পড়লেন' *(মুস্তাদরাকে হাকিম হা/৩৮৯৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! নারী-পুরুষ সকলে কি একজন আরেক জনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশই পাবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০২)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। একটি বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করব, আপনি সে বিষয়ে আমাদেরকে বলবেন কি? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সে বিষয়ে আমার জ্ঞান থাকলে বলব। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, পুরুষদের কিভাবে ক্বিয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, নগ্নপদে ও নগ্নদেহে। তারপর আমি অপেক্ষা করলাম। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! নারীদের কিভাবে সমবেত করা হবে। তিনি বললেন, অনুরূপ নগ্নপদে ও নগ্নদেহে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, তাহলে ক্বিয়ামতের মাঠে তাদের লজ্জাস্থানের কি গতি হবে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা তুমি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে? সেদিন আমার উপর এমন বিপদ ও সমস্যা নেমে আসবে যে, তোমার পরনে কোন কাপড় থাকবে কি-না তা আমার গোচরে থাকবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সে সমস্যা ও বিপদ কি? তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পড়লেন لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ *(তাফসীর, ইবনু কাছীর)*।

জাফর ইবনু মুহাম্মাদ তার পিতার মধ্যস্ততায় তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের মাঠে কাফেরদের গায়ের ঘাম তাদের নাক বরাবর হবে। তারপর তাদের মুখের উপর অন্ধকার ছেয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা এটাই বলেছেন وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ *(তাফসীর, ইবনু কাছীর)*।

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছ? তিনি (আয়েশা) বললেন, জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ হয়েছে, তাই কাঁদছি। (আচ্ছা বলুন তো!) ক্বিয়ামতের দিন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, (হে আয়েশা!) জেনে রাখো, তিনটি জায়গা এমন হবে যেখানে কেউ কাউকেও স্মরণ করবে না। একটি 'মীযানের কাছে', যতক্ষণ না সে জেনে নিবে যে, তার আমলের পাল্লা ভারী রয়েছে, না-কি হালকা। দ্বিতীয়টি 'আমলনামার দফতর পাওয়া অবস্থা', যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই লও তোমার আমলনামা এবং এটা পড়ে দেখ। যে পর্যন্ত না সে জেনে নিবে যে, উহা তাকে ডান হাতে দেওয়া হয়েছে না-কি পিছন হতে বাম হাতে দেওয়া হয়েছে? আর তৃতীয় হল 'পুলসিরাত', যখন এটা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে *(মিশকাত হা/৫৩২৫)*।

অবগতি

পালানো বলে যে কথাটি বুঝানো হয়েছে তার একটি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনকে কঠিন বিপদে দেখেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। বরং দূরে সরে যাবে। কারণ তার মনে ভয় হবে সে তো এ বিপদে কোন উপকার করতে পারবে না। আর একটি অর্থ হতে পারে যে, মানুষ যেভাবে পরস্পরের জন্য পাপের কাজ করেছে এবং একে অপরকে গোমরাহ করেছে, তার খারাপ পরিণতি সামনে আসতে দেখে তাদের প্রত্যেকেই অপরের নিকট হতে দূরে পালাবে। যেন কেউ তাকে দায়ী করতে না পারে। ভাই ভাইকে, সন্তান পিতা-মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতা-মাতা সন্তানকে এ মর্মে ভয় করবে যে, সে হয়ত তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দরবারে সাক্ষ্য দিবে।

৯০৫৯০৫

সূরা আত-তাকবীর

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২৯; অক্ষর ৪৬০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤)-

অনুবাদ : (১) যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। (২) যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। (৩) যখন পর্বত সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে। (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলিকে ছেড়ে দেয়া হবে। (৫) যখন বন্য জন্তুগুলিকে একত্রিত করা হবে। (৬) যখন সমুদ্রগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। (৭) যখন প্রাণগুলিকে দেহগুলির সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে। (৮) যখন জীবন্ত পুঁতে দেয়া মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (৯) সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে? (১০) যখন আমলনামা সমূহ খুলে ধরা হবে। (১১) যখন আকাশ সমূহের অন্তরাল সরিয়ে ফেলা হবে। (১২) যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। (১৩) যখন জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে। (১৪) তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি সাথে নিয়ে এসেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلشَّمْسُ– একবচন, বহুবচন شُمُوْسٌ 'সূর্য'। شَمَّسَ الشَّيْءَ 'রোদে শুকাল', تَشَمَّسَ 'রোদ পোহাল', الشَّمْسِيَّةُ 'ছাতা'।

كُوِّرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَكْوِيْرٌ বাব تَفْعِيْلٌ মূল অক্ষর (كَوْرٌ) অর্থ- পেঁচানো হবে, গুটানো হবে। যেমন كُوِّرَتِ الشَّمْسُ 'সূর্যের আলোকে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে'। كَوَّرَ الشَّيْءَ অর্থ- গোলাকার করে পেঁচিয়েছে।

اَلنُّجُوْمُ– বহুবচন, একবচনে نَجْمٌ অর্থ- তারকা, নক্ষত্র।

اِنْكَدَرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার إِنْكِدَارًا বাব إِنْفِعَالٌ। অর্থ- বিক্ষিপ্ত হল, ছড়িয়ে পড়ল।

اَلْجِبَالُ– একবচনে جَبَلٌ বহুবচনে أَجْبُلٌ، أَجْبَالٌ، جِبَالٌ 'পাহাড়'।

سُيِّرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, বাব تَفْعِيْلٌ। মাছদার تَسْيِيْرًا মূল অক্ষর س، ي، ر 'চলমান করা হবে'। যেমন سَيَّرَهُ অর্থ- তাকে হাটালো, চালাল।

الْعِشَارُ– একবচনে الْعُشَرَاءُ বহুবচন عِشَارٌ، عُشَرَاوَاتٌ অর্থ- দশ মাসের গর্ভবতী উটনী, পূর্ণ গর্ভবতী উটনী। عَشْرًا অর্থ দশ। শব্দটি বাব ضَرَبَ থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন عَشَرَ الْمَالَ 'দশমাংশ গ্রহণ করল'। عُشْرٌ-এর বহুবচন أَعْشَارٌ 'এক দশমাংশ'। عَاشُوْرَاءُ 'মুহাররম মাসের ১০ তারিখ'।

عُطِّلَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল। মাছদার تَعْطِيْلاً বাব تَفْعِيْلٌ। মাদ্দা ع، ط، ل অর্থ- ছেড়ে দেওয়া হল। যেমন عَطَّلَ الإِبِلَ 'উট ছেড়ে দিল'। عَطَّلَ الدَّارَ 'ঘর নষ্ট করে দিল'।

الْوُحُوْشُ– একবচনে الوَحْشُ বহুবচন وُحُوْشٌ، وُحْشَانٌ অর্থ- বন্য পশু, বন্য জন্তু। একটি প্রাণী বুঝানোর জন্য وُحْشِيٌّ ব্যবহৃত হয়।

حُشِرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার حَشْرًا বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ। অর্থ- একত্রিত করা হবে, সমবেত করা হবে। যেমন حَشَرَهُ অর্থ- তাকে একত্র করল, সমবেত করল।

الْبِحَارُ– একবচনে بَحْرٌ বহুবচনে بِحَارٌ، أَبْحُرٌ، بُحُوْرٌ অর্থ- সাগর, সমুদ্র।

سُجِّرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَسْجِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- বিক্ষুব্ধ করা হল, স্ফীত করা হল। যেমন سَجَّرَ الْمَاءَ পানি উৎসারিত করল। سُجْرَةٌ বহুবচন سُجَرٌ 'নদী উপচানো পানি'।

النُّفُوْسُ– একবচনে نَفْسٌ বহুবচন نُفُوْسٌ، اَنْفُسٌ 'প্রাণ'।

زُوِّجَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَزْوِيْجًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- যুক্ত করা হল, জড়ানো হল। যেমন زَوَّجَ الشَّيْئَ بِه أَوْ إِلَيْهِ 'তার সাথে যুক্ত করল'।

الْمَوْءُوْدَةُ– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল, মাছদার وَأْدًا বাব ضَرَبَ অর্থ- জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে। যেমন وَأَدَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ 'লোকটি তার মেয়েকে জীবন্ত কবর দিল'।

سُئِلَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার سُؤَالاً বাব فَتَحَ 'জিজ্ঞেস করা হল'। যেমন سَأَلْتُهُ عَنْ حَاجَتِه 'আমি তাকে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম'।

أَيٌّ– শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ দেয়। (১) শর্তের জন্য আসে, যেমন اَىُّ تَضْرِبْ اَضْرِبْ 'তুমি যাকে মারবে আমি তাকে মারব'। (২) জিজ্ঞাসার জন্য আসে, যেমন اَيُّكُمْ اَتَى 'তোমাদের কে এসেছে'? (৩) ইসম মাওছূলের অর্থে আসে, যেমন سَلِّمْ عَلَى أَيِّهِمْ أَفْضَلُ 'তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে সালাম কর'। এখানে জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ذَنْبٍ– বহুবচন ذُنُوْبٌ বহুবচনের বহুবচন ذُنُوْبَاتٌ অর্থ- পাপ, গুনাহ।

قُتِلَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার قَتْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- হত্যা করা হল, খুন করা হল।

الصُّحُفُ– একবচনে صَحِيْفَةٌ বহুবচন صُحُفٌ، صَحَائِفُ অর্থ- গ্রন্থ, আমলনামা, কাগজ।

نُشِرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার نَشْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- প্রকাশ করা হল, ছড়িয়ে দেওয়া হল, বিছিয়ে দেওয়া হল।

السَّمَاءُ– বহুবচন سَمَاوَاتٌ অর্থ আকাশ, নভোমণ্ডল।

كُشِطَتْ – واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার كَشْطًا বাব ضَرَبَ অর্থ সরিয়ে দেয়া হবে। যেমন كَشَطَ الْذَبِيْحَةَ 'যবাহকৃত পশুর চামড়া ছিলল'।

الْجَحِيْمُ– অর্থ- জাহান্নাম, প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত আগুন। শব্দটি বাব سَمِعَ থেকে ব্যবহৃত হয়, মাছদার جَحْمًا، جُحُوْمًا যেমন جَحِمَتِ النَّارُ 'আগুন দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হল।

سُعِّرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَسْعِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ 'প্রজ্জ্বলিত আগুনকে উসকে দেয়া হয়েছে'। বাব فَتَحَ হতে মাছদার سَعْرًا এবং বাব إِفْتِعَالٌ হতে মাছদার اِسْتِعَارٌ অর্থ- আগুন উসকে দেওয়া, প্রজ্জ্বলিত করা।

الْجَنَّةُ– বহুবচন جَنَّاتٌ অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালীপূর্ণ উদ্যান।

أُزْلِفَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার اِزْلاَفًا বাব إِفْعَالٌ 'নিকটবর্তী করা হবে'। বাব نَصَرَ হতে মাছদার زَلْفًا অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া। اَلزُّلْفَى অর্থ- নৈকট্য, মর্যাদা।

عَلِمَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার عِلْمًا বাব سَمِعَ অর্থ- জানল, অবহিত হল। বাব إِفْعَالٌ হতে মাছদার اِعْلاَمًا 'অবহিত করা' বাব تَفْعِيْلٌ হতে অর্থ- শিক্ষা দেয়া, বাব تَفَاعُلٌ হতে অর্থ- শিক্ষা গ্রহণ করা। عَالِمٌ 'জ্ঞানী' مُعَلِّمٌ 'শিক্ষক'।

أَحْضَرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার اِحْضَارًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- উপস্থিত করল, আনল। বাব نَصَرَ হতে মাছদার حُضُوْرًا অর্থ- উপস্থিত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ– إِذَا ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, তাতে শর্তের অর্থ রয়েছে। এখানে পরপর ১২টি শর্ত আসছে। عَلِمَتْ نَفْسٌ জুমলা এ শর্তগুলোর জাযা বা جَوَابُ الشَّرْطِ 'শর্তের উত্তর'। الشَّمْسُ পূর্বে উহ্য كُوِّرَتْ ফে'লের নায়েবে ফায়েল। পরবর্তী كُوِّرَتْ ফে'লটি পূর্বে উহ্য ফে'লের তাফসীর। মূল বাক্য এভাবে إِذَا كُوِّرَتِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ।

(২) وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ। সাত আয়াত পর্যন্ত একই তারকীব।

(৮-৯) وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ পূর্বের উপর আতফ। بِأَيِّ ذَنْبٍ পরবর্তী قُتِلَتْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ জুমলা ফে'লিয়াটি سُئِلَتْ ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। ১০, ১১ ও ১৩নং আয়াত পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১৪) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ পূর্বের শর্তগুলোর জাযা। عَلِمَتْ ফে'লে মাযী, نَفْسٌ ফায়েল। (مَا) মাফ'উলে বিহী। أَحْضَرَتْ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলা ফে'লিয়াটি (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার ২নং আয়াতে বলেন, যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ আল্লাহ মহাশূন্যের কোটি কোটি তারকাকে পরস্পর সংযুক্ত করে রেখেছেন। ক্বিয়ামতের দিন তা খুলে দেয়া হবে। ফলে সব তারকা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ সূরা ইনফিতারে বলেন, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ 'যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে'। অর্থাৎ তারকা সমূহের যে পরস্পর বাঁধন রয়েছে তা থাকবে না। এ সময় তারকাগুলি পৃথিবীর উপর বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا 'মূলত চিন্তা-ভাবনা তো সেদিনের জন্য হওয়া আবশ্যক যেদিন আমি পাহাড়-পর্বতগুলিকে চলমান করে দিব। তখন তোমরা যমীনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেখতে পাবে। আর আমি মানুষকে এমনভাবে একত্রিত করব যে, আগের ও পরের কেউ বাকী থাকবে না' *(কাহফ ৪৭)*। অত্র সূরার ৫নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন বন্য প্রাণী সমূহ একত্রিত করা হবে'। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ–

'যমীনের উপর বিচরণশীল যে কোন প্রাণী এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত যে কোন পাখিকেই দেখ, তারা তোমাদের মতই বিচিত্র প্রজাতি। আমি তাদের ভাগ্য নির্ধারণে কোন ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হবে' *(আন'আম ৩৮)*। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, সমস্ত প্রাণীকেই ক্বিয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। অত্র সূরার ৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, যখন সমুদ্রগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন নদী ও সমুদ্রে আগুন জ্বলতে থাকবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ 'যখন সমুদ্রগুলিকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে' *(ইনফিতার ৩)*। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলি দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং তাতে আগুন জ্বলে উঠবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ 'আগুনে পূর্ণ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের কসম' *(তূর ৬)*। অর্থ সমুদ্রের তলদেশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, তার পানি স্থলভাগে পড়বে এবং সমুদ্র আগুনে ভরে যাবে। আল্লাহ অত্র সূরার ৮নং আয়াতে বলেন, যখন জীবিত পুঁতে দেয়া মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ–

'যখন এদের কাউকেও কন্যা সন্তান হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের মুখ কাল হয়ে যায়। আর সে তখন ক্রোধের রক্ত পান করতে থাকে। মানুষের নিকট হতে লুকিয়ে থাকে, এ খারাপ সংবাদের পর কেমন করে মানুষকে মুখ দেখাবে। সে চিন্তা করে যে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রেখে দিবে না মাটিতে পুঁতে দিবে' *(নাহল ৫৮-৫৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ 'নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব লোক যারা নিজের সন্তানকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে' *(আন'আম ১৪০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা নিজেদের সন্তানকে হত্যা কর না। কেননা আমি তোমাদেরকে রিযিক দেই এবং তাদেরকেও দিব' *(আন'আম ১৫১)*। অত্র সূরার ১৪নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি সাথে নিয়ে এসেছে। তিনি আরো বলেন,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا–

'সেদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে। সে ভাল কাজই করুক আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এ কামনা করবে যে, এদিনটি যদি তার নিকট হতে বহু দূরে অবস্থান করত তবে কতইনা ভাল হত'! *(আলে ইমরান ৩০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ 'সেদিন তোমার প্রতিপালকের সামনে গিয়েই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে' *(ক্বিয়ামাহ ১২-১৩)*। উল্লেখিত আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষ তার জীবনের সব কর্ম উপস্থিত পাবে।

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা সন্তান হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ–

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ছান'আনী বলেন, আমি ইবনু ওমরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কারো যদি সামনা সামনি ক্বিয়ামত দেখার ইচ্ছা হয়, তাহলে সে যেন সূরা কুব্বিরাত, সূরা ইনফেতার ও সূরা ইনশেকাক্ব পড়ে' *(তিরমিযী হা/৩৩৩৩ 'হাদীছ ছহীহ')*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সূর্য ও চন্দ্রকে ক্বিয়ামতের দিন গুটিয়ে ফেলা হবে' *(বুখারী হা/৩২০০)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

১। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্যকে জাহান্নামে গুটিয়ে ফেলা হবে *(ইবনু কাছীর, হা/৭১৫৯)*।

২। আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র দু'টি আলো, যাকে আলোহীন অবস্থায় জাহান্নামে নিমজ্জিত করা হবে *(ইবনু কাছীর, হা/৭১৬০)*।

৩। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে ক্বিয়ামতের দিন উপুড় করে আলোহীন অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(ইবনু কাছীর, হা/৭১৬২)*।

৪। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্বিয়ামতের দিন তারকাগুলিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করেছে তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তবে ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর মাতাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না। অবশ্য এরা যদি তাদের ইবাদতে খুশি হতেন, তবে এদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হত *(ইবনু কাছীর, হা/৭১৬৩)*।

৫। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, একমাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীরা, জিহাদ পালনকারীরা বা গাযীরা যেন সাগরে সফর করে। কারণ সাগরের নীচে আগুন আছে এবং সেই আগুনের নীচে পানি আছে *(তাফসীর ইবনু কাছীর হা/৭১৬৪)*।

জীবন্ত প্রোথিতকরণ সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ نَــاسٍ وَهُـــوَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيْلُوْنَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاكَ الْـــوَأْدُ الْخَفِـــيُّ وَهُـــوَ: وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, উকাশার বোন জুযামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জনগণের মধ্যে বলতে শুনেছেন 'আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে জনগণকে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, রূম ও পারস্যের লোকেরা গর্ভবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং তাতে তাদের সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। তখন জনগণ তাকে বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি বললেন, এটা গোপনীয়ভাবে জীবন্ত পুঁতে দেয়ার শামিল। আর এটাই হচ্ছে وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ 'জীবিত পুঁতে দেয়া মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(মুসলিম হা/১৪৪২; তিরমিযী হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/২০১১)*।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيْدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ قُلْنَا فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا قَالَ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا-

সালামা ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের মাতা মুলাইকা আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতেন, অতিথি সেবা করতেন। এছাড়া অন্যান্য ভাল আমল করতেন। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মারা গেছেন। এসব সৎ আমল তার কোন কাজে আসবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, না। আমরা বললাম, তিনি জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের এক বোনকে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছিলেন, এতে তার কোন ক্ষতি হবে কি? নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামে যাবে। তবে পরে ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষমা হবে' *(আহমাদ হা/১৫৮৬৬; ইবনু কাছীর হ/৭১৬৭)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ-

ইবনু মাস'ঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে এবং যে দাফন করেছে উভয়েই জাহান্নামী' *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৬৮)*।

আযল করার শারঈ বিধান

এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَفِي رِوَايَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا–

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা আযল করতাম, তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল *(বুখারী, মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমাদের আযল করার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছল, কিন্তু তিনি আমাদের নিষেধ করলেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৬ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'সহবাস ও আযল' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لِيْ جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا–

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার একটি দাসী আছে, সে আমাদের খিদমত করে, সে আমাদের পানি বহন করে। আমি তাকে উপভোগ করি। অথচ তার গর্ভধারণ করাকে আমি পসন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে আযল করতে পার। তবে তার যা ভাগ্যে নির্ধারিত আছে তা হবেই'। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, কিছু দিন অপেক্ষার পর সে ব্যক্তি পুনরায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাকে পূর্বেই বলেছি, তার যা হওয়ার তা হবেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৫, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের হলাম। সেখানে বহু আরব নারী বন্দিনীরূপে আমাদের হাতে আসল। এ সময় আমাদের নারী সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা জাগল এবং নারীবিহীন আমাদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ল। আমরা যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে আযল করাকেই পসন্দ করলাম। আমরা আযল করার দৃঢ় ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমরা বললাম, আমরা কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে না বলেই আযল করব অথচ তিনি আমাদের মাঝেই আছেন? সুতরাং আমরা তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা আযল না করলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা হওয়ার তা হবেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৬, বাংলা মিশকাত হা/৩০৪৮)*।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ-

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, 'প্রত্যেক বীর্য দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয় না। আর আল্লাহ যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন কিছুই তাকে রোধ করতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী তার স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল করতে পারে।

আযল পরিত্যাগ করা উত্তম

বিভিন্ন কারণে আযল ছেড়ে দেয়া উত্তম। বিভিন্ন কারণে আযল করা হারাম। যেমন- বেশি সন্তানের কারণে দরিদ্র হওয়ার ভয়, বাচ্চাদের লালন-পালনের কষ্টের ভয়। এটা মানুষের কর্ম ও ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবন্ত হত্যার মত হবে। যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيْراً-

'দরিদ্র হওয়ার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ' *(ইসরা ৩১)*। নিশ্চয়ই আযলে বিবাহের উদ্দেশ্য খর্ব হয়। আর তা হচ্ছে বংশধর বৃদ্ধিকরণ, যা আমাদের নবীর গর্বের বিষয় হবে।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ-

মা'কাল ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা বিবাহ কর প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীকে। তোমাদের সংখ্যায় আমার জন্য সকল উম্মতের মাঝে গর্বের কারণ' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৫৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيْلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيْلُوْنَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ-

জুদামা বিনতু ওয়াহাব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা আমি কতক লোক সহকারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলছিলেন, 'আমি স্তন্যদানকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি রোমান ও ইরানীদের দেখলাম যে, তারা স্তন্যদানকালে স্ত্রী সহবাস করে, অথচ এটা তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর লোকেরা তাঁকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা হল জীবন্ত সন্তান

গোপনভাবে পুঁতে ফেলা। এটা আল্লাহ্‌র বাণীর অন্তর্ভুক্ত। 'যখন জীবন্ত পুতে দেয়া সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে' *(তাকভীর ৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯, বাংলা মিশকাত হা/৩০৫১)*।

উপরের বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযল হচ্ছে গোপন জীবন্ত হত্যা। তবে গর্ভধারণের কারণে রোগ বেশী হবে মনে করলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। মৃত্যুর ভয় হলে গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা যরূরী। আল্লাহ্ বেশি জানেন।

عَنْ عُمَرَ قَالَ جَاءَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّيْ وَأَدْتُ ثَمَانِيَ بَنَاتٍ لِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا رَقَبَةً، قُلْتُ: إِنِّيْ صَاحِبُ إِبِلٍ، قَالَ: اهْدِ إِنْ شِئْتَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً-

ওমর (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইবনু আছিম রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮ জন কন্যাকে জীবিত প্রোথিত করেছি, এখন আমার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও। তখন কায়েস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি তো উটের মালিক। আমি গোলামের মালিক নই। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেকের জন্য একটি করে উট আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করে দাও' *(বাযযার, তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭১)*।

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ وَأَدْتُ ثَمَانِيَ بَنَاتٍ لِيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَالَ فِى اٰخِرِهٖ فَاهْدِ إِنْ شِئْتَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بَدَنَةً-

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, কায়েস ইবনু আছিম বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮টি মেয়েকে জীবন্ত প্রোথিত করেছি। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি প্রত্যেকটি মেয়ের বিনিময়ে একটি করে উট কুরবানী কর' *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭২)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ-

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, একজন মহিলা ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আসল। তার সাথে দু'জন মেয়ে ছিল। একটি খেজুর ছাড়া তাকে দেয়ার মত আমি বাড়ীতে কিছু পেলাম না। এ খেজুরটিই আমি তাকে দিলাম। মহিলা খেজুরটি দু'টুকরা করল এবং তার দু'মেয়েকে দিল, সে নিজে কিছু খেল না। তারপর উঠে চলে গেল। নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন, আমি বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, যাকে কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হল এবং সে

তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করল, তাহলে এ মেয়েরা তার জন্য জাহান্নাম হতে রক্ষার ব্যাপারে অন্তরাল হবে' *(বুখারী হ/১৪১৮)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ-

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, ক্বিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে আসবে। এ বলে তিনি নিজের আঙ্গুলিসমূহ একত্রিত করে দেখালেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

ওকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে সে যদি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের খাদ্য প্রদান করে, পান করার ব্যবস্থা করে এবং তাদের পোশাক পরিধান করায়, তাহলে তারা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তির কারণ হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯, ছহীহাহ হা/২৯৪)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান ব্যক্তির দু'জন কন্যা হবে, সে তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে যতদিন তারা দু'জন তার কাছে থাকবে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭০)*।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ-

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিন জন মেয়েকে লালন-পালন করবে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে এবং তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, অতঃপর তাদের সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ হা/১১৮৬৩)*।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَكُوْنُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِي اللهَ فِيْهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যার তিন জন মেয়ে অথবা তিনজন বোন থাকবে কিংবা দু'জন মেয়ে অথবা দু'জন বোন থাকবে। সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে যাবে' *(আহমাদ হা/১১৩২৩)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ اتَّقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى-

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যার তিন জন মেয়ে থাকবে অথবা তিনজন বোন থাকবে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের লালন-পালনের ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাহলে সে আমার সাথে জান্নাতে এভাবে থাকবে। তারপর তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন' *(আহমাদ হা/২৯৫)*।

جَابِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيْهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوْا لَهُ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যার তিন জন মেয়ে থাকবে, যাদেরকে সে আশ্রয় দিবে, তাদের প্রতি দয়া করবে, তাদের লালন-পালন করবে। তার জন্য জান্নাত অবশ্যই যরূরী হয়ে যাবে। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, কেউ বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কারো মেয়ে যদি দু'জন থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, দু'জন হলেও জান্নাতে যাবে। তখন কিছু ছাহাবী মনে করলেন, ছাহাবীগণ যদি একজনের কথা বলতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একজনের ব্যাপারেও জান্নাতের কথা বলতেন' *(আহমাদ হা/১৪১৮১)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ حَتَّى يَمُتْنَ وَفِى رِوَايَةٍ يَبِنَّ وَفِى أُخْرَى يَبْلُغْنَ أَوْ يَمُوْتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى-

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'জন মেয়ে অথবা বোন কিংবা তিনজন মেয়ে অথবা তিনজন বোন লালন-পালন করবে তাদের মরা পর্যন্ত। অন্য এক বর্ণনায় আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের ব্যাপারে স্পষ্ট না হচ্ছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পূর্ণ বয়স্কা না হচ্ছে অথবা ব্যক্তি মরা পর্যন্ত লালন-পালন করে। তাহলে আমি আর সে জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি তার তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৯৬)*।

এসব হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায় মেয়ের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সে এর বিনিময়ে জান্নাত পাবে। ছেলের দায়িত্ব পালন করা পিতার দায়িত্ব হলেও তার পরকালীন কোন বিনিময় নেই। তবে ছেলে যদি পিতা-মাতার জন্য দো'আ করে, এর বদৌলতে পিতামাতা ছওয়াব পাবে।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানদের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন' *(আবুদাঊদ হা/৫১৪৬)*।

(২) সুরাকা ইবনু মালিক বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি কি তোমাকে একটি বড় ভাল কাজ 'ছাদাকা' কিংবা বড় ভাল কাজের মধ্যে একটির কথা বলে দিব? সুরাকা বললেন, যে কন্যা তালাক প্রাপ্তা অথবা বিধবা হয়ে তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তার জন্য উপার্জন করার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব বড় ভাল কাজ' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৭)*।

(৩) একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জান্নাতে কে যাবে? তিনি বললেন, নবী জান্নাতে যাবে, শহীদ জান্নাতে যাবে এবং যেসব সন্তান-সন্ততিকে জীবিত পুঁতে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে জান্নাতে দেয়া হবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭১৬৯)*।

(৪) কায়েস ইবনু আছেম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমি জাহেলী যুগে আমার ১২/১৩ জন মেয়েকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে দিয়েছি। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি সে সংখ্যা অনুযায়ী গোলাম আযাদ কর। লোকটি সে অনুযায়ী গোলাম আযাদ করল' *(তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭৩)*।

(৫) একজন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা অজ্ঞ ছিলাম, আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম, আমরা সন্তান হত্যা করতাম। আমার একটি মেয়েছিল, আমি ডাকলে খুশী হয়ে দৌড়ে আমার কাছে আসত। একদা আমি তাকে ডাকলাম, সে আমার পিছনে পিছনে আসল, আমি তাকে নিয়ে অনতিদূরে এক ইঁদারার নিকট নিয়ে আসলাম। আমি তার হাত ধরে ইঁদারার মধ্যে নিক্ষেপ করলাম। আমি তার শেষ বাক্যটি শুনতে পাচ্ছিলাম, সে বলতেছিল, ও আব্বু! ও আব্বু! কথা শুনে নবী কাঁদতে লাগলেন, তাঁর দু'চক্ষু থেকে অশ্রু বেয়ে পড়ল। বৈঠকের একজন লোক বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে চিন্তিত করলে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন থাম, তাকে বলতে দাও, সে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছে যা তাকে চিন্তিত করেছে। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘটনাটি পুনরায় আমার নিকট পেশ কর। লোকটি পুনরায় বলল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন, তাঁর দু'চোখের পানি দাড়ি বেয়ে পড়ল। তারপর নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জাহেলী যুগের সব পাপ ক্ষমা করবেন, তুমি পুনরায় আমল শুরু কর' *(দারেমী ২)*।

(৬) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সন্তান হত্যা করে সে ক্বিয়ামতের মাঠে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার সন্তান রক্তমাখা অবস্থায় তার দুই স্তন ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে এবং বলতে থাকবে, হে আমার প্রতিপালক! এ হচ্ছে আমার মা, এ আমাকে হত্যা করেছে *(কুরতুবী ২০/১৭৫ পৃঃ)*।

অবগতি

আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, মেয়ের বয়স ছয় বছর হলে মেয়ের মাতাকে বলত, মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও। তাকে তার বান্ধবীর বাড়ী বেড়াতে নিয়ে যাব। অপরদিকে তার জন্য গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। তাকে সেই গর্তের পাশে নিয়ে যায় এবং তাকে বলে তুমি এ গর্তের দিকে লক্ষ্য কর। তারপর তাকে পিছন দিক থেকে গর্তে ফেলে দিত এবং তার উপর মাটি চাপা দিয়ে যমীনের উপরিভাগ সমান করে দিত।

তাদের মধ্যে আরেকটি প্রচলন ছিল যে, সন্তান প্রসবের সময় হলে একটি গর্ত খনন করত এবং গর্তের পাশে সন্তান প্রসবের অপেক্ষায় থাকত। তারপর মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তাকে গর্তে নিক্ষেপ করত। ছেলে সন্তান জন্ম নিলে তাকে গর্তে নিক্ষেপ করত না' *(তাফসীরে কাসেমী ৯/৩৩৬ পৃঃ)*।

হাশরের ময়দানে যখন মানুষের মামলা সমূহের শুনানী হতে থাকবে, তখন সকলেই জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন যেমন দেখতে পাবে, অপরদিকে তেমনি জান্নাতও চোখের সামনে উপস্থিত থাকবে। এর ফলে পাপী লোকেরা জানতে পারবে, তারা আজ কোন নি'আমত হতে বঞ্চিত হয়ে কোন ধরনের আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে। অনুরূপ নেক্কার লোকেরা কোন ধরনের আযাব হতে রক্ষা পেয়ে কোন নি'আমত লাভের অধিকারী হতে যাচ্ছে, তা তারা বুঝতে পারবে।

فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (١٩) ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ (٢٢)

অনুবাদ : (১৫-১৬) অতএব নয়, আমি ফিরে আসা ও লুকিয়ে যাওয়া তারকা সমূহের কসম করে বলছি। (১৭) আর রাতের, যখন তার অবসান ঘটে। (১৮) আর প্রভাতকালের, যখন প্রভাত শ্বাস গ্রহণ করে। (১৯) নিশ্চয়ই এটা এক সম্মানিত বাণী বাহকের উক্তি। (২০) যিনি অতীব শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (২১) যেখানে তার আদেশ মান্য করা হয়। তিনি আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত। (২২) তোমাদের সাথী পাগল নন।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُقْسِمُ– واحد متكلم মুযারে, মাছদার إِقْسَامًا বাব إِفْعَالٌ 'আমি কসম করি'। যেমন أَقْسَمَ بِاللهِ 'আল্লাহ্‌র নামে কসম করল'। قَسَمٌ-এর বহুবচন أَقْسَامٌ অর্থ- শপথ, কসম, কিরা।

الْخُنَّسِ– শব্দটি ইসমে জিনস, বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ হতে মাছদার خَنْسًا، خُنُوْسًا، خِنَاسًا অর্থ পিছনে সরে যাওয়া বা লুকিয়ে যাওয়া। এখানে অর্থ তারকা। কারণ তারকাও সামনে আসে আবার লুকিয়ে যায়। একারণে শয়তানকে خَنَّاس বলা হয়। কারণ শয়তানও সামনে আসে আবার পিছনে হটে।

اَلْجَوَارِ– একবচনে جَارِيَةٌ মাছদার جَرْيًا বাব ضَرَبَ অর্থ- চলমান, গতিশীল। যেমন جَرَى الْمَاءُ 'পানি প্রবাহিত হল'। جَرَتِ السَّفِيْنَةُ وَالشَّمْسُ وَالنُّجُوْمُ 'নৌকা, সূর্য ও তারা সমূহ ভেসে চলল'।

اَلْكُنَّسِ– একবচনে كَانِسٌ ও كَانِسَةٌ বহুবচন كُنَّسٌ، كُنُوْسٌ، كَوَانِسُ 'গতিশীল ও প্রত্যাগমনকারী তারকা সমূহ'। শব্দটি বাব ضَرَبَ হতে মাছদার كُنُوْسًا যেমন كَنَسَتِ النُّجُوْمُ 'তারকা সমূহ কক্ষপথে গমন করল'। হঠাৎ আবার থমকে গিয়ে উল্টা পথে গমন করল।

اَللَّيْلُ– একবচন, বহুবচন لَيَالٍ অর্থ- রাত, রাত্র।

عَسْعَسَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার عَسْعَسَةً বাব فَعْلَلَةٌ অর্থ- রাতের অবসান হল, রাত অন্ধকার হল, রাতের আগমন হল।

اَلصُّبْحُ– বহুবচন اَصْبَاحٌ অর্থ- ঊষা, ভোর, সকাল।

تَنَفَّسَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَنَفُّسً বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- ভোর হল, সকাল হল, শ্বাস গ্রহণ করল, নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

قَوْلٌ– একবচন, বহুবচন اَقْوَالٌ، اَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

رَسُوْلٌ– একবচন, বহুবচন رُسُلٌ، رُسْلٌ، اَرْسُلٌ، رُسُلَاءُ অর্থ- দূত, বার্তা বাহক, রাসূল।

كَرِيْمٌ– বহুবচন كِرَامٌ، كُرَمَاءُ অর্থ- মহৎ, সম্মানী। শব্দটি বাব كَرُمَ হতে ইসমে ফায়েল, মাছদার كَرَامَةً، كَرَمَةً، كَرَمًا 'দানশীল'।

قُوَّةٌ– বহুবচন قُوًى، قِوًى، قُوَّاتٌ অর্থ- শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য।

عِنْدَ– শব্দটি যরফে যামান ও মাকান উভয় স্থানে ব্যবহার হয়। অর্থ- নিকটে, কাছে, সময়ে, কালে। عِنْدَئِذٍ অর্থ- তখন, সে সময়ে। عِنْدَمَا অর্থ- যখন, যে সময়ে।

اَلْعَرْشِ– একবচন, বহুবচন اَعْرَاشٌ، عُرُوْشٌ، عُرُشٌ، عِرَشَةٌ অর্থ- আরশ, সিংহাসন।

مَكِيْنٌ– ইসমে ছিফাত, বহুবচন مُكَنَاءُ অর্থ- সম্মানিত, মর্যাদাবান। শব্দটি বাব كَرُمَ থেকে মাছদার مُكَانَةٌ 'সম্মানিত হওয়া'।

مُطَاعٍ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল। মাছদার اِطَاعَةً বাব اِفْعَالٌ অর্থ- মান্য, যার আনুগত্য করা হয়। মূল অক্ষর طَوْعٌ ইসমে মাফ'উলের অনুবাদ মুযারে মাজহূল দ্বারা করা হয়েছে।

ثَمَّ– ইসমে যরফ, 'সেখানে'। এটি দূরবর্তী স্থান নির্দেশক শব্দ।

أَمِيْنٌ– ইসমে ছিফাত, বহুবচন أُمَنَاءُ অর্থ- বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন। মাছদার أَمَانَةً বাব كَرُمَ।

صَاحِبٌ– বহুবচন أَصْحَابٌ، صَحْبٌ، صُحْبَةٌ، صِحَابٌ، صُحْبَانٌ، صِحَابَةٌ، صَحَابَةٌ বহুবচনের বহুবচন أَصَاحِيْبُ অর্থ- সাথী, সঙ্গী, বন্ধু, কর্তা, ওয়ালা, অধিকারী।

مَجْنُوْنٌ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল। বহুবচন مَجَانِيْنُ 'পাগল'। শব্দটি বাব ضَرَبَ থেকে মাছদার جَنًّا 'পাগল হওয়া'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৫) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ– (فَ) ইস্তেনাফিয়া, (لَا) যায়েদা বা অতিরিক্ত অর্থে। أُقْسِمُ ফে'লে মুযারে। যমীর ফায়েল। بِالْخُنَّسِ এ ফে'লের মুতা'আল্লিক।

(১৬) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ– (الْجَوَارِ) الخُنَّسِ-এর ছিফাত। (الْكُنَّسِ) الخُنَّسِ-এর দ্বিতীয় ছিফাত।

(১৭) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ– (وَ) শপথের জন্য ও জার প্রদানকারী। (اَللَّيْلِ) মাজরূর। জার মাজরূর মিলে উহ্য أُقْسِمُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (إِذَا) যারফিয়া মুতা'আল্লিক أُقْسِمُ ফে'লের সাথে। عَسْعَسَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। জুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহে।

(১৮) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ– পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১৯) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ– জুমলাটি কসমের জওয়াব। (هُ) إِنَّ-এর ইসম, (لَ) লামে মুযহালাকা। যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা اِسْم থেকে সরে خَبَرٌ-এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম এর শুরুতে إِنَّ যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, তখন আবার (لَ) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে। (قَوْلُ) إِنَّ-এর খবর, (رَسُوْلٍ) قَوْلُ-এর মুযাফ ইলাইহে, (كَرِيْمٍ) رَسُوْلٍ-এর ছিফাত।

(২০) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ– (ذِيْ قُوَّةٍ) মুযাফ ইলাইহে মিলে (رَسُوْلٍ)-এর দ্বিতীয় ছিফাত। (مَكِيْنٍ) رَسُوْلٍ-এর তৃতীয় ছিফাত। (عِنْدَ) مَكِيْنٍ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (عِنْدَ) মুযাফ (ذِي) মুযাফ ইলাইহে মুযাফ, আর الْعَرْشِ মুযাফ ইলাইহে।

(২১) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ – (مُطَاعٍ) رَسُوْلٍ-এর চতুর্থ ছিফাত। ثَمَّ যারফিয়া এবং مُطَاعٍ-এর সাথে মুতাঅ'াল্লিক। (أَمِيْنٍ) رَسُوْلٍ-এর পঞ্চম ছিফাত।

(২২) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ– (وَ) আতিফা, (مَا) নাফিয়া, لَيْسَ-এর সাদৃশ্য। (صَاحِبُكُمْ) مَا-এর ইসম। (بَ) হরফে জার, যায়েদা বা অতিরিক্ত। مَجْنُوْنٍ শব্দগতভাবে মাজরূর এবং مَا-এর খবর হওয়ার কারণে স্থান হিসাবে যবর বিশিষ্ট।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা ১৭-১৮নং আয়াতে বলেন, 'রাতের কসম, যখন তার অবসান ঘটে। আর ভোরের কসম, যখন তার আগমন ঘটে'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ 'আর রাতের কসম, যখন তার অবসান ঘটে' *(ফজর ৪)*। তিনি আরো বলেন, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا 'দিনের কসম, দিন যখন সূর্যকে প্রকট করে তোলে। আর রাতের কসম, রাত যখন তাকে আচ্ছন্ন করে' *(শামস ৩-৪)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى 'রাতের কসম, যখন রাত আচ্ছন্ন করে নেয়। আর দিনের কসম, যখন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠে' *(লাইল ১-২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى 'উজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের কসম, যখন রাত প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়' *(যুহা ১-২)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا 'তিনি প্রভাত বিদীর্ণ করেছেন এবং রাতকে প্রশান্ত করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন' *(আন'আম ৯৬)*। আল্লাহ অত্র সূরার ১৯-২০নং আয়াতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -এর শক্তি, সম্মান ও বিশ্বস্ততার কথা বলেছেন। আল্লাহ আরো বলেন,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوَى (٥) ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتُمَارُوْنَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤)–

'তারকাসমূহের কসম, যখন সেগুলির অবসান হল। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি, বিভ্রান্তও হননি। তিনি নিজের ইচ্ছায় কথা বলেন না। এটাতো একটা অহী, যা তার উপর নাযিল করা হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছেন মহাশক্তিধর মহাকুশলী। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন, যখন তিনি উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিলেন। পরে নিকটে আসলেন এবং উপরে শূন্যে ঝুলে থাকলেন। এমনকি জিবরাঈলও নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মাঝে দুই ধনুকের সমান অথবা দু'হাত কিংবা তার চেয়ে

কিছুটা কম দূরত্ব বাকী থাকল। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র বান্দাকে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে অহী পৌঁছালেন। যে অহী তাঁর পৌঁছানোর ছিল। চক্ষু যা কিছু দেখল অন্তর তাতে মিথ্যা মিশ্রিত করেনি। এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর, যা সে নিজের চোখে দেখেছেন। আর একবার তিনি তাকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছেন' *(নাজম ১-১৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ 'তাদেরকে বলেন, জিবরাঈলের সাথে যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাঈল আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে এ কুরআন আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন' *(বাক্বারাহ ৯৭)*। এসব আয়াতগুলি একত্রিত করে পাঠ করা হলে এখানে মহাশক্তিধর শিক্ষাদাতা বলতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহকে বুঝানো হয়নি। এসব আয়াতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কেই বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ-

আমর ইবনু হোরায়েছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। আমি তাঁকে فَلاَ أُقْسِمُ থেকে পড়তে শুনলাম' *(মুসলিম হা/৪৫৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরার মাঝে থেকে অথবা সূরার যে কোন স্থান থেকে পড়া যায়।

এমর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

১। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ অর্থ সাতটি তারা (১) যোহাল (২) বাহরাম (৩) আতারিদ (৪) মুস্তারী (৫) যোহরা (৬) সূর্য (৭) চন্দ্র। خُنُوْسٌ অর্থ ফিরে আসা এবং كُنُوْسٌ অর্থ দিনে অদৃশ্য হওয়া *(দুররে মানছূর ৮/৩৯৫ পৃঃ)*।

২। কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, সেগুলি সব তারকা। কারণ তারকা রাতে প্রকাশ পায়, দিনে লুকিয়ে যায় *(দুররে মানছূর ৮/৩৯৫ পৃঃ)*।

৩। মু'আবিয়া ইবনু কুররা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে বললেন, আপনি কতইনা সুন্দর, আপনার প্রতিপালক আপনার কতইনা প্রশংসা করলেন। আপনার শক্তি কত এবং আপনার আমানতদারী কেমন তা একটু বলবেন? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, আমার শক্তি হচ্ছে আল্লাহ আমাকে লূত আলাইহিস সালাম -এর দেশ ধ্বংস করার জন্য 'মাদায়েন' পাঠিয়েছিলেন, সেখানে চারটি শহর ছিল। প্রত্যেক শহরে চার লক্ষ করে যোদ্ধা ছিল, মহিলা ও ছেলে-মেয়ে ছাড়াই। আমি নিচের যমীনসহ সব এমনভাবে উঠিয়ে ধরলাম, যাতে আকাশবাসী এ যমীনের কুকুর ও মোরগের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। তারপর আমি তাদের নীচে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করে দিলাম। আর আমার আমানতদারী হচ্ছে আমাকে এমন কোন আদেশ দেয়া হয়নি, আমি যার

বিপরীত করেছি। আমানত রক্ষা করাই আমার কাজ *(দুররে মানছূর ৮/৩৯৭)*। ইবনু মাসঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম -কে দেখেছিলেন, তিনি তার ছয়শত পর সহ আকাশ জুড়ে ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে দেখেছিলেন, আল্লাহকে নয়

অত্র সূরার ২৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম -কে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছিলেন।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّداً ﷺ لَمْ يَرَ جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ أَمَّا مَرَّةٌ فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فِيْ صُوْرَتِهِ فَأَرَاهُ صُوْرَتَهُ فَسَدَّ الْأُفُقَ وَأَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِيْنَ صَعِدَ بِهِ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى-

ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে তাঁর আসল রূপে বা আসল আকৃতিতে মাত্র দু'বার দেখেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁর আসল আকৃতিতে প্রকাশিত হন। আকাশের সমস্ত প্রান্ত তাঁর দেহে ঢাকা পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখেছিলেন ঐ সময় যখন তাঁকে নিয়ে তিনি আকাশের দিকে উঠে যান। وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর হা/৬৩৫৪)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَّهَاوِيلِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوْتِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে তাঁর আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছয়শতটি পাখা ছিল, এক একটি ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ করে ফেলছিল। সেগুলো হতে পান্না ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৬৩৫৬)*। জিবরাঈলের বিষয়টি আল্লাহই ভাল জানেন।

قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِيْ هَذِهِ الآيَةِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম -কে দেখেছিলাম তার ছয়শতটি পাখা ছিল *(ত্বাবারী হা/৩২৪৪৫, ইবনু কাছীর হা/৬৩৬১)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جِبْرِيْلَ فِيْ حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে দেখেছেন ঐ সময় জিবরাঈলের দেহের উপর দু'টি রেশমী পোশাক ছিল। তিনি আসমান যমীন ঘিরে ছিলেন *(ত্বাবারী হা/৩২৪৭০, ইবনু কাছীর হ/৬৩৬৪)।*

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَعْجَبُوْنَ أَنْ تَكُوْنَ الْخُلَّةَ لِإِبْرَاهِيْمَ وَالْكَلاَمُ لِمُوْسَى وَالرُّؤْيَةَ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আপনারা কি এতে আশ্চর্য হচ্ছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর সাথে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব ছিল, মূসা আলাইহিস সালাম -এর সাথে আল্লাহ্‌র কথোপকথন ছিল এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত ছিল *(ইবনু খুযায়মা হা/২৮৫; ইবনু কাছীর হা/৬৩৬৮)।*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُوْرٌ أَنَّي أَرَاهُ وَفِى رِوَايَةٍ رَأَيْتُ نُوْرًا-

আবু যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি তো নূর, কি করে আমি তাকে দেখতে পারি। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি নূর দেখেছি *(মুসলিম হা/২৯১; ইবনু কাছীর হা/৬৩৬৯)।*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি আমার প্রতিপালককে দেখেছি' *(আহমাদ হা/ ২৬২৯; ইবনু কাছীর হা/৬৩৭৩)।*

حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ أَتَى مَسْرُوْقٌ عَائِشَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ قَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِيْ لِمَا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَمَنْ أَخْبَرَكَ بِمَا فِيْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ، يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ-

আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু আমাদের বলেন, মাসরূক রাযিয়াল্লা-হু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা -এর নিকট এসে বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন? আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, সুবহানাল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেল। তুমি কোথায় রয়েছ? বা তুমি কি কথা বললে? জেনে রেখো যে, 'এ তিনটি কথা যে তোমাকে বলে, সে মিথ্যা কথা বলে।

(এক) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর তিনি দেখতে না পারার প্রমাণে একটি আয়াত পড়লেন لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ 'কোন চোখ তাঁকে দেখতে পারে না। তবে তিনি সমস্ত চোখগুলি দেখতে পান' *(আন'আম ১০৩)*। তারপর পাঠ করলেন, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ 'অহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া কোন মানুষের আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা সম্ভব নয়' *(শূরা ৫১)*।

(দুই) তারপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগামীকালের খবর জানেন, সে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর তিনি এ কথার প্রমাণে পাঠ করেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 'ক্বিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। কখন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তা তিনি জানেন, জরায়ুতে কি সন্তান জন্ম নিবে তা শুধু তিনিই জানেন। কাল কি উপার্জন করবে তা মানুষ জানে না। কোন স্থানে তার মরণ হবে তা মানুষ জানে না। আল্লাহ সব জানেন এবং সব বিষয়ে অবগত' *(লুক্বমান ৩৪)*।

(তিন) তারপর তিনি বলেন, আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কিছু কথা গোপন করেন, সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর তিনি এ কথার প্রমাণে পাঠ করেন يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ 'হে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়, তা আপনি পৌঁছে দিন' *(মায়েদা ৬৭)*।

তবে নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হ/৬৩৮১)*।

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ اللهُ يَقُوْلُ: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا ذَالِكَ جِبْرِيْلُ لَمْ يَرَهُ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ خُلِقَ عَلَيْهَا الاَّ مَرَّتَيْنِ رَآهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ سَادًّا أَعْظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ-

মাসরূক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -এর নিকটে ছিলাম। আমি বললাম, হে আয়েশা! আল্লাহ কি বলেননি, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ 'অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন' وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন'। একথা শুনে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই এ আয়াতগুলি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এ দ্বারা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে দেখা বুঝানো হয়েছে। তিনি মাত্র দু'বার আল্লাহ্‌র এ বিশ্বস্ত ফেরেস্তাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন। একবার তাঁর আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় দেখেছেন। ঐ সময় আকাশ ও

যমীনের মধ্যকার সমস্ত ফাঁকা জায়গা তাঁর দেহে পূর্ণ ছিল *(বুখারী হা/৪৬১২, ৪৮৫৫; মুসলিম হা/২৮৭-৮৯; তিরমিযী হা/৩০৬৮)*। মোটকথা আল্লাহ এ বিষয়ে নিজেই সাক্ষী দিয়েছেন لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى 'তিনি তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন' *(নাজম ১৮)*।

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ (٢٩)

অনুবাদ : (২৩) তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) আর তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নন। (২৫) এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। (২৬) সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? (২৭) এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। (২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। (২৯) তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জাগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

رَأَى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছাদর رُؤْيَةً বাব فَتَحَ অর্থ- দেখল, প্রত্যক্ষ করল। বাব اِفْعَالٌ হতে অর্থ দেখাল।

الْأُفُقُ- একবচন, বহুবচন آفَاقُ অর্থ- দিগন্ত, আকাশের প্রান্ত। যেখানে আসমান এবং যমীন মিলে গেছে বলে মনে হয়।

الْمُبِيْنُ– ইসম ফায়েল, মাছদার إِبَانَةً বাব اِفْعَالٌ অর্থ-স্পষ্ট প্রকাশকারী, স্পষ্টবাদী।

الْغَيْبُ– বহু বচন غُيُوْبٌ، غِيَابٌ অর্থ- অদৃশ্য, অনুপস্থিত। বাব ضَرَبَ মাছদার غِيَابًا، غَيْبَةً، غَيْبًا، غَيْبُوْبَةً অর্থ- অদৃশ্য হওয়া, অনুপস্থিত হওয়া।

بِضَنِيْنٍ- ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন أَضِنَّاءُ মাছদার ضَنًّا বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ অর্থ- কৃপণ, ভাল ও মূল্যবান বস্তুর বিষয় কৃপণতা করা।

قَوْلِ- বহুবচন أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ অর্থ- কথা, বাণী।

شَيْطَانِ- একবচন, বহুবচন شَيَاطِيْنُ অর্থ- দূরত্ব, কল্যাণের পথ হতে দূরে সরে যাওয়া।

رَجِيْمٍ- শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওযনে ইসমে মাফ'উলের অর্থে তথা مَرْجُوْمٌ ইসমে মাফ'উলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ- অভিশপ্ত, বিতাড়িত।

تَذْهَبُوْنَ- جمع مذكر حاضر মুযারে, অর্থ- তারা যায়, তারা গমন করে।

ذِكْرٌ- একবচন, বহুবচন ذُكُوْرٌ অর্থ- যিকর, স্মরণ, উপদেশ, বয়ান ইত্যাদি।

لِلْعَالَمِيْنَ- একবচন اَلْعَالَمُ বহুবচন عَالِمُوْنَ، عَوَالِم অর্থ- জগৎ, পৃথিবী, সমস্ত বিশ্ব, বিশ্ব জাহান।

شَاءَ- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার شَيْئًا، مَشِيْئَةً বাব فَتَحَ অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল।

يَسْتَقِيْمَ- واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِسْتِقَامَةٌ বাব اِسْتِفْعَالٌ অর্থ- সরল পথে চলে, ঠিক পথে চলে।

বাক্য বিশ্লেষণ

(২৩) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ- (و) আতিফা, (ل) উহ্য কসমের জওয়াব। (قَدْ) হরফে তাহক্বীক্ব নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয়। رَأى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (ه) মাফঊলে বিহী, (بِالْأُفُقِ) رَأى-এর সাথে মুতা'আল্লিক। اَلْمُبِيْنِ তার ছিফাত।

(২৪) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ- (و) আতিফা, (مَا) নাফিয়া لَيْسَ-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, (هو) مَا-এর ইমস, (عَلَى الْغَيْبِ) بِضَنِيْنٍ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (ب) যায়েদা, (ضَنِيْنٍ) শব্দগতভাবে মাজরূর আর স্থান হিসাবে মানছূব, তার খবর।

(২৫) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ- (و) আতিফা, তারকীব পূর্বের আয়াতের মত।

(২৬) فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ (ف) মুস্তানিফা, (أَيْنَ) ইসমে ইস্তিফহাম সর্বদা যবর বিশিষ্ট, تَذْهَبُوْنَ-এর মাফঊলে ফী।

(২৭) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ- (إِنْ) হরফে নাফিয়া, (هُوَ) মুবতাদা, (إِلَّا) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। ذِكْرٌ খবর (لِلْعَالَمِيْنَ) ذِكْرٌ -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(২৮) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ- لِمَنْ (ل) হরফে জার, مَنْ ইসমে মাওছূল, شَاءَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি ছিলা। (مِنْكُمْ) উহ্য كَائِنًا-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে شَاءَ-এর যমীর হতে হাল। أَنْ يَسْتَقِيْمَ-এ জুমলাটি شَاءَ-এর মাফ'উলে বিহী।

(২৯) وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ- (و) আতিফা, (مَا) নাফিয়া, تَشَاءُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (إِلَّا) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। أَنْ يَّشَاءَ মূলে ছিল بِأَنْ يَّشَاءَ এ জুমলাটি মাছদার হয়ে মাজরূর। তারপর تَشَاءُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (رَبُّ الْعَالَمِيْنَ) اللّٰهُ-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

(২৩) 'অবশ্যই তিনি তাঁকে আকাশ প্রান্তে দেখেছেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (٩) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (١١) أَفَتُمَارُوْنَهُ عَلَى مَا يَرَى (١٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤)

'তাঁকে এক মহা শক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে। তাঁকে এক মহা শক্তিধর শিক্ষা দিয়েছেন। যিন বড়ই কুশলী। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। যখন তিনি উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিলেন। পরে নিকটে আসলেন এবং শূন্যে ঝুলে থাকলেন। এমনকি ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম দূরত্ব থেকে গেল। তখন তিনি আল্লাহর বান্দাকে অহী পৌঁছালেন, যে অহী তাঁকে পৌঁছানোর ছিল। দৃষ্টি যা কিছু দেখল অন্তর তাতে মিথ্যা মিশ্রিত করেনি। এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তাঁর সাথে ঝগড়া কর যা তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। আর একবার তিনি তাকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখেছিলেন *(নাজম ৫-১৪)*।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا

'(হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলুন, জিবরাঈলের উপর যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাঈল আল্লাহর অনুমতিক্রমেই এ কুরআন সত্যই নাযিল করেছেন' *(বাক্বারাহ ৯৭)*। এসব আয়াত পড়লে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিবরাঈল হচ্ছেন মহাশক্তিধর, বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন ফেরেশতা। নবী করীম (ছাঃ) দিগন্তে যাকে দেখেছিলেন, তিনি জিবরাঈল। আল্লাহর নবী (ছাঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় যাকে দেখেছিলেন, তিনিও জিবরাঈল (আঃ)।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। একবার তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করায় জিবরাঈল স্বীয় আকৃতিতে প্রকাশিত হন। আকাশের সমস্ত প্রান্ত তাঁর দেহে ঢাকা পড়ে যায়। দ্বিতীয় বার যখন জিবরাঈল তাঁকে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যান *(ইবনে কাছীর হা/৬৩৫৪)*।

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছয়শতটি পালক ছিল। সেগুলি হতে পান্না ও মণিমুক্তা ঝরে পড়ছিল *(আহমাদ, ইবনে কাছীর হা/৬৩৫৬)*।

৩. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি জিবরাঈলকে ছয়শত পর অবস্থায় দেখেছি' *(বুখারী হা/৪৮৫৪)*।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন জিবরাঈলকে দেখলেন, তখন জিবরাঈলের দেহের উপর দু'টি রেশমী পোশাক ছিল। তিনি আসমান-যমীন ঘিরে ছিলেন *(তাবারী হা/৩২৪৪৮)*।

৫. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে দু'বার অন্তরের দৃষ্টিতে দেখেছেন *(মুসলিম, হা/১৭৬-২৮৫)*।

৬. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা কি এতে আশ্চর্য হচ্ছ যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে আল্লাহর বন্ধুত্ব ছিল এবং মূসা (আঃ)-এর সাথে কথোপকথন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে দর্শন ছিল? *(নাসাঈ, 'তাফসীর' অধ্যায় হা/২৮৫)*।

৭. আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহতো নূর, আমি তাঁকে কি করে দেখতে পারি? অন্য একটি বর্ণনায় আছে, রাসূল বললেন, 'আমি নূর দেখেছি' *(মুসলিম হা/১৭৮, ২৯১)*।

৮. আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর প্রতিপালককে অন্তরের দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেননি *(নাসাঈ হা/১৫৩৬)*।

৯. আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, একবার আমার পরওয়ারদেগার আয্যা ওয়া জাল্লাকে অতি উত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মালায়ে আ'লা' (শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ) কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই তা অধিক অবগত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আসমান সমূহ ও যমীনে যা আছে সবই অবগত হলাম। (রাবী বলেন,) অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'এরূপে আমি দেখালাম ইবরাহীমকে আসমান সমূহ ও যমীনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়'। দারেমী একে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু আয়েশ ও ইবনু আব্বাস এবং মু'আয ইবনু জাবাল হতে এবং এতে বর্ধিত করেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, 'কাফ্ফারাত' নিয়ে বিতর্ক করছেন। আর কাফ্ফারাত হল (ক) অবস্থান করা ছালাতের পর মসজিদ সমূহে। (খ) পায়ে হেঁটে জামা'আতে হাযির হওয়া। (গ) কষ্টের সময়ও উত্তমরূপে পূর্ণাঙ্গ ওযূ করা। যে এটা করবে কল্যাণের সাথে বেঁচে থাকবে ও কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে গুনাহ হতে পাক হয়ে যাবে সেদিনের ন্যায়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! যখন ছালাত পড়বে এ দো'আ করবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি ভাল কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজ সমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালবাসতে। হে আল্লাহ! যখন তুমি তোমার বান্দাদের ফেৎনা-ফাসাদে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিৎনামুক্ত রেখে তোমার দিকে উঠিয়ে নিবে'। রাসূল (ছাঃ) আরো বললেন, 'দারাজাত' হল সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাদ্য দান করা এবং রাত্রে ছালাত আদায় করা, যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন থাকে' *(বাংলা মিশকাত হা/৬৭১)*।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভোরে ফজরের ছালাতে আমাদের নিকট থেকে অনুপস্থিত রইলেন, যে পর্যন্ত না আমরা সূর্যের গোলাক দেখার কাছাকাছি হয়ে গেলাম। এ সময় তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলেন, সঙ্গে সঙ্গে ছালাতের একামত বলা হল। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত পড়ালেন এবং সংক্ষেপ করলেন। যখন সালাম ফিরালেন সশব্দে ডাকলেন এবং আমাদের বললেন, তোমরা সারিতে থাক, যেভাবে আছ। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, শুন, আমি বলছি, আজ ভোরে তোমাদের নিকট আসতে আমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি রাত্রে উঠলাম এবং ওযূ করলাম, অতঃপর আমার পক্ষে যা সম্ভব ছালাত পড়লাম। ছালাতে আমার তন্দ্রা এসে গেল এবং আমি অসাড় হয়ে পড়লাম। এসময় দেখি, আমি আমার পরওয়ারদেগার তাবারকা ওয়া তা'আলার নিকট উপস্থিত এবং তিনি অতি উত্তম অবস্থায় আছেন। তখন তিনি ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি উত্তর করলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি উপস্থিত আছি। তিনি বললেন, 'মালায়ে আ'লা' (উচ্চ পরিষদ) বা শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণ কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আমি অবগত নই। তিনি এরূপ তিনবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর দেখলাম, তিনি আমার দু'কাঁধের মধ্যখানে স্বীয় হাত রেখে দিয়েছেন, যাতে আমি আমার সীনায় তাঁর আঙ্গুল সমূহের শীতলতা অনুভব করতে লাগলাম। তখন সমস্ত জিনিস আমার নিকট পরিস্ফুট হয়ে উঠল, আর আমি সমস্ত বিষয় অবগত হলাম। অতঃপর তিনি ডাকলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি উত্তর করলাম, আমি হাযির আছি, হে প্রতিপালক! তখন তিনি বললেন, এখন বল, মালায়ে আ'লা কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, 'কাফফারাত সমূহ' নিয়ে। তিনি বললেন, সেসকল কি? আমি উত্তর করলাম, (ক) পায়ে হেঁটে জামা'আতে যাওয়া। (খ) ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা এবং (গ) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে এবং উত্তমরূপে ওযু করা। তিনি পুনরায় বললেন, অতঃপর কি নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি উত্তর করলাম, দারজা (মর্যাদার বিষয়সমূহ) নিয়ে। তিনি বললেন, সেসকল কি? আমি বললাম, অপরকে খাদ্য দান করা, নিজের কথাবার্তা মধুর করা ও রাত্রিতে ছালাত পড়া, লোকেরা যখন নিদ্রায় থাকে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট কিছু চাও? রাসূলুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই ভাল কাজ সম্পাদন করতে ও মন্দ কাজ পরিহার করে চলতে এবং গরীবদের ভালবাসতে (শক্তি ও স্পৃহা) এবং তুমি আমাকে মাফ করবে ও আমার প্রতি রহম করবে। আর যখন তুমি লোকদেরকে ফিৎনায় ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফিৎনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিবে। এতদ্ব্যতীত আমি চাই তোমার নিকট তোমাকে ভালবাসতে এবং তোমাকে যে ভালবাসে তাকে ভালবাসতে। আর যে কাজ তোমার ভালবাসার দিকে আমাকে অগ্রসর করবে সে কাজকেও ভালবাসতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ ঘটনা সত্য। এটা লিখে রাখ এবং অন্যকে শিক্ষা দাও *(বাংলা মিশকাত হা/৬৯২)*।

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা :

মাসরূক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, তুমি এমন কথা বলছ যে, এ কথা শুনে আমার দেহের লোম খাড়া হয়ে গেল। তখন মাসরূক (রাঃ) বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَأَى

مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى 'তিনি তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন' *(নাজম ১৮)*। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি বুঝেছ? এর দ্বারা জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন অথবা তিনি আল্লাহর কোন কথা গোপন করেছেন অথবা নিম্নের বিষয়গুলোর কোন একটি তিনি জানেন- (এক) ক্বিয়ামত করে ঘটবে? (দুই) বৃষ্টি কখন হবে এবং কি পরিমাণ হবে? (তিন) পেটে পুত্র সন্তান হবে না কন্যা সন্তান হবে? (চার) যে কোন ব্যক্তি আগামী কাল কি করবে? (পাঁচ) কে কোথায় মারা যাবে? তাহলে সে বড়ই মিথ্যা কথা বলেছে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। আসল কথা এই যে, রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈলকে দেখেছিলেন দু'বার। একবার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট এবং আরেকবার দেখেছিলেন আজয়াদ নামক জায়গায়। তাঁর ছয়শতটি পাখা ছিল এবং আকাশের সমস্ত প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছিলেন *(লোক্বমান ৩৪; বুখারী হা/৪৬১২, ৪৮৫৫; মুসলিম হা/১৭৭)*। তবে এ বর্ণনাগুলিতে আজয়াদ নামক শব্দটি নেই।

আমির (রাঃ) বলেন, মাসরূক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমার লোম খাড়া হয়ে গেল। তুমি কি বল? জেনে রেখ যে, এ তিনটি কথা যে ব্যক্তি তোমাকে বলে সে মিথ্যা কথা বলে। (এক) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ 'মানুষের চোখ আল্লাহকে দেখতে পারে না। তবে তিনি মানুষের চোখ দেখতে পান' *(আন'আম ১০৩)*। তারপর এ আয়াতটি পড়লেন, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 'অহি-র মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়ালে ছাড়া কোন মানুষের সাথে আল্লাহ কথা বলেন না' *(শূরা ৫১)*। (দুই) যে তোমাকে বলে যে, রাসূল (ছাঃ) আগামীকালের খবর জানেন, সে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন- إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ- 'ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি জানেন পেটে কি সন্তান হবে। কারো জানা নেই আগামী কাল সে কি অর্জন করবে? কারো জানা নেই কোথায় তার মরণ হবে? আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত' *(লোকমান ৩৪)*। (তিন) আর যে বলে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর কথা গোপন করেন, সে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তা আপনি পৌঁছে দিন' *(মায়েদা ৬৭)*। তারপর আয়েশা (রাঃ) বলেন, তবে তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন *(আহমাদ ইবনে কাছীর হা/৬৩৮১)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

১. আয়েশা (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে আজয়াদ নামক স্থানে স্বপ্নে দেখেন। অতঃপর তিনি তাঁর প্রয়োজনে বের হন। এ সময়ে জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে চিৎকার করে ডাকেন, হে মুহাম্মাদ! তখন আল্লাহর রাসূল ডানে-বামে তিন বার তাকান। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তারপর উপরের দিকে তাকান। তখন দেখতে পান যে জিবরাঈল (আঃ)-এর এক পা অপর পায়ের উপর রেখে আকাশের প্রান্তকে ঢেকে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি জিবরাঈল। আমি জিবরাঈল। কিন্তু তিনি ভয়ে পালিয়ে যান এবং মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়েন। তারপর তিনি আর কিছু দেখতে পেলেন না। আবার তিনি বেরিয়ে পড়েন এবং উপরের দিকে তাকেয়ে ঐ দৃশ্য দেখতে পান এবং মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়েন। এরপর আর কিছু দেখতে পেলেন না। আবার তিনি বের হয়ে আকাশের দিকে তাকান এবং জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখতে পান। এটাই হচ্ছে আল্লাহর বাণী والنجم إذا هوى হতে ثم دنا فتدل পর্যন্ত। অর্থাৎ জিবরাঈল থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত *(ত্বাবারী হা/৩২৪৪৮)*।

২. আবু আলিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি আপানর প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বলেন, 'আমি নদী দেখেছি। নদীর পিছনে পর্দা দেখেছি। পর্দার পিছনে আলো দেখেছি। এছাড়া আর কিছু দেখিনি' *(ইবনে কাছীর, হা/৬৩৭২)*।

৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হল, তখন তাকে বলা হল, এ হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা। সৃষ্টির আলো তাকে ঘিরে আছে এবং ফেরেশতাগণ তাকে ঘিরে ছিলেন। কাক সমূহ গাছের উপর বসার মত হয়ে আছে। সেখানে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বললেন। তখন আল্লাহ তাঁকে বললেন, আপনি যা চাওয়ার তা চান। মুজাহিদ বলেন, ঐ গাছের শাখাগুলি ছিল মণি-মানিক্য, ইয়াকূত ও যবরজাদের। ঐ সময় তিনি তাঁর প্রতিপালককে অন্তরের চোখে দেখেছিলেন *(ত্বাবারী হা/৩২৫২৪)*।

ইবনু যাযেদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ঐ শেষ প্রান্তের গাছটি কি দিয়ে ঢাকা দেখেছিলেন? তিনি বললেন, 'ঐ গাছের পাতার উপর একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে তাসবীহ পাঠ করছিলেন' *(ত্বাবারী হা/৩২৫২৪)*।

৪. ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর চাহিদা অনুযায়ী জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখানো হয়। অতঃপর জিবরাঈল যখন আল্লাহকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আসার খবর দেন তখন জিবরাঈল তাঁর আসল রূপে প্রকাশিত হন এবং সিজদা আদায় করেন। অতএব সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আরেকবার দেখানো দ্বারা জিবরাঈলকেই দেখানো উদ্দেশ্য *(আহমাদ, ইবনে কাছীর, হা/৬৩৯১)*।

অবগতি :

২৪নং আয়াত 'তোমাদের সাথী পাগল নন'-এর মর্মার্থ আল্লাহ আমাদের নবী (ছাঃ)-কে মক্কাবাসীর সাথী বলে তাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগাতে চান যে, তিনি তোমাদের কোন

অপরিচিত ব্যক্তি নন। তিনি তোমাদের বংশের একজন লোক। তোমাদের জাতির একজন। তোমাদের মাঝে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তোমাদের সবাই জানে যে, তিনি বড় জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, আমানতদার মানুষ। এমন একজন মানুষকে জেনেবুঝে পাগল বলতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। এমন মানুষকে পাগল বলা, তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতার প্রমাণ। আল্লাহ এভাবে বলে তাদের সমাজের জ্ঞানী-গুণীদের তীব্র নিন্দা করেছেন।

২৫নং আয়াতের মর্মকথা- তারা মনে করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যা বলেন, তা শয়তানের বাণী। শয়তান মুহাম্মাদের কানে কানে এগুলি বলে যায়। তোমাদের এরূপ ধারণা বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। কারণ শয়তান কেন মানুষকে মূর্তিপূজা, নাস্তিকতা, নীতি-নৈতিকতাহীনতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, তাকে তাওহীদ শিক্ষা দেবে? আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে এ কথা কেন শয়তান শিক্ষা দেবে? সে কেন আদর্শবাদী জীবন যাপন, সুবিচার, ন্যায়নীতি ও আল্লাহভীতি শিক্ষা দিবে? শয়তান তার নিজের স্বভাবের বিপরীত কোন কাজ করতে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) এসব কিছু করেন ও বলেন। তাহলে এ কুরআন শয়তানের বাণী হতে পারে কি? এখানেও আল্লাহ তাদের বোকামীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। কারন নবী করীম (ছাঃ) যা বলেন, তা কখনো শয়তানের বাণী হতে পারে না। তিনি হলেন তাওহীদবাদী মহাপুরুষ। আর শয়তান হচ্ছে ধিকৃত অভিশপ্ত রহমত হতে বিতাড়িত।

ঌঔঌঔ

সূরা আল-ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৯; অক্ষর ৩৫৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَا شَآءَ رَكَّبَكَ (٨)-

অনুবাদ : (১) যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে (২) যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে (৩) যখন সমুদ্রগুলিকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে (৪) আর যখন কবরগুলিকে খুলে দেয়া হবে (৫) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে (৬) হে মানুষ! কি জিনিস তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সমান করেছেন (৮) এবং যে আকারে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

السَّمَاءُ– বহুবচন سَمَاوَاتٌ অর্থ- আকাশ, আসমান। শব্দটি বাব نَصَرَ হতে মাছদার سُمُوًّا অর্থ- উঁচু হওয়া, ঊর্ধ্বে উঠা।

اِنْفَطَرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার إِنْفِطَارًا বাব إِنْفِعَالٌ অর্থ- বিদীর্ণ হল, ভাঙ্গল, খণ্ডিত হল। যেমন إِنْفَطَرَتِ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ 'যমীন ফেটে উদ্ভিদ বের হল'।

اَلْكَوَاكِبُ– একবচনে كَوْكَبٌ অর্থ- গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক।

اِنْتَثَرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার إِنْتِثَارًا বাব إِفْتِعَالٌ অর্থ- কোন জিনিস ছিটে গেল, ছড়িয়ে পড়ল। যেমন اِنْتَثَرَ الرَّجُلُ 'নাকে পানি দিয়ে ঝাড়ল'। تَنَاثَرَتِ الوَحْدَةُ 'ঐক্য বিনষ্ট হল'। বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ হতে মাছদার نَثْرًا و نِثَارًا 'ছড়ানো'।

الْبِحَارُ– একবচনে بَحْرٌ বহুবচনে بِحَارٌ، أَبْحُرٌ، بُحُوْرٌ 'সাগর'। بُحَيْرَةٌ বহুবচন بُحَيْرَاتٌ অর্থ- লেক, ঝিল। بَحْرِيَّةٌ 'নৌ-বাহিনী'। بَحْرِيَّةٌ تِجَارِيَّةٌ 'বাণিজ্যিক নৌবহর'।

فُجِّرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল। মাছদার تَفْجِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- উত্তাল করা হল, উদ্বেলিত করা হল। যেমন فَجَّرَ اللهُ الْبَحْرَ 'আল্লাহ সমুদ্রকে উদ্বেলিত করলেন'।

اَلْقُبُوْرُ– একবচনে قَبْرٌ অর্থ- কবর, সমাধি।

بُعْثِرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল। মাছদার بَعْثَرَةً বাব فَعْلَلَةٌ অর্থ- কবর খনন করা হল, ওলট-পালট করা হল।

عَلِمَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার عِلْمًا বাব سَمِعَ অর্থ- অবগত হল, জানল।

نَفْسٌ– বহুবচন نُفُوْسٌ، اَنْفُسٌ অর্থ- আত্মা, মানুষ।

قَدَّمَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার تَقْدِيْمًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- আগে পাঠাল, অগ্রিম মূল্য আদায় করল।

أَخَّرَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার تَأْخِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ 'পিছিয়ে দিল'। যেমন سَاعَتِىْ مُتَقَدَّمَةٌ اَوْ مُتَأَخَّرَةٌ 'আমার ঘড়িটি (এক মিনিট) স্লো অথবা ফাস্ট'।

اَلْإِنْسَانُ– বহুবচন أَنَاسِىُّ 'মানুষ'। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়। إِنْسَانَةٌ 'মানবী' حُقُوْقُ الاِنْسَانِ 'মানবাধিকার'।

غَرَّ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার غَرًّا ও غُرُوْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- ধোঁকা দিল, প্রতারিত করল। যেমন غَرَّتْهُ الدُّنْيَا اَوْ الشَّيْطَانُ 'দুনিয়া বা শয়তান তাকে প্রতারিত করল'। বাব اِفْتِعَالٌ হতে ধোঁকা খেল। اَلْغُرُوْرُ অর্থ- প্রতারণা, অহংকার।

رَبٌّ– বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা' رَبَّةُ الْبَيْتِ অর্থ- গৃহবধূ, গৃহিনী।

اَلْكَرِيْمُ– ইসমে ছিফাত, বহুবচন كِرَامٌ অর্থ- মহান মর্যাদাবান, দানশীল।

خَلَقَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ 'সৃষ্টি করল'। خَالِقٌ 'সৃষ্টিকর্তা' خَلِيْقَةٌ বহুবচন خَلاَئِقُ অর্থ- সৃষ্টিজগৎ, মানবকুল।

سَوَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَسْوِيَةٌ বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- সোজা করল, ঠিক করল।

عَدَلَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার العَدْلُ বাব ضَرَبَ অর্থ- সমান করল, সমতল করল। যেমন عَدَلَ الْمِيْزَانَ أَوِ السَّهَمَ 'দাঁড়িপাল্লা বা তীর সমান করল'।

صُوْرَةٌ– বহুবচন صُوْرٌ، صُوَرٌ، صِوَرٌ অর্থ- আকৃতি, চিত্র, ফটো। বাব تَفْعِيْلٌ হতে আকৃতি প্রদান করা। مُصَوِّرٌ অর্থ- চিত্রকর, শিল্পী।

شَاءَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার شَيْئًا ও مَشِيْئَةً বাব فَتَحَ অর্থ- চাইল, ইচ্ছা করল।

رَكَّبَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَرْكِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- জোড়া লাগাল, যুক্ত করল, গঠন করল। مُرَكَّبٌ 'যুক্ত'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ– (إِذَا) যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে। السَّمَاءُ উহ্য انْفَطَرَتْ ফে'লের ফায়েল। পরবর্তী انْفَطَرَتْ ফে'লটি ঐ উহ্য ফে'লের مُفَسِّرٌ বা ব্যাখ্যা প্রদানকারী। এ জুমলাটির جَوَابٌ হচ্ছে عَلِمَتْ।

(২-৪) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ– এ জুমলাগুলো প্রথম জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(৫) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ– (عَلِمَتْ) ফে'লে মাযী, نَفْسٌ ফায়েল, (مَا) মাফ'উলে বিহী মাওছূলা। قَدَّمَتْ ফে'লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। قَدَّمَتْ জুমলায়ে ফে'লিয়া, (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা। (أَخَّرَتْ) قَدَّمَتْ-এর উপর আতফ।

(৬) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ– (يَا) হরফে নিদা, الْإِنْسَانُ মুনাদা। মুনাদাতে আলিফ লাম যুক্ত হলে মুযাককার অবস্থায় হরফে নেদার সাথে أَيُّهَا এবং মুওয়ান্নাছ অবস্থায় أَيَّتُهَا যুক্ত করতে হয়। (هَا) হরফে তামবীহ, (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা, غَرَّ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) যমীর মানসূব মুত্তাছিল মাফ'উল, (بِرَبِّكَ) غَرَّ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। الْكَرِيْمِ তার ছিফাত।

(৭) الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ– (الَّذِيْ) رَبُّكَ-এর দ্বিতীয় ছিফাত। خَلَقَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী। خَلَقَكَ জুমলাটি الَّذِيْ-এর ছিলা। (فَ) হরফে আতফ, سَوَّاكَ ও عَدَلَكَ জুমলা দু'টি خَلَقَكَ জুমলার উপর আতফ।

(৮) فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ– (فِيْ) হরফে জার, أَيِّ মাজরূর, (صُوْرَةٍ) أَيِّ-এর মুযাফ ইলাইহি। شَاءَ জুমলা ফে'লিয়া হয়ে صُوْرَةٍ-এর ছিফাত আর (مَا) যায়েদা। সবমিলে رَكَّبَ-এর মুতা'আল্লিক। (كَ) মাফ'উলে বিহী।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ 'সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্ম বলে দেয়া হবে' *(ক্বিয়ামাহ ১৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ 'সেদিন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে, সে কি নিয়ে এসেছে' *(তাকবীর ১৪)*। তিনি আরো বলেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 'সে দিন পৃথিবী তার উপরের সংঘটিত সব কৃতকর্ম বলে দিবে' *(যিলযাল ৬)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 'অতঃপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও নেক আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ আমল করবে, সেও তা দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৭-৮)*। অত্র আয়াত সমূহে বলা হয়েছে মানুষকে ক্বিয়ামতের মাঠে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করা হবে।

আল্লাহ অত্র সূরার ৭নং আয়াতে বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন'। আল্লাহ আরো বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ 'আমি মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছি' *(আত-ত্বীন ৪)*। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে উন্নত মানের কাঠামো দেয়া হয়েছে। উন্নত মানের চিন্তা দেয়া হয়েছে জ্ঞান অর্জন ও বিবেক পরিচালনার জন্য অনুধাবন শক্তি দেওয়া হয়েছে এবং জ্ঞান অনুযায়ী মানুষের বিচার হবে।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্বিয়ামত সামনা-সামনি দেখতে চায় সে যেন সূরা কুব্বিরাত, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক্ব তেলাওয়াত করে' *(তিরমিযী হা/৩৩৩৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একজন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে। আমি তাকে অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উট আছে কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছে। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলির রং কি? লোকটি বলল,

লাল। সেগুলির কোনটি ধূসর বর্ণের রয়েছে কি? লোকটি বলল, জি-হ্যাঁ। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এ রং তার কোথা থেকে আসল? লোকটি বলল, হতে পারে রগের সূত্রে, অর্থাৎ বীর্য সূত্রে। পূর্বে কোন উট এরূপ ছিল? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এখানেও হতে পারে' *(বুখারী হা/৫৩০৫; মুসলিম হা/১৫০০; আবুদাঊদ হা/২২৬১-৬২; তিরমিযী হা/২১২৮; ইবনু মাজাহ হা/২০০২)*। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা মতই মানুষ সৃষ্টি করেন, তবে তার রূপ, চেহারা তার বংশের কারো মত হতে পারে। অত্র হাদীছে মানুষের আকৃতির বিষয়টি পেশ করা হয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَطَوَّلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالضُّحَى وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ-

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একদা এশার ছালাত আদায় করান। এতে তিনি লম্বা ক্বিরআত করেন। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? হে মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি যেখানেই ছালাত আদায় করাও, এ সূরাগুলো তেলাওয়াত করবে- সূরা আলা, সূরা যোহা, সূরা ইনফিতার *(নাসাঈ হা/৮৩১, ৯৮৪)*। প্রকাশ থাকে যে, বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে যে হাদীছ এসেছে, তাতে সূরা ইনফিতারের কথা নেই।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার ব্যাপারে তোমাকে কোন জিনিসটি ধোঁকায় নিমজ্জিত করল? হে আদম সন্তান! তুমি নবী-রাসূলগণের কি জবাব দিয়েছিলে? *(ইবনু কাছীর হা/৭১৭৭)*।

(২) কালবী ও মুকাতিল (রহঃ) বলেন, অত্র সূরার ৬নং আয়াতটি আসওয়াদ ইবনু শুরায়েকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এ দুর্বৃত্ত নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে মেরেছিল। তৎক্ষণাৎ তার উপর আল্লাহ্র আযাব না আসায় সে আনন্দে আটখানা হয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয় *(হাদীছটি বাতিল, হাদীছটি ইমাম বাগবী (রহঃ) সূত্রবিহীন বর্ণনা করেন)*।

(৩) বিশর ইবনু জাহ্হাশ আল-ফারাসী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং ওর উপর তাঁর একটি আঙ্গুল রেখে বলেন, আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এ রকম জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাকে সুঠাম করেছি এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছি। সঠিক আকার-আকৃতি দিয়েছি। অতঃপর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে চলাফেরা করতে শিখিয়েছি। পরিশেষে তোমার ঠিকানা হবে মাটির নীচে। অথচ তুমি সম্পদ জমা করেছ এবং আমার পথে দান করা হতে বিরত থেকেছ। তারপর যখন মরণ এসে পৌঁছেছে, তখন বলেছ আমি ছাদাকা করছি। কিন্তু এখন আর দান-খায়রাত করার সময় কোথায়? *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭১৭৯)*।

(৪) ওলাই ইবনু রাবাহ তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তার দাদাকে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন তোমার ঘরে কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে? তিনি বলেন, ছেলে হবে অথবা মেয়ে হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন কার সাথে সাদৃশ্য হবে? তিনি

বলেন, আমার সাথে অথবা তার মায়ের সাথে সাদৃশ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, থাম, এরূপ কথা বল না। বীর্য যখন জরায়ুতে অবস্থান করে তখন আদম পর্যন্ত নসব বা বংশ ওর সামনে থাকে। তুমি কি এ আয়াতটি পড়নি فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ 'যে আকৃতিতে চেয়েছেন, সে আকৃতিতে তোমাকে গঠন করেছেন' *(ত্বাবারী হা/৩৬৫৬৭; ইবনু কাছীর হা/৭১৮০)*।

অবগতি

মানুষের নিজ প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। কারণ মানুষ নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। পিতা-মাতাও সৃষ্টি করতে পারে না। মূল উপাদানগুলি পরস্পর সংযোজিত হয়ে হঠাৎ করে মানুষ রূপে গড়ে উঠেনি। আসল কথা এই যে, এক মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহ মানুষকে এক অভিনব নমুনাবিহীন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর শারীরিক গঠন এবং মানুষের উন্নত ও উৎকৃষ্ট, অতীব সুন্দর শারীরিক গঠনই মানুষকে তার প্রতিপালকের কথা বলে দেয়। এ দেখে মানুষ নিজে নিজে আল্লাহ্র সামনে নত হয়ে পড়বে, এটাই মানুষের বিবেক-শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধির ঐকান্তিক দাবী। তাই আল্লাহ্র নাফরমানী করার বিন্দুমাত্র সাহসও মানুষের হওয়া উচিৎ নয়। কাজেই মানুষের জানা উচিৎ যে, আল্লাহ শুধু রহমান ও রাহীম নন, জব্বার ও কাহ্হার তথা প্রতাপশালী ও কঠোর শাস্তিদানকারীও বটে। ঝড়, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা ও বায়ু আসলে এবং বড় ধরনের কোন বিপদাপদ আসলে বুঝা যায় যে, তিনি কঠোর ও প্রতাপশালী। কারণ তখন তা প্রতিরোধের শত চেষ্টা ও প্রচেষ্টা কোন কাজে আসে না।

كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ (١١) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ (١٢)-

অনুবাদ : (৯) কখনো নয় বরং আসল কথা হলো, তোমরা পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অথচ তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছেন (১১) তারা এমন সম্মানিত লেখক (১২) যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই জানেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُكَذِّبُوْنَ- جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ 'তারা অস্বীকার করে'। বাব ضَرَبَ থেকে মাছদার كِذْبًا ও كَذِبًا, 'মিথ্যা বলা'। যেমন كَذَبَ 'সে মিথ্যা বলল'।

اَلدِّيْنُ – অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, হিসাব দিবস, কর্মফল দিবস, ক্বিয়ামত দিবস। বহুবচন اَدْيَانٌ।

حَافِظِيْنَ- جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার حِفْظًا বাব سَمِعَ অর্থ- পাহারাদানকারীগণ, পরিদর্শকগণ। যেমন حَفِظَ الْمَالَ অর্থ- মাল পাহারা দিল, তত্ত্বাবধান করল।

كِرَامًا– ইসমে ছিফাত, একবচনে كَرِيْمٌ বহুবচন كُرَمَاءُ، كِرَامٌ অর্থ- সম্মানিত, মহান।

كَاتِبِيْنَ – جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার كَتْبًا ও كِتَابَةً বাব نَصَرَ ‘লেখকগণ’। বাব إِفْتِعَالٌ ও تَفْعِيْلٌ থেকে অর্থ- লেখা শিখানো। যেমন كَتَّبَهُ تَكْتِيْبًا ‘তাকে লেখা শিখাল’।

تَفْعَلُوْنَ – جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার فَعْلاً ও فِعَالاً বাব فَتَحَ ‘তোমরা যা কর’।

বাক্য বিশ্লেষণ

(৯) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ– (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয়। بَلْ হরফে ইযরাব। পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রকাশক অব্যয়। تُكَذِّبُوْنَ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (بِالدِّيْنِ) تُكَذِّبُوْنَ -এর সাথে মুতা‘আল্লিক।

(১০) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ– (وَ) হালীয়া, জুমলাটি تُكَذِّبُوْنَ-এর واو যমীর হতে হাল। (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল। عَلَيْكُمْ উহ্য (مُوَظَّفُوْنَ) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খাবারে মুকাদ্দাম। (لَ) তাকীদের জন্য। উহ্য (مَلاَئِكَةً) إِنَّ-এর ইসম, (حَافِظِيْنَ) مَلاَئِكَةً-এর ছিফাত।

(১১) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ– (كِرَامًا) مَلاَئِكَةً-এর দ্বিতীয় ছিফাত, (كَاتِبِيْنَ) مَلاَئِكَةً-এর তৃতীয় ছিফাত।

(১২) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ– এ জুমলাটি مَلاَئِكَةً-এর চতুর্থ ছিফাত, يَعْلَمُوْنَ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (مَا) মাফ‘উলে বিহী, تَفْعَلُوْنَ জুমলা ফে‘লিয়াটি (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা হয়ে يَعْلَمُوْنَ-এর মাফ‘উলে বিহী।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ‘প্রতিটি ব্যক্তির সামনে ও পিছনে তাঁর নিয়োজিত পাহারাদার লেগে রয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র হুকুমে তার দেখাশুনা করে’ *(রা‘দ ১১)*। মানুষের সব কর্ম সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মানুষের সামনে তার কর্ম তুলে ধরা হবে। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ‘আর যার আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে’ *(ইনশিক্বাক্ব ১০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ‘আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে’ *(হাক্কা ২৫)*। লিখিত কর্ম দেখানোর জন্য বাম হাতে দেয়া হবে। লজ্জা করে হাত টেনে নিলে, তার পিছন দিক হতে হাতে তুলে দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ‘এমন কোন শব্দই তার মুখ হতে বের হয় না, যার সংরক্ষণের জন্য একজন পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক উপস্থিত থাকে না’ *(ক্বাফ ১৮)*। মানুষের বিন্দু বিন্দু ও অণু পরমাণু পরিমাণ

আমলও লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা ক্বিয়ামতের মাঠে তার সামনে পেশ করে তার কর্ম অবহিত করা হবে।

এমর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই, সব যঈফ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ لَعَنَهُ الْمَلَكَانِ–

আলী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নিশ্চয়ই মানুষ যখন লুঙ্গী ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ করে, তখন তার সাথের দু'জন ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ করে *(কুরতুবী হা/৬২৬২)*।

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكْرِمُوْا الْكِرَامَ الْكَاتِبِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُفَارِقُوْنَكُمْ إِلاَّ عِنْدَ إِحْدَى حَالَتَيْنِ الْجَنَابَةَ وَالْغَائِطَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِجِذْمِ حَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيْرِهِ، أَوْ لِيَسْتُرْهُ أَخُوْهُ–

মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সম্মান কর। তারা নাপাক অবস্থা ছাড়া এবং পায়খানায় যাওয়ার অবস্থা ছাড়া কখনই তোমাদের থেকে পৃথক হন না। গোসলের সময়েও তোমরা পর্দা করবে। দেয়াল যদি না থাকে, তবে উট দ্বারা হলেও পর্দার ব্যবস্থা করবে। যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তবে নিজের কোন সাথীকে দাঁড় করিয়ে রাখবে, তাহলে সেটিই পর্দার কাজ করবে *(ইবনু কাছীর হা/৭১৮২; সিলসিলা যঈফা হা/২২৪৩)*।

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرِّيْ فَاسْتَحْيُوْا مِنْ مَلاَئِكَةِ اللهِ الَّذِيْنَ مَعَكُمْ؛ اَلْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُفَارِقُوْنَكُمْ إِلاَّ عِنْدَ إِحْدَى ثَلاَثِ حَالَاتٍ اَلْغَائِطِ وَالْجَنَابَةِ وَالْغُسْلِ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَذْمِ حَائِطٍ أَوْ بِبَعِيْرِهِ–

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে উলঙ্গ হতে নিষেধ করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র সেইসব ফেরেশতাকে সম্মান কর, যারা সম্মানিত লেখক তোমাদের সাথে থাকেন, যারা তিনটি অবস্থা ছাড়া তোমাদের থেকে পৃথক হন না- পেশাব-পায়খানা অবস্থায়, অপবিত্র বা জুনবী অবস্থায় এবং গোসলের অবস্থায়। অতএব যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খোলা স্থানে গোসল করবে, সে যেন তার কাপড় দিয়ে পর্দা করে। অথবা দেয়ালের আড়ালে অথবা তার উটের মাধ্যমে পর্দা করে *(সিলসিলা যঈফা হা/২২৪৩)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللهِ مَا حَفِظَا فِيْ يَوْمٍ فَيَرَى فِيْ أَوَّلِ الصَّحِيْفَةِ وَفِيْ آخِرِهَا اسْتِغْفَارًا إِلَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيْفَةِ–

আনাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন দু'জন সম্মানিত লেখক, তাদের সংরক্ষিত আমল আল্লাহ্র নিকট পেশ করেন। যদি দেখা যায় যে, আমলনামার শুরুতে ও শেষে ইস্তেগফার রয়েছে, তবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার আমলনামার দুই পাশের মাঝে

যা গোনাহ রয়েছে সব ক্ষমা করে দিলাম *(বায্যার হা/৩১৭; মাজমা'আ হা/১৪৫৪; ইবনু কাছীর হা/৭১৮৪)*।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ আদম সন্তানকে এবং তাদের আমলসমূহ চেনেন ও জানেন। অতঃপর তারা যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর কোন আমল করতে দেখেন তখন তার বিষয়ে আপোষে আলোচনা করেন এবং তার নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন, অমুক ব্যক্তি রাতে মুক্তি লাভ করেছে। অমুক ব্যক্তি রাতে সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তিকে পাপ কর্মে লিপ্ত দেখলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে সেটাও আলোচনা করেন এবং বলেন যে, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে *(বায্যার হা/৩২৫২; মাজমা'আ ১৭৬৯৮; ইবনু কাছীর হা/৭১৮৫)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নগ্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে এমন ফেরেশতা থাকেন, যারা তোমাদের থেকে পৃথক হন না। তবে পেশাব-পায়খানার সময় এবং স্ত্রী মিলনের সময়। অতএব তোমরা ফেরেশতাগণকে লজ্জাবোধ কর এবং তোমরা তাঁদেরকে সম্মান কর *(তিরমিযী, ইরওয়া হা/৬৪)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَحْسَبُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا أَتَاهَا زَوْجُهَا لَيَكْشِفَانِ عَنْهُمَا اللِّحَافَ، يَنْظُرُ أَحَدُهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ كَأَنَّهُمَا حِمَارَانِ، فَلَا تَفْعَلْنَ، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ-

আবু ওমামা বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের সকল নারীকে মনে করি, যে যখন তার স্বামী তার নিকটে আসে, তখন তারা উভয়ে নগ্ন হয়ে যায়। একজন আরেক জনের লজ্জাস্থানের প্রতি লক্ষ করে, যেন তারা উভয়েই গাধা। তোমরা এরূপ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট হন *(ত্বাবারানী, সিলসিলা যাঈফা হা/৬০০৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ، اسْتَحْيَتِ الْمَلَائِكَةُ فَخَرَجَتْ وَبَقِيَ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ نَصِيْبٌ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট আসে, সে যেন পর্দা করে। কারণ সে পর্দা না করলে ফেরেশতাগণ লজ্জা পান, তখন ফেরেশতারা চলে যান, শয়তান বাকী থাকে। এতে তাদের কোন সন্তান হলে সন্তানের মধ্যে শয়তানের একটি অংশ থেকে যায় *(বায্যার, সিলসিলা যাঈফা হা/৬০০৬)*।

প্রকাশ থাকে যে, এ মর্মে বর্ণিত সব হাদীছ যঈফ ও জাল। স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় নগ্ন হওয়া যায় *(বাক্বারাহ ২২৩; তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৭)*। নগ্ন অবস্থায় গোসল করা যায় *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/২৭০, ২৭৫; আধুনিক প্রকাশনী)*।

অবগতি

কিরামান কাতেবীন অর্থাৎ সম্মানিত মর্যাদাবান ফেরেশতা। কারো সাথে তাদের ব্যক্তিগত ভালবাসা নেই। কারো সাথে তাদের শত্রুতা নেই। কাজেই কারো নামে মিথ্যা রেকর্ড তৈরী করা তাঁদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তাঁরা অবিশ্বাসী ও খিয়ানতকারী নন। ইচ্ছামত কারো নামে কোন কিছু লিখেন না। তাঁরা ঘুষখোর ও দুর্নীতিপরায়ণও নন। কোন নৈতিক দুর্বলতা তাদের নেই। পাপাচারী নেককার সব মানুষই তাঁদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে। এ ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত। ফেরেশতাগণ মানুষের সাথে কিভাবে থাকেন আর কিভাবে তাদের কর্ম লেখেন তা মানুষের জানা নেই। সামান্য কোন কথা ও কর্ম তাঁদের অলিখিত থাকে না।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩)

অনুবাদ : (১৩) নিশ্চয়ই সৎ লোকেরা পরম সুখ-শান্তিতে থাকবে। (১৪) আর পাপাচারীরা প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত আগুনে থাকবে। (১৫) প্রতিফল দিবসে তারা তাতে প্রবেশ করবে। (১৬) সেখান থেকে তারা কখনই উধাও হতে পারবে না। (১৭) আপনি কি জানেন প্রতিফল দিবস কেমন? (১৮) আবারো বলছি, আপনি কি জানেন প্রতিফল দিবস কি? (১৯) এটা সেইদিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সেদিন ফায়ছালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْأَبْرَارُ– একবচনে اَلْبِرُّ، اَلْبَارُّ বহুবচন بُرُوْرَةٌ، بَرَرَةٌ অর্থ- সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় আচরণকারী। শব্দ দু'টি ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হলে بَرٌّ বহু বচন أَبْرَارٌ আর بَارٌّ বহু বচন بَرَرَةٌ অর্থ- অনুগত।

نَعِيْمٍ– নিয়ামত, সুখ, সাচ্ছন্দ্য। মাছদার نِعْمَةً ও نَعَمًا বাব سَمِعَ যেমন نَعِمَ عَيْشُهُ অর্থ- তার জীবন সুখের হল, সুখী হল। বাব تَفَعُّلٌ থেকে অর্থ- প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন যাপন করল। نِعْمَةً 'অনুগ্রহ'। বহুবচন نِعَمٌ، أَنْعُمٌ، نِعْمَاتٌ، نِعَمَاتٌ، نِعِمَاتٌ।

اَلْفُجَّارُ– একবচনে فَاجِرٌ বহুবচন فُجَّارٌ، فَجَرَةٌ، فَاجِرُوْنَ 'পাপাচারী'।

جَحِيْمٍ– অর্থ- জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলিত আগুন।

يَصْلَوْنَهَا– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার صَلِّى ও صِلِيًّا বাব سَمِعَ অর্থ- তারা আগুনে দগ্ধ হবে, তারা জ্বলে যাবে। যেমন صَلِيَ النَّارَ 'সে আগুনে জ্বলে গেল'।

يَوْمَ– বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস। يَوْمِيًّا 'দৈনিক' يَوْمًا فَيَوْمًا 'দিনের পর দিন'। ذَاتَ يَوْمٍ অর্থ- একদিন, একদা, কোন একদিন। فِيْ يَوْمِنَا هَذَا বা فِيْ اَيَّامِنَا هَذِهِ অর্থ- আজকাল, বর্তমানকালে।

غَائِبِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার غَيْبًا و غَيْبُوْبَةً বাব ضَرَبَ 'অনুপস্থিত'। মাযী غَابَ ও تَغَيَّبَ অর্থ- অনুপস্থিত থাকল, অদৃশ্য হল। غَيْبًا ও مَشْهَدًا অর্থ- সামনে ও পিছনে, লোকালয়ে ও নির্জনে।

أَدْرَاكَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ 'তাকে কোন বিষয়ে অবহিত করল'। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার دِرَايَةً 'জানা'।

تَمْلِكُ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার مِلْكًا বাব ضَرَبَ অর্থ- মালিক হবেন, অধিকারী হবেন। বাব اِفْتِعَالٌ ও تَفَعُّلٌ হতে একই অর্থ। বাব إِفْعَالٌ থেকে অর্থ- মালিক বানালো।

شَيْئًا– বহুবচন اَشْيَاءُ অর্থ- বস্তু, জিনিস, বিষয়। شَيْئًا فَشَيْئًا 'ধীরে ধীরে'।

الْأَمْرُ– বহুবচন اَوَامِرُ অর্থ- ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আদেশ, নির্দেশ।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৩) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ– জুমলা মুস্তানিফা, إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (الْأَبْرَارَ) إِنَّ-এর ইসম, (لَ) মুযহালাকা, (فِي نَعِيْمٍ) উহ্য (كَائِنُوْنَ) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবর।

(১৪) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ– জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১৫) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ– জুমলাটি فِي جَحِيْمٍ-এর পূর্বে উহ্য (كَائِنُوْنَ) হতে হাল। يَصْلَوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (هَا) মাফ'উলে বিহী, يَوْمَ الدِّيْنِ মুযাফ, মুযাফ ইলাইহে মিলে যরফে যামান বা মাফ'উলে ফী।

(১৬) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ– (وَ) আতিফা, (مَا) لَيْسَ-এর সাদৃশ্য, (هُمْ) مَا-এর ইসম, (عَنْهَا) غَائِبِيْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (بِ) যায়েদা বা অতিরিক্ত। (غَائِبِيْنَ) مَا-এর খবর, মূল এবারত এভাবে وَمَا هُمْ بِغَائِبِيْنَ عَنْهَا।

(১৭ ও ১৮) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ– (وَ) আতিফা, (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা। أَدْرَى ফে‘লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল, (كَ) প্রথম মাফ‘উলে বিহী। أَدْرَاكَ এ জুমলাটি খবর। (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা, يَوْمُ الدِّيْنِ খবর। مَا يَوْمُ الدِّيْنِ এ জুমলা ইসমিয়াটি أَدْرَى ফে‘লের দ্বিতীয় মাফ‘উল বিহী। (ثُمَّ) হরফে আতিফা।

(১৯) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذ لِلَّهِ– (يَوْمَ) أُذْكُرُوْا উহ্য ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। (لَا) নাফিয়া, تَمْلِكُ ফে‘লে মুযারে نَفْسٌ ফায়েল, شَيْئًا মাফ‘উলে বিহী, (لِنَفْسٍ) تَمْلِكُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক, لَا تَمْلِكُ জুমলাটি يَوْمَ-এর মুযাফ ইলাইহে হিসাবে মাজরূর। (أَوْ) আতিফা, (الْأَمْرُ) মুবতাদা, يَوْمَئِذ যারফ এবং ইযাফত যারফের দিকে অর্থাৎ يَوْمَ হচ্ছে মুযাফ আর إِذْ হচ্ছে মুযাফ ইলাইহে। এটি (كَائِنٌ) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক, (لِلَّهِ) كَائِنٌ শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে الْأَمْرُ মুবতাদার খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার ১৩নং আয়াতে বলেন, নেককার লোকেরা نَعِيْمٌ (নাঈম) জান্নাতে যাবে আর পাপাচার লোকেরা جَحِيْم (জাহীম) নামক জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّة وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ‘একদল জান্নাতে যাবে আর একদল প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে’ *(শূরা ৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذ يَتَفَرَّقُوْنَ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَات فَهُمْ فِيْ رَوْضَة يُحْبَرُوْنَ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ– ‘যেদিন সেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেইদিন সব মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে একটি বাগিচায় আনন্দ ও ফূর্তির মধ্যে রাখা হবে। আর যারা কুফরী করেছে, আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং আমার সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদেরকে শাস্তির মধ্যে উপস্থিত রাখা হবে’ *(রূম ১৪-১৬)*।

অত্র সূরার ১৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, সেখান থেকে মানুষ উধাও হতে পারবে না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا ‘তারা জাহান্নাম হতে বের হয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না’ *(মায়েদাহ ১৭)*। আয়াত দ্বয়ে বুঝা যায়, সেখান থেকে চলে যাওয়ার কোন সুযোগ মানুষের থাকবে না। অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, সেদিন কারো জন্য কারো কিছু করার কোন সাধ্য থাকবে না। সেদিন একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ্র হাতে থাকবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ 'সেদিন ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে আজ একচ্ছত্র আধিপত্য কার? সমস্ত সৃষ্টিলোক বলে উঠবে, একমাত্র মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র। বলা হবে, আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না' *(মুমিন বা গাফির ১৬-১৭)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ 'সেই দিন প্রকৃত রাজত্ব হবে একমাত্র রহমানের হাতেই' *(ফুরক্বান ২৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 'তিনি বিচার দিবসের একক মালিক' *(ফাতেহা ৪)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্টির মধ্যে নিবেন। আর আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন, আমার হাতেই রাজত্ব, দুনিয়ার রাজারা কোথায়'? *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِيْنَ بِشِمَالِهِ وَفِي رِوَايَةٍ يَأْخُذُهُنَّ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আসমান সমূহ গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন আমার হাতেই রাজত্ব, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী, স্বৈরাচারী শাসকেরা? তারপর বাম হাতে যমীন সমূহকে পেঁচিয়ে নিবেন। অন্য এক বর্ণনায় যমীন সমূহকে অপর হাতে নিবেন এবং বলবেন আমার হাতেই রাজত্ব, স্বৈরাচারী, অহংকারী বাদশাহরা আজ কোথায়? *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِيْنَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا اللهُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحِبْرُ تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ، وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা জনৈক ইহূদী পাদ্রী নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা তাওরাতে দেখেছি যে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন

আকাশসমূহ এক আঙ্গুলের উপর, যমীনকে এক আঙ্গলের উপর, পর্বতমালা ও গাছসমূহ এক আঙ্গুলের উপর, পানি এবং কাঁদামাটি এক আঙ্গুলের উপর, আর অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিজগৎ এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন। অতঃপর এসমস্ত জিনিসকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই আল্লাহ। ইহূদী পাদ্রীর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আশ্চর্যান্বিত হয়ে হেসে ফেললেন, যেন তিনি তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, আল্লাহ্‌র যতটুকু সম্মান করা দরকার ছিল তারা ততটুকু সম্মান করেনি, অথচ ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ডান হাতে গুটানো। তিনি পবিত্র, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে' *(বুখারী ও মুসলিম হা/৫২৯০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) دَعَا النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا-

وَفِيْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' মর্মে আয়াতটি নাযিল হল, তখন নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হল। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে কা'ব ইবনু লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আব্‌দে শাম্‌সের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে বাঁচাও। হে আব্‌দে মানাফের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। কেননা আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব' *(মুসলিম)*।

বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! (আমার উপর ঈমান এনে) তোমাদের জানকে খরিদ করে নাও (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন হতে

আত্মরক্ষা কর)। আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্‌র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে আব্‌দে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্‌র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হতে আল্লাহ্‌র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে মুহাম্মাদের ফুফী ছাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ হতে যা ইচ্ছা তা চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৪১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্বিয়ামতের দিন এমন এক দিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য থাকবে না। এমনকি আমাদের নবীও নিজে থেকে কারো জন্য কিছু করতে পারবেন না।

ཀཀ

সূরা আল-মুতাফফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩৬; অক্ষর ৮০৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ (١) اَلَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ (٢) وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ (٥) يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -(٦)

অনুবাদ : (১) ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে বা ওযনে কম দেয়। (২) যারা মানুষের কাছ থেকে নিজে মেপে নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয়। (৩) আর যখন তাদেরকে মেপে বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় উঠিয়ে আনা হবে। (৫) এমন এক বড় দিনে। (৬) যেদিন মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَيْلٌ- অর্থ- দুর্ভোগ, ধ্বংস, বিপদ-আপদ, দুর্যোগ, দুর্বিপাক। وَيْلَكَ 'তোমার জন্য আফসোস', وَيْلَتِيْ 'হায় আফসোস'!

لِلْمُطَفِّفِيْنَ- جمع مذكر ইসমে ফায়েল, বাব تَفْعِيْلٌ মাছদার تَطْفِيْفًا 'যারা ওযনে কম দেয়'। যেমন طَفَّفَ الْمِكْيَالَ 'মাপে কম দিল'। اَلطَّفِيْفُ অর্থ- অল্প, সামান্য, নগণ্য।

اكْتَالُوْا- جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার اِكْتِيَالاً বাব اِفْتِعَالٌ 'তারা মেপে নিল'। যেমন اِكْتَالَ عَلَيْهِ مِنْهُ 'তার কাছ থেকে নিজে মেপে নিল'। كَيْلٌ-এর বহুবচন أَكْيَالٌ অর্থ- পরিমাপ। আর مِكْيَالٌ-এর বহুবচন مَكَائِيْلُ 'পরিমাপ যন্ত্র'।

يَسْتَوْفُوْنَ- جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِسْتِيْفَاءً বাব اِسْتِفْعَالٌ 'তারা পুরোপুরি মেপে নেয়'। যেমন اِسْتَوْفَى الْحَقَّ 'হক্ব পূর্ণ উছূল করল'। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার وَفَاءً 'পূর্ণ করা' বাব اِفْتِعَالٌ হতে অর্থ- মাপে পূর্ণ দেয়া।

كَالُوْا- جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার, كَيْلاً বাব ضَرَبَ অর্থ- তারা মাপল, পরিমাপ করল। যেমন كَالَ الْمُعْطِي وَإِكْتَالَ الاَخِذُ 'দাতা মেপে দিল এবং গ্রহীতা দাতার কাছ থেকে নিজে মেপে নিল'।

وَزَنُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার وَزْنًا ও زِنَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- তারা ওযন করল, তারা ওযন দিল। مِيْزَانٌ বহুবচন مَوَازِيْنُ অর্থ- দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। مِيْزَانُ الْحَرَارَةِ ‘তাপমান যন্ত্র’।

يُخْسِرُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِخْسَارًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তারা ওযনে কম দেয়, মাপে কম দেয়।

يَظُنُّ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার ظَنًّا বাব نَصَرَ। অর্থ- ধারণা করে, মনে করে, চিন্তা করে। ظَنٌّ বহুবচন ظُنُوْنٌ অর্থ- ধারণা, চিন্তা, সন্দেহ। ظِنَّةٌ ও ظِنَّانَةٌ অর্থ- খারাপ ধারণা, সন্দেহ, অপবাদ, অভিযোগ। ظَنٌّ শব্দ يَقِيْنٌ বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর এখানে এটাই অর্থ।

مَبْعُوْثُوْنَ– جمع مذكر ইসমে মাফ‘উল, মাছদার بَعْثًا বাব فَتَحَ মুযারে মাজহূলের অর্থে ‘তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে’। যেমন بَعَثَ اللهُ النَّاسَ بَعْدَ الْمَوْتِ ‘আল্লাহ মানুষকে মরার পর পুনরায় উঠাবেন’। بَعَثَهُ مِنْ نَوْمِهِ ‘তাকে ঘুম থেকে উঠালো’। يَوْمُ الْبَعْثِ ‘ক্বিয়ামত দিবস’।

يَوْمٌ– বহুবচন اَيَّامٌ ‘দিন’।

عَظِيْمٍ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন عُظَمَاءُ عُظُمٌ، عَظْمٌ মাছদার عَظْمًا বাব كَرُمَ অর্থ- মহান, বড়। বাব تَفْعِيْلٌ ও اِفْتِعَالٌ হতে অর্থ- বড় বা মহান করা।

يَقُوْمُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার قِيَامًا বাব نَصَرَ ‘দাঁড়াবে’। বাব إِفْعَالٌ থেকে অর্থ- দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা।

رَبٍّ– বহুবচন اَرْبَابٌ ‘প্রতিপালক’। رَبُّ الْبَيْتِ ‘গৃহকর্তা’, رَبَّةُ الْبَيْتِ ‘গৃহিণী’।

الْعَالَمِيْنَ– একবচনে عَالَمٌ বহুবচন عَوَالِمُ، عَالَمُوْنَ অর্থ- জগৎ, জগদ্বাসী।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ– (وَيْلٌ) মুবতাদা, لِلْمُطَفِّفِيْنَ উহ্য ثَابِتٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর।

(২) الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ– (الَّذِيْنَ) لِلْمُطَفِّفِيْنَ-এর ছিফাত إِذَا যরফ শর্তের অর্থে, اكْتَالُوْا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, (عَلَى النَّاسِ) اكْتَالُوْا ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে শর্ত। يَسْتَوْفُوْنَ ফে‘লে ও ফায়েল মিলে জাযা। জুমলাটি ইসমে মাওছূলার ছিলা হয়ে إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহির স্থানে।

(৩) وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ– (و) হরফে আতফ, إِذَا যরফ, كَالُوْا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, هُمْ যমীরটি مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ হরফে জার তুলে নেওয়ার কারণে স্থান হিসাবে যবরবিশিষ্ট অর্থাৎ كَالُوْا ফে‘লের مفعول হয়েছে। মূলে ছিল كَالُوْا لَهُمْ طَعَامًا। (أَوْ) হরফে আতফ। وَزَنُوْهُمْ জুমলাটি كَالُوْهُمْ জুমলার উপর আতফ এবং তারকীব ও كَالُوْهُمْ-এর মত। আর এ দু’জুমলা মিলে শর্ত। يُخْسِرُوْنَ জুমলা ফে‘লিয়াটি إِذَا-এর জওয়াবে শর্ত।

(৪) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ– (أَ) হামযা অব্যয়টি এখানে ইস্তেফহাম ইনকারী অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এখানে ইস্তেফহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা এবং অসমর্থন ঘোষণা করা। (لَا) নাফিয়া, يَظُنُّ ফে‘লে মুযারে, أُوْلَئِكَ ফায়েল, (أَنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল, هُمْ তার ইসম, مَبْعُوْثُوْنَ খবর। (أَنَّ) তার ইসম ও খবর নিয়ে يَظُنُّ ফে‘লের দু’মাফ‘উলের স্থান জুড়ে আছে।

(৫) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ– (لِيَوْمٍ) مَبْعُوْثُوْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (عَظِيْمٍ) يَوْمٍ-এর ছিফাত।

(৬) يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ– (يَوْمَ) শব্দটি পূর্বের يَوْمَ থেকে বাদল অথবা صفت হতে পারে, তবে তাকে যের দিয়ে পড়তে হবে। এবং এটি مَبْعُوْثُوْنَ-এর যরফ। يَوْمَ শব্দটি মাফ‘উলে ফী হয়েছে مَبْعُوْثُوْنَ-এর। يَقُوْمُ ফে‘লে মুযারে, النَّاسُ ফায়েল, (لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ) يَقُوْمُ-এর মুতা‘আল্লিক জুমলাটি يَوْمَ-এর মুযাফ ইলাইহে।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ‘পাত্র দ্বারা মাপ দিলে পুরাপুরি ভর্তি করে দাও। আর ওযন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা সঠিকভাবে ওযন করে মেপে দাও। এটা খুবই ভাল নীতি আর পরিণামের দৃষ্টিতেও অতীব উত্তম’ *(ইসরা ৩৫)*।

আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ‘আর তোমরা মাপে এবং ওযনে পুরাপুরি ইনছাফ কর। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই যতখানির সাধ্য তার রয়েছে’ *(আন‘আম ১৫২)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অনিচ্ছায় কিছু হলে, তা মাফ হয়ে যাবে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوْا الْمِيْزَانَ ‘তোমরা ইনছাফের সাথে ওযন কর এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা কর না’ *(আর-রহমান ৯)*।

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ-

'শুআইব আলাইহিস সালাম বলেন, হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বূদ নেই। আর ওযন ও পরিমাপে কম কর না। আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয় কাল তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যার শাস্তি তোমাদের সকলকে ঘিরে ধরবে। আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! যথাযথ ওযন কর ও পূর্ণ পরিমাপ কর। আর মানুষের জিনিসে কোন প্রকার ঘাটতি কর না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না' *(হূদ ৮৪-৮৫)*।

অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে, এখানে বড় কোন যুলুম তো দূরের কথা, দাঁড়িপাল্লায় ভারসাম্য নষ্ট করে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক বিন্দু পরিমাণ জিনিসও কম দেয় বিশ্ব ব্যবস্থার ভারসাম্যে ত্রুটি দেখা দেয়।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেদিন সমস্ত মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট দাঁড়াবে, সেদিন তাদের কেউ কেউ তার ঘামে তার কর্ণদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে' *(বুখারী হা/৬৫৩১; মুসলিম হা/২৮৬২; তিরমিযী হা/২৪২২; ইবনু মাজাহ হা/৪২৭৮)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ لِعَظَمَةِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُ الرِّجَالَ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'মানুষ ক্বিয়ামতের দিন রহমানের সম্মানের জন্য জগৎ সমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। এমনকি মানুষের ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছবে' *(আহমাদ, ত্বাবারী হা/৩৬৫৮২)*।

عَنْ الْمِقْدَادِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُوْنَ قِيْدَ مِيْلٍ أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُوْنُوْنَ فِي الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا-

মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ কিন্দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন সূর্য বান্দাদের এত নিকটে হবে যে, তার দূরত্ব হবে এক মাইল বা দু'মাইল। ঐ সময় সূর্যের খুব তাপ হবে। মানুষ তার নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত ঘাম হবে। আবার কারো কারো ঘাম তার লাগামের মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঘাম নাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে' *(মুসলিম হা/২৮৬৪; তিরমিযী হা/২৪২১)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ مِيْلٍ وَيُزَادُ فِيْ حَرِّهَا كَذَا وَكَذَا يَغْلِيْ مِنْهَا الْهَوَامُّ كَمَا يَغْلِي الْقُدُوْرُ يَعْرَقُوْنَ فِيْهَا عَلَى قَدْرِ خَطَايَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى وَسَطِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ–

আবু ওমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্য এত নিকটে হবে যে, ওটা মাত্র এক মাইল উপরে থাকবে। ওর তাপ এত তীব্র ও প্রচণ্ড হবে যে, ওর তাপে মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যেমন চুল্লীর উপর রাখা হাঁড়ির পানি ফুটতে থাকে। মানুষকে তাদের ঘাম তাদের পাপ অনুযায়ী ঢেকে ফেলবে। ঘাম কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কারো পায়ের গিরাহ পর্যন্ত হবে। কারো কোমর পর্যন্ত হবে। আবার কারো ঘাম তার লাগাম হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার একেবারে নাক পর্যন্ত হবে' *(আহমাদ হা/২২০৮৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ–

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এমন একদিন আসবে মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে যার পরিমাণ হবে এ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান' *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭১৯৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন রাতে উঠে রাতের ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ এবং দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন। তারপর বলতেন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে নিরাপদে রাখ। অতঃপর তিনি ক্বিয়ামত দিবসের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন *(আবুদাঊদ হা/৭৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৬)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ওকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, সূর্য যমীনের নিকটবর্তী হবে। মানুষ তার ঘামে ডুবে যাবে। কারো ঘাম তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম অর্ধ গোছা পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার হাঁটু পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার নিতম্ব পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম তার কাঁধ পর্যন্ত হবে। কারো ঘাম তার মুখ পর্যন্ত হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের ঘাম তার নাক পর্যন্ত হবে বলে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ইশারা করতে দেখলাম। আর কারো ঘাম তাকে ঢেকে নিবে, তিনি হাত দিয়ে মেরে ইশারা করলেন *(আহমাদ, তাবারানী, ইবনু হিব্বান হা/৭৩২৯)*।

(২) অন্য এক হাদীছে আছে, তারা ৭০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা এর মাঝে কোন কথা বলবে না। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা তিনশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকবে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা ৪০ হাযার বছর দাঁড়িয়ে থাকবে এবং দশ হাযার বছরে বিচার করা হবে *(ইবনু কাছীর হা/৭১৯৪)*।

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাশীর গেফারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে বলেন, সেদিন তুমি কি করবে যখন জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে তিনশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? আসমান থেকেও কোন খবর আসবে না এবং কোন হুকুমও করা হবে না। এ কথা শুনে বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনাকারী। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে শিখে নাও যখন তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাবে তখন ক্বিয়ামতের দিনের দুঃখ-কষ্ট এবং হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে *(ত্বাবারী হা/৩৫৬৯০; ইবনু কাছীর হা/৭১৯৬)*।

(৪) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষ ৪০ বছর আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। পাপী এবং পুণ্যবান সবাইকে ঘামের লাগাম ঘিরে রাখবে। ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, তারা একশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকবে *(ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর হা/৭১৯৭)*।

(৫) ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক হাযার বছর দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, এসময় কোন কিছুর অনুমতি দেয়া হবে না *(দুররে মানছূর ৮/৪০৫ পৃঃ)*।

(৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বসত, যার নাম বাশীর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে তিনদিন দেখতে পেলেন না। তারপর তিনি তাকে দুর্বল ও রং পরিবর্তিত অবস্থায় দেখলেন। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, বাশীর তোমার রং পরিবর্তন কেন? বাশীর বলল, আমি একটা উট কিনেছিলাম। উটটি হারিয়ে যায় আমি তাকে খুঁজতে থাকি, তবে কোন শর্ত করিনি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, পালিয়ে যাওয়া উট এক সময় আসবে। তবে তোমার রং এ কারণে পরিবর্তন হয়নি। সে বলল, জি-না। তখন নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সেদিন তোমার কি হবে, যেদিন মানুষ জগৎসমূহের প্রতিপালকের সামনে ৫০ হাযার বছর দাঁড়িয়ে থাকবে? *(দুররে মানছূর ৮/৪০৬ পৃঃ)*। এসব হাদীছ অত্র সূরার ৫নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

অবগতি

আরবী ভাষায় তাফীফ (طَفِيْفٌ) বলা হয় ক্ষুদ্রতুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসকে। পারিভাষিক অর্থে (طَفِيْفٌ) হল ওযনে ও পরিমাপে লুকিয়ে কম করা। যারা ওযনে ও পরিমাপে জিনিস কম দেয়, তারা খুব বেশী পরিমাণে চুরি করতে পারে না। বরং হাতসাফাইর মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতার অংশ হতে অল্প অল্প করে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে ক্রেতা কত এবং কি পরিমাণ ঠকল তা টের পায় না। এভাবে যারা খরিদ্দারকে ঠকিয়ে থাকে তারাই হল 'মুতাফফিফীন'।

كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ (٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ (٨) كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ (٩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ (١٠) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ (١٢) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ (١٣) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ (١٧)

অনুবাদ : (৭) কক্ষনো নয়, পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে। (৮) আপনি কি জানেন সিজ্জীন কী? (৯) একখানা লিখিত কিতাব। (১০) মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিন ধ্বংস অনিবার্য। (১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। (১২) আসলে সীমালংঘনকারী পাপাচারী ব্যতীত সেদিনটিকে আর কেউ মিথ্যা মনে করে না। (১৩) যখন তার সামনে আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন সে বলে এতো প্রাচীনকালের লোকদের কাহিনী। (১৪) কক্ষনো নয়, বরং তারা যা উপার্জন করত তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কক্ষনো নয়, নিশ্চিতভাবে সেদিন এ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের দর্শনলাভ হতে বঞ্চিত রাখা হবে। (১৬) তারপর এরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (১৭) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে যে, এটিই সে জিনিস যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

كِتَاب– বহুবচন كُتُبٌ অর্থ আমলনামা, বই, পুস্তক, চিঠি, বিধান।

الْفُجَّارِ– فَاجِرٌ-এর বহুবচন فُجَّارٌ، فَجَرَةٌ، فَاجِرُوْنَ 'পাপাচারী'। বাব نَصَرَ হতে মাছদার فَجْرًا ও فُجُوْرًا অর্থ পাপাচার করা, ব্যাভিচার করা।

سِجِّيْنٍ– 'সর্বদা, কঠিন, এমন ব্যক্তি যে স্ত্রীবিহীন থাকে। এমন এক স্থান যেখানে পাপাচারীদের আমলনামা থাকে, জাহান্নামের একটি স্থান, কারাগার, জেলখানা, সিজ্জীন। سِجْنٌ 'কারাগার', বহুবচন سُجُوْنٌ، سَجِيْنٌ বহুবচন سُجَنَاءُ 'কারাবন্দী'। اَلسَّجْنُ مَدَى الْحَيَاةِ 'আজীবন কারাদণ্ড'। اَلسَّجْنُ مَعَ الْاَعْمَالِ الشَّاقَةِ 'স্বশ্রম কারাদণ্ড'। سَجَّانٌ 'কারাপ্রধান'।

أَدْرَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ 'অবগত করল'।

مَرْقُوْمٌ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার رَقْمًا বাব نَصَرَ 'একটি চিহ্নিত আমলনামা'। رَقْمٌ বহুবচন أَرْقَامٌ অর্থ চিহ্ন, মোহর, সংখ্যা।

اَلْمُكَذِّبِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ 'অস্বীকারকারীরা'।

اَلدِّيْنُ– বহুবচন أَدْيَانٌ অর্থ দ্বীন, ধর্ম, বিচার, প্রতিফল।

كُلٌّ– অর্থ- প্রত্যেক। كُـــلٌّ শব্দটি দু'ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র। সর্বদা একবচনরূপে ব্যবহার হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের كُلٌّ-এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক। যেমন وَيْلٌ لِّكُـــلٍّ অর্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য। আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী كُـــلٌّ মুযাফ হয় আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে। যেমন كُلُّ الْقَـــوْمِ অর্থ- গোত্রের সকল লোক। فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল।

مُعْتَدٍ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (عُدُوٌّ), মাছদার اِعْتِدَاءً বাব اِفْتِعَالٌ। যেমন اِعْتَدَى عَلَيْهِ অথবা تَعَدَّى عَلَيْهِ অর্থ অত্যাচার করল, সীমালংঘন করল।

أَثِيْمٍ– ইসমে ছিফাত, বহুবচন أُثَمَاءُ অর্থ- পাপী, অন্যায়কারী। إِثْمٌ-এর বহুবচন آثَامٌ অর্থ- পাপকর্ম, অন্যায় কর্ম।

تُتْلَى– واحد مؤنث غائب মুযারে মাজহুল, মূল অক্ষর (تَلْوٌ), মাছদার تِلَاوَةٌ বাব نَصَرَ অর্থ- পড়া হয়, তেলাওয়াত করা হয়।

آيَاتٌ– آيَةٌ একবচন, বহুবচন آيَاتٌ، آيٌ অর্থ- আয়াত, নিদর্শন, চিহ্ন।

قَالَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার قَوْلًا বাব نَصَرَ অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। قَوْلٌ একবচন, বহুবচন أَقْوَالٌ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

أَسَاطِيْرُ– أُسْطُوْرَةٌ-এর বহুবচন أَسَاطِيْرُ অর্থ- কল্পকাহিনী, রূপকথা, উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী।

اَلْأَوَّلِيْنَ– اَلْأَوَّلُ-এর বহুবচন أَوَائِلُ، أَوَالٍ، أَوَّلُوْنَ، اَلْأُوْلَى বহুবচন أُوَلٌ، أُوْلَيَاتٌ অর্থ- প্রথম, পূর্ববর্তী, প্রধান।

رَانَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার رَيْنًا، رُيُوْنًا বাব ضَرَبَ 'মরিচা ধরিয়েছে'। যেমন رَانَ الذَّنْبُ عَلَى قَلْبِهِ অর্থ পাপ তার অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে, জং ধরিয়েছে।

قُلُوْبٌ– قَلْبٌ-এর বহুবচন قُلُوْبٌ অর্থ- অন্তর, মন। قَلْبِيًا 'আন্তরিকভাবে'। যেমন مِنْ أَعْمَاقِ الْقَلْبِ 'হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে'।

يَكْسِبُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার كَسْبًا বাব ضَرَبَ উপার্জন করে, অর্জন করে। যেমন كَسَبَ الْمَالَ সম্পদ উপার্জন করল।

مَحْجُوْبُوْنَ– جمع مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার حَجْبًا বাব نَصَرَ মুযারে মাজহূলের অর্থে 'তাদেরকে আড়ালে রাখা হবে'। বাব تَفَعُّلٌ থেকে অর্থ আবৃত হওয়া। حِجَابٌ বহুবচন حُجُبٌ অর্থ পর্দা, আড়াল।

صَالُوْا– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে। মাছদার صِلِيًّا ও صِلًى বাব سَمِعَ 'তারা আগুনে জ্বলবে'। যেমন صَلِيَ النَّارَ 'আগুনে দগ্ধ হল'।

الْجَحِيْمِ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, অর্থ জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্বলিত আগুন। এখানে صَالُوْا ইসমে ফায়েলের তরজমা মুযারে মারূফ দ্বারা করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

(৭) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ– (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয়। (كِتَابَ) إِنَّ - এর ইসম (الْفُجَّارِ) كِتَابَ-এর মুযাফ ইলাইহে। (لَ) মুযহালাকা অর্থাৎ যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা اسْم থেকে সরে خَبَرٌ-এর শুরুতে গড়ে যায় তাকে লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম এর শুরুতে إِنَّ যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, তখন আবার (ل) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে। فِيْ سِجِّيْنٍ উহ্য كَائِنٌ শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবর।

(৮) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ– (وَ) আতিফা, (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা। أَدْرَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী, أَدْرَاكَ জুমলা ফে'লিয়াটি (مَا)-এর খবর। (مَا) ইসমে ইস্তিফহাম মুবতাদা, سِجِّيْنٌ খবর। مَا سِجِّيْنٌ জুমলা ইসমিয়াটি أَدْرَى ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী।

(৯) كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ– (كِتَابٌ) উহ্য هُوَ-এর খবর, (مَرْقُوْمٌ) كِتَابٌ-এর ছিফাত।

(১০) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ– (وَيْلٌ) মুবতাদা, يَوْمَئِذٍ মুরাক্কাব ইযাফিটি ثَابِتٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, لِلْمُكَذِّبِيْنَ ঐ উহ্য ثَابِتٌ শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে وَيْلٌ মুবতাদার খবর।

(১১) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ –(الَّذِيْنَ) اَلْمُكَذِّبِيْنَ-এর ছিফাত, يُكَذِّبُوْنَ জুমলাটি الَّذِيْنَ ইসমে মাওছূলের ছিলা, (بِيَوْمِ الدِّيْنِ) يُكَذِّبُوْنَ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক।

(১২) وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ –(وَ) আতিফা, (مَا) নাফিয়া, يُكَذِّبُ ফে‘লে মুযারে, (بِه) يُكَذِّبُ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (إِلَّا) আদাতে হাছর, সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (كُلُّ) يُكَذِّبُ ফে‘লের ফায়েল, (مُعْتَدٍ) كُلُّ-এর মুযাফ ইলাইহে, (أَثِيْمٍ) مُعْتَدٍ-এর ছিফাত।

(১৩) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ –(إِذَا) যরফ, শর্তের আভাস রয়েছে। تُتْلَى মুযারে মাজহূল, (عَلَيْهِ) تُتْلَى -এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (آيَاتُنَا) تُتْلَى ফে‘লের নায়েবে ফায়েল মিলে শর্ত। আর শর্তের জওয়াব হচ্ছে قَالَ থেকে أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ পর্যন্ত। (أَسَاطِيْرُ) উহ্য هُوَ মুবতাদার খবর। (الْأَوَّلِيْنَ) أَسَاطِيْرُ-এর মুযাফ ইলাইহে। এ জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

(১৪) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ – (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয়। بَلْ হরফে ইযরাব, (حَرْفُ اضْرَابٌ) পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রকাশক অব্যয়। رَانَ ফে‘লে মাযী, (عَلَى قُلُوبِهِمْ) رَانَ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক, (مَا) ইসমে মাওছূল ফায়েল, كَانُوْا ফে‘লে নাকিছ মাযী, যমীর ইসম। يَكْسِبُوْنَ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। يَكْسِبُوْنَ-তে একটি যমীর, (ہ) উহ্য রয়েছে যা মাফ‘উলে বিহী, يَكْسِبُوْنَهُ জুমলাটি كَانُوْا-এর খবর। كَانُوْا জুমলাটি (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(১৫) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ – (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয়। (هُمْ) إِنَّ-এর ইসম, عَنْ رَبِّهِمْ পরবর্তী مَحْجُوْبُوْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, يَوْمَئِذٍ মুরাক্কাব ইযাফিটিও مَحْجُوْبُوْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (لَ) লামে মুযহালাকা (অত্র সূরার ৭নং আয়াত দ্রষ্টব্য)। (مَحْجُوْبُوْنَ) إِنَّ-এর খবর।

(১৬) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ –(ثُمَّ) হরফে আতিফা, এ অব্যয়টি একত্রীকরণের সাথে সাথে বিলম্বিত ক্রম প্রকাশ করে। (هُمْ) إِنَّ-এর ইসম (لَ) মুযহালাকা। صَالُو ইসমে ফায়েল, মূলে ছিল صَالُوْنَ মুযাফ হওয়ার কারণে (ن) বিলুপ্ত হয়েছে। جَحِيْمِ মুযাফ ইলাইহে। صَالُو الْجَحِيْمِ জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

(১৭) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ– (ثُمَّ) হরফে আতিফা, يُقَالُ মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। هَذَا মুবতাদা, الَّذِيْ খবর, كُنْتُمْ ফে'লে নাকিছ মাযী, যমীর ইসম, (بِهٖ) تُكَذِّبُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। تُكَذِّبُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। উহ্য (هٗ) যমীর মাফ'উলে বিহী। تُكَذِّبُوْنَهُ জুমলাটি كُنْتُمْ-এর খবর। كُنْتُمْ জুমলাটি الَّذِيْ ইসমে মাওছূলের ছিলা। هَذَا জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ 'পাপাচারীদের আমি জাহান্নামের সর্বনিম্নে নিক্ষেপ করেছি' *(ত্বীন ৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا 'তারা যখন হাত-পা শৃংখলিত অবস্থায় তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা সেখানেই নিজেদের মরণ ডাকতে থাকবে' *(ফুরক্বান ১৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ 'যখন তাদের বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন, তখন তারা বলে পূর্বের রূপক কাহিনী' *(নাহল ২৪)*। তিনি আরো বলেন, وَقَالُوْا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا 'তারা বলে এটা পূর্বলোকদের রচিত জিনিস, যা এ ব্যক্তি নকল করে থাকে। আর তা সকাল-সন্ধ্যা তাকে শুনানো হয়' *(ফুরক্বান ৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِىْ رُوْحِ الكَافِرِ اكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِيْ سِجِّيْنٍ–

বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা কাফিরের আত্মা সম্পর্কে বলেন, তোমরা তার আমলনামা সিজ্জীনে লেখ' *(আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩)*। স্থানটি সপ্তম যমীনের নীচে একটি পাথর। অনেকেই মনে করেন জাহান্নামের একটি কূপের নাম সিজ্জীন *(ইবনু কাছীর হা/৭১৯৯)*।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ–

বাহায ইবনু হাকিম তার দাদার মাধ্যমে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ধ্বংস তার জন্য যে মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯০, তিরমিযী হা/২৩১৫)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا–

আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই মিথ্যা মানুষকে পাপের পথ দেখায়। নিশ্চয়ই পাপ মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। অবশ্যই মানুষ মিথ্যা বলে, মিথ্যা বলার পথ খুঁজে, তাকে আল্লাহ্‌র নিকটে বড় মিথ্যুক বলে লেখা হয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৮৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيْهِ قَالَتْ أُعْطِيْهِ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন 'আস তোমাকে কিছু দিব'। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে বসেছিলেন, তিনি তাকে বললেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও। সে বলল, আমি তাকে খেজুর দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'দেখ তুমি তাকে কিছু না দিলে তুমি মিথ্যাবাদী বলে লিখা হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯১, ছাহীহাহ হা/৭৪৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯২)*। অর্থাৎ সত্য মিথ্যা যাচাই বাছাই করে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ مِنْهَا صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ হয়ে যায়। যদি তওবা করে তাহলে অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। আর পাপ বেশী হলে দাগ বেশী হতে থাকে। আল্লাহ বলেন, কখনো নয়, বরং তাদের উপার্জন তাদের অন্তরে মরিচা করে দিয়েছে' *(তিরমিযী হা/৩৩৩৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّيْنُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন যখন কোন পাপ করে তার অন্তরে কাল দাগ হয়ে যায়। অতঃপর তওবা করে ও পাপ থেকে বিরত থাকে এবং ক্ষমা চায়,

তখন তার অন্তর পরিস্কার করে দেয়। পাপ বেশী হলে কাল দাগ বেশী হয়। এমনকি তার অন্তর কাল দাগে ঢাকা পড়ে যায়। এটাই হচ্ছে মরিচা, যা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'কক্ষনো নয়, বরং তাদের কর্ম তাদের অন্তরের উপর মরিচা করে দিয়েছে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২০৩; তিরমিযী হা/৩৩৩৪)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

১। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফালাক্ব' জাহান্নামের একটি বন্ধ গভীর গর্ত। আর সিজ্জীন হচ্ছে জাহান্নামের একটি খোলা গভীর গর্ত *(ত্বাবারী হা/৩৬৬১৪; ইবনু কাছীর হা/৭২০০)*।

২। মুমিনের আত্মা বারযাখে ইচ্ছামত চলাফেরা করে। আর কাফিররের আত্মা সিজ্জীনে অবস্থান করে *(দুররে মানছূর ৮/৪০৮)*।

৩। কিছু ছাহাবী নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন, কোন মুমিনকে হত্যা করলে অন্তরের ছয় ভাগের এক ভাগ কাল হয়ে যায়। দু'জনকে হত্যা করলে তিন ভাগের এক ভাগ কাল হয়ে যায়। তিন জনকে হত্যা করলে সম্পূর্ণ অন্তর কাল হয়ে যায়। তারপর আর পরোয়া করা হয় না সে কি হত্যা করল *(দুররে মানছূর ৮/৪০৮)*। পাপের পর পাপ হলে অন্তর পরিবর্তন হয়ে কাল হয় এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে *(দুররে মানছূর ৮/৪১০)*।

৪। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, চারটি কারণে অন্তর নষ্ট হয়- (ক) বোকা মানুষের পাশে বসলে (খ) বেশী পাপ করলে (গ) মহিলাদের সাথে নির্জনে একত্রিত হলে (ঘ) ধনী মানুষের পাশে বসলে *(দুররে মানছূর ৮/৪১০)*।

অবগতি

পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারটি অমূলক ও ভিত্তিহীন গল্প মনে করার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। কিন্তু যে কারণে কাফির-মুশরিকরা এটাকে ভিত্তিহীন মনে করে তা এই যে, তারা যেসব পাপের কাজ করে, তার মলিনতা ও মরিচা তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ কারণে অতীব যুক্তিসঙ্গত কথাও তাদের চোখে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক মনে হয়। আর নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাদের অন্তর মরিচায় ঢেকে যায়।

كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ (٢١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ (٢٣) تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَخْتُوْمٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ (٢٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ (٢٨)-

অনুবাদ : (১৮) কক্ষনো নয়, অবশ্যই নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়ীনে থাকবে। (১৯) আপনি কি জানেন ইল্লিয়ীন কী? (২০) একটি সুলিখিত কিতাব। (২১) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা

তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (২২) নিঃসন্দেহে সৎ লোকেরা অফুরন্ত নি'আমতের মধ্যে থাকবে। (২৩) উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। (২৪) তুমি তাদের চেহারায় সুখের দীপ্তি দেখতে পাবে। (২৫) সিলমোহরকৃত বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ উৎকৃষ্ট শরাব পান করানো হবে। (২৬) তার উপর মিশকের মোহর লাগানো থাকবে। যেসব লোক অন্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। (২৭) সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে। (২৮) এটা একটা ঝরণা, যা থেকে নৈকট্য লাভকারীরা শরাব পান করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْأَبْرَارُ– بِرٌّ ও بَارٌّ-এর বহুবচন أَبْرَارُ، بَرَرَةٌ অর্থ- নেককার, সৎ, পুণ্যবান, সত্যবাদী, সদয় আচরণকারী।

عِلِّيِّيْنَ– عِلِّيٌّ একবচন, বহুবচন عِلِّيَةٌ، عِلِّيُّوْنَ অর্থ- সর্বোচ্চ স্থান, সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বোচ্চ স্থানে বসবাসকারী, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, মুমিনদের রূহ ও আমলনামা যেখানে রাখা হয়।

يَشْهَدُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার شَهَادَةً বাব سَمِعَ অর্থ- দেখে, প্রত্যক্ষ করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে। বাব مُفَاعَلَةٌ থেকে স্বচক্ষে দেখা, চাক্ষুষভাবে দেখা। شَاهِدٌ বহুবচন اَشْهَادٌ، شُهُوْدٌ 'প্রত্যক্ষদর্শী'।

اَلْمُقَرَّبُوْنَ– جمع مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার قَرَابَةً বাব كَرُمَ 'নৈকট্যপ্রাপ্তগণ'। বাব إِفْعَالٌ ও تَفْعِيْلٌ হতে 'নিকটবর্তী করা'। قُرْبَةٌ বহুবচন قُرْبَاتٌ অর্থ- নৈকট্য, সান্নিধ্য।

نَعِيْمٍ– ইসমে ছিফাত, অর্থ- নি'আমত, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য।

اَلْأَرَائِكِ– اَرِيْكَةٌ বহুবচন أَرَائِكِ অর্থ- সুসজ্জিত আসন, সুসজ্জিত পালংক, সোফা, সিংহাসন।

يَنْظُرُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার نَظْرًا ও نَظَرًا বাব نَصَرَ অর্থ- তারা দেখবে, দৃষ্টিপাত করবে।

تَعْرِفُ– واحد مذكر حاضر মুযারে, মাছদার مَعْرِفَةً ও عِرْفَانًا বাব ضَرَبَ অর্থ- তুমি জানবে, পরিচয় পাবে, অবহিত হবে।

وُجُوْهٌ– وَجْهٌ বহুবচন وُجُوْهٌ অর্থ- মুখ, চেহারা।

نَضْرَةَ– দীপ্তি, সজীবতা। মাছদার نَضْرَةً ও نُضُوْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- সমুজ্জ্বল হওয়া, সতেজ হওয়া।

يُسْقَوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে মাজহূল, মাছদার سَقْيًا বাব ضَرَبَ 'তাদেরকে পান করানো হবে'।

رَحِيْقٌ– বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ শরাব বা পানীয়। এমন শরাব যাতে নেশা নেই।

مَخْتُوْمٌ– واحد مذكر ইসমে মাফ‘উল, মাছদার خَتْمًا বাব ضَرَبَ অর্থ- মোহরাংকিত, সিলমোহর কৃত।

خِتَامٌ– সিল করার গালা, মাটি, মোম। বহুবচন خُتُمٌ।

مِسْكٌ– কস্তুরী, মৃগনাভী, মিশক। বহুবচন مِسَكٌ মাছদার مِسْكًا বাব ضَرَبَ।

لِيَتَنَافَسْ– واحد مذكر غائب আমর, মাছদার تَنَافُسًا বাব تَفَاعُلٌ ‘যেন প্রতিযোগিতা করে’। যেমন تَنَافَسَ الْقَوْمُ فِيْهِ تَنَافُسًا ‘সম্প্রদায় কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করল’। اَلْمُنَافَسَةُ ‘প্রতিযোগিতা’। اَلْمُتَنَافِسُ অর্থ- প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী।

مِزَاجُ– শব্দটি মাছদার, বাব نَصَرَ অর্থ মিশ্রিত করা। যেমন مَزَجَ الشَّرَبَ শরাবের সাথে অন্য কিছু মিশাল। বাব اِفْتِعَالٌ থেকে অর্থ- মিশ্রিত হল। বাব نَصَرَ থেকে মাছদার مَزْجًا আসে।

تَسْنِيْمٌ– জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম। শব্দটি বাব تَفْعِيْلٌ-এর মাছদার হলে, অর্থ হবে কোন কিছুকে উঁচু করা। বাব سَمِعَ হতে মাছদার سَنَمًا অর্থ উঁচু হওয়া। سَنَامٌ বহুবচন اَسْنِمَةٌ অর্থ- উটের কুঁজ, কোন কিছুর উপরের অংশ।

عَيْنًا– বহুবচন عُيُوْنٌ، اَعْيُنٌ অর্থ- ঝরনা, চোখ। مَعِيْنٌ বহুবচন مُعُنٌ অর্থ- চলমান পানি, ঝরনা।

يَشْرَبُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার شُرْبًا বাব سَمِعَ ‘পান করবে’। যেমন شَرِبَ الْمَاءَ ‘পানি পান করল’। বাব إِفْعَالٌ ও تَفْعِيْلٌ থেকে অর্থ- পানি পান করানো। شُرْبَةٌ বহুবচন شُرَبٌ অর্থ- ঢোক, চুমুক। مَشْرُوْبَةٌ-এর বহুবচন مَشْرُوْبَاتٌ ‘পানীয়’।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৮) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّيْنَ– (كَلَّا) পূর্ববর্তী كَلَّا-এর তাকীদ, (كِتَابَ) إِنَّ-এর ইসম (الْأَبْرَارِ) كِتَابَ-এর মুযাফ ইলাইহে। (لَ) মুযহালাকা, فِيْ عِلِّيِّيْنَ উহ্য (كَــائِنٌ) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবর।

(১৯) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ– (وَ) হরফে আতফ, (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা, أَدْرَى ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ‘উলে বিহী। (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা, عِلِّيُّــوْنَ খবর। এ জুমলাটি أَدْرَى ফে‘লের দ্বিতীয় মাফ‘উল।

(২০) كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ – (كِتَابٌ) উহ্য (هُوَ) মুবতাদার খবর, (مَرْقُوْمٌ) كِتَابٌ-এর ছিফাত।

(২১) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ– এ জুমলাটি كِتَابٌ-এর দ্বিতীয় ছিফাত। يَشْهَدُ ফে'ল, (ہ) মাফ'উল, الْمُقَرَّبُوْنَ ফায়েল।

(২২ ও ২৩) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ– জুমলাটি মুস্তানিফা, (الْأَبْرَارَ) إِنَّ-এর ইসম, (لَ) মুযহালাকা, فِيْ نَعِيْمٍ উহ্য (يَسْكُنُوْنَ) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবর। عَلَى الْأَرَائِكِ উহ্য (جَالِسِيْنَ)-এর সাথে মুতা'আল্লিক। এ جَالِسِيْنَ ইসমে ফায়েলটি يَنْظُرُوْنَ হতে হাল। يَنْظُرُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ জুমলাটি পূর্বের উহ্য يَسْكُنُوْنَ হতে হাল।

(২৪) تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ– এই জুমলাটি মুস্তানিফা। تَعْرِفُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (فِيْ وُجُوْهِهِمْ) تَعْرِفُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, نَضْرَةَ মাফ'উলে বিহী, (النَّعِيْمِ) نَضْرَةَ-এর মুযাফ ইলাইহে।

(২৫) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَخْتُوْمٍ– (يُسْقَوْنَ) মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। (مِنْ رَحِيْقٍ) يُسْقَوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (مَخْتُوْمٍ) رَحِيْقٍ-এর ছিফাত।

(২৬) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَ فِيْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ– (خِتَامُهُ) মুবতাদা, مِسْكٌ খবর। خِتَامُهُ জুমলাটি رَحِيْقٍ-এর দ্বিতীয় ছিফাত। (وَ) হরফে আতিফা, (فِيْ ذَلِكَ) لِيَتَنَافَسِ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (فَ) আতিফা, অধিক গুরুত্ব প্রকাশের জন্য পুনরায় হরফে আতফ ব্যবহার করা হয়েছে। (لِ) হচ্ছে আমরের لام। يَتَنَافَسْ ফে'লে মুযারে, الْمُتَنَافِسُوْنَ ফায়েল।

(২৭) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ– (وَ) হরফে আতিফা, مِزَاجُهُ মুবতাদা। مِنْ تَسْنِيْمٍ উহ্য (كَائِنٌ) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর।

(২৮) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ– (عَيْنًا) اَعْنِيْ উহ্য ফে'লের মাফ'উলে বিহী। يَشْرَبُ ফে'ল মুযারে, (بِهَا) يَشْرَبُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (الْمُقَرَّبُوْنَ) يَشْرَبُ-এর ফায়েল। এ বাক্যটি عَيْنًا-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ২১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ 'প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার স্থানে

বড় মহাশক্তিধর সম্রাটের নিকট' *(ক্বামার ৫৫)*। আল্লাহ্‌র নিকট বসার সুযোগ পায় এমন সম্মানী। আল্লাহ অত্র সূরার ২৬নং আয়াতে বলেন, 'যেসব লোক অন্যের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ 'নিঃসন্দেহে এটা বিরাট সাফল্য, এরূপ সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিৎ' *(ছাফফাত ৬০-৬১)*। অত্র সূরার ২৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এটা একটা ঝরনা, নৈকট্য লাভকারীরা এখান থেকে শরাব পান করবেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا 'এটা হবে একটা প্রবাহমান ঝর্ণা, যার পানি আল্লাহ্‌র বান্দারা শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং তারা সহজেই ঝর্ণার শাখা-প্রশাখা বের করে নিবে' *(দাহার ৬)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা একবার নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আনছারদের মধ্যে এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। আমরা কবরের নিকট গেলাম; কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বসে গেলেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথায় পাখী বসে আছে (অর্থাৎ চুপচাপ)। তখন নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, যদ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্ চাও। তিনি তা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, 'মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন, যাদের চেহারা যেন সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং জান্নাতের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মঊত (আযরাঈল (আলাইহিস সালাম)) তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, হে পবিত্র রূহ! বের হয়ে এস আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমন, মশক হতে পানি বের হয়ে আসে (অর্থাৎ সহজে)। তখন মালাকুল মঊত তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং ঐ সকল অপেক্ষমান ফেরেশতা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মেশকের খোশবু বের হতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের মধ্যে কোন ফেরেশতাদলের নিকট পৌঁছেন তারা জিজ্ঞেস করেন, এই পবিত্র রূহ কার? তখন তারা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ, যতক্ষণ না তারা তাকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে)। অতঃপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাৎগামী হন এর উপরের আসমান পর্যন্ত। যতক্ষণ না তারা

সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীনে' লিখ এবং তাকে (তার কবরে) যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব, অতঃপর যমীন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, সুতরাং তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেয়, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? তখন সে বলে, আমার দ্বীন হল ইসলাম। আবার তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর দেয়, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা কিভাবে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের একটি পোশাক পরিয়ে দাও। এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার প্রতি জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জান্নাতের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুকেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্টি দান করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখার মত চেহারা! কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলে, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত কায়েম কর। হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত কায়েম কর। যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি (অর্থাৎ হূর, গিলমান ও জান্নাতী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তার নিকট আসমান হতে একদল ভয়ংকর চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তারা তার নিকট হতে দৃষ্টিসীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন অতঃপর বলেন, হে খবীছ রূহ! বের হয়ে এস আল্লাহ্‌র রোষের দিকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, এ সময় রূহ ভয়ে তার শরীরের এদিক সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে টেনে বের করা হয় (আর তাতে পশম লেগে থাকে)। তখন তিনি তাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না; বরং অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত দেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ। তাকে নিয়ে তাঁরা উপরে উঠতে থাকেন; কিন্তু যখনই তাঁরা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন, তারা জিজ্ঞেস করেন এই খবীছ রূহ কার? তখন তারা তাকে দুনিয়াতে যে সকল খারাপ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত, সেইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।

যতক্ষণ না তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, 'তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে'। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জীনে লিখ, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সমর্থনে এই আয়াত পাঠ করেন, 'যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে'। সুতরাং তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরওয়ারদেগার কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। এ সময় আকাশের দিক হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। ফলে তার দিকে জাহান্নামের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়, যাতে তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, তোমাকে দুঃখিত করবে, এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? কী কুৎসিত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে। সে বলে, আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলে, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত কায়েম কর না। (তখন আমার উপায় থাকবে না।)

অপর এক বর্ণনায় এর অনুরূপ রয়েছে; কিন্তু তাতে অধিক রয়েছে- যখন মুমিন বান্দার রূহ বের হয়, তার জন্য দো'আ করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং খুলে দেয়া হয় আসমানের দরজাসমূহ, আর প্রত্যেক দরজার দারোয়ান ফেরেশতাই আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে থাকেন, তার রূহ যেন তাদের দরজা দিয়ে উঠান হয়। পক্ষান্তরে কাফেরের রূহ টেনে বের করা হয় তার রগ সহ এবং অভিশাপ করতে থাকেন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে যত ফেরেশতা আছেন তাদের প্রত্যেকেই এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর প্রত্যেক দরজার দারোয়ান ফেরেশতাগণই আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে থাকেন, তার রূহ যেন তাদের দরজা দিয়ে না উঠান হয় *(আহমাদ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইল্লীইন সপ্তম আকাশের উপরে রয়েছে আর সিজ্জীন সপ্তম যমীনের নীচে রয়েছে।

عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْعِلِّيِّيْنَ فَقَالَ كَعْبُ هِيَ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ وَفِيْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

হেলাল ইবনু ইয়াসাফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ইবনু আব্বাস কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে ইল্লীইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তা হচ্ছে সপ্তম আকাশ, যেখানে মুমিনদের আত্মা থাকে *(ত্বাবারী হা/৩৬৭৬১)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আজলাজ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যাহ্হাক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, মুমিন বান্দার আত্মা কবয করার পর আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন মুকার্‌রাবুন ফেরেশতারা তার সাথে যায়। আজলাজ বলেন, আমি বললাম, মুকার্‌রাবুন কারা? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যারা দ্বিতীয় আকাশের কাছে থাকে। অনুরূপ সব আকাশের কাছাকাছি যারা থাকে। এভাবে তাঁরা তাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে পৌঁছে। শেষ পর্যন্ত সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে। আজলাজ বলেন, আমি বললাম, যাহ্হাক ছাহেব 'সিদরাতুল মুনতাহা' কেন বলা হয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র আদেশে সব কিছুই সেখানে থেমে যায়। কোন কিছুই সে স্থান পার হয়ে যেতে পারে না। সেখানে গিয়ে ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ ঐ বান্দাকে তাদের চেয়ে ভাল চেনেন। তখন আল্লাহ তাদের নিকট একটি মোহরাংকিত দলীল বা চুক্তিপত্র পাঠান। যা তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে নিরাপদে রাখেন। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী : كَلَّآ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ।

(২) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ বিষয়ে বলেন, সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতবাসীরা তাদের সম্পদ সাম্রাজ্য দু'হাযার বছরের পথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করবে এবং তার শেষ সীমার সকল জিনিস নিকটবর্তী জিনিসের মতই স্পষ্ট দেখতে পাবে। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীরা প্রতিদিন দু'দুবার আল্লাহকে দেখে মন প্রফুল্ল রাখবে এবং দৃষ্টি আলোকিত করবে। কেউ তাদের চেহারার প্রতি তাকালে এক দৃষ্টিতেই তাদের পরিতৃপ্তি অনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সজীবতা মর্যাদার অনুভূতি বিশিষ্ট এবং আরাম-আয়েশের পরিচয় পেয়ে যাবে। আর তাদের গৌরব, মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবহিত হবে এবং অনুভব করবে যে, তারা সুখ সাগরে ডুবে আছে। তাদের মাঝে জান্নাতী শরাব পরিবেশনের পর্ব চলতে থাকবে *(ইবনু কাছীর হা/৭২০৪)*।

(৩) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ 'মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করাবেন। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত কোন মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোন নগ্ন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমী পোশাক পরিধান করাবেন *(তিরমিযী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/১৯১৩; যঈফ আবুদাঊদ হা/৩০০)*।

অবগতি

رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ-এর তাৎপর্য হচ্ছে এটা এক অতীব উন্নত ও উৎকৃষ্টমানের শরাব। ঝর্ণাধারায় প্রবাহমান শরাব হতে এটা উত্তম ও উৎকৃষ্টমানের হবে। আর জান্নাতের খাদেমগণ এ শরাব মিশকের মোহর লাগানো পাত্রে রেখে জান্নাতবাসীদের সামনে পেশ করবে। আরেকটা তাৎপর্য

এই হতে পারে যে, এ শরাব যখন পানকারীদের কণ্ঠনালী দিয়ে নীচে নামতে শুরু করবে, তখন শেষ দিকে তারা মিশকের সুগন্ধি লাভ করবে। দুনিয়ার শরাব হতে এটা হবে ভিন্নতর এক অনুভূতি। পক্ষান্তরে দুনিয়ার শরাব পান করলে সমস্ত নাড়িভুঁড়ি নাড়া দেয়। পান করার সময় দুর্গন্ধ অনুভূত হতে থাকে।

إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (٣٦) -

অনুবাদ : (২৯) অপরাধীরা দুনিয়ায় ঈমানদারদেরকে উপহাস করত (৩০) যখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেত, তখন কটাক্ষ করে তাদের প্রতি ইশারা করত (৩১) যখন তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত (৩২) আর যখন তারা ঈমানদারদেরকে দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট (৩৩) অথচ তাদেরকে তাদের তত্ত্বাবধায়করূপে পাঠানো হয়নি (৩৪) তাই আজ ঈমানদাররা কাফিরদেরকে উপহাস করবে (৩৫) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখবে (৩৬) কাফিররা যা করত তাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হয়েছে তো?

শব্দ বিশ্লেষণ

أَجْرَمُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার اِجْرَامًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তারা পাপ করল, অপরাধ করল, অন্যায় করল। مُجْرِمٌ অর্থ- অপরাধী, পাপী, দোষী। جَرَائِمُ একবচনে جَرِيْمَةٌ অর্থ- অপরাধ, পাপ।

آمَنُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার إِيْمَانًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তারা ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল। مُؤْمِنٌ অর্থ- ঈমানদার, বিশ্বাসী।

يَضْحَكُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার ضَحْكًا বাব سَمِعَ 'তারা হাসত'।

مَرُّوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার مَرًّا ও مُرُوْرًا বাব نَصَرَ এটি بِهِ অথবা عَلَيْهِ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। অর্থ- তার পাশ দিয়ে গেল, নিকট দিয়ে গেল। বাব تَفْعِيْلٌ থেকে অর্থ- পাশ দিয়ে অতিক্রম করানো।

يَتَغَامَزُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَغَامُزًا বাব تَفَاعُلٌ 'তারা পরস্পর হাতে অথবা চোখে ইশারা বিনিময় করে'।

اِنْقَلَبُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার اِنْقِلَابًا বাব اِنْفِعَالٌ অর্থ- তারা ফিরল, প্রত্যাবর্তন করল। যেমন اِنْقَلَبَ عَلٰى عَقِبَيْهِ 'উল্টো পায়ে ফিরে এলো'।

أَهْلٌ– ইসম, বহুবচন أَهْلُوْنَ، أَهَال، آهَال، أَهْلَاتٌ، آهَلَاتٌ অর্থ- পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন। যেমন أَهْلُ الْبَيْتِ 'গৃহবাসীগণ'।

فَكِهِيْنَ– ইসমে ছিফাত, فَكِهٌ বহুবচন فَكِهُوْنَ অর্থ- উৎফুল্ল, কৌতুককারী, ঠাট্টাকারী। মাছদার فَكَهًا ও فُكَاهَةً বাব سَمِعَ। যেমন فَكِهَ الرَّجُلُ অর্থ- কৌতুক প্রিয় হলো, রসিক হল। فَكِهِيْنَ 'তারা উৎফুল্ল হয়'।

رَأَوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার رُؤْيَةً বাব فَتَحَ 'তারা তাদেরকে দেখত'। যেমন رَأَى اَمْرًا 'কোন বিষয় মনে করল'। বাব إِفْعَالٌ হতে মাছদার إِرَاءً ও إِرَأَةً অর্থ- দেখানো, অবলোকন করানো।

ضَالُّوْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার ضَلاًّ বাব ضَرَبَ অর্থ- তারা পথভ্রষ্ট, পথ সম্পর্কে অনবহিত। إِضْلَالاً মাছদার, বাব إِفْعَالٌ অর্থ- পথচ্যুত করা, বিভ্রান্ত করা।

مَا أُرْسِلُوْا– جمع مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার إِرْسَالاً বাব إِفْعَالٌ 'তাদেরকে পাঠানো হয়নি'। যেমন أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ 'তাকে তার নিকট পাঠালো'।

حَافِظِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার حِفْظًا বাব سَمِعَ 'তত্ত্বাবধানকারীরা'।

اَلْكُفَّارُ– كَافِرٌ বহুবচন كُفَّارٌ، كَفَرَةٌ 'অবিশ্বাসী'। মাছদার كُفْرًا ও كُفْرَانًا বাব نَصَرَ 'কুফরী করা'।

ثُوِّبَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَثْوِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ তাকে তার কাজের প্রতিদান দেয়া হল, বদলা বা বিনিময় দেয়া হল। مَثُوْبٌ ও ثُوَابٌ 'প্রতিদান'।

يَفْعَلُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার فِعْلاً ও فَعَالاً বাব فَتَحَ 'তারা যা করত'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(২৯) إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ– জুমলাটি মুস্তানিফা, (الَّذِيْنَ) إِنَّ-এর ইসম। أَجْرَمُوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। أَجْرَمُوْا জুমলা ফে'লিয়াটি الَّذِيْنَ -এর ছিলা। كَانُوْا ফে'লে নাকিছ মাযী, যমীর ইসম। كَانُوْا হতে শেষ পর্যন্ত জুমলাটি إِنَّ-এর খবর। (مِنَ الَّذِيْنَ

مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا (আমানু)-يَضْحَكُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। آمَنُوْا জুমলাটি ইসমে মাওছূলের ছিলা। يَضْحَكُوْنَ জুমলাটি كَانُوْا-এর খবর।

(৩০) وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ– (وَ) হরফে আতিফা, (إِذَا) যরফিয়া ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের আভাস রয়েছে এবং يَتَغَامَزُوْنَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। مَرُّوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (بِهِمْ) مَرُّوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি শর্ত আর يَتَغَامَزُوْنَ জুমলাটি শর্তের জওয়াব।

(৩১) وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ– إِذَا শর্ত। انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ শর্তের জওয়াব, (فَكِهِيْنَ) انْقَلَبُوْا হতে হাল।

(৩২) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ– (وَ) হরফে আতিফা, (إِذَا) যরফিয়া, رَأَوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُمْ) মাফ'উলে বিহী। رَأَوْا জুমলাটি (إِذَا)-এর শর্ত। قَالُوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। قَالُوْا জুমলা শর্তের জওয়াব। (هَؤُلَاءِ) إِنَّ-এর ইসম, (لَ) মুযহালাকা, (ضَالُّوْنَ) إِنَّ-এর খবর। এ জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

(৩৩) وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ– (وَ) হালিয়া, জুমলাটি قَالُوْا হতে হাল। (مَا) নাফিয়া, أُرْسِلُوْا মাযী মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল, (عَلَيْهِمْ) حَافِظِيْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (حَافِظِيْنَ) أُرْسِلُوْا হতে হাল।

(৩৪) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ– (فَ) হরফে আতিফা, الْيَوْمَ যরফ, يَضْحَكُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, الَّذِيْنَ মুবতাদা, آمَنُوْا জুমলাটি الَّذِيْنَ ইসমে মাওছূলের ছিলা। (مِنَ الْكُفَّارِ) يَضْحَكُوْنَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, الَّذِيْنَ يَضْحَكُوْنَ الْيَوْمَ مِنَ الْكُفَّارِ জুমলাটি মুবতাদার খবর।

(৩৫) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ– জুমলাটি এভাবে (يَنْظُرُوْنَ عَلَى الْأَرَائِكِ) জুমলাটি يَضْحَكُوْنَ হতে হাল।

(৩৬) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ– (هَلْ) হরফে ইস্তেফহাম, ثُوِّبَ মাযী মাজহূল, الْكُفَّارُ নায়েবে ফায়েল, (مَا) মাওছূলা, ثُوِّبَ-এর দ্বিতীয় মাফ'উল, كَانُوْا ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম, يَفْعَلُوْنَ মূলে ছিল يَفْعَلُوْنَهُ এ জুমলাটি كَانُوْا-এর খবর। এ জুমলাটি (مَا)-এর ছিলা।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ، إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ، فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ، إِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

‘আল্লাহ বলবেন, দূর হয়ে যাও আমার সামনে হতে, তার মধ্যেই পড়ে থাক। আমার সামনে মুখ খুল না। তোমরা তো হচ্ছ সেই লোক, যখন আমার কিছু বান্দা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের প্রতি রহম কর, তুমি সব রহমকারী হতে অতি উত্তম দয়াবান ও রহমকারী, তখন তোমরা তাদেরকে উপহাস করেছ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছ। আজ তাদের সেই ধৈর্যশীলতার এই ফল আমি দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম’ *(মুমিনূন ১০৮-১১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُوْنَ، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِيْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ‘এখন সেই উপহাসকারী লোক কোথায় আছে তা কি তোমরা দেখতে চাও? একথা বলে যখনই সে মাথা নোয়াবে, তখনি সে তাকে জাহান্নামের অত্যন্ত গভীরে দেখতে পাবে’ *(ছাফফাত ৫৪-৫৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ‘তারা যেমন মুমিনদের উপহাস করে তেমন আল্লাহ তাদের উপহাস করেন’ *(বাক্বারাহ ১৫)*। অর্থাৎ তাদেরকে পরকালে শাস্তি দিবেন। এদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ‘অতঃপর তাদের কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও’ *(আলে ইমরান ২১; তওবা ৩৪)*।

এমর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) হাসান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াতে যারা মুমিনদেরকে উপহাস করত তাদেরকে জান্নাতের দরজা সমূহের কোন দরজা হতে ডাকা হবে, এদিকে আস, এদিকে আস, তখন সে খুব চিন্তিত অবস্থায় মলিন হয়ে আসবে। দরজার পাশে আসলে তাকে ছাড়াই দরজা বন্ধ করা হবে। আবার দরজা খুলে ডাকা হবে। দরজার পাশে আসলে তাকে ছাড়াই দরজা বন্ধ করা হবে। আবার দরজা খুলে ডাকা হবে। তখন সে নিরাশ হয়ে আর আসবে না *(দুররে মানছূর ৮/৪১৫)*।

(২) ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন তারা পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেত তখন খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে সুখ সম্ভোগের আশায় ফিরে যেত। এখন তারা জাহান্নামের দিকে মলিন হয়ে ফিরে যাবে *(ত্বাবারী হা/৩৬৮২১)*।

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে যে প্রাচীর রয়েছে সে প্রাচীরের দরজাগুলি খোলা হবে, তখন মুমিনরা জাহান্নামীদের দেখতে পাবে। মুমিনরা তখন পর্দা করা সুউচ্চ আসনে সমাসীন থাকবে। তারা দেখতে থাকবে কিভাবে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এ

সময় মুমিনরা খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে হাসতে থাকবে। এটাই আল্লাহ্‌র ওয়াদা ছিল যে, মুমিনরা দেখবে আল্লাহ তাদের কেমন শাস্তি দিচ্ছেন *(ত্বাবারী হা/৩৬৮২২)*।

অবগতি

কাফিরদের অবস্থা : তারা এ চিন্তা করতে করতে ঘরে ফিরত যে, আজ তো বড্ড মজা পেলাম। আজ আমি অমুক মুসলমানকে উপহাস করে এবং অপমানকর কথা বলে বড় আনন্দ পেয়েছি। লোকেরাও তার বড় দুর্গতি করে ছেড়েছে। এদের বিচার-বুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞান বলতে কিছু নেই। এরা দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাদ আস্বাদন হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে এবং সব রকমের বিপদ-মুছীবতের ঝুঁকি নিজেদের মাথায় তুলে নিয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, মুহাম্মাদ এদেরকে আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের চক্করে ফেলেছে। মরণের পর জান্নাত পাওয়ার আশায় এরা সব রকমের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিষ্পেষণ ভোগ করে চলেছে। অকাতরে সহ্য করে যাচ্ছে শুধু এ আশায় যে, পরকালের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে। এসব নিছক খেয়ালীপনা ও আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২৫; অক্ষর ৪৭২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيْهِ (٦) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا (٩)-

অনুবাদ : (১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (২) এবং তার প্রতিপালকের নির্দেশ মানবে। আর স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মানাই তো যথার্থ। (৩) যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে শূন্য হয়ে যাবে। (৫) এবং এভাবে সে আপন প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে আর স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করাই তার জন্য যথার্থ। (৬) হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করছ। এরপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। (৭) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। (৯) এবং সে তার (জান্নাতী) পরিবার-পরিজনের নিকট আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلسَّمَاءُ– বহুবচন اَلسَّمَاوَاتُ অর্থ- আকাশ, আসমান। মাছদার سُمُوًّا বাব نَصَرَ অর্থ- উঁচু হওয়া, ঊর্ধ্বে ওঠা।

اِنْشَقَّتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার اِنْشِقَاقًا বাব اِنْفِعَالٌ অর্থ- ফেটে গেল, ফাটল দেখা দিল, বিদীর্ণ হল। যেমন اِنْشَقَّتِ الْوَحْدَةُ অর্থ- ঐক্যে ফাটল ধরল, ভাঙ্গন ধরল।

أَذِنَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার أَذَنًا বাব سَمِعَ। لَهُ ও اِلَيْهِ ছিলা (صـــلة) দ্বারা অর্থ হয় কান লাগিয়ে শুনা। اَلْأُذْنُ-এর বহুবচন آذَانٌ 'কান'।

رَبٌّ–বহুবচন اَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা', رَبَّةُ الْبَيْتِ 'গৃহিণী'।

حُقَّتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার حَقًّا বাব ضَرَبَ অর্থ- শোভনীয় হল, যোগ্য হল, যথার্থ হল।

اَلْأَرْضُ– বহুবচন اَرَاضٍ، اَرْضُوْنَ অর্থ- পৃথিবী, মাটি।

مُدَّتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মূল অক্ষর (م، د، د), মাছদার مَدًّا বাব نَصَرَ অর্থ- প্রসারিত করা হল, বিস্তৃত করা হল। বাব تَفْعِيْلٌ হতে মাছদার تَمْدِيْدًا 'প্রসারিত করা'। বাব اِفْتِعَالٌ হতে অর্থ- প্রসারিত হওয়া।

أَلْقَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মূল অক্ষর (ل، ق، ى), মাছদার اِلْقَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- ফেলল, ফেলে দিল, নিক্ষেপ করল, ছুঁড়ে দিল।

تَخَلَّتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মূল অক্ষর (خ، ل، و), মাছদার تَخَلِّيًا বাব تَفَعُّلٌ 'খালি হল'। বাব نَصَرَ হতে মাছদার خُلُوًّا 'খালি হওয়া'।

الْإِنْسَانُ– বহুবচন اَنَاسِيُّ 'মানুষ'। مذكر ও مؤنث উভয় জিনসের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে إِنْسَانَةٌ অর্থ মানবী, حُقُوْقُ الْإِنْسَانِ 'মানবাধিকার'।

كَادِحٌ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার كَدْحًا বাব فَتَحَ 'কঠোর পরিশ্রমী'। যেমন كَدَحَ فِي الْعَمَلِ অর্থ- কঠোর সাধনা করল, কঠোর পরিশ্রম করল। এখানে كَادِحٌ ইসমে ফায়েলের অর্থ মুযারে মারূফের হবে।

مُلَاقِيْ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (ل، ق، ى), মাছদার لِقَاءً ও مُلَاقَاةً বাব مُفَاعَلَةٌ 'তার সাথে সাক্ষাৎ করবে'। এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থ মুযারে মারূফের হবে। বাব سَمِعَ হতে لِقَاءً ও تِلْقَاءً 'সাক্ষাৎ করা'।

أُوْتِيَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মূল অক্ষর (ا، ت، ى), মাছদার اِيْتَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কোন কিছু দান করা হল, দেয়া হল। যেমন اَتَى شَيْئًا অর্থ- কোন কিছু দিল, দান করল।

كِتَابَ– বহুবচন كُتُبٌ অর্থ- বই, পুস্তক, চিঠি, আমলনামা।

يَمِيْنٌ– বহুবচন اَيْمُنٌ، اَيْمَانٌ، اَيَامِنُ، اَيَامِيْنُ তাছগীর يُمَيْنٌ বহুবচন يَمَايِنُ مَيْمَنَةٌ، বহুবচন يُمْنَى، مَيَامِنُ বহুবচন يُمْنَيَاتٌ অর্থ- ডান হাত, ডান পার্শ্ব, ডান দিক।

يُحَاسَبُ– واحد مذكر غائب মুযারে মাজহূল, মাছদার حِسَابًا ও مُحَاسَبَةً বাব مُفَاعَلَةٌ 'হিসাব নেয়া হবে'।

يَسِيْرًا– ইসমে ছিফাত, বহুবচন يُسُرٌ অর্থ- সহজ, হালকা, সামান্য, সাধারণ। يُسْرَى বহুবচন يُسْرَيَاتٌ 'সহজতর'।

يَنْقَلِبُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِنْقِلَابًا বাব إِنْفِعَــالٌ অর্থ- ফিরে যাবে, উল্টা পায়ে ফিরে যাবে।

أَهْلٌ– ইসম, বহুবচন اَهْلُوْنَ، اَهَال، آهَال، اَهْلَاتٌ، آهَلَاتٌ অর্থ- পরিবার-পরিজন, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন। যেমন أَهْلُ الْبَيْتِ 'গৃহবাসীগণ'।

مَسْرُوْرٌ– واحد مذكر ইসম মাফ'উল, মাছদার سُرُوْرًا বাব نَصَرَ 'আনন্দিত'। যেমন سَرَّهُ অর্থ- তাকে আনন্দিত করল, খুশী করল, মুগ্ধ করল, সন্তুষ্ট করল। سُرَّ بِــهِ অর্থ- আনন্দিত হল, মুগ্ধ হল।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ– (إِذَا) যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল প্রকাশক ইসম, শর্তের অর্থে। اَلسَّمَاءُ পূর্বে উহ্য (إِنْشَقَّتْ) ফে'লের ফায়েল। পরবর্তী انْشَقَّتْ ফে'লটি এ উহ্য ফে'লের مُفَسِّرٌ অর্থাৎ ব্যাখ্যা প্রদানকারী।

(২) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ– (وَ) হরফে আতিফা, أَذِنَتْ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (لِرَبِّهَا) أَذِنَتْ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, (وَ) হরফে আতফ, حُقَّتْ মাযী মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল।

(৩ ও ৪) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ– (وَ) হরফে আতিফা, এ বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ হয়েছে এবং তারকীব অনুরূপ হবে।

(৫) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ– ২নং আয়াতের তারকীব দ্রষ্টব্য।

(৬) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيْهِ– (يَا) হরফে নিদা, الْإِنْسَانُ মুনাদা। আর مُنَادٰى যখন ال যুক্ত হয় তখন হরফে নিদা এরপর مذكر অবস্থায় أَيُّهَا এবং مؤنث অবস্থায় أَيَّتُهَا বৃদ্ধি করা হয়। যেমন يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ও يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ। (انَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (كَ) انَّ-এর ইসম। كَادِحٌ খবর, (إِلَى رَبِّكَ) كَادِحٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। كَدْحًا তার মাফঊলে মুতলাক। (فَ) হরফে আতফ, (مُلَاقِي) كَادِحٌ-এর উপর আতফ, (هُ) مُلَاقِي-এর মুযাফ ইলাইহে।

(৭) فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ– (فَ) ইস্তেনাফিয়া, (أَمَّا) হরফে শর্ত ও বিবরণমূলক অব্যয়। (مَنْ) ইসমে মাওছূল, মুবতাদা, أُوْتِيَ মাযী মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। كِتَابَهُ দ্বিতীয়

মাফ'উলে বিহী। (بِيَمِيْنِه) أُوْتِيَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, أُوْتِيَ জুমলাটি (مَنْ) ইসমে মাওছূলের ছিলা। ছিলা ও মাওছূলা মিলে শর্ত।

(৮) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا– (فَ) اَمَّا-এর জওয়াব, سَوْفَ হরফে ইস্তেকবাল, ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক অব্যয়। يُحَاسَبُ মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল, حِسَابًا মাফ'উলে মুতলাক। (يَسِيْرًا) حِسَابًا-এর ছিফাত। জুমলাটি শর্তের জওয়াব।

(৯) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِه مَسْرُوْرًا– (وَ) হরফে আতফ, يَنْقَلِبُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (إِلَى أَهْلِه) يَنْقَلِبُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (مَسْرُوْرًا) يَنْقَلِبُ হতে হাল।

এমর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরার ১নং আয়াতে বলেন, 'যখন আসমান বিদীর্ণ হবে'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ 'যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে' *(ইনফিতার ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيْلًا 'আর যেদিন আকাশ সমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে এক মেঘমালায় পরিণত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ফেরেশতাদেরকে ক্রমাগতভাবে অবতীর্ণ করা হবে' *(ফুরক্বান ২৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ– 'সেদিন ঊর্ধ্ব আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং তার বাঁধন শিথিল হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ তার আশেপাশে থাকবেন এবং আটজন ফেরেশতা সেদিন তোমাদের প্রতিপালকের আরশ বহন করতে থাকবে' *(হাক্কা ১৬-১৭)*।

আল্লাহ অত্র সূরার দু'নম্বর আয়াতে বলেন, 'এবং আকাশ তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্য নিজের প্রতিপালকের নির্দেশ মানাই যথার্থ'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ 'অতঃপর তিনি আকাশ সমূহের দিকে লক্ষ্য দিলেন, তখন তা শুধু ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অস্তিত্ব ধারণ কর। তারা উভয়েই বলল, আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতই' *(হামীম সিজদা বা ফুছছিলাত ১১)*। অত্র আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, আকাশকে যা বলেন, আকাশ তা মান্য করে। আর এটাই তার জন্য যথার্থ। অত্র সূরার ৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، لَا تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا 'আল্লাহ যমীনকে সম্প্রসারিত করেন। এমন সমতল ধূসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোন উচ্চ-নীচ এবং বক্রতা দেখতে পাবে না' *(ত্বহা ১০৬-১০৭)*। উভয় আয়াতে যমীনের সম্প্রসারিত এবং সমতল হওয়ার কথা বলেছেন। অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যমীন তার গর্ভে যা কিছু আছে তা বের

করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে'। তিনি আরো বলেন, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا 'যমীন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে' *(যিলযাল ২)*। উভয় আয়াতে বলা হয়েছে, যমীনের ভিতরে যা কিছু আছে সেদিন যমীন সবকিছু বের করে দিবে।

ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সহজ হিসাব হচ্ছে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন আর তার নেকী গ্রহণ করবেন। আল্লাহ বলেন, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ 'জ্ঞানী মানুষ তারাই যারা তাদের প্রতিপালককে এবং আল্লাহ্র কঠিন হিসাবের ভয় করে' *(রা'দ ২১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ 'সফল তারাই যাদের ভালটা গ্রহণ করা হয় এবং মন্দটা ছেড়ে দেয়া হয়, তারাই জান্নাতী সেই সত্য ওয়াদা অনুসারে, যা তাদের সাথে করা হয়েছে' *(আহক্বাফ ১৬)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِيْهَا-

আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্র সূরাটি ছালাতের মধ্যে পড়েন। অতঃপর তিনি সিজদা করেন। তিনি ছালাত শেষ করে তাদের বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্র সূরায় সিজদা দিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/৫৭৮; নাসাঈ হা/৯৬১)*।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ-

আবু রাফে' রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে এশার ছালাত পড়েছি। তিনি ছালাতে অত্র সূরা তেলাওয়াত করেন এবং সিজদার আয়াতে সিজদা করেন। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেমের পিছনে ছালাত আদায় করেছি এবং তাঁর সিজদার সাথে সিজদা করেছি। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত এ স্থলে সিজদা করতে থাকব *(বুখারী হা/১০৭৮; মুসলিম হা/৫৭৮; আবুদাউদ হা/১৪০৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অত্র সূরায় এবং সূরা আলাক্ব এ সূরাদ্বয়ে সিজদা করেছি *(মুসলিম হা/৫৭৮; আবুদাউদ হা/১৪০৭; তিরমিযী হা/৫৭৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৫৮; ইবনু হিব্বান হা/২৭৬৭)*।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدَّ اللهُ الْأَرْضَ مَدَّ الْأَدِيْمِ حَتَّى لَا يَكُوْنَ لِبَشَرٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ فَأَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى وَجِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ وَاللهِ مَا رَآهُ قَبْلَهَا فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا اَخْبَرَنِى أَنَّكَ أَرْسَلْتَهُ اِلَيَّ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ عِبَادَكَ عَبَدُوْكَ فِيْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ قَالَ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ-

আলী ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যমীনকে চামড়ার মত টেনে প্রসারিত করবেন। তাতে সব মানুষ শুধু দু'টি পা রাখার মত জায়গা পাবে। সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র ডান দিকে থাকবেন। আল্লাহ্র কসম, জিবরাইল আলাইহিস সালাম -এর পূর্বে আল্লাহকে কখনো দেখেননি। আমি তখন বলব, হে প্রতিপালক! ইনি জিবরাইল আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আপনি তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এটা কি সত্য? তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ সত্য বলেছেন। অতঃপর আমি শাফা'আতের অনুমতি পাব এবং বলব, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আপনার ইবাদত করেছে। ঐ সময় তিনি মাকামে মাহমূদে থাকবেন' *(ত্বাবারী হা/৩৬৭২৫; ইবনু কাছীর হা/৭২০৯)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا، قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُوْنَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, 'ক্বিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ কি বলেননি যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এ আয়াতে আমলনামা কীভাবে দেয়া হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুবা যার খুঁটিনাটি হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে' *(বুখারী হা/৪৯৩৯; মুসলিম হা/২৮৭৬; তিরমিযী হা/৩৩৩৭; ত্বাবারী ৩৬৭৩৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِهِ أَللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ قَالَ أَنْ يَنْظُرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে তার কোন এক ছালাতে বলতে শুনেছি, اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا 'হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করুন'। তিনি ছালাত শেষ করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! এ সহজ হিসাব কি? তিনি

বললেন, শুধু আমলনামার প্রতি নযর দেয়া হবে, ভাসা ভাসা নযর দেয়া হবে (দেখেও না দেখার ভান করা)। তারপর বলা হবে, যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু হে আয়েশা! আল্লাহ যার হিসাব নিবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে' *(মুসলিম হা/১৭৩)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যত দিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন। অবশেষে একদিন আপনার মৃত্যু অনিবার্য। যা কিছু ইচ্ছা হয়, তা ভালবাসুন। একদিন তা থেকে বিচ্ছেদ অবধারিত। যা ইচ্ছা আমল করুন, একদিন সব আমলের সাথে সাক্ষাৎ হবে *(শু'আবুল ঈমান হা/১০৫৪০)*।

(২) ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ক্বিয়ামতের দিন পৃথিবীকে প্রসারিত করা হবে। সমস্ত সৃষ্টি মানব, জিন, চতুষ্পদ প্রাণী ও হিংস্র প্রাণীকে একত্রিত করা হবে। সেদিন আল্লাহ হিংস্র প্রাণীর ক্বিছাছ গ্রহণ করবেন। এমনকি কোন শিং ওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুতা মেরে থাকে, তাহলে ক্বিয়ামতের মাঠে শিংবিহীন ছাগলকে শিং দিয়ে গুতা মেরে পরিশোধ করে নেয়ার জন্য বলা হবে। চতুষ্পদ প্রাণীর ক্বিছাছ শেষ করে আল্লাহ বলবেন, তোমরা মাটি হয়ে যাও। কাফিররা এদৃশ্য দেখে বলবে, হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম *(দুররে মানছূর ৮/৪১৮)*। প্রকাশ থাকে যে, 'ছাগলের পরস্পর পরিশোধ' অংশ ছহীহ।

(৩) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি প্রথম ব্যক্তি যাকে মাটি থেকে জীবিত করা হবে। আমি আমার কবরে উঠে বসব। মাটি আমাকে নিয়ে কেঁপে উঠবে। আমি বলব, তোমার কি হয়েছে? মাটি বলবে, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন। আমার মধ্যে যা কিছু আছে সব বাইরে নিক্ষেপ করব। আমি যেমন ছিলাম তেমন খালি হয়ে যাব। আমার মধ্যে কোন কিছু থাকবে না *(দুররে মানছূর ৮/৪১৮)*।

অবগতি

যমীন বা পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করে দেয়ার অর্থ সমুদ্র ও নদী-নালা ভর্তি করে দেওয়া হবে। পাহাড়গুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এবং পৃথিবীর উপরিভাগের সমস্ত উচুঁ-নীচু অসমতল স্থান ভেঙ্গে একাকার ও সমতল প্রান্তর তৈরী করে দেয়া হবে। সূরা ত্বহায় এ অবস্থার চিত্র এভাবে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পৃথিবীকে একটি সমতল প্রান্তর তৈরী করে দিবেন। সেখানে কোন বক্রতা বা উঁচু-নিচু স্থান দেখতে পাওয়া যাবে না। হাদীছ গ্রন্থে এভাবে এসেছে যে, ক্বিয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানার মত করে ছড়িয়ে বিছিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সেখানে মানুষের জন্য কেবলমাত্র পা রাখারই জায়গা হবে। আর শুধুমাত্র পা রাখার জায়গা এজন্য হবে যে, প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, তাদের সকলকেই সেইদিন একসাথে উঠিয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হবে। এ বিশাল মানবগোষ্ঠীকে এক জায়গায় একত্রিত করার জন্য নদী, সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল, খাঁদ ও উঁচু-নীচু সব অঞ্চল সমতল করে একটি বিশাল প্রান্তরে পরিণত করা হবে।

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوْرًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيْرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِيْ أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَحُوْرَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا (١٥) فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُوْنَ (٢١) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ (٢٢) وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ (٢٤) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (٢٥)-

অনুবাদ : (১০) আর যার আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেয়া হবে। (১১) সে ধ্বংসকে (মরণকে) ডাকবে। (১২) আর জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (১৩) সে (দুনিয়ায়) তার পরিজনের মাঝে আনন্দে ছিল। (১৪) সে মনে করেছিল যে, তাকে কখনই ফিরে যেতে হবে না। (১৫) না ফিরে সে পারবে কিরূপে? তার প্রতিপালক তার কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন। (১৬) কাজেই নয়, আমি কসম করছি সন্ধ্যা লালিমার। (১৮) এবং চাঁদের যখন তা পূর্ণ হয়। (১৯) অবশ্যই তোমরা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় আরোহন করবে। (২০) সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনছে না? (২১) এবং যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তারা সিজদা করছে না। (২২) বরং কাফিররা কুরআন অস্বীকার করে। (২৩) তারা যা কিছু আমলনামায় সঞ্চয় করে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (২৪) সুতরাং তাদেরকে এক কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) অবশ্য যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিফল।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَرَاءَ– শব্দটি মূলত মাছদার, যরফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কখনও ফায়েলের দিকে ইযাফত হয়, কখনও মাফ'উলের দিকে ইযাফত হয়। অর্থ অন্তরালে, পিছনে, পশ্চাতে।

ظَهْرٍ– বহুবচন اَظْهُرٌ، ظُهُوْرٌ অর্থ- পিঠ, পৃষ্ঠদেশ, বহির্ভাগ।

يَدْعُو– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার دَعْوَةً، دُعَاءً বাব نَصَرَ অর্থ- সে ডাকে, আহ্বান করে। যেমন دَعَاهُ 'তাকে ডাকল', دَعْوَةً অর্থ- ডাক, আহ্বান।

ثُبُورًا– ইসমে মাছদার, বাব نَصَرَ অর্থ- ধ্বংস, ধ্বংসকরণ। যেমন ثَبَرَهُ অর্থ- ধ্বংস করল, মারল।

يَصْلَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার صِلًى ও صِلِيًّا বাব سَمِعَ অর্থ- আগুনে প্রবেশ করবে, জ্বলে যাবে।

سَعِيْرًا– শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওযনে ছিফাতের ছীগাহ। বহুবচন سُعُرٌ ‘প্রজ্জ্বলিত আগুন’। ইসমে মাফ‘উলের অর্থে, মাছদার سَعْرًا বাব فَتَحَ অর্থ- উসকে দেয়া আগুন, আগুনের লেলিহান শিখা। যেমন سَعَّرَ النَّارَ অর্থ- আগুন উসকে দিল, প্রজ্জ্বলিত করল।

ظَنَّ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার ظَنًّا বাব نَصَرَ অর্থ- ধারণা করল, মনে করল।

لَنْ يَّحُوْرَ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার حَوْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- সে কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না, কখনো ফিরবে না। حِوَارٌ অর্থ- সংলাপ, আলোচনা।

بَصِيْرًا– ইসমে ছিফাত, বহুবচন بُصَرَاءُ মাছদার بَصْرًا বাব كَرُمَ অর্থ- দেখবে, অবলোকন করবে। এটি মুযারে মা‘রূফের অর্থে। যেমন بَصُرَ بِهٖ অথবা اَبْصَرَ بِهٖ অর্থ- দেখল, অবলোকন করল।

أُقْسِمُ– واحد متكلم মুযারে, মাছদার اِقْسَامًا বাব إِفْعَالٌ ‘আমি কসম করি’।

الشَّفَقِ– অর্থ- সন্ধ্যালোক, পশ্চিম আকাশের সান্ধ্যলালিমা, অস্তরাগ।

وَسَقَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার وَسْقًا বাব ضَرَبَ অর্থ- একত্র করল, সমবেত করল।

الْقَمَرِ– বহুবচন اَقْمَارٌ অর্থ- চাঁদ, চন্দ্র।

اِتَّسَقَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِتِّسَاقًا মূল বর্ণ (وَسْقٌ) বাব اِفْتِعَالٌ ‘চাঁদ পূর্ণতা লাভ করল’।

تَرْكَبُنَّ– جمع مذكر حاضر মুযারে বানুন তাকীদ, মাছদার رُكُوْبًا বাব سَمِعَ অর্থ- অবশ্যই তোমরা আরোহন করবে, এক স্তর হতে অন্য স্তরে যাবে। رَاكِبٌ বহুবচন رُكَّابٌ অর্থ- আরোহী, আরোহনকারী, যাত্রী। مَرْكَبٌ বহুবচন مَرَاكِبُ অর্থ- যানবাহন, নৌযান।

طَبَقًا– বহুবচন اَطْبَاقٌ، طَبَقَةٌ বহুবচন طَبَقَاتٌ অর্থ- অবস্থা, স্তর, ধাপ। طَبَقَةٌ বহুবচন طَبَقَاتٌ ‘মর্যাদা’। طِبْقَةٌ বহুবচন طِبْقٌ ও طِبَقٌ অর্থ- জাল, ফাঁদ, দিনের এক অংশ।

لَا يُؤْمِنُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِيْمَانًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তারা ঈমান আনে না, বিশ্বাস স্থাপন করে না।

قُرِئَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার قِرَاءَةً বাব فَتَحَ অর্থ- পড়া হল, পাঠ করা হল। قَارِئٌّ বহুবচন قُرَّاءٌ ‘পাঠকারী’। قِرَاءَةٌ وَكِتَابَةٌ ‘পড়ালেখা’।

يَسْجُدُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার سُجُوْدًا বাব نَصَرَ 'তারা সিজদা করে'।

كَفَرُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার كُفْرًا ও كُفْرَانًا বাব نَصَرَ অর্থ- তারা কুফরী করল, অস্বীকার করল।

يُكَذِّبُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- তারা অস্বীকার করে, তারা মিথ্যারোপ করে।

أَعْلَمُ– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার عِلْمًا বাব سَمِعَ 'অধিক অবগত'।

يُوْعُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে মা'রূফ, মূল অক্ষর (و، ع، ى), মাছদার اِيْعَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তারা যা অর্জন করে, তারা যা পাত্রে রাখে। যেমন اَوْعَى الشَّيْئَ 'জিনিসটি পাত্রে রাখল' وِعَاءٌ-এর বহুবচন اَوْعِيَةٌ 'পাত্র'।

بَشِّرْ– واحد مذكر حاضر আমর হাযের, মাছদার تَبْشِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ 'তাদেরকে সুসংবাদ দাও'। যেমন بَشَّرَ بِهِ 'তাকে কোন সুসংবাদ দিল'।

عَذَابٍ– এর বহুবচন اَعْذِبَةٌ অর্থ- শাস্তি, দণ্ড, সাজা।

أَلِيْمٍ– ইসমে ফায়েলের অর্থে فَعِيْلٌ-এর ওযনে অর্থ- মর্মন্তুদ, কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। মাছদার أَلَمًا বাব سَمِعَ। تَأَلُّمًا মাছদার থেকে বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- ব্যথা পেল, ব্যথিত হল।

عَمِلُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার عَمَلاً বাব سَمِعَ অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল। مَعْمَلٌ বহুবচন مَعَامِلُ অর্থ- কারখানা, কর্মশালা।

الصَّالِحَات– جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, বাব كَرُمَ মাছদার صَلاَحِيَّةً একবচন صَالِحَةٌ বহুবচন صَالِحَاتٌ অর্থ- নেক আমল, সৎ কাজ, ভাল কাজ, পুণ্য। বাব إِفْعَالٌ হতে অর্থ- সংশোধন করা।

أَجْرٌ– একবচন, বহুবচন أُجُوْرٌ অর্থ- প্রতিদান, মজুরি, বিনিময়। أَجِيْرٌ-এর বহুবচন أُجَرَاءُ অর্থ- মজদুর, বেতনভুক্ত।

مَمْنُوْنٍ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার مَنًّا বাব نَصَرَ 'কর্তনকৃত'। غَيْرُ مَمْنُونٍ অর্থ- অকর্তিত, নিরবচ্ছিন্ন।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১০) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ– জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ। وَرَاءَ ইসমটি মানছূব বেনাযইল খাফেয, (مَنْصُوْبٌ بِنَــزْعِ الْخَــافِضِ) অর্থাৎ হরফে জার তুলে নেওয়ার কারণে নাছাব প্রাপ্ত হয়েছে। আসলে ছিল مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ।

(১১) فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْرًا– (فَ) اَمَّا-এর জওয়াব। يَدْعُوْ ثُبُوْرًا বাক্যটি مَــنْ মুবতাদার খবর। (ثُبُورًا) يَدْعُوْ-এর মাফ‘উলে বিহী।

(১২) وَيَصْلَى سَعِيْرًا– (وَ) হরফে আতিফা, يَصْلَى ফে‘ল মুযারে, যমীর ফায়েল, سَعِيْرًا মাফ‘উলে বিহী।

(১৩) إِنَّهُ كَانَ فِيْ أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا– জুমলাটি তা‘লীলিয়া বা কারণ প্রকাশক। (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল, (هُ) إِنَّ-এর ইসম, كَانَ ফে‘ল নাকিছ, যমীর كَانَ-এর ইসম, فِيْ أَهْلِهِ উহ্য (مَاكِثًــا) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে كَانَ-এর যমীর হতে হাল। (مَسْرُوْرًا) كَــانَ-এর খবর। كَانَ জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

(১৪) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ– (هُ) إِنَّ-এর ইসম, ظَنَّ ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, أَنْ মূলে ছিল أَنَّهُ ভারী হতে হালকা করা হয়েছে। উহ্য যমীর (هُ) إِنَّ-এর ইসম, لَنْ يَّحُوْرَ জুমলাটি أَنَّ-এর খবর। ইসম আর খবর মিলে ظَنَّ ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। জুমলা ফে‘লিয়াটি إِنَّهُ-এর খবর।

(১৫) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَــصِيْرًا– (بَلَى) হরফে ইজাব তথা ইতিবাচক উত্তর প্রকাশক অব্যয়। (رَبَّهُ) إِنَّ-এর ইসম, كَانَ ফে‘লে নাকিছ, যমীর ইসম। (بِــهِ) بَــصِيْرًا-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (بَصِيْرًا) كَانَ-এর খবর। এ জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

(১৬) فَلَا أُقْــسِمُ بِالــشَّفَقِ– (فَ) ফাছীহা অর্থাৎ পূর্বে একটি উহ্য জুমলার ব্যাখ্যা করার জন্য আসে। জুমলাটি হচ্ছে إِذَا عَرَفْــتَ هَــذَا যখন বিষয়টি জানলে তখন শোন। (لَا) যায়েদা বা অতিরিক্ত। أُقْسِمُ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (بِالشَّفَقِ) أُقْسِمُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক।

(১৭) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَــقَ– (اللَّيْلِ) اَلشَّفَقِ-এর উপর আতফ, (وَ) হরফে আতফ, (مَــا) ইসমে মাওছূল, وَسَقَ ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, وَسَــقَ-এর (هُ) যমীর মাফ‘উলে বিহী। শব্দটি মূলে ছিল وَسَقَهُ জুমলাটি (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(১৮) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ– (وَ) হরফে আতফ, الْقَمَرِ পূর্বের উপর আতফ। إِذَا যরফিয়া, اتَّسَقَ ফে'ল, যমীর ফায়েল।

(১৯) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ– (لَ) কসমের জওয়াব, تَرْكَبُنَّ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, طَبَقًا মাফ'উলে বিহী। عَنْ طَبَقٍ উহ্য مُجَاوِزًا শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে طَبَقًا-এর ছিফাত।

(২০) فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ– (فَ) ফাছীহা, (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা। لَهُمْ উহ্য ثَابِتٌ শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। لاَ يُؤْمِنُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, لاَ يُؤْمِنُوْنَ জুমলাটি هُمْ যমীর হতে হাল।

(২১) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُوْنَ– জুমলাটি হালিয়া, إِذَا যরফিয়া, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে। قُرِئَ মাযী মাজহূল, (عَلَيْهِمُ) قُرِئَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, الْقُرْآنُ নায়েবে ফায়েল। এ জুমলাটি শর্ত এবং لاَ يَسْجُدُوْنَ শর্তের জওয়াব।

(২২) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ– (بَلِ) হরফে ইযরাব, পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রকাশক অব্যয়। الَّذِيْنَ মুবতাদা, كَفَرُوْا জুমলাটি الَّذِيْنَ-এর ছিলা। يُكَذِّبُوْنَ জুমলাটি الَّذِيْنَ মুবতাদার খবর।

(২৩) وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ– (وَ) হরফে আতফ, اللهُ মুবতাদা, أَعْلَمُ খবর। (بِمَا) أَعْلَمُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, يُوْعُوْنَ মুযারে, যমীর ফায়েল, উহ্য (هُ) যমীর يُوْعُوْنَهُ-এর মাফ'উলে বিহী, يُوْعُوْنَ জুমলাটি (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(২৪) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ– (فَ) হরফে আতফ, بَشِّرْ ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল, (هُمْ) যমীর মাফ'উল, (بِ) হরফে জার, (عَذَابٍ) بَشِّرْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (أَلِيْمٍ) عَذَابٍ-এর ছিফাত।

(২৫) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ– (إِلاَّ) হরফে ইস্তেছনা, এটি মুনকাতি। অতএব إِلاَّ অব্যয়টি এখানে لَكِنْ-এর অর্থে। الَّذِيْنَ মুবতাদা, آمَنُوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, آمَنُوْا জুমলাটি الَّذِيْنَ ইসমে মাওছূলের ছিলা। عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ জুমলাটি آمَنُوْا -এর উপর আতফ। لَهُمْ উহ্য ثَابِتٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, أَجْرٌ মুবতাদা মুয়াখখার। (غَيْرُ مَمْنُوْنٍ) أَجْرٌ-এর ছিফাত। এ জুমলাটি الَّذِيْنَ মুবতাদার খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّالِّيْنَ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ‘আর সে যদি অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্য হতে হয়, তাহলে তাদের মেহমানী হিসাবে উত্তপ্ত গরম পানি রয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে’ *(ওয়াকি‘আ ৯২-৯৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنُصْلِه جَهَنَّمَ ‘আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো’ *(নিসা ১১৫)*। আল্লাহ অত্র সূরার ১৬নং আয়াতে লালিমার কসম করেন, যে লালিমা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ، وَمَا لاَ تُبْصِرُوْنَ ‘অতএব নয়, আমি কসম করছি সেই জিনিসগুলির যা তোমরা দেখতে পাও এবং সেই সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না’ *(হাক্কাহ ৩৮-৩৯)*। আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, ‘মুমিনদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ‘তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না’ *(হূদ ১০৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ‘তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে, যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না’ *(ত্বীন ৬)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ–

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিকের সূর্যাস্তের পরের লালিমা বাকী থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের সময় বহাল থাকবে’ *(বুখারী হা/৪৯৪৯)*।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، قَالَ نَبِيُّكُمْ يَقُوْلُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ–

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের নবী বলেন, لَتَرْكَبُنَّ হচ্ছে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে চলে যাবে *(বুখারী হা/৭০৬৮; তিরমিযী হা/২২০৭; ইবনু কাছীর হা/৭২১৫)*।

قَالَ أَنَسٌ لاَ يَأْتِي عَامٌ إِلاَّ وَالَّذِيْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ–

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হল যে বছর আসে তা পূর্বে চলে যাওয়া বছরের চেয়ে খারাপ আসে *(ত্বাবারী হা/৩৬৭৯০)*।

শা‘বী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, لَتَرْكَبُنَّ -এর অর্থ হল, হে নবী! আপনি এক আকাশের পর অন্য আকাশে আরোহন করবেন। এর দ্বারা মি‘রাজকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি বা পন্থার উপর চলবে এক বিঘত যেমন অপর বিঘতের সমান, এক বাহু যেমন অপর বাহুর সমান। তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও প্রবেশ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! পূর্ববর্তীদের দ্বারা কি ইহুদী ও নাছারাদের বুঝানো হয়েছে? নবী কারীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারা ছাড়া আর কারা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৬১)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন,

حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ–

'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি বা পন্থার উপর চলবে ডান পায়ের জুতা যেমন বাম পায়ের সমান। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাই করবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭২১৮)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা لَتَـــرْكَبُنَّ-এর অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ পাপ করতে করতে এমন নীচে যাবে যেমন ইহুদী-নাছারারা গেছে। মাকহূল (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল প্রতি বিশ বছর পরপর কোন না কোন এমন কাজ আবিষ্কার করবে যা পূর্বে ছিল না। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল, কোমলতার পর কঠোরতা, কঠোরতার পর কোমলতা, আমীরীর পর ফকীরী ও ফকীরীর পর আমীরী এবং সুস্থতার পর অসুস্থতা ও অসুস্থতার পর সুস্থতা।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, 'আদম সন্তান গাফলতী বা উদাসীনতার মধ্যে রয়েছে। তারা যে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার পরোয়া তারা মোটেই করে না। আল্লাহ যখন কাউকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন একজন ফেরেশতাকে বলেন, তার রুযী, জন্ম-মৃত্যু ও পাপ-পুণ্য লিখে নাও। আদেশপ্রাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে সেই ফেরেশতা চলে যান এবং অন্য ফেরেশতাকে আল্লাহ তার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি এসে ঐ মানব শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ঐ শিশু বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী হলে ঐ ফেরেশতাকে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তার পাপ-পুণ্য লিখার জন্যে আল্লাহ তার উপর দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তারপর মরণের সময় ঘনিয়ে আসলে এরা দু'জন চলে যান এবং মালাকুল মাউত তার নিকট আগমন করেন এবং তার রূহ কবয করে নিয়ে চলে যান। তারপর ঐ রূহ তার কবরের মধ্যে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তখন মালাকুল মাউত চলে যান এবং তাকে জিজ্ঞেস করার জন্যে কবরে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং নিজেদের কাজ শেষ করে তারাও চলে যান। ক্বিয়ামতের দিন পাপ-পুণ্যের ফেরেশতাদ্বয় আসবেন এবং তার কাঁধ হতে তার আমলনামা খুলে নিবেন। তারপর

তারা তার সাথেই থাকবেন একজন চালকরূপে এবং অপরজন সাক্ষীরূপে। তারপর আল্লাহ বলবেন, لَقَدْ كُنْتَ فِـىْ غَفْلَـةٍ مِّـنْ هَـذَا অর্থাৎ এদিনের ব্যাপারে উদাসীন ছিলে। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি لَتَـرْكَبُنَّ طَبَقًـا عَـنْ طَبَـقٍ পাঠ করলেন। এরপর নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মানুষ! তোমাদের সামনে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যা পালন করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর *(ইবনু কাছীর হা/৭২১৯)*।

অবগতি

সকাল-সন্ধ্যা ও চন্দ্রের কসম করে আল্লাহ বলেন, মানুষ একটি অবস্থায় অবিচল হয়ে থাকবে না। বরং যৌবন হতে বার্ধক্য, বার্ধক্য হতে মৃত্যু, মৃত্যু হতে বারযাখ (বারযাখ হচ্ছে মৃত্যু ও ক্বিয়ামতের মধ্যকার জীবন), বারযাখ হতে পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন হতে হাশরের ময়দান, তারপর হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কার প্রভৃতি অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে মানুষকে অবশ্যই অগ্রসর হতে হবে। মানুষের স্থিতিশীলতা, পরিবর্তনহীনতা বলে কোন কিছু নেই। মানুষ পর্যায়ক্রমে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

ஐ০ঙஐ০ঙ

সূরা আল-বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২২; অক্ষর ৪৮৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ (٧) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (٨) الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ (٩)-

অনুবাদ : (১) কসম বুরুজ বিশিষ্ট আকাশের (২) এবং সে দিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে। (৩) কসম যে দর্শন করে তার এবং সেই জিনিসের যা দর্শন করা হয়। (৪) লম্বা গর্তের অধিকারীরা অভিশপ্ত হয়েছে। (৫) ইন্ধনযুক্ত আগুনের অধিকারীরা। (৬) যখন তারা গর্তের পাশে উপবিষ্ট ছিল (৭) এবং ঈমানদারদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল। (৮) পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের কারণেই তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছে। (৯) তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব। আর আল্লাহ সব কিছুই দেখছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلسَّمَاءِ– বহুবচন اَلسَّمَاوَاتُ অর্থ- আকাশ, আসমান, নভোমণ্ডল।

ذَاتِ– বহুবচন ذَوَاتٌ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট। ذُوْ-এর স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থাৎ ذُوْ হচ্ছে মুযাককার বা পুরুষ বাচক শব্দ। শব্দটির দ্বি-বচন ذَوَانِ বহুবচন ذَوُوْنَ বা اُوْلُــوْ আর ذَات হচ্ছে মুয়ান্নাছ বা স্ত্রী বাচক শব্দ।

اَلْبُرُوْجُ– একবচনে بُرْجٌ বহুবচন بُرُجٌ، أَبْرَاجٌ، أَبْرِجَةٌ অর্থ- দুর্গ, প্রাসাদ।

اَلْيَوْمُ– বহুবচন اَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস।

اَلْمَوْعُوْدِ– واحد مذكر ইসমে মাফ‘উল, মাছদার وَعْدًا ও عِــدَةً বাব ضَــرَبَ অর্থ- প্রতিশ্রুত, ওয়াদাকৃত।

شَاهِدٍ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার شَهَادَةً বাব سَمِعَ অর্থ- উপস্থিত, দর্শক।

مَشْهُوْدٌ– واحد مذكر ইসমে মাফ‘উল, অর্থ- যেখানে উপস্থিত হয়, দৃশ্য।

قُتِلَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার قَـتْلاً বাব نَـصَرَ অর্থ- হত্যা করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে। এখানে অর্থ অভিশপ্ত হয়েছে।

أَصْحَابُ– একবচনে صَاحِبٌ বহুবচন صَحَابَةٌ، صِحَابَةٌ، صُحْبَانٌ، صِحَابٌ، صُحَبَةٌ، صَـــحْبٌ، أَصْحَابٌ আর أَصْحَابُ -এর বহুবচনের বহুবচন أَصَاحِيْبُ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, সাথী।

اَلْأُخْدُوْدِ– বহুবচন اَخَادِيْدُ 'লম্বা গর্ত'। যেমন خَدَّ الْأَرْضَ 'জমিতে লম্বা রেখা টানল'।

النَّارِ– বহুবচন نِيْرَةٌ، اَنْوُرٌ، نِيْرَانٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

الْوَقُوْدِ– অর্থ- জ্বালানী, ইন্ধন। যেমন اَوْقَدَ النَّارَ অথবা وَقَّدَ النَّارَ 'আগুন জ্বালালো'।

قُعُوْدٌ– القَاعِدُ-এর বহুবচন قُعُوْدٌ অর্থ- উপবিষ্ট, বসা, উপবেশনকারী। মাছদার قُعُوْدٌ বাব نَـصَرَ 'বসা'। যেমন قَعَدَ অর্থ- বসল, উপবেশন করল, আসন গ্রহণ করল। أَقْعَـــدَهُ 'তাকে বসালো'। مَقْعَدٌ-এর বহুবচন مَقَاعِدٌ অর্থ- আসন, সিট, গদি।

يَفْعَلُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার فَعْلاً ও فَعَالاً বাব فَتَحَ 'তারা করে'।

اَلْمُؤْمِنِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল। মাছদার اِيْمَانًا বাব إِفْعَالٌ 'বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ'।

شُهُوْدٌ– شَاهِدٌ বহুবচন شُهُوْدٌ, মাছদার شَهَادَةً বাব سَمِعَ 'প্রত্যক্ষদর্শী'।

مَا نَقَمُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার نَقْمًا বাব ضَرَبَ 'তারা শাস্তি দেয়নি'। نِقْمَةً বহুবচন نِقَمٌ অর্থ- শাস্তি, সাজা।

اَلْعَزِيْزُ– ইসমে মুবালাগা, ইসমে ফায়েলের অর্থে, মাছদার عِزًّا বাব ضَـــرَبَ অর্থ- পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী।

الْحَمِيْدِ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, ইসমে মাফ'উলের অর্থে, মাছদার حَمْدًا বাব سَمِعَ অর্থ- প্রশংসিত, প্রশংসনীয়।

مُلْكُ– বহুবচন مُلُوْكٌ، اَمْلَاكٌ অর্থ- কর্তৃত্ব, রাজত্ব।

الْأَرْضِ– বহুবচন أَرَاضٍ، أَرْضُوْنَ অর্থ- পৃথিবী, মাটি।

شَيْءٍ– বহুবচন أَشْيَاءُ অর্থ- বস্তু, বিষয়, জিনিস।

شَهِيْدٌ– ইসমে মুবালাগা شَاهِدٌ-এর অর্থে, মাছদার شَهَادَةٌ বাব سَمِعَ। বহুবচন أَشْهَادٌ، شُـــهَدَاءُ অর্থ- প্রত্যক্ষদর্শী, দ্রষ্টা, সাক্ষী।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ– (و) কসমের অর্থ ও জের প্রদানকারী অব্যয়। السَّمَاءُ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য أُقْسِمُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। (ذَاتِ) السَّمَاءِ-এর ছিফাত, (الْبُرُوْجِ) ذَاتِ-এর মুযাফ ইলাইহে।

(২) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ– মাওছূফ ও ছিফাত মিলে السَّمَاءُ-এর উপর আতফ।

(৩) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ– (السَّمَاءُ)-এর উপর আতফ।

(৪) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ– মাযী মাজহূল, أَصْحَابُ নায়েবে ফায়েল, (الْأُخْدُوْدِ) أَصْحَابُ-এর মুযাফ ইলাইহে।

(৫) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُــوْدِ– (النَّارِ) الْأُخْدُوْدِ থেকে বদলে ইস্তে‘মাল। (ذَاتِ) النَّــارِ-এর ছিফাত। (الْوَقُوْدِ) ذَاتِ-এর মুযাফ ইলাইহে। এ জুমলাটি কসমের জওয়াব।

(৬) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ– (إِذْ) যরফ, পূর্বের قُتِــلَ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক, (هُــمْ) মুবতাদা عَلَيْهَا পরবর্তী قُعُوْدٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (قُعُوْدٌ) هُمْ মুবতাদার খবর। এ জুমলাটি (إِذْ)-এর মুযাফ ইলাইহে।

(৭) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ– (و) হরফে আতেফা, (هُمْ) মুবতাদা, (عَلَى) হরফে জার, (مَا) মাওছূলা মাজরূর। يَفْعَلُــوْنَ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, উহ্য (ہٗ) যমীর মাফ‘উলে বিহী। শব্দটি মূলে ছিল يَفْعَلُوْنَهُ। (بِالْمُؤْمِنِيْنَ) يَفْعَلُــوْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক এবং (مَــا)-এর ছিলা, তারপর মাজরূর হয়ে شُهُوْدٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক এবং (شُهُوْدٌ) هُمْ-এর খবর।

(৮) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ– (و) হরফে আতেফা, (مَا) নাফিয়া, نَقَمُوْا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, (مِنْهُمْ) نَقَمُــوْا ফে‘লের মুতা‘আল্লিক, (اِلَّا) أَدَاةِ حَــصْرٍ আদাতে হাছর অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। أَنْ يُؤْمِنُوْا জুমলাটি মাছদারের হুকুমে হয়ে نَقَمُوْا-এর মাফ‘উলে লাহু। (الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ) اللهُ-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ছিফাত।

(৯) الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيْدٌ– (الَّذِيْ) اللهُ-এর তৃতীয় ছিফাত। (لَهُ) খবরে মুকাদ্দাম, مُلْــكُ মুবতাদা মুওয়াখখার। (الــسَّمَاوَاتِ) مُلْــكُ-এর মুযাফ ইলাইহে, (الْأَرْضِ) الــسَّمَاوَاتِ-এর উপর আতফ। এ জুমলাটি الَّــذِيْ-এর ছিলা। (و) হরফে আতিফা, (اَللهُ) মুবতাদা, (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) شَهِيْدٌ-এর মুতা‘আল্লিক, شَهِيْدٌ খবর।

এমর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার প্রথমে বলেন, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ‘কসম সুদৃঢ় দুর্গবিশিষ্ট আকাশের’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ ‘তোমরা যেখানেই থাক, মরণ তোমাদেরকে ধরবেই। তোমরা যত মজবুত দুর্গের মধ্যেই থাক না কেন’? *(নিসা ৭৮)*। অত্র আয়াতদ্বয়ে সুদৃঢ় মজবুত দুর্গ বা প্রাসাদকে বুরুজ বলা হয়েছে। বুরুজ অবশ্যই আকাশের কোন কঠিন স্থান। এ কারণেই আল্লাহ তার কসম করেছেন। এমন সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় নিলেও মানুষের মরণ ঘটবে। আল্লাহ এখানে বলেন, وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ‘দর্শক ও দৃশ্যের কসম’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ ‘সেদিন এমন একদিন, যেদিন সব মানুষই উপস্থিত হবে, সেদিনটি উপস্থিতির দিন’ *(হূদ ১০৩)*। অত্র আয়াতদ্বয়ে ক্বিয়ামতের দিনকে মানুষের উপস্থিতির দিন বলা হয়েছে। আল্লাহ এখানে বলেন, وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ‘আর আল্লাহ সবকিছু দেখছেন’। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ‘আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট’ *(নিসা ৭৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا ‘আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারী রূপে’ *(নিসা ৪১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ‘হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি’ *(আহযাব ৪৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ‘আর রাসূল তোমাদের সকলের অবস্থা বর্ণনাকারী হবেন’ *(বাক্বারাহ ১৪৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ‘আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম *(মায়েদা ১১৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ‘যেদিন সাক্ষী দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত’ *(নূর ২৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ‘আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার সমস্ত লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন তোমাদের উপর সাক্ষী হন’ *(বাক্বারাহ ১৪৩)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ قَالَ الشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُوْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

(১) অত্র আয়াতের তাফসীরে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, شَاهِدٍ হচ্ছে জুম'আর দিন। আর مَشْهُوْدٍ হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন *(আহমাদ, ত্বাবারী হা/৩৬৮৩৮; ইবনু কাছীর হা/৭২২৩)*।

(২) শু'আয়েব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্বকালে এক বাদশাহ ছিল। তার দরবারে ছিল এক যাদুকর। সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলে, আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং আমাকে এমন এক ছেলে দিন যাকে আমি ভালভাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।

তারপর সে একটি মেধাবী বালককে যাদুবিদ্যা শেখাতে শুরু করে। বালকটি তার শিক্ষাগুরুর বাড়ী যাওয়ার পথে এক সাধকের আস্তানার পাশ দিয়ে যেত। সুফীসাধকও ঐ আস্তানায় বসে কখনো ইবাদত করতেন, আবার কখনো জনগণের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নছীহত করতেন। বালকটিও পথের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদতের পদ্ধতি দেখতো, কখনো ওয়ায-নছীহত শুনতো। এ কারণে যাদুকরের কাছেও সে মার খেতো এবং বাড়ীতে বাপ-মায়ের কাছেও মার খেতো। কারণ যাদুকরের কাছে যেমন দেরীতে পৌঁছতো, তেমনি বাড়ীতেও দেরী করে ফিরতো। একদিন সে সাধকের কাছে তার এ দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করলো। সাধক তাকে বলে দিলেন, যাদুকর দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, মা দেরী করে বাড়ী থেকে আসতে দিয়েছেন, কাজ ছিল। আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলবে যে, গুরুজী দেরী করে ছুটি দিয়েছেন।

এমনিভাবে এ বালক একদিকে যাদু বিদ্যা এবং অন্যদিকে ধর্মীয় বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলো। একদিন সে দেখলো যে, তার চলার পথে এক বিরাট বিস্ময়কর কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার পড়ে আছে। পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এপাশ থেকে ওপাশে এবং ওপাশ থেকে এপাশে যাওয়া-আসা করা যাচ্ছে না। সবাই উদ্বিগ্ন ও বিব্রতকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বালকটি মনে মনে চিন্তা করল যে, একটা বেশ সুযোগ পাওয়া গেছে। দেখা যাক, আল্লাহ্র কাছে সাধকের ধর্ম অধিক পসন্দনীয়, না যাদুকরের ধর্ম অধিক পসন্দনীয়? এটা চিন্তা করে সে একটা পাথর তুলে জানোয়ারটির প্রতি এই বলে নিক্ষেপ করলো, হে আল্লাহ! আপনার কাছে যদি যাদুকরের ধর্মের চেয়ে সাধকের ধর্ম অধিক পসন্দনীয় হয়ে থাকে, তবে এ পাথরের আঘাতে জানোয়ারটিকে মেরে ফেলুন। এতে করে জনসাধারণ এর অপকার থেকে রক্ষা পাবে। পাথর নিক্ষেপের পরপরই ওর আঘাতে জানোয়ারটি মরে গেল। সুতরাং লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেল। আল্লাহপ্রেমিক সাধক এ খবর শুনে তার ঐ বালক শিষ্যকে বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি আমার চেয়ে উত্তম। এবার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করবে না।

অতঃপর বালকটির কাছে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসতে শুরু করলো। তার দো'আর বরকতে জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে লাগলো। কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করতে থাকলো এবং এছাড়া আরও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হতে লাগলো। বাদশাহ্র এক অন্ধমন্ত্রী এ খবর শুনে বহু মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনসহ বালকটির নিকট হাযির হয়ে বললেন, যদি তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার, তবে এসবই তোমাকে আমি দিয়ে দিবো। বালকটি একথা শুনে বললো,

দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি আমার নেই। একমাত্র আমার প্রতিপালক আল্লাহই তা পারেন। আপনি যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে আমি তাঁর নিকট দো'আ করতে পারি। মন্ত্রী অঙ্গীকার করলে বালক তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলো। এতে মন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। অতঃপর মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে গিয়ে যথারীতি কাজ করতে শুরু করলেন। তার চক্ষু ভাল হয়ে গেছে দেখে বাদশাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দৃষ্টিশক্তি কে দিলো? মন্ত্রী উত্তরে বললেন, আমার প্রভু। বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি। মন্ত্রী বললেন, আপনি কেন হবেন? বরং আমার এবং আপনার প্রভু 'লা শরীক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন' আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ কথা শুনে বাদশাহ বলল, তাহলে আমি ছাড়াও আপনার কোন প্রভু আছে না-কি? মন্ত্রী জবাব দিলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমার এবং আপনার উভয়েরই প্রভু ও প্রতিপালক। বাদশাহ তখন মন্ত্রীকে নানা প্রকার উৎপীড়ন এবং শাস্তি দিতে শুরু করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ শিক্ষা আপনাকে কে দিয়েছে? মন্ত্রী তখন ঐ বালকের কথা বলে ফেললেন এবং জানালেন যে, তিনি তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ তখন বালকটিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি তো দেখছি যাদুবিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেছো যে, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছ এবং দুরারোগ্য রোগীদের আরোগ্য দান করছো? বালক উত্তরে বলল, এটা ভুল কথা। আমি কাউকেও সুস্থ করতে পারি না, যাদুও পারে না। সুস্থতা দান একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন। বাদশাহ বলল, অর্থাৎ আমি। কারণ সবকিছুই তো আমিই করে থাকি। বালক বলল না, না, এটা কখনই নয়। বাদশাহ বলল, তাহলে কি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু বলে স্বীকার কর? বালক উত্তরে বলল হ্যাঁ, আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়। বাদশাহ তখন বালককে নানা প্রকার শাস্তি দিতে শুরু করল। বালকটি অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধক ছাহেবের নাম বলে দিল। বাদশাহ সাধককে বলল, তুমি এ ধর্মত্যাগ কর। সাধক অস্বীকার করলেন। তখন বাদশাহ তাঁকে করাত দ্বারা ফেঁড়ে দু'টুকরা করে দেন। এরপর বাদশাহ বালকটিকে বলল, তুমি সাধকের প্রদর্শিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ কর। বালক অস্বীকৃতি জানাল। বাদশাহ তখন তার কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দেন, এ বালককে তোমরা অমুক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে সাধকের প্রদর্শিত ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে দিতে বলো। যদি মেনে নেয়, তবে তো ভাল কথা। অন্যথা তাকে সেখান হতে গড়িয়ে নীচে ফেলে দাও। সৈন্যরা বাদশাহর নির্দেশমত বালকটিকে পর্বত চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলল। বালক অস্বীকার করলে তারা তাকে ঐ পর্বত চূড়া হতে ফেলে দিতে উদ্যত হলো। তখন বালক আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! যেভাবেই হোক আপনি আমাকে রক্ষা করুন। এ প্রার্থনার সাথে সাথেই পাহাড় কেঁপে উঠলো এবং ঐ সৈন্যগুলো গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। বালকটিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। সে তখন আনন্দিত চিত্তে ঐ যালিম বাদশাহর নিকট পৌঁছলো। বাদশাহ বিস্মিতভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি? আমার সৈন্যরা কোথায়? বালকটি জবাবে বলল, আমার আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। বাদশাহ তখন অন্য কয়েকজন সৈন্যকে ডেকে বলল, নৌকায় বসিয়ে তাকে সমুদ্রে নিয়ে যাও, তারপর তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এসো। সৈন্যরা বালককে নিয়ে চলল এবং সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকা হতে ফেলে দিতে উদ্যত হলো।

বালক সেখানেও মহান আল্লাহ্র নিকট ঐ একই প্রার্থনা করলো। সাথে সাথে সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ উঠলো এবং সমস্ত সৈন্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো। বালক নিরাপদে তীরে উঠলো এবং বাদশাহর দরবারে হাযির হয়ে বলল, আমার আল্লাহ আমাকে আপনার সেনাবাহিনীর কবল হতে রক্ষা করেছেন। হে বাদশাহ! আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ আমি যে পদ্ধতি বলি সেভাবে চেষ্টা করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাদশাহ বলল, কি করতে হবে? বালক উত্তরে বলল, সকল মানুষকে একটি ময়দানে সমবেত করুন। তারপর খেজুর কাণ্ডের মাথায় শূল উঠিয়ে দিন। অতঃপর আমার তুণ হতে একটি তীর বের করে আমার প্রতি সেই তীর নিক্ষেপ করার সময় নিম্নের বাক্যটি পাঠ করুন- بِسْمِ اللهِ رَبِّ هَذَا الْغُــلَامِ অর্থাৎ 'আল্লাহ্র নামে (এই তীর নিক্ষেপ করছি), যিনি এই বালকের প্রতিপালক। তাহলে সেই তীর আমার দেহে বিদ্ধ হবে এবং আমি মারা যাব।

বাদশাহ তাই করল। তীর বালকের কানপট্টিতে বিদ্ধ হল এবং সেখানে হাত চাপা দিল ও শাহাদাত বরণ করল। সে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে সমবেত জনতা বালকের ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করল। সবাই সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল, আমরা এই বালকের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। এ অবস্থা দেখে বাদশাহর সভাষদবর্গ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং বাদশাহকে বলল, আমরা তো এই বালকের ব্যাপরটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। সব মানুষই তার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করল। আমরা তার ধর্মের প্রসার লাভের আশংকায় তাকে হত্যা করলাম, অথচ হিতে বিপরীত ঘটলো। আমরা যা আশংকা করছিলাম তাই ঘটে গেল। সবাই যে মুসলমান হয়ে গেল! এখন কি করা যায়?

বাদশাহ তখন তার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দিল, সকল মহল্লায় ও রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় খন্দক খনন করো এবং এগুলোতে জ্বালানীকাঠ ভর্তি করে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও। যারা ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে এই ধর্মে বিশ্বাসী সকলকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। বাদশাহর এ আদেশ যথাযথভাবে পালিত হলো। মুসলমানদের সবাই ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। একজন নারী কোলে শিশু নিয়ে একটি খন্দকের প্রতি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ঐ অবলা শিশুর মুখে ভাষা ফুটে উঠলো। সে বলল, মা! কি করছেন? আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং ধৈর্যের সাথে নিশ্চিন্তে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন *(মুসলিম হা/৩০০৫; ইবনু কাছীর হা/৭২২৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার ছালাতে وَالســَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এবং وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এ সূরা দু'টি পাঠ করতেন *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২২০)*।

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার ছালাতে سَمَوَاتٌ -এর এই সূরাগুলি পাঠ করতেন *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২২১)*।

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (وَالْيَــوْمِ الْمَوْعُــوْدِ) দ্বারা ক্বিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। আর شَـــاهِد দ্বারা জুম'আর দিনকে বুঝানো হয়েছে। যেসব দিনে সূর্য ওঠে ও ডুবে সেগুলোর মধ্যে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ দিন হল এ জুম'আর দিন। এ জুম'আর দিনে এমন এক সময় রয়েছে, সে সময়ে যে কোন ব্যক্তি কোন কল্যাণ চাইলে তাকে তা দেয়া হবে। আর কেউ অকল্যাণ হতে পরিত্রাণ চাইলে তাকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। আর مَـــشْهُوْدٍ হচ্ছে আরাফার দিন *(ইবনু কাছীর হা/৭২২২)*।

(৪) মালিক আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন وَالْيَوْمِ الْمَوْعُــوْدِ হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন, شَـــاهِد হচ্ছে জুম'আর দিন। আর مَـــشْهُوْد হচ্ছে আরাফার দিন। আর জুম'আর দিনকে আমাদের জন্য ধনভাণ্ডারের মত গোপনীয় রেখে দেয়া হয়েছে *(ত্বাবারী হা/৩৬৮৪০,৩৬৮৫২; ত্বাবারানী হা/৩৪৫৮; ইবনু কাছীর হা/৭২২৪)*।

(৫) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দিনের সরদার হচ্ছে জুম'আর দিন। আর তা হচ্ছে شَـــاهِد। আর مَـــشْهُوْدٍ হচ্ছে আরফার দিন *(ত্বাবারী হা/৩৬৮৫০; ইবনু কাছীর হা/৭২২৫)*।

(৬) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুম'আর দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়। কারণ জুম'আর দিন হচ্ছে উপস্থিতির দিন। সেদিন ফেরেশতা উপস্থিত হন *(ত্বাবারী হা/৩৬৮৬৭; ইবনু কাছীর হা/৭২২৬)*।

(৭) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে নাজরানের অধিবাসীরা মূর্তিপূজক মুশরিক ছিল। নাজরানের পাশে একটি ছোট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক যাদুকর বাস করত। সে নাজরানের অধিবাসীদেরকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। একজন বুযুর্গ আলেম সেখানে এসে নাজরান এবং সেই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে আস্তানা গাড়েন। শহরের লোকেরা ঐ যাদুকরের কাছে যাদুবিদ্যা শিখতে যেতো। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ নামক একটি বালকও ছিল। যাদুকরের কাছে যাওয়া-আসার পথে সেই ঐ বুযুর্গ আলেমের আস্তানায় তাঁর ছালাত অন্যান্য ইবাদত দেখার সুযোগ পায়। ক্রমে ক্রমে সে আলেমের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারপর বালকটি আলেমের আস্তানায় যাওয়া-আসা করত এবং তাঁর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করত। কিছুদিন পর সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং ইসলাম সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করল। ঐ আলেম ইসমে আযমও জানতেন। বালক তাঁর কাছে ইসমে আযম শিখতে চাইলো। তখন আলেম তাকে বললেন, তুমি এখনো এর যোগ্য হওনি, তোমার মন এখনো দুর্বল। এই বালক আব্দুল্লাহ্‌র পিতা নামির তার এই পুত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের খবর জানতো না। সে ভাবছিল যে, তার পুত্র যাদুবিদ্যা শিক্ষা করছে এবং সেখানেই যাওয়া-আসা করছে।

আব্দুল্লাহ যখন দেখল, তার গুরু তাকে ইসমে আযম শিখাতে চান না এবং তার দুর্বলতার ভয় করছেন, তখন সে তার তীরগুলো বের করল এবং আল্লাহ তা'আলার যতগুলো নাম তার জানা ছিল, প্রত্যেকটি তীরে একটি একটি করে নাম সে লিখল। তারপর আগুন জ্বালিয়ে একটি করে তীর আগুনে ফেলতে লাগলো। যে তীর ইসমে আযম লিখা ছিল ঐ তীরটি আগুনে ফেলামাত্রই ওটা লাফিয়ে উঠে আগুন হতে বেরিয়ে পড়ল। ঐ তীরের উপর আগুনের ক্রিয়া হল না। এ দেখে সে বুঝতে পারল যে, এটাই ইসমে আযম। তখন সে তার গুরুর কাছে গিয়ে বলল, আমি ইসমে আযম শিখে ফেলেছি। গুরু জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে? আব্দুল্লাহ তখন তীরের পরীক্ষার ঘটনাটি জানাল। গুরু একথা শুনে বললেন, ঠিকই বলছ তুমি, এটাই ইসমে আযম। তবে এটা তুমি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখ। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, তুমি এটা প্রকাশ করে দিবে।

নাজরানে গিয়ে আব্দুল্লাহ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, অসুস্থ যাকেই দেখল তাকেই বলতে শুরু করল, যদি তুমি আমার প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে আমি তোমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করব। রোগী সে কথা মেনে নিত, আর আব্দুল্লাহ ইসমে আযমের মাধ্যমে তাকে রোগমুক্ত করে তুলত। দেখতে দেখতে নাজরানের বহু সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করল। অবশেষে বাদশাহর কানেও ঐ খবর পৌঁছে গেল। সে আব্দুল্লাহকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দিয়ে বলল, তুমি আমার প্রজাদেরকে বিভ্রান্ত করছ, আমার এবং আমার পিতামহের ধর্মের উপর আঘাত হেনেছ। তোমার হাত-পা কেটে আমি তোমাকে খোঁড়া করে দিব। আব্দুল্লাহ ইবনু নামির একথা শুনে বলল, আপনার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তারপর বাদশাহ তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে গড়িয়ে ফেলে দেয়ার ব্যবস্থা করল। কিন্তু আব্দুল্লাহ নিরাপদে ও সুস্থ অবস্থায় ফিরে এলো, তার দেহের কোন জায়গায় আঘাতের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। অতঃপর তাকে নাজরানের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করা হলো, সেখান থেকে কেউ কখনো ফিরে আসতে পারে না। কিন্তু আব্দুল্লাহ সেখান থেকেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ফিরে এলো। বাদশাহর সকল কৌশল ব্যর্থ হবার পর আব্দুল্লাহ তাকে বলল, হে বাদশাহ! আপনি আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন না, যে পর্যন্ত না আমার ধর্মের উপর বিশ্বাস করেন এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে শুরু করেন। যদি তা করেন তবেই আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবেন। বাদশাহ তখন আব্দুল্লাহ্‌র ধর্ম বিশ্বাস করল এবং আব্দুল্লাহ্‌র বলে দেয়া কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর তার হাতের কাঠের ছড়িটি দিয়ে আব্দুল্লাহকে আঘাত করল। সেই আঘাতের ফলেই আব্দুল্লাহ শাহাদাত বরণ করল। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে নিজের বিশেষ রহমত দান করুন।

অতঃপর বাদশাহও মৃত্যুবরণ করল। এ ঘটনা জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিল যে, আব্দুল্লাহ্‌র ধর্ম সত্য। ফলে নাজরানের অধিবাসীরা সবাই মুসলমান হয়ে গেল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম -এর সত্য দ্বীনে বিশ্বাস স্থাপন করল। ঐ সময় ঈসা আলাইহিস সালাম -এর ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখনো নবী হিসাবে পৃথিবীতে আগমন করেননি। কিছুকাল পর তাদের মধ্যে বিদ'আতের প্রসার ঘটে এবং সত্য দ্বীনের প্রদীপ নির্বাপিত হয়। নাজরানের খৃষ্টান ধর্ম প্রসারের এটাও ছিল একটা কারণ। এক সময় যুনুওয়াস নামক এক ইহূদী সৈন্যদল নিয়ে সেই খৃষ্টানদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। সে তখন নাজরানবাসী খৃষ্টানদের বলে, তোমরা ইহূদী ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা তখন

মৃত্যুর শাস্তি গ্রহণ করতে সম্মত হল, কিন্তু ইহূদী ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হল না। যুনুওয়াস তখন খন্দক খনন করে ওর মধ্যে কাষ্ঠ ভরে দিল। অতঃপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারপর তাদেরকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। কিছু লোককে স্বাভাবিকভাবেই হত্যা করা হল। আর কারো কারো হাত-পা, নাক-কান কেটে নিল। এ নরপিশাচ প্রায় বিশ হাযার লোককে হত্যা করল।

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْـــدُوْدِ -এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনারই উল্লেখ করেছেন। যুনুওয়াসের নাম ছিল 'যারআহ' এবং তার শাসনামলে তাকে ইউসুফও বলা হত। তার পিতার নাম ছিল 'বায়ান আস'আদ আবী কুরাইব'। সে তুব্বা ছিল। সে মদীনায় যুদ্ধ করে এবং কা'বা শরীফের উপর গেলাফ উঠায়। তার সাথে দু'জন ইহূদী আলেম ছিলেন। ইয়ামনবাসী তাঁদের হাতে ইহূদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। যুনুওয়াস একদিনে সকালেই বিশ হাযার মুমিনকে হত্যা করেছিল। তাঁদের মধ্যে শুধু একমাত্র লোক রক্ষা পেয়েছিলেন যাঁর নাম ছিল দাউস যুছা'লাবান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে রোমে পালিয়ে যান। তাঁরও পশ্চাদ্বাবন করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি সরাসরি রোমক সম্রাট কায়েসের নিকট পৌঁছেন। তিনি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র লিখেন। দাউস সেখান হতে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ামনে আসেন। এ সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন আরবাত ও আবরাহা। ইহূদীরা পরাজিত হয় এবং ইয়ামন ইহূদীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। যুনুওয়াস পালিয়ে যাওয়ার পথে পানিতে ডুবে মারা যায়। তারপর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ইয়ামনে খৃষ্টান শাসক প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর সাইফ ইবনু যী ইয়াযন হুমাইরী পারস্যের বাদশাহ্র নিকট থেকে প্রায় সাতশ' সহায়ক বাহিনী নিয়ে ইয়ামনের উপর আক্রমণ চালান এবং জয়লাভ করেন। অতঃপর ইয়ামনে হিমারীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কিছু বর্ণনা সূরা 'ফীল' -এর তাফসীরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সীরাতে ইবনু হিশামে আছে যে, এক নাজরানবাসী ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর খিলাফত কালে এক খণ্ড অনাবাদী জমি কোন কাজের জন্য খনন করে। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনু নামির (রহঃ)-এর মৃত্যুদেহ দেখা যায়। তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন এবং মাথার যে জায়গায় আঘাত লেগেছিল, সেখানে তার হাত রয়েছে। হাত সরিয়ে দিলে রক্ত বইতে শুরু করে এবং হাত ছেড়ে দিলে তা নিজ জায়গায় চলে যায় এবং রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। হাতের একটি আঙ্গুলে আংটি রয়েছে। তাতে লিখা রয়েছে, رَبِّــىَ اللّٰهُ অর্থাৎ 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ'। ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে এ ঘটনা সর্ম্পকে অবহিত করা হলে তিনি ফরমান জারী করেন, তাঁকে সেই অবস্থাতেই থাকতে দাও এবং মাটি ইত্যাদি যা কিছু সরানো হয়েছে সেসব চাঁপা দিয়ে দাও। তারপর কোনরূপ চিহ্ন না রেখে কবর সমান করে দাও। তাঁর এ ফরমান পালন করা হয়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া লিখেছেন, আবূ মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ইছবাহান জয় করার পর একটা দেয়াল ভেঙ্গে পড়া দেখে ঐ দেয়ালটি পুনর্নিমাণের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুয়ায়ী দেয়ালটি নির্মাণ করে দেয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধ্বসে পড়ে। পুনরায় নির্মাণ করা হয় এবং এবারও ধ্বসে পড়ে। অবশেষে জানা যায় যে, দেয়ালের নীচে একজন পুণ্যাত্মা সমাধিস্থ রয়েছেন। মাটি

খননের পর দেখা যায় যে, একটি মৃতদেহ দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে এবং ঐ মৃতদেহের সাথে একখানা তরবারী দেখা যায়। তরবারীর উপর লিখিত রয়েছে, আমি হারিছ ইবনু মাযায। আমি কুণ্ডের অধিপতিদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি।

আবূ মূসা আশ‘আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ঐ মৃতদেহ বের করে নেন এবং সেখানে দেয়াল নির্মাণ করে দেন। পরে তা অটুট থাকে।

এ হারিছ ইবনু মাযায আমর জুরহুমী কা‘বাগৃহের মোতাওয়াল্লী ছিলেন। ছাবিত ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীমের সন্তানদের পর আমর ইবনু হারিছ ইবনু মাযায মক্কায় জুরহুম বংশের শেষ নরপতি ছিলেন। খুযা‘আহ গোত্র তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইয়ামনে নির্বাসন দেয়। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি আরবীতে কবিতা রচনা করেন।

এটা ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম -এর সময়ের কিছুকাল পরের ঘটনা এবং এটা খুবই প্রাচীন কালের ঘটনা। ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম -এর প্রায় পাঁচশ’ বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল। এটাই সঠিক বলে মনে হয়। তবে এ সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন। আর এমনও হতে পারে যে, এরকম ঘটনা পৃথিবীতে একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু আবী হাতিম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আব্দুর রহমান ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, তুব্বাদের সময়ে ইয়ামনে খন্দক খনন করা হয়েছিল এবং কনস্ট্যানটাইনের সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপলেও মুসলমানদেরকে একই রকম শাস্তি দেয়া হয়েছিল। খৃষ্টানরা যখন নিজেদের কিবলা পরিবর্তন করে নেয়, ঈসা আলাইহিস্ সালাম -এর ধর্ম মতে বিদ‘আতের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাওহীদের বিশ্বাস ছেড়ে দেয়, তখন খাঁটি ধর্মপ্রাণ লোকেরা তাদের সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে সত্যিকারের ধর্ম ইসলামের প্রতি অটল রাখে। ফলে ঐ অত্যাচারীদল খন্দকে আগুন জ্বালিয়ে দিলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করে। একই ঘটনা ইরাকের বাবেলের মাটিতে বখতে নাছরের সময়েও সংঘটিত হয়েছিল। বখতে নাছর একটি মূর্তি তৈরী করে এবং মূর্তিকে সিজদা করার আদেশ করে। দানিয়াল (আঃ) ও তাঁর দু’জন সহচর আযরিয়া ও মিসাঈল তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে বখতে নাছর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদেরকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত পরিখায় নিক্ষেপ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের প্রতি আগুনকে শীতল করে দেন এবং তাঁদেরকে শান্তি দান করেন, অবশেষে নাজাত দেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা সেই হঠকারী কাফিরদেরকে তাদেরই প্রজ্জ্বলিত পরিখার আগুনে ফেলে দেন। এর নয়টি গোত্র ছিল। সবাই জ্বলে পুড়ে জাহান্নামে চলে যায়। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইরাক, সিরিয়া এবং ইয়ামন এ তিন জায়গায় এ ঘটনা ঘটেছিল। মুকাতিল (রহঃ) বলেন, পরিখা তিন জায়গায় ছিল- ইয়ামনের নাজরান শহরে, সিরিয়া ও পারস্যে। সিরিয়ার পরিখার নির্মাতা ছিল আনতানালুস ও রূমী, পারস্যে বখতে নাছর ও আরবে ছিল ইউসুফ যুনুওয়াস। সিরিয়া এবং পারস্যের পরিখার কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। এখানে নাজরানের পরিখার কথাই আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন।

রাবী ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন, আমরা শুনেছি যে, ফাৎরাতের সময়ে অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস্ সালাম এবং শেষ নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মধ্যবর্তী সময়ে একটি সম্প্রদায় ছিল, তারা যখন দেখল যে, জনগণ ফিৎনা-ফাসাদ এবং অন্যায়-অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছে ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে

সম্প্রদায় তাদের সংশ্রব ত্যাগ করল। তারপর পৃথক এক জায়গায় হিজরত করে সেখানে বসবাস করতে লাগল এবং আল্লাহ্র ইবাদতে একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করল। তারা ছালাত-ছিয়ামের পাবন্দী করতে লাগল ও যাকাত আদায় করতে লাগল। এক হঠকারী বেঈমান বাদশাহ এই সম্প্রদায়ের সন্ধান পেয়ে তাদের কাছে নিজের দূত পাঠিয়ে তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করল যে, তারা যেন তাদের দলে শামিল হয়ে মূর্তি পূজা করে। সে সম্প্রদায়ের লোকেরা এটা সরাসরি অস্বীকার করল এবং জানিয়ে দিল যে, 'লা শারীক আল্লাহ' ছাড়া অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাদশাহ আবার তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিল যে, যদি তারা আদেশ অমান্য করে, তবে তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে। তারা বাদশাহকে জানিয়ে দিল, আপনি যা ইচ্ছা তাই করুন, আমরা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে পারব না। এই বাদশাহ তখন পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানী ভর্তি করল ও আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর ঐ সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সবাইকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন, তোমরা এখন তোমাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ কর, অন্যথা তোমাদেরকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তোমাদের প্রতি আমাদের শেষ নির্দেশ। বাদশাহর একথা শুনে সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আমরা আগুনে জ্বলতে সম্মত আছি, কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে সম্মত নই। ছোট ছোট শিশু-কিশোররা চিৎকার করতে শুরু করল। পরে তাদেরকে বুঝাল ও বলল, আজকের পর আর আগুন থাকবে না। আল্লাহ্র নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। অতঃপর সবাই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু আগুনের আঁচ লাগার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহ কবয করে নিলেন। সেই পরিখার আগুন তখন পরিখা হতে বেরিয়ে এসে ঐ বেঈমান হঠকারী দুর্বৃত্ত বাদশাহ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে ঘিরে ধরল এবং তাদের সবাইকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল।

قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে فَتَنُوْا শব্দের অর্থ- জ্বালিয়ে দেওয়া। এখানে বলা হচ্ছে, ঐসব লোক মুসলমান নারী-পুরুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তওবা না করে অর্থাৎ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, নিজেদের কৃতকর্মের যথাযথ শাস্তি প্রাপ্ত হবে। হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, মেহেরবানী ও দয়ার অবস্থা দেখুন যে, দুষ্কৃতিকারীরা, পাপী ও হঠকারীরা তার প্রিয় বান্দাদেরকে এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তিনি তাদেরকেও তওবা করতে বলেছেন এবং তাদের প্রতি মার্জনা, মাগফিরাত ও রহমত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

অবগতি

ذَاتُ الْبُرُوْجِ অর্থ- বুরুজবিশিষ্ট আকাশ। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী কোন কোন তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন বারো বুরুজ অর্থাৎ সূর্য চলার বারো পথ রয়েছে। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, হাসান বছরী, যাহ্হাক ও সুদ্দীর মতে এর অর্থ আকাশ সমূহের বিশাল গ্রহ-নক্ষত্ররাজি।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ (١٠) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ (١٢)-

অনুবাদ : (১০) যারা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তারপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে দহনকারী আগুনের শাস্তি। (১১) যেসব লোক ঈমান আনল এবং নেক আমল করল, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগ-বাগিচা যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এটাই হচ্ছে বড় সফলতা। (১২) নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের ধরা বড় কঠিন।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتَنُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার فَتْنًا বাব ضَرَبَ 'যারা কষ্ট দিয়েছে'। فِتْنَةٌ বহুবচন فِتَنٌ অর্থ- শাস্তি, কষ্ট, বিপদ, পরীক্ষা।

يَتُوْبُوْا– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَوْبًا ও مَتَابًا বাব نَصَرَ 'তারা তওবা করে'।

عَذَابُ– বহুবচন أَعْذِبَةٌ অর্থ- শাস্তি, সাজা।

الْحَرِيْقِ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, ইসমে ফায়েলের অর্থে দাহক, দহনকারী, আগুন। إِفْعَالٌ ও تَفْعِيْلٌ হতে অর্থ- জ্বালানো। বাব إِفْتِعَالٌ ও تَفَعُّلٌ হতে অর্থ- জ্বলে যাওয়া।

عَمِلُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার عَمَلاً বাব سَمِعَ অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল।

الصَّالِحَات– একবচনে صَالِحَةٌ অর্থ- সৎ কাজ, ভাল কাজ, পুণ্য। বাব كَرُمَ হতে মাছদার صَلاَحًا অর্থ- ভাল হওয়া, যথাযথ হওয়া।

جَنَّاتٌ– একবচনে جَنَّةٌ অর্থ- বাগান, গাছ-গাছালীপূর্ণ উদ্যান। তাছগীর جُنَيْنَةٌ 'ছোট বাগান'।

تَجْرِيْ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার جَرْيًا বাব ضَرَبَ 'পানি প্রবাহিত থাকবে'।

تَحْتَ– যরফে মাকান, অর্থ- নীচে, অধীনে।

الْأَنْهَارُ– نَهْرٌ বহুবচন أَنْهَارٌ، أَنْهُرٌ، نُهُرٌ، نُهُوْرٌ অর্থ- নদী, নদ।

الْفَوْزُ– বাব نَصَرَ এর মাছদার, অর্থ- সাফল্য, সফলতা, কৃতকার্যতা।

الْكَبِيْرُ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন كِبَارٌ، كُبَرَاءُ অর্থ- বড়, বিরাট, বিশাল, মহা। বাব كَرُمَ হতে كِبَرًا ও كُبْرًا মাছদার। অর্থ বড় হওয়া।

بَطْـــشَ- শব্দটি বাব ضَـــرَبَ-এর মাছদার, অর্থ- ধরা, ধারণ করা। বাব مُفَاعَلَـــةٌ থেকে একে অপরকে ধরার জন্য ভীষণভাবে হাত বাড়ানো।

رَبٌّ- একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রতিপালক, প্রভু।

شَدِيْدٌ- ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন أَشِدَّاءُ، شِدَادٌ، شُدُوْدٌ অর্থ- শক্ত, কঠিন, প্রবল।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১০) إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ- জুমলাটি মুস্তানিফা। (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল। (الَّذِيْنَ) إِنَّ-এর ইসম, فَتَنُوْا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল। الْمُؤْمِنِيْنَ মাফ‘উলে বিহী, (الْمُؤْمِنَاتِ) الْمُؤْمِنِيْنَ-এর উপর আতফ। ثُـــمَّ হরফে আতিফা, لَمْ নাফীর অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়। يَتُوْبُـــوْا ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ। সব মিলে (الَّذِيْنَ) ইসমে মাওছূলের ছিলা। (فَ) সংযোগ স্থাপনকারী বর্ণ। لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম, عَذَابُ মুবতাদা মুয়াখখার। (جَهَـــنَّمَ) عَذَابُ-এর মুযাফ ইলাইহে। (وَ) হরফে আতিফা, لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম, عَذَابُ الْحَرِيْقِ মুবতাদা মুয়াখখার।

(১১) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَـــا الْأَنْهَـــارُ- এ জুমলাটি মুস্তানিফা। (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল। (الَّذِيْنَ) إِنَّ-এর ইসম, (آمَنُـــوْا) জুমলা ফে‘লিয়া। আর عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। জুমলা দু’টি (الَّذِيْنَ)-এর ছিলা। لَهُـــمْ খবরে মুকাদ্দাম, جَنَّاتٌ মুবতাদা মুয়াখখার। (تَجْرِيْ) جَنَّاتٌ-এর ছিফাত। (مِنْ تَحْتِهَا) تَجْرِيْ-এর মুতা‘আল্লিক। (الْأَنْهَارُ) تَجْرِيْ-এর ফায়েল।

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ- (ذَلِكَ) মুবতাদা, (الْكَبِيْرُ) الْفَوْزُ-এর ছিফাত।

(১২) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ- জুমলাটি মুস্তানিফা। (بَطْشَ) إِنَّ-এর ইসম। (رَبِّكَ) بَطْـــشَ-এর মুযাফ ইলাইহে। (لَ) মুযহালাকা, (شَدِيْدٌ) إِنَّ-এর খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতিপালকের ধরা বড় কঠিন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ‘আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন

যালিম জন-বসতিকে ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই কঠিন হয়ে থাকে, আসলে তাঁর ধরা বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে' *(হূদ ১০২)*।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ (١٥) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ (١٨) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ (١٩) وَاللهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُحِيْطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ (٢١) فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (٢٢)

অনুবাদ : (১৩) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। (১৪-১৫) আর তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময় আরশের অধিপতি মহান শ্রেষ্ঠতর। (১৬) এবং নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সবকাজ সম্পন্নকারী। (১৭-১৮) আপনার নিকট সৈন্যদের সংবাদ এসেছে কি? ফির'আউন ও ছামূদের সৈন্যদের। (১৯) কিন্তু যারা কুফরী করেছে, তারা তো সদা অমান্যতায় নিয়োজিত। (২০) অথচ আল্লাহ তাদেরকে আড়াল হতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। (২১-২২) বরং এ কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُبْدِئُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِبْدَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অভিনব কিছু করেন। বাব فَتَحَ হতে মাছদার بَدْأً অর্থ- আরম্ভ করা, শুরু করা, সূচনা করা।

يُعِيْدُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার اِعَادَةً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- পুনরায় সৃষ্টি করবেন। বাব نَصَرَ হতে মাছদার عَوْدًا ও عَوْدَةً অর্থ- ফিরে আসা, ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা।

اَلْغَفُوْرُ– ইসমে মুবালাগা। অর্থ- অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার غَفْرًا অর্থ- অপরাধ ক্ষমা করা, মার্জনা করা। আরো কিছু মাছদার হল- مَغْفِرَةً، غُفْرَانًا، غَفِيْرَةً، غَفِيْرًا، غُفُوْرًا।

اَلْوَدُوْدُ– ইসমে মুবালাগা। অর্থ- অত্যন্ত স্নেহশীল, স্নেহপরায়ণ। বাব فَتَحَ হতে মাছদার وُدًّا অর্থ- ভালবাসা, কামনা করা, চাওয়া। مُوَدَّةٌ 'প্রেম-ভালবাসা'।

ذُوْ– ছয়টি ইসমের একটি। যেগুলির হারকাত হচ্ছে পেশের অবস্থায় (و) ও যবরের অবস্থায় (ا) এবং যেরের অবস্থায় (ي)। বহুবচন ذَوُوْنَ ও اُوْلُوْ অর্থ ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট। যেমন ذُو شَانٍ 'গুরুত্বপূর্ণ', ذُو مَالٍ অর্থ- সম্পদশালী, ধনবান, বিত্তশালী। ذُو بَالٍ

اَلْعَرْشِ– বহুবচন عُرُوْشٌ، عُرُشٌ، عِرَشَةٌ অর্থ- আরশ, সিংহাসন।

اَلْمَجِيْدُ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন اَمْجَادٌ অর্থ- মহান, মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত। বাব نَصَرَ থেকে মাছদার مَجْدًا এবং বাব كَرُمَ থেকে মাছদার مَجَادَةً অর্থ- মর্যাদাবান হওয়া, মহীয়ান হওয়া, গৌরবান্বিত হওয়া। مَجْدٌ অর্থ- মর্যাদা, গৌরব, মহত্ত্ব। বাব إِفْعَالٌ থেকে অর্থ- মর্যাদাবান করা।

فَعَّالٌ– ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অধিক সম্পাদনকারী। বাব فَتَحَ হতে মাছদার فَعْلاً ও فَعَالاً অর্থ- কাজ করা, কাজ সম্পন্ন করা।

يُرِيْدُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মূল অক্ষর (ر، و، د) মাছদার اِرَادَةً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তিনি চান, তিনি ইচ্ছা করেন।

أَتَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِتْيَانًا، اِتْيَانَةً، اَتْيًا، مَتَاتًا অর্থ- এসেছে, আগমন করেছে। যেমন هَلْ أَتَاكَ 'তোমার কাছে এসেছে কি'?

حَدِيْثُ– একবচন, বহুবচন اَحَادِيْثُ অর্থ- খবর, বৃত্তান্ত, কথা, বর্ণনা। বাব مُفَاعَلَةٌ থেকে আসলে অর্থ হবে কারো সাথে কথা বলা।

اَلْجُنُوْدِ– جُنْدٌ-এর বহুবচন اَجْنَادٌ، جُنُوْدٌ। جُنْدِىٌّ অর্থ- বাহিনী, সেনাবাহিনী।

ثَمُوْدَ– ছামূদ একটি গোত্রের নাম। মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। ছামূদ ইবনু আবের ইবনু ইরাম।

كَفَرُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার كُفْرًا ও كُفْرَانًا 'কুফরী করেছে'।

تَكْذِيْب– বাব تَفْعِيْلٌ-এর মাছদার। অর্থ মিথ্যারোপ করা, অস্বীকার করা। فِىْ تَكْذِيْبٍ 'মিথ্যায় নিমজ্জিত রয়েছে'।

وَرَاءٍ– যরফে মাকান, মুযাককার ও মুয়ান্নাছ উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থ- অন্তরালে, পিছনে, পশ্চাতে। কখনও سِوَا অর্থাৎ ব্যতীত অর্থ দেয়।

مُحِيْطٌ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মূল অক্ষর (حَوْطٌ), মাছদার اِحَاطَةٌ বাব إِفْعَالٌ অর্থ- বেষ্টনকারী, মহাসাগর যা স্থলভাগকে বেষ্টন করে আছে। حَائِطٌ-এর বহুবচন حِيْطَانٌ অর্থ- দেয়াল, দেয়াল বেষ্টিত বাগান।

لَوْحٍ– বহুবচন اَلْوَاحٌ আর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে اَلاَوِيْحُ অর্থ- তক্তা, ফলক।

مَحْفُوْظ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, অর্থ- সংরক্ষিত। বাব سَمِعَ হতে মাছদার حِفْظًا অর্থ- হেফাযত করা, সংরক্ষণ করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৩) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ –(هُ) إِنَّ-এর ইসম। (هُـــوَ) মুবতাদা, يُبْـــدِئُ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, يُبْدِئُ জুমলায়ে ফে‘লিয়াটি هُوَ মুবাতাদার খবর, এ জুমলাটি إِنَّ-এর খবর। يُعِيْدُ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, এ জুমলাটি يُبْدِئُ জুমলাটির উপর আতফ হয়েছে।

(১৪) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ –(وَ) হরফে আতফ, هُوَ মুবতাদা, الْغَفُوْرُ প্রথম খবর, الْوَدُوْدُ দ্বিতীয় খবর।

(১৫) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ –(ذُو الْعَرْشِ) মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহে মিলে তৃতীয় খবর। الْمَجِيْدُ চতুর্থ খবর।

(১৬) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ –(فَعَّالٌ) পঞ্চম খবর, (لَ) হরফে জার, (مَا) ইসমে মাওছূল, يُرِيْـــدُ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, এ শব্দে (هُ) যমীর উহ্য মাফ‘উলে বিহী। يُرِيْدُ জুমলাটি (مَا)-এর ছিলা। ছিলা ও মাওছূলা মিলে (لَ) হরফে জারের মাজরূর হয়ে فَعَّالٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক।

(১৭) هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ –(هَلْ) ইস্তেফহাম তাক্বরীরী অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং মুখাতাব হতে স্বীকৃতি দাবী করা। (اَتَـــى) ফে‘লে মাযী, (كَ) মাফ‘উলে বিহী, حَدِيْثُ ফায়েল, (الْجُنُوْدِ) حَدِيْثُ-এর মুযাফ ইলাইহে।

(১৮) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ –(فِرْعَوْنَ) الْجُنُوْدِ থেকে বাদল, (ثَمُوْدَ) فِرْعَوْنَ থেকে আতফ।

(১৯) بَلِ الَّـــذِيْنَ كَفَـــرُوْا –(بَلِ) হরফে ইযরাব, এ অব্যয় এটা নির্দেশ করে যে, পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন। الَّـــذِيْنَ মুবতাদা, كَفَـــرُوْا জুমলা ফে‘লিয়াটি الَّـــذِيْنَ-এর ছিলা। (فِيْ تَكْذِيْبٍ) وَاقِعُوْنَ শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে الَّذِيْنَ-এর খবর।

(২০) وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيْطٌ –(وَ) হরফে আতিফা, اللّٰهُ মুবতাদা, (مِنْ وَرَائِهِمْ) مُحِـــيْطٌ শিবহু ফে‘লের মুতা‘আল্লিক এবং খবর।

(২১) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيْدٌ –(بَلْ) হরফে ইযরাব, (هُوَ) মুবতাদা, قُرْآنٌ খবর, (مَجِيْدٌ) قُـــرْآنٌ-এর ছিফাত।

(২২) فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ –(فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ) উহ্য (مَكْتُوْبٌ) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে (قُرْآنٌ)-এর দ্বিতীয় ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, এ কুরআন অতীব উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'নিশ্চয়ই আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমার উপরেই রয়েছে তার সংরক্ষণের দায়িত্ব' *(হিজর ৯)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু মায়মূন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোথাও গমন করছিলেন এমন সময় তিনি শুনতে পান যে, একটি মহিলা هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الخ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করছে। তিনি তখন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কান লাগিয়ে শুনতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, نَعَمْ قَدْ جَاءَنِيْ হ্যাঁ, এ খবর এসেছে *(ইবনু কাছীর হা/৭২২৯)*।

(২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন যে, এই 'লাওহে মাহফূয' ইসরাফীল আলাইহিস সালাম -এর ললাটের উপর রয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনু সালমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা সবই লাওহে মাহফূযে মওজুদ রয়েছে এবং লাওহে মাহফূয ঈসরাফীলের দু'চোখের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তা দেখতে পারেন না।

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, লাওহে মাহফূযের কেন্দ্রস্থলে লিখিত রয়েছে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, একক। তাঁর দ্বীন হচ্ছে ইসলাম, আর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন তাঁর বান্দা ও রাসূলুল্লাহ। যে ব্যক্তি তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর অঙ্গীকার সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করবে, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন *(ইবনু কাছীর)*।

এ লাওহে মাহফূয সাদা মুক্তা দিয়ে নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের সমান। এর প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী জায়গার সমান। এর উভয় দিক মুক্তা এবং ইয়াকূত দ্বারা নির্মিত। এর কলম নূরের তৈরী। এর কথা আরশের সাথে সম্পৃক্ত। এর আসল বা মূল ফেরেশতাদের কোলে অবস্থিত *(ইবনু কাছীর)*।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 'লাওহে মাহফূয'-কে সাদা মুক্তা দ্বারা তৈরী করেছেন। এর পাতা লাল ইয়াকূতের, এর কলম নূরের। এর মধ্যকার লেখাও নূরের। আল্লাহ প্রত্যহ তিনশত ষাটবার করে আরশকে দেখে থাকেন। তিনি সৃষ্টি করেন, তিনি রিযিক দেন, মরণ দেন, জীবন দান করেন, সম্মান দেন, অপমানিত করেন এবং যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন *(ইবনু কাছীর হা/৭২৩০)*।

অবগতি

তিনি নিজেকে غَفُوْرٌ বলেছেন, এতে মানুষের মনে আশার সঞ্চার করা হয়েছে যে, যারা গোনাহ হতে তওবা করবে, তারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাবে। তাঁর রহমতের আশ্রয়ে স্থান পাবে। তিনি

নিজেকে وَدُوْدٌ বলেছেন। তিনি নিজেকে প্রেমময় বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সাথে কোন শত্রুতা রাখেন না। তিনি অকারণে কাউকেও শাস্তি দিবেন না। বরং তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে প্রেমময়।

ঌঔঌঔ

সূরা আত-ত্বারিক

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৭; অক্ষর ২৭৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ (١٠)-

অনুবাদ : (১) আকাশের কসম এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর কসম। (২) আপনি কি জানেন রাতে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী? (৩) তা হচ্ছে উজ্জ্বল তারকা। (৪) প্রত্যেক প্রাণীর উপরই একজন করে সংরক্ষক নিযুক্ত আছে। (৫) অতএব মানুষ যেন দেখে কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) এক বেগবান পানি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৭) যা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্য ভাগ থেকে বের হয়। (৮) নিঃসন্দেহে তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। (৯-১০) যেদিন গোপন তত্ত্ব ও রহস্যগুলির যাচাই-পরখ করা হবে। তখন থাকবে না তার কোন শক্তি এবং কোন সাহায্যকারী।

শব্দ বিশ্লেষণ

السَّمَاءِ– বহুবচন سَمٰوَاتٌ অর্থ- আকাশ, আসমান।

الطَّارِق– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার طَرْقًا ও طُرُوْقًا বাব نَصَرَ অর্থ- রাতে আগমনকারী, রাতে আত্মপ্রকাশকারী। طَـــرْقٌ শব্দটির মূল অর্থ হল- دَقٌّ তথা আঘাত করা ও দরজায় কড়া নাড়া। রাতে আগমনকারীর সাধারণত কড়া নাড়ার প্রয়োজন হয় এবং সে দরজায় নক করে। তাই রাতে আগমনকারী ব্যক্তি বা বস্তুকে طَارِقٌ বলে।

أَدْرَى – واحد مذكرغائب মাযী, মাছদার إِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ 'কোন বিষয় অবহিত বা অবগত করল'।

النَّجْمُ– একবচন, বহুবচন نُجُوْمٌ، نُجُمٌ، أَنْجَامٌ، أَنْجُمٌ অর্থ- তারকা, তারা, নক্ষত্র।

الثَّاقِبُ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, 'উজ্জ্বল'। বাব نَصَرَ হতে মাছদার ثُقُوْبًا 'উজ্জ্বল হওয়া'।

كُلّ– অর্থ- প্রত্যেক। كُلٌّ শব্দটি দু'ধরনের- সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র। সর্বদা এক বচনরূপে ব্যবহার হয়ে অনির্দিষ্ট ইসমের দিকে মুযাফ হয়। এ ধরনের كُلٌّ-এর অনুবাদ হয় প্রত্যেক। যেমন وَيْلٌ

لِّكُلِّ অর্থ- দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের জন্য। আর সম্মিলিত অর্থ প্রদানকারী كُلٌّ মুযাফ হয় আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত ইসমের দিকে অথবা সর্বনামের দিকে। যেমন كُلُّ الْقَوْمِ অর্থ- গোত্রের সকল লোক। فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ অর্থ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল।

نَفْسٍ– একবচন, বহুবচন أَنْفُسٌ، نُفُوْسٌ অর্থ- আত্মা, মানুষ, প্রাণী।

حَافِظٌ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, অর্থ- তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষক। বাব سَمِعَ হতে حِفْظًا মাছদার। অর্থ- প্রহরা দিয়ে রাখা, তত্ত্বাবধান করা।

لِيَنْظُرْ– واحد مذكرغائب আমর, মাছদার نَظْرًا ও نَظَرًا বাব نَصَرَ অর্থ- যেন দৃষ্টিপাত করে, যেন তাকায়।

الْإِنْسَانُ– বহুবচন اَلنَّاسُ، اَنَاسِيٌّ অর্থ- মানুষ।

خُلِقَ– واحد مذكرغائب মাযী মাজহূল, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ 'সৃষ্টি করা হয়েছে'।

مَاءٍ – বহুবচন مِيَاهٌ 'পানি'।

دَافِقٌ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, 'স্ববেগে নির্গত'। মাছদার دَفْقًا، دُفُوْقًا বাব نَصَرَ অর্থ- স্ববেগে নির্গত হওয়া, স্ববেগে স্খলিত হওয়া।

يَخْرُجُ– واحد مذكرغائب মুযারে, মাছদার خُرُوْجًا বাব نَصَرَ 'বের হয়'।

الصُّلْبِ– একবচন, বহুবচন صِلَبَةٌ، اَصْلُبٌ، اَصْلَابٌ অর্থ- পিঠ, মেরুদণ্ড। শব্দটির মূল অর্থ হল সুদৃঢ়। এ দৃঢ়তার কারণেই পিঠ বা মেরুদণ্ডকে صُلْبٌ বলা হয়।

التَّرَائِبِ– একবচনে تَرِيْبَةٌ অর্থ- বুকের অস্থি, বুকের ঊর্ধ্বাংশ, বুকের মধ্যভাগ, যেখানে হাড়ের লকেট থাকে।

رَجْعِ– رَجْعًا ও رُجُوْعًا মাছদার। বাব ضَرَبَ শব্দটিকে মাছদার করে মুতা'আদ্দী করা হয়েছে। বৃষ্টি, এর মূল অর্থ প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা। বৃষ্টি যেহেতু বার বার ফিরে আসে তাই বৃষ্টিকে আলোচ্য আয়াতে اَلرَّجْعُ বলা হয়েছে।

قَادِرٌ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, অর্থ- সামর্থ্যবান, সক্ষম। মাছদার قَدَارَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- সক্ষম হওয়া, ক্ষমতাবান হওয়া।

يَوْمَ – বহুবচন اَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস।

تُبْلَى – واحد مؤنث غائب মুযারে মাজহূল, বাব نَصَرَ মাছদার بَلْوًا ও بَلَاءً অর্থ- পরীক্ষা করা হবে, যাচাই বা পরখ করা হবে।

السَّرَائِرُ – একবচনে سَرِيْرَةٌ অর্থ- গোপন বিষয়, গোপন রহস্য, মনের কথা।

قُوَّةٌ– একবচন, বহুবচন قُوَّاتٌ، قُوًى، قِوًى অর্থ- সামর্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা। قُـــوَّةٌ মাছদার, অর্থ- শক্তিশালী হওয়া, সবল হওয়া।

نَاصِرٍ – واحد مذكر ইসমে ফায়েল, অর্থ- সাহায্যকারী, সহায়ক। نَاصِرٍ-এর বহুবচন نَـــصِيْرٌ، أَنْصَارٌ، نُصَّارٌ মাছদার نَصْرًا বাব نَصَرَ 'সাহায্য করা', تَفَاعُـــلٌ বাব থেকে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে একে অন্যকে সাহায্য করা। বাব اِسْتِفْعَالٌ থেকে অর্থ- সাহায্য চাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَالسَّمَاءِ وَالطَّـــارِقِ– (وَ) কসমের জন্য এবং জার প্রদানকারী অব্যয়। (السَّـــمَاءِ) (و)-এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে (أُقْـــسِمُ) উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (الطَّـــارِقِ) পূর্বের উপর আতফ।

(২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ– (وَ) হরফে আতফ, (مَا) ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা। أَدْرَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি (مَـــا) মুবতাদার খবর। (مَـــا) ইসমে ইস্তিফহাম মুবতাদা, (الطَّارِقِ) খবর। এ জুমলাটি أَدْرَى ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উল।

(৩) النَّجْمُ الثَّاقِبُ – (النَّجْمُ) উহ্য (هُوَ) মুবতাদার খবর, (الثَّاقِبُ) النَّجْمُ-এর ছিফাত।

(৪) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ– (إِنْ) নাফির অর্থ প্রদানকারী, كُلُّ মুবতাদা, (نَفْسٍ) كُلُّ-এর মুযাফ ইলাইহে। (لَمَّا) اِلَّا-এর অর্থে عَلَيْهَا উহ্য (كَـــائِنٌ)-এর শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, حَافِظٌ মুবতাদা মুয়াখ্খার। عَلَيْهَا حَافِظٌ জুমলাটি كُلُّ-এর খবর।

(৫) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ– (فَ) ফাছীহা, يَنْظُرُ ফে'লে মুযারে, الْإِنْسَانُ ফায়েল, مِـــنْ হরফে জার, (مَّ) ইসমে ইস্তিফহাম। স্থান হিসাবে মাজরূর। এখানে مِنْ হরফে জার আসায় (ما) হতে আলিফ বিলুপ্ত করা হয়েছে। জার ও মাজরূর মিলে পরবর্তী خُلِقَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক।

(৬) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ– (خُلِقَ) মাযী মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল, (مِنْ مَاءٍ) خُلِـــقَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, (دَافِقٍ) مَاءٍ-এর ছিফাত।

(৭) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ– (يَخْرُجُ) ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। مِنْ হরফে জার, بَيْنِ মাজরূর, (الصُّلْبِ) بَيْنِ-এর মুযাফ ইলাইহে, (وَ) হরফে আতফ, (التَّرَائِبِ) الصُّلْبِ-এর উপর আতফ। এ জুমলাটি পূর্বে (مَاءٍ)-এর দ্বিতীয় ছিফাত।

(৮) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِه لَقَادِرٌ– (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে‘ল। (هُ) إِنَّ-এর ইসম, عَلَى رَجْعِه পরবর্তী لَقَادِرٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (لَ) মুযহালাকা, (قَادِرٌ) إِنَّ-এর খবর।

(৯) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ– (يَوْمَ) পূর্বে رَجْعِه-এর মাফ‘উলে ফীহ, تُبْلَى মুযারে মাজহূল, السَّرَائِرُ নায়েবে ফায়েল, এ জুমলাটি يَوْمَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(১০) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ – (فَ) হরফে আতফ, (ما) নাফিয়া, (لَهُ) ثَابِتٌ শিবহু ফে‘লের মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, (مِنْ) হরফে জার অব্যয়টি যায়েদা তথা অতিরিক্ত। قُوَّةٍ মুবতাদা মুয়াখখার। শব্দগতভাবে মাজরূর আর স্থানগতভাবে মারফূ। (وَ) হরফে আতফ, (لَا) নাফিয়া, (نَاصِرٍ) قُوَّةٍ-এর উপর আতফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ‘প্রত্যেক প্রাণীর উপরই একজন সংরক্ষক রয়েছে’। তিনি অন্যত্র বলেন, وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْبًا ‘আল্লাহ সব কিছুর উপর সংরক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন’ *(আহযাব ৫২)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ، كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ‘নিশ্চয়ই সম্মানিত লেখকগণ তোমাদের উপর সংরক্ষক রয়েছেন’ *(ইনফিতার ১০-১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ‘প্রতিটি মানুষের সামনে ও পিছনে তার নিয়োজিত সংরক্ষক রয়েছেন, যারা আল্লাহ্র আদেশে তার দেখাশুনা করেন’ *(রা‘দ ১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا ‘আল্লাহ মানুষের জন্য অতীব উত্তম সংরক্ষক’ *(ইউসুফ ৬৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ‘হে নবী! আপনি বলুন, রাত-দিন তোমাদেরকে রহমান থেকে কে রক্ষা করতে পারে’ *(আম্বিয়া ৪২)*। মূলত রহমানই সবকিছুকে রক্ষা করেন। এ সমস্ত আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে, সমস্ত প্রাণীর জন্য রক্ষক রয়েছে।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى مُعَاذٌ اَلْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَالنِّسَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ مَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقْرَأَ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِ هَذَا–

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মাগরিবের ছালাত আদায় করান। তিনি সূরা বাক্বারাহ ও নিসা পাঠ করেন। নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, হে মু'আয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টি করছো? তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি পাঠ করবে وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এবং এরূপ সূরাগুলি' *(ছহীহ ইবনু কাছীর হা/৭২৩২)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوْقًا-

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে পরিবারের নিকট আসা অপসন্দ করতেন *(বুখারী হা/৫২৪৩)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً-

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট দীর্ঘ বিরতির পর আসবে, সে যেন পরিবারের নিকট রাতে না যায়' *(বুখারী হা/৫২৪৪)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَنْ يُرْفَعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক খেয়ানতকারীর পিছন দিকে ক্বিয়ামতের দিন পতাকা দাঁড় করা হবে এবং বলা হবে এটা হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুক খেয়ানতকারীর পতাকা' *(বুখারী হা/৬১৭৮; মুসলিম হা/১৭৩৫)*। এখানে গোপন অপরাধগুলি প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الْمُسَافِرُ أَهْلَهُ لَيْلاً كَيْ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ-

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকারীকে রাতে পরিবারের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। যেন স্ত্রী পরিষ্কার-পরিছন্ন হতে পারে এবং এলোমেলো চুল চিরুনী করে নিতে পারে *(বুখারী হা/৫২৪৩; মুসলিম হা/৭১৫; আবুদাউদ হা/২৭৭২)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ-

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই রাতে ও দিনে পরিবারের নিকট আগমনকারীদের অনিষ্ট হতে। তবে যারা কল্যাণের উদ্দেশ্যে আগমন করে হে রহমান! *(হায়ছামী হা/১২৬-১২৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আবু জাবল উদওয়ানী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ছাক্বীফ গোত্রের পূর্ব প্রান্তে ধনুকের উপর অথবা লাঠির উপর ভর দিয়ে وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এ সূরাটি সম্পূর্ণ পাঠ করতে শুনেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন। আবু জাবল সূরাটি মুখস্থ করে নেন। ঐ সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ছাক্বীফ গোত্রের মুশরিকদেরকে তিনি সূরাটি পাঠ করে শুনান। তারা এটা শুনে বলে, যদি আমরা তাঁর কথা সত্য বলে জানতাম বা বিশ্বাস করতাম, তবে তো আমরা তাঁর আনুগত্যই করতাম *(ইবনু কাছীর হা/৭২৩১)*।

(২) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের পাশে বসেছিলেন। হঠাৎ একটি তারা ঝরে পড়ল এবং যমীন আলোতে ভরে গেল। এতে আবু তালেব ঘাবড়িয়ে গেল এবং বলল এটা কি? নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা একটা 'তারা' নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনের একটি নিদর্শন। আবু তালেব এতে আশ্চর্য হল। তখন وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ অবতীর্ণ হয় *(কুরতুবী হা/৬২৯৭)*।

(৩) আবু ওমামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের উপর ১৬০ জন ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ফেরেশতাগণ তাঁর থেকে তাঁর এমন সমস্যা দূর করেন যা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ৭ জন ফেরেশতা এমনভাবে দূর করতে থাকে যেমন মধুর প্লেট থেকে মাছি দূর করা হয়। এক মানুষকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হলে শয়তানেরা তাকে ছোঁ মেরে নিবে *(কুরতুবী হা/৬৩০০)*।

(৪) নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ চারটি জিনিস তাঁর মাখলূকের কাছে আমানত রেখেছেন। তা হলো- (ক) ছালাত (খ) ছিয়াম (গ) যাকাত ও (ঘ) ফরয গোসল। আর এগুলি হচ্ছে (سَرَائِرُ) 'সারায়ের' (গোপনীয় বিষয়) যেগুলি আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন যাচাই করবেন।

(৫) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস সংরক্ষণ করবে সে আল্লাহ্‌র প্রকৃত বন্ধু হবেন। আর যে সেগুলির খিয়ানত করবে সে আল্লাহ্‌র প্রকৃত শত্রু হবে। আর তা হচ্ছে- (ক) ছালাত (খ) ছিয়াম ও (গ) ফরয গোসল *(কুরতুবী হা/৬৩০২)*।

অবগতি

আল্লাহ তা'আলা যেমন করে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভ সঞ্চারকাল হতে মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমনি তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর আবার অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম। প্রথমবার সৃষ্টি করা প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ্‌র এ ক্ষমতাকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতাকেও অস্বীকার করা হয়।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤) إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيْدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)-

অনুবাদ : (১১-১২) বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের কসম এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকালীন দীর্ণ বক্ষ যমীনের কসম। (১৩-১৪) এ কুরআন এক পরীক্ষিত চূড়ান্ত বাণী। কোন হাসি-ঠাট্টামূলক কথা

নয়। (১৫) এ লোকেরা কিছু ষড়যন্ত্র করছে। (১৬) আর আমিও একটা কৌশল গ্রহণ করছি। (১৭) অতএব হে নবী! কাফিরদের কিছুটা অবকাশ দেন; কিছুটা সময় তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে রাখেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَاتِ– বহুবচন ذَوَاتٌ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট। ذُوْ-এর স্ত্রীলিঙ্গ।

الرَّجْعِ– 'বৃষ্টি'। এর আসল অর্থ- প্রত্যাগমন করা, ফিরে আসা। বৃষ্টি যেহেতু সর্বদা ফিরে আসে তাই বৃষ্টিকে اَلرَّجْعُ বলা হয়েছে।

الْأَرْضِ– বহুবচন اَرْضُوْنَ، اَرَاضٍ অর্থ- যমীন, মাটি, পৃথিবী।

الصَّدْعِ– মাছদার صَدْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- বিদীর্ণ হওয়া, ফাটল, ফাটা। صَدْعٌ বহুবচন صُدُوْعٌ অর্থ- ফাটল, ভাঙ্গন।

قَوْلٌ– বহুবচন اَقْوَالٌ، اَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা। মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- বলা, উচ্চারণ করা।

فَصْلٌ– মাছদার, ইসমে ফায়েলের অর্থে। অর্থ- মীমাংসাকারী, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, বিচার। মাছদার فَصْلاً বাব ضَرَبَ।

الْهَزْلِ– মাছদার, ইসমে ফায়েলের অর্থে। অর্থ- নিরর্থক, হাসি-ঠাট্টা। মাছদার هَزْلاً বাব ضَرَبَ অর্থ- রসিকতা করা, কৌতুক করা।

يَكِيْدُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার كَيْدًا বাব ضَرَبَ। অর্থ- তারা কৌশল করে, ধোঁকা দেয়। مَكِيْدَةٌ-এর বহুবচন مَكَائِدُ অর্থ- ষড়যন্ত্র, ফন্দি।

أَكِيْدُ– واحد متكلم মুযারে, মাছদার كَيْدًا বাব ضَرَبَ 'আমি কৌশল করি'।

مَهِّلِ– واحد مذكر حاضر আমর, বাব تَفْعِيْلٌ মাছদার تَمْهِيْلاً অর্থ- অবকাশ দেন, ঢিল দেন, ছাড় দেন।

الْكَافِرِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার كُفْرًا ও كُفْرَانًا বাব نَصَرَ অর্থ- কাফিররা, অস্বীকারকারীরা।

أَمْهِلْ– واحد مذكر حاضر আমর, বাব اِفْعَالٌ মাছদার اِمْهَالاً 'অবকাশ দেন'।

رُوَيْدًا– ইসমে ফে'ল (اسم فعل) আমর-এর অর্থে, 'ধীরে ধীরে চল'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১১) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ– (وَ) কসমের জন্য জার প্রদানকারী অব্যয়, السَّمَاءِ (و)-এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য (اُقْسِمُ) ফে'লের মুতা'আল্লিক। (ذَاتِ) السَّمَاءِ-এর ছিফাত (الرَّجْعِ) ذَاتِ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(১২) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ– জুমলাটি পূর্বের বাক্যের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১৩) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ– জুমলাটি জওয়াবে কসম। (هُ) إِنَّ-এর ইসম। (لَ) মুযহালাকা, (قَوْلٌ) إِنَّ-এর খবর, (فَصْلٌ) قَوْلٌ-এর ছিফাত।

(১৪) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ– (و) হরফে আতফ, (مَا) ليس-এর সাদৃশ্য, (هُوَ) مَا-এর ইসম (ب) হরফে জার যায়েদা বা অতিরিক্ত, (الْهَزْلِ) مَا-এর খবর।

(১৫) إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا– জুমলাটি মুস্তানিফা, (هُمْ) إِنَّ-এর ইসম, يَكِيْدُوْنَ ফে'ল, যমীর ফায়েল, كَيْدًا মাফ'উলে মুত্বলাক্ব। জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

(১৬) وَأَكِيْدُ كَيْدًا– ফে'ল, যমীর ফায়েল, كَيْدًا মাফ'উলে মুত্বলাক্ব।

(১৭) فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا– (فَ) ফাছীহা, مَهِّلْ ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল, الْكَافِرِيْنَ মাফ'উলে বিহী, أَمْهِلْهُمْ জুমলাটি পূর্বের তাকীদ। (رُوَيْدًا) أَمْهِلْ ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক।

অবগতি

কাফির বা ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হলো তারা কুরআন এবং ইসলামের দাওয়াতী মিশনকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করত। গোপন ষড়যন্ত্র করত, নানারূপ কুটচাল চালাত। তারা ফুঁৎকার দিয়ে এই প্রদীপটিকে নিভিয়ে ফেলতে চাইত। লোকদের মনে কুরআন ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নানা প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় জাগাত। একটির পর একটি মিথ্যা অভিযোগ রটনা করে বেড়াত। কুরআনের উপর নানাবিধ দোষ আরোপ করত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কথা সমাজে যেন চলতে না পারে তার প্রাণপণ চেষ্টা করত। কুফর ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার বলবৎ রাখার মরণপণ চেষ্টা করত। ইসলাম কাফির-মুশরিকদের এসব কূটকৌশলের মোকাবিলায় স্বীয় কালজয়ী আদর্শ ও নৈতিকতা নিয়ে এগিয়ে এসে বিশ্বকে জয় করেছে। তার কালজয়ী ও সর্বজনীন আদর্শের পানে মানুষ তাই দলে দলে ছুটে আসছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ꕥꕥꕥ

সূরা আল-'আলা

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৯; অক্ষর ৩২২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَى (١٣)-

অনুবাদ : (১) হে নবী! আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। (৩) যিনি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথ প্রদর্শন করেছেন। (৪) যিনি উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। (৫) তারপর সেগুলিকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন। (৬) আমি আপনাকে পড়িয়ে দিব, তারপর আপনি ভুলবেন না। (৭) তবে আল্লাহ যা চাইবেন। তিনি বাহ্যিক অবস্থাকে জানেন এবং যা গোপন থাকে তাও জানেন। (৮) আমি আপনাকে সহজ পন্থার সন্ধান দিব। (৯) কাজেই আপনি উপদেশ দেন, যদি উপদেশ কল্যাণকর হয়। (১০) যে ব্যক্তি ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। (১১-১২) আর যে তার হতে পাশ কেটে চলবে, সেই চরম হতভাগ্য। সে ভয়াবহ আগুনে জ্বলবে। (১৩) এরপর সে না মরবে, না বাঁচবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَبِّحْ- واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার تَسْبِيْحًا বাব تَفْعِيْلٌ 'আপনি তাসবীহ পাঠ করুন'।

إِسْمٌ- একবচন, বহুবচন أَسْمَاءٌ অর্থ নাম, যশ, খ্যাতি।

رَبٌّ- বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা'। رَبَّةُ الْبَيْتِ অর্থ 'গৃহকর্ত্রী', গৃহিনী।

الْأَعْلَى- واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার عُلُوًّا বাব نَصَرَ অর্থ- মহান, উঁচু।

خَلَقَ- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ 'সৃষ্টি করেছেন'।

سَوَّى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَسْوِيَةً বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ সোজা করল, ঠিক করল, সুঠাম করল।

قَدَّرَ- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَقْدِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ নির্ধারণ করল, নির্দিষ্ট করল, ধার্য করল।

هَدَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার هِدَايَـةً বাব ضَـرَبَ অর্থ পথ দেখাল, পথ নির্দেশ করল।

أَخْرَجَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِخْرَاجًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল।

الْمَرْعَى– ইসমে জিনস, বহুবচন مَرَاعٍ অর্থ- তৃণ, তৃণলতা, ঘাস।

جَعَلَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার جَعْلًا বাব فَـتَحَ অর্থ- করল, বানাল। [সূরা নাবা-এর ৬নং আয়াত দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৫।]

غُثَاءً– আর্বজনা, খড়কুটা।

أَحْوَى– ছিফাতে মুশাব্বাহ, বহুবচন حُـوٌّ। অর্থ কালো মিশ্রিত সবুজ বর্ণের, কালো মিশ্রিত লাল বর্ণের।

نُقْرِئُ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার اِقْرَاءً বাব إِفْعَـالٌ অর্থ- আমরা তাকে পাঠ করাবো, তাকে পড়িয়ে দিব।

لاَ تَنْسَى– واحد مذكر حاضر মুযারে মানফী, বাব سَمِعَ মাছদার نِـسْيَانًا 'আপনি ভুলবেন না'। বাব إِفْعَالٌ থেকে অর্থ ভুলানো ও تَفَاعُلٌ থেকে অর্থ ভুলে যাওয়ার ভান করা।

شَاءَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার شَيْئًا ও مَشِيْئَةً বাব فَتَحَ অর্থ চাইল, ইচ্ছা করল।

يَعْلَمُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার عِلْمًـا বাব سَـمِعَ 'সে জানে'। বাব إِفْعَـالٌ থেকে জানানো, আর تَفَعُّلٌ থেকে অর্থ শিক্ষা অর্জন করা।

الْجَهْرَ– فَتَحَ বাবের মাছদার, অর্থ প্রকাশ্য। যেমন جَهَرَ الـصَّوْتَ অর্থ স্বর উচ্চ করল, কণ্ঠ উচ্চ করল।

يَخْفَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার خَفَاءً বাব سَمِعَ গোপন করে।

نُيَسِّرُ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার تَيْسِيْرًا বাব تَفْعِيْـلٌ অর্থ আমি বিষয়টি তার জন্য সহজ করে দিব, বিষয়টি তার জন্য সুবিধা করে দিব।

لِلْيُسْرَى– واحد مؤنث ইসমে তাফযীল, বাব سَمِعَ 'সহজতর'। বহুবচন يُسَرٌ، يُسْرَيَاتٌ।

ذَكِّرْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার تَذْكِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ উপদেশ শুনান, উপদেশ দান করেন।

نَفَعَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার نَفْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- উপকার করল।

الذِّكْرَى- ইসম, অর্থ- উপদেশ, স্মরণ।

يَخْشَى- واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার خَشْيًا বাব سَمِعَ অর্থ- ভয় করে।

يَتَجَنَّبُ- واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَجَنُّبًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- পরিহার করে, পাশ কেটে চলে, উপেক্ষা করে।

الْأَشْقَى- واحد مذكر ইসমে তাফযীল, অর্থ সবচেয়ে দুর্ভাগা। বাব سَمِعَ হতে মাছদার شَقًا ও شَقَاءً অর্থ- হতভাগ্য হওয়া, দুর্ভাগ্যবান হওয়া।

يَصْلَى- واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার صِلِيًّا، صِلًى বাব سَمِعَ অর্থ- আগুনে প্রবেশ করবে, আগুনে দগ্ধ হবে, জ্বলে যাবে।

النَّارَ- বহুবচন اَنْوُرٌ، نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

الْكُبْرَى- واحد مؤنث ইসমে তাফযীল, বাব كَرُمَ বহুবচন كُبَرٌ، كُبْرَيَاتٌ অর্থ- বড়, বৃহৎ, বিশাল।

يَمُوْتُ- واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার مَوْتًا বাব نَصَرَ অর্থ- মৃত্যুবরণ করবে, মারা যাবে।

يَحْيَى- واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার حَيَاءً، حَيَوَانًا বাব سَمِعَ 'বেঁচে থাকবে'। حَيٌّ-এর বহুবচন اَحْيَاءٌ অর্থ- জীবিত।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- (سَبِّحِ) ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল, إِسْمَ মাফ'উলে বিহী, (رَبِّكَ) إِسْمَ-এর মুযাফ ইলাইহি। (الْأَعْلَى) رَبِّ-এর ছিফাত।

(২) الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوَّى- (الَّذِيْ) رَبِّ-এর দ্বিতীয় ছিফাত, خَلَقَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। এখানে (كُلَّ شَيْئٍ) মাফ'উলে বিহী উহ্য রয়েছে। (فَ) হরফে আতফ, (سَوَّى) خَلَقَ-এর উপর আতফ।

(৩) وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدَى- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত। এটি তৃতীয় ছিফাত।

(৪) وَالَّذِيْ أَخْرَجَ الْمَرْعَى- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ, (الَّذِيْ) رَبِّ-এর চতুর্থ ছিফাত।

(৫) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى- (فَ) হরফে আতফ, جَعَلَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী, غُثَاءً দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (أَحْوَى) غُثَاءً-এর ছিফাত।

(৬) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى– (سَ) হরফে ইস্তেকবাল বা ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক অব্যয়। نُقْرِئُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী, (فَ) হরফে আতফ, (لَا) নাফিয়া, تَنْسَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল।

(৭) إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى– (إِلَّا) اَدَاةُ حَصْرٍ সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (مَا) تَنْسَى ফে'লের মাফ'উলে বিহী। এটি (اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ)। شَاءَ ফে'লে মাযী। اللهُ ফায়েল। এ জুমলাটি (مَا)-এর ছিলা। (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহবিল ফে'ল, (هُ) إِنَّ-এর ইসম। يَعْلَمُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, اَلْجَهْرَ মাফ'উলে বিহী। (وَ) হরফে আতফ, (مَا) ইসমে মাউছূল, اَلْجَهْرَ এর উপর আতফ। يَخْفَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা। এ জুমলাদ্বয় إِنَّ-এর খবর।

(৮) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى– (وَ) হরফে আতফ, نُيَسِّرُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী, (لِلْيُسْرَى) نُيَسِّرُ-এর মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি نُقْرِئُ-এর উপর আতফ।

(৯) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى– (فَ) ফাছীহা (সূরা মাঊনের فَذَلِكَ দ্রষ্টব্য)। ذَكِّرْ ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল, (إِنْ) শর্তিয়া তথা শর্ত প্রকাশক অব্যয়। نَفَعَتِ ফে'লে মাযী, الذِّكْرَى ফায়েল। জুমলাটি শর্ত, পূর্বে তার জওয়াব রয়েছে।

(১০) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى– (سَ) হরফে ইস্তেকবাল। يَذَّكَّرُ ফে'লে মুযারে, مَنْ ফায়েল, يَخْشَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, يَخْشَى জুমলাটি مَنْ ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(১১) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى– (وَ) হরফে আতফ, يَتَجَنَّبُ ফে'লে মুযারে, هَا যমীর মাফ'উলে বিহী, الْأَشْقَى ফায়েল। জুমলাটি سَيَذَّكَّرُ-এর উপর আতফ।

(১২) الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى– (الَّذِيْ) الْأَشْقَى-এর ছিফাত। يَصْلَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, النَّارَ মাফ'উলে বিহী, (الْكُبْرَى) النَّارَ-এর ছিফাত। জুমলাটি الَّذِيْ ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(১৩) ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَى– (ثُمَّ) হরফে আতফ, (لَا) নাফিয়া, يَمُوتُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (فِيْهَا) يَمُوْتُ-এর মুতা'আল্লিক, (لَا يَحْيَى) لَا يَمُوْتُ-এর উপর আতফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

এখানে আল্লাহ বলেন, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى 'আপনি আপনার মহান প্রতি পালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন' (*আ'লা ১*)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَسَبِّحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ‘আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাসবীহ পাঠ করুন’ *(ওয়াকি‘আহ ৭৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا ‘আল্লাহর সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে, তোমরা সে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক’ *(আ‘রাফ ১৮০)*। অত্র আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলির মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা অত্র সূরার ৬নং আয়াতে বলেন, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ‘আমি আপনাকে পড়িয়ে দিব, তারপর আপনি ভুলবেন না’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ‘হে নবী! এ কুরআন মুখস্থ করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি জিহ্বা নড়াবেন না। কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেওয়া এবং পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আমি যখন পড়তে থাকি তখন আপনি মনোযোগ সহকারে পড়া শুনতে থাকুন’ *(ক্বিয়ামাহ ১৬-১৮)*। অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে- কুরআন পড়িয়ে দেওয়া এবং মুখস্থ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। কাজেই ভুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ অত্র সূরার ৮নং আয়াতে বলেন, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ‘আর আমি আপনার বিষয়গুলি সুবিধা ও সহজতর করে দিব’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ‘মূসা (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বিষয়গুলি সহজ করে দাও’ *(ত্বহা ২৬)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৯নং আয়াতে বলেন, فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ‘সুতারাং আপনি উপদেশ দিন যদি উপদেশ কাজে আসে’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ‘আর আপনি কুরআনের মাধ্যমে ঐসব লোককে উপদেশ দিন, যারা আমার শাস্তির ভয় করে’ *(ক্বাফ ৪৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا ‘আর আপনি সেই লোক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে’ *(নাজম ২৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا ‘তবে হে নবী ! যদি এরা এই কুরআনের প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে আপনি হয়তো তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই ধ্বংস করবেন’ *(কাহফ ৬)*। অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের উপদেশ দিন। আর যারা কুরআনকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আপনি উপেক্ষা করুন। আল্লাহ অত্র সূরার ১৩নং আয়াতে বলেন, ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَى ‘এরপর সে তাতে জাহান্নামে না মরবে না বাঁচবে’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ‘জাহান্নামে মানুষকে মরণ চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে, কিন্তু সে মরবে না’ *(ইবরাহীম ১৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ‘জাহান্নাম তাকে মারবে না বাঁচাবে না’ আয়াতগুলিতে জাহান্নামে মানুষের অবস্থা কেমন হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে’ *(মুদ্দাছ্‌ছির ২৮)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

(১) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ. ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرِحَهُمْ بِهِ، حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ قَدْ جَاءَ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، فِي سُوَرٍ مِّثْلِهَا–

(১) বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবীদের মধ্যে যাঁরা সর্ব প্রথম আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন তাঁরা হলেন মুছ'আব ইবনু উমায়ের রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং ইবনু উম্মে মাকতূম রাযিয়াল্লা-হু আনহু। তারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। অতঃপর বিলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু, আম্মার রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু আগমন করেন। তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বিশজন ছাহাবী সমভিব্যাহারে আমাদের কাছে আসেন। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসেন। আমি মদীনাবাসীকে অন্য কোন ব্যাপারে এত বেশী খুশী হতে দেখিনি যতটা খুশী তাঁরা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সহচরদের আগমনে হয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকেরা পর্যন্ত আনন্দে কোলাহল শুরু করে যে, ইনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর আগমনের পূর্বেই আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى সূরাটি, এ ধরনের অন্যান্য সূরাগুলোর সাথে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম *(বুখারী হা/৪৫৬০)*।

(২) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُو الْحَاجَةِ–

(২) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ছাহাবী দু'টি উটের পিঠে পানি নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় তিনি মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে ছালাত আদায়রত পান। তিনি তার উট দু'টি বসিয়ে দিয়ে মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর দিকে (ছালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন। মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূরা বাক্বারাহ বা সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে ছাহাবী (জামা'আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু এজন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মু'আয! তুমি কি লোকদের ফিতনায় ফেলতে চাও? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তিনি একথা

তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এবং وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (সূরা) দ্বারা ছালাত আদায় করলে না কেন? কারণ তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতওয়ালা লোক ছালাত আদায় করে থাকে' *(বঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারী হা/৭০৫০)*।

(٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيْعًا-

(৩) নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'ঈদে সূরা 'আলা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন। যদি ঘটনাক্রমে একই দিনে জুম'আ ও ঈদের ছালাত পড়ে যেত, তবে তিনি উভয় ছালাতে এ দু'টি পড়তেন *(আহমাদ, ইবনু কাছীর (হা/৭২৩৯)*।

(٤) كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا-

(৪) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'ঈদে এবং জু'মআর দিন সূরা 'আলা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন। ঈদ ও জুম'আ একদিনে পড়লে উভয় ছালাতেই সূরা দু'টি পড়তেন *(মুসলিম হা/৮৭৮; আবু দাউদ হা/১১২২; তিরমিযী হা/৫৩৩)*।

(٥) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ-

(৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বেতেরের ছালাতে সূরা 'আলা, সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাছ এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়তেন *(আবুদাঊদ হা/১৪২৪)*।

(٦) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ : سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، قَالَ اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ-

(৬) ওকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, 'তোমরা এ আয়াতটি তোমাদের রুকূতে বল'। আর যখন سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এ আয়াতটি তোমাদের সিজদায় বল *(আবুদাঊদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৪২)*।

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى-

(৭) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সূরা 'আলা পড়তেন তখন বলতেন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *(সুবহানা রাব্বিআল আ'লা)* *(আবুদাঊদ হা/৮৮৩)*।

(٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ-

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সব কিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। তখন আল্লাহ্র আরশ ছিল পানির উপর *(মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭২৪৫)*। অত্র হাদীছে তাকদীর নির্ধারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(٩) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوْا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيْءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيْلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ-

(৯) আবু সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামীরা জাহান্নামে না মরবে, না বাঁচবে। তবে আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করার ইচ্ছা করবেন, জাহান্নামে তাদের মরণ দিবেন। তারপর তারা যখন কয়লা হয়ে যাবে, তাদের ব্যাপারে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে। তাদেরকে দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে জান্নাতের নদীর উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর জান্নাতীদেরকে বলা হবে তোমরা তাদের কাছে যাও। ফলে তারা জীবিত হয়ে উঠবে যেমনভাবে বন্যায় নিক্ষেপিত বস্তুর আবর্জনা স্তূপের মাঝে বীজ গজিয়ে ওঠে। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দেখ না যে, ঐ উদ্ভিদ প্রথমে সবুজ হয়, তারপর হলুদ হয় এবং শেষে পূর্ণ সবুজ হয়ে যায়। তখন একজন ছাহাবী বললেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথাগুলি এমন ভাবে বললেন যে, যেন তিনি পল্লীতেই ছিলেন' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৪৬)*।

(١٠) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِخْرَاجَهُمْ لَا يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِخْرَاجَهُمْ يُمِيْتُهُمْ فِيْهَا إِمَاتَةً حَتَّى يَصِيْرُوْا فَحْمًا ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ ضَبَائِرَ فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ أَوْ يُرَشُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ-

(১০) আবু সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঐসব জাহান্নামী যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন না। তারা জাহান্নামে না মরবে, না বাঁচবে। তবে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন। তাদের এমন মরণ দিবেন যে, তারা কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদের জমা করে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং জান্নাতের ঝর্ণায় নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাদের উপর জান্নাতের ঝর্ণার পানি ছিটিয়ে দেওয়া

হবে। তখন তারা জীবিত হয়ে উঠবে যেমন বন্যায় নিক্ষিপ্ত আর্বজনা স্তূপের মাঝে বীজ গজিয়ে উঠে' *(ইবনু কাছীর হা/৭২৪৮)*।

আল্লাহ জাহান্নামীদের খবর দিতে গিয়ে বলেন وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ 'জাহান্নমীরা চিৎকার করে বলবেন, হে জাহান্নামের দারোগা আপনার প্রতিপালককে বলুন যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন। তখন জবাবে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদেরকে এখানে পড়ে থাকতে হবে' *(যুখরুখ ৭৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا 'তাদের মরণ ঘটানো হবে না এবং তাদের শাস্তিও হালকা করা হবে না' *(ফাতির ৩৬)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'আলা সূরাটি ভালবাসতেন *(আহমাদ, ইবনু কাছীর ৭২৩৭)*।

(২) আল্লাহ্র একটি ফেরেশতা রয়েছে যার নাম 'হিযকিল'। তার ১৮ হাজার পাখা আছে। প্রত্যেক পাখার ব্যবধান ৫০০ বছরের পথ। সে একদা আল্লাহ্র আরশ সম্পূর্ণ দেখতে চাইল। তখন আল্লাহ তার পাখাগুলি দ্বিগুণ করে দিলেন, এতে তার পাখা হল ৩৬ হাজার। পাখাগুলির ব্যবধান ৫০০ বছরের পথ। তারপর আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি এবার উড়ে দেখ। ফেরেশতা ২০ হাজার বছর উড়তে থাকল। কিন্তু আরশের পাখা সমূহের এক পাখার মাথায় পৌঁছতে পারল না। তারপর আল্লাহ তার উড়ার ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করে দিলেন এবং আবার উড়ার আদেশ করলেন। তারপর সে প্রায় ৩০ হাজার বছর উড়ল। কিন্তু সে আরশের পায়ার মাথায় পৌঁছল না, তখন আল্লাহ ঐ ফেরেশতাকে বললেন, হে ফেরেশতা! তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত উড়তে থাক, তবুও আমার আরশের ছায়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তখন ফেরেশতা বলল, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 'আমি আমার মহান প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করি'। তখন এ আয়াত سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমারা তোমাদের সিজদায় এ তাসবীহ পাঠ কর *(কুরতুবী ২০/১২)*।

(৩) একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে বললেন, হে জিবরাঈল! আমাকে ঐ লোকের নেকীর কথা বল, যে ব্যক্তি তার ছালাতে অথবা ছালাতের বাইরে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! যে কোন মুমিন নারী-পুরুষ তার ছালাতে অথবা ছালাতের বাইরে এ তাসবীহ পাঠ করবে, তার নেকীর পাল্লা আরশ-কুরসী ও পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়ের চেয়ে ভারী হবে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। আমি সবার উপরে রয়েছি। আমার উপর কিছু নেই। হে আমার ফেরেশতা! তোমরা সাক্ষী থাক। আমি তাকে মাফ করে দিলাম। আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম। এ লোক যখন মারা যায়, তখন থেকে প্রত্যেক দিন মিকাঈল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ক্বিয়ামতের দিন মিকাঈল তাকে পাখার উপর উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ্র সামনে বসাবেন এবং বলবেন হে আমার প্রতিপালক! তুমি এই লোকের

ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল কর। তখন আল্লাহ বলবেন, তার ব্যাপারে তোমার সুফারিশ কবুল করলাম। তুমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও *(কুরতুবী ২০/১৩)*।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى (١٩)-

অনুবাদ : (১৪-১৫) কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করল। আর নিজের প্রতিপালকের নাম স্মরণ করল এবং ছালাত আদায় করল। (১৬) কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছ। (১৭) অথচ পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী। (১৮-১৯) পূর্বে অবতীর্ণ ছহীফা সমূহেও এ কথাই বলা হয়েছিল- ইবরাহীম ও মূসার ছহীফা সমূহে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَفْلَحَ- واحد مذكر غائب মাযী, মূলবর্ণ (ف، ل، ح), মাছদার اِفْلاَحًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কল্যাণ লাভ করল, সফল হল, কামিয়াব হল।

تَزَكَّى- واحد مذكر غائب মাযী, মূলবর্ণ (ز، ك، ى), মাছদার تَزَكِّيًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ পরিশুদ্ধ হল, সৎ হল, পবিত্র হল, বৃদ্ধি লাভ করল। زَكِىٌّ বহুবচন اَزْكِيَاءُ অর্থ পবিত্র, সৎ, উত্তমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

ذَكَرَ- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার ذِكْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- স্মরণ করল, স্মরণ রাখল। ذِكْرٌ বহুবচন أَذْكَارٌ অর্থ- স্মরণ, যিকির।

صَلَّى- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার صَلاَةً বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- ছালাত আদায় করল, প্রার্থনা করল। صَلاَةٌ একবচন, বহুবচন صَلَوَاتٌ অর্থ- ছালাত, দো'আ, দরূদ, রহমত। مُصَلَّى-এর বহুবচন مُصَلَّيَاتٌ অর্থ- ছালাতের স্থান, ছালাতের জায়গা।

تُؤْثِرُوْنَ- جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার اِيْثَارًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ তোমারা প্রাধান্য দিচ্ছ, তোমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছ।

الْحَيَاةَ- জীবন। বাব سَمِعَ-এর মাছদার। বাব إِفْعَالٌ হতে অর্থ জীবিত করা।

الدُّنْيَا- ইসমে তাফযীল, অর্থ- অতি নিকটে। এজন্য একে দুনিয়া বলা হয়। শব্দটি دُنُوٌّ থেকে নির্গত, বাব نَصَرَ মাযী دَنَى নিকটে হল। ইসমে ফায়েল دَانٍ।

اَلْآخِرَةُ- একবচন, বহুবচন آخِرَاتٌ অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময়। الآخِرُ-এর বহুবচন آخِرُوْنَ অর্থ- পিছনে, পিছে। মুয়ান্নাছ أُخْرَى বহুবচন أُخْرَيَاتٌ

خَيْرٌ– ইসমে তাফযীল, বহুবচন أَخْيَارٌ، خُيُوْرٌ، خِيَارٌ অর্থ কল্যাণকর, উৎকৃষ্টতর। মূলে ছিল أَخْيَرُ। বেশী ব্যবহারের জন্য خَيْرٌ করা হয়েছে।

أَبْقَى– واحد مذكر ইসম তাফযীল, মাছদার بَقَاءً বাব سَمِعَ অর্থ স্থায়ী হল, চিরস্থায়ী হল।

الصُّحُفِ– صَحِيْفَةٌ একবচন, বহুবচন صَحَائِفُ، صُحُفٌ অর্থ ছহীফা, গ্রন্থ, আমল নামা, কাগজ, পত্রিকা।

الْأُوْلَى– বহুবচন أُوَلٌ، أُوْلَيَاتٌ; اَلْأَوَّلُ-এর বহুবচন أَوَائِلُ، أَوَّلُوْنَ অর্থ- প্রথম, পূর্ববর্তী।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৪) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى –(قَدْ) হরফে তাহক্বীক্ব, নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয়। أَفْلَحَ ফে'লে মাযী, مَنْ ফায়েল, تَزَكَّى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। জুমলাটি مَنْ ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(১৫) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ –(وَ) হরফে আতফ, ذَكَرَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, اسْمَ মাফ'উলে বিহী। (رَبِّهِ) اسْمَ-এর মুযাফ ইলাইহি। এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। (فَ) হরফে আতফ, صَلَّى ফে'লে মাযী, যামীর ফায়েল।

(১৬) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا –(بَلْ) ইযরাব, প্রসঙ্গ পরিবর্তন প্রকাশক অব্যয়। অর্থাৎ একথা নির্দেশ করে যে, পূর্বের বক্তব্য থেকে পরবর্তী বক্তব্য ভিন্ন। تُؤْثِرُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, الْحَيَاةَ মাফ'উলে বিহী, الدُّنْيَا তার ছিফাত।

(১৭) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى –(وَ) হালিয়া, اَلْآخِرَةُ মুবতাদা, خَيْرٌ খবর, (أَبْقَى) خَيْرٌ-এর উপর আতফ।

(১৮) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلَى –(هَذَا) إِنَّ এর ইসম, (لَ) মুযহালাকা, فِي الصُّحُفِ উহ্য (مَذْكُوْرٌ) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবর, الْأُولَى তার ছিফাত।

(১৯) صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى –(صُحُفِ) পূর্বের الصُّحُفِ হতে বাদল, (إِبْرَاهِيْمَ) صُحُفِ-এর মুযাফ ইলাইহি, (مُوْسَى) إِبْرَاهِيْمَ-এর উপর আতফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরাতে বলেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধন্য দিচ্ছ, অথচ পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُوْنَ، أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ 'যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে না, আর দুনিয়ার জীবন পেয়ে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত হয়েছে, যারা আমাদের আয়াত সর্ম্পকে একেবারে গাফিল, তাদের শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম। কারণ এটা তাদের উপার্জনের ফল' *(ইউনুস ৭-৮)*। আয়াতগুলিতে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

(١) عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ-

১. মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ্‌র কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৯)*। অত্র হাদীছে আঙ্গুলের সামান্য পানিকে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ বুঝানো হয়েছে। আর সাগরের অথৈ পানির সাথে জান্নাতের তুলনা করা হয়েছে।

(٢) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ-

২. জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি কান কাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এটাকে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পসন্দ করবে? তারা বললেন, আমরা তো এটাকে কোন কিছুর বিনিময়েই নিতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া (এবং তার সম্পদ) এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩০)*।

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ-

৩. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের পক্ষে জান্নাত' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩১)*।

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ-

৪. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মুছীবত দ্বারা' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩৩)*।

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِه ثَـلَاثٌ مَـا أَكَل فَأَفْنَى أَوْ لَبِس فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ-

৫. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে (তথা গর্ব করে)। প্রকৃতপক্ষে তার মাল হতে তার (উপকারে আসে) মাত্র তিনটি। যা সে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে (পরকালের জন্য) সংরক্ষণ করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৯)*।

(٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

৬. আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি জিনিস মৃত লাশের সাথে যায়। দু'টি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, কিছু মাল-সম্পদ এবং তার আমল। পরে জাতি-গোষ্ঠী ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪০)*।

(٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِه أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِه قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِه قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِه مَا أَخَّرَ-

৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল অপেক্ষা আপন উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক ভালবাসে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; বরং ওয়ারিছদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের নিজের সম্পদকেই বেশী ভালবাসে। তিনি বললেন, যে (আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে) যা অগ্রিম পাঠায় সেটিই তার সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায় সেটা তার ওয়ারিছের সম্পদ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৪১)*।

(٨) عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ مَالِيْ مَالِيْ قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

৮. মুতাররিফ তাঁর পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসলাম, এই সময় তিনি সূরা أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (অর্থঃ ধনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে) পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল, আমার মাল'। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো সেটিই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ অথবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ অথবা দান-ছাদাকা করে (আখেরাতের জন্য) সঞ্চয় করেছ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪২)*।

(٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ-

৯. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (দুনিয়ার) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব মিটাবো না' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯৪৫)*।

(١٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَ اللهَ، فَقَالَ أَوْ فِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُوْلَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا-

১০. ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একখানা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন ফরাশ বা চাদর কিছুই ছিল না। ফলে চাটাই তাঁর দেহ মুবারককে চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। আর তিনি টেক লাগিয়েছিলেন (খেজুর গাছের) আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। পারসিক ও রোমীয়দেরকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছে, অথচ তারা (কাফের) আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। (তার এই কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনও এই ধারণায় রয়েছ? তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিব যিন্দেগীতে নে'মতসমূহ আগাম প্রদান করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়াপ্রাপ্ত হোক আর আমাদের জন্য থাকুক আখেরাত'? *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১১)*।

(١١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ: اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ-

১১. আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দু'টি জিনিস তার মধ্যে জোয়ান হয়, সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৪০)*।

(١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْأَمَلِ-

১২. আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা জোয়ান হতে থাকে। দুনিয়ার মুহাব্বত ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্খা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৮১)*।

(١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ–

১৩. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির অপেক্ষা করবে। বস্তুতঃ আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৮৩)*।

(١٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِىْ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِيْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ –

১৪. ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, 'পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসীর একজন মনে কর'। তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, 'ইবনু ওমর, সকাল হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না এবং সন্ধ্যা হলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না। আর অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন কর এবং মরণের পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন কর' *(তিরমিযী হা/২৩৩৩; বুখারী, মিশকাত হা/৫০৪৪)*।

হাদীছগুলির বক্তব্য হল, পার্থিব জগৎ প্রাধান্য পাওয়ার বস্তু নয়। কারণ তা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে পরকাল অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী। মানুষের উচিৎ হবে আঙ্গুলের ডগায় ওঠা পানির সমান দুনিয়াবী জীবনে ভোগ-বিলাসের আশা না করে অথৈ সাগরের সীমাহীন জলরাশির ন্যায় অফুরন্ত চিরস্থায়ী পরকালীন ভোগ-বিলাসের আশা করা। যা মুমিনের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এ কথার সাক্ষ্য দিবে, শিরক ত্যাগ করবে এবং সাক্ষী দিবে যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ছালাত আদায় করবে। ছালাত বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে। তারাই সফল হল এবং পরিশুদ্ধ হল *(ইবনু কাছীর হা/৭২৪৯)*।

(২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া ঐ লোকের জন্য বাড়ী যার পরকালে কোন বাড়ী নেই। আর ঐ লোকের জন্য সম্পদ যার পরকালে কোন সম্পদ নেই। আর একমাত্র বোকা মানুষ দুনিয়া উপার্জন করে *(ইবনু কাছীর হা/৭২৫০)*।

(৩) আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে তার পরকালের ক্ষতি হবে। আর যে পরকালকে প্রাধান্য দিবে তার ইহকালের ক্ষতি হবে (তারা অস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিল, স্থায়ী অতীব উত্তম বস্তুর উপর) *(আহমাদ; ইবনু কাছীর হা/৭২৫১)*।

(৪) কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى এর অর্থ হল ফেৎরার যাকাত। وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى-এর অর্থ হল ঈদের ছালাত (কুরতুবী হা/৬৩১০)।

অবগতি

পরকালের জীবন দু'টি কারণে দুনিয়ার জীবনের তুলনায় প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। (১) পরকালের আরাম, আনন্দ ও সুখ-শান্তি দুনিয়ার নে'মতের তুলনায় অতীব উত্তম। (২) দুনিয়ার নে'মত ধ্বংসশীল এবং পরকালের নে'মত চিরস্থায়ী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয় ও খারাপ পরিণতির আশংকা করে এবং হেদায়েত ও গোমরাহীর পার্থক্য বুঝতে পারে কেবল তারাই পরকালকে পার্থিব জগতের উপর প্রাধান্য দিতে পারে।

꧁꧂

সূরা আল-গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২৬; অক্ষর ৪০৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ (١) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (٣) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (٤) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَة (٥) لَيْس لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ (٦) لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ (٧) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذ نَّاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) فِيْ جَنَّة عَالِيَة (١٠) لاَ تَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً (١١) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ (١٤) وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ (١٥) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ (١٦)-

অনুবাদ : (১) আপনার নিকটে সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের বার্তা এসেছে কি? (২) সেই দিন কতক মুখ হবে ভীত সন্ত্রস্ত (৩) কঠোর শ্রমে ক্লান্তশ্রান্ত হবে। (৪) তীব্রতেজী আগুনে জ্বলবে। (৫) চূড়ান্ত উত্তপ্ত ঝর্ণা থেকে পানি পান করানো হবে। (৬) কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাদের থাকবে না। (৭) যা পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও দূর করবে না। (৮) সেদিন অনেক মুখ হবে সজীব। (৯) তারা নিজেদের চেষ্টার কারণে সন্তুষ্ট হবে। (১০) সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থান করবে। (১১) তুমি সেখানে কোন অনর্থক কথা শুনবে না। (১২) সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। (১৩) সেখানে উঁচু উঁচু আসন সমূহ থাকবে। (১৪) পান পাত্র সমূহ সুসজ্জিত থাকবে। (১৫) বালিশ সমূহ সারি বদ্ধ থাকবে। (১৬) সুদৃশ্য গালিচা বিছনো থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَتَي– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِتْيَانًا বাব ضَرَبَ অর্থ- এসেছে, কাছে এসেছে।

حَدِيْثُ– একবচন, বহুবচন اَحَادِيْثُ، حُدْثَانٌ، حِدْثَانٌ، حُــدَثَاءُ অর্থ- কথা, বাণী, খবর, বর্ণনা। حِدَاثٌ অর্থ- নতুন, কম বয়স, কম সময়।

الْغَاشِيَة– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার غَشًا، غَاشِيًّا বাব سَمِعَ 'আচ্ছন্নকারী'।

وُجُوْهٌ– وَجْهٌ-এর বহুবচন اَوْجُهٌ، وُجُوْهٌ، اُجُوْهٌ অর্থ- মুখ, চেহারা।

يَوْمَئِذ– يَوْمٌ-এর বহুবচন أَيَّامٌ 'দিন', يَوْمِيًّا দৈনিক। يَوْمًا فَيَوْمًا 'দিনের পর দিন'। ذَاتَ يَوْمٍ অর্থ- একদিন, কোন একদিন, একদা। فِىْ يَوْمِنَا هَـــذَا অর্থ- আজকাল, বর্তমান কালে, হাল আমলে। مِنْ يَوْمِه অর্থ- সেই দিন থেকেই, ঐদিন হতেই।

خَاشِعَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার خُشُوْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- অবনত, ভীত, হীন।

عَامِلَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার عَمَلاً বাব سَمِعَ। অর্থ- কর্মী, পরিশ্রমী।

نَاصِبَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার نَصَبًا বাব سَمِعَ অর্থ- পরিশ্রমী, ক্লান্ত। বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ হতে মাছদার نَصْبًا অর্থ- কষ্ট দেওয়া, উঁচু করা।

تَصْلَى– واحد مؤنث غَائِب মুযারে, মাছদার صِلِيًّا، صِلًى বাব سَمِعَ। অর্থ- আগুনে দগ্ধ হবে, জ্বলে যাবে।

نَارًا– বহুবচন أَنْوُرٌ، نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

حَامِيَةً– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার حُمُوًّا বাব نَصَرَ বাব سَمِعَ হতে মাছদার حُمْيًا، حَمْيًا ‘তীব্র তেজী আগুন’।

تُسْقَى– واحد مؤنث غَائِب মুযারে মাজহূল, মাছদার سَقْيًا বাব ضَرَبَ ‘পান করানো হবে’।

عَيْنٍ– বহুবচন أَعْيُنٌ، عُيُوْنٌ অর্থ- ঝর্ণা, চোখ। مَعِيْنٌ বহুবচন مُعُنٌ، مُعُنَاتٌ অর্থ- প্রবাহমান পানি, ঝর্ণা।

آنِيَةٍ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার اَنْيًا، اَنًى বাব ضَرَبَ অর্থ- চূড়ান্ত উত্তপ্ত ঝর্ণা। যেমন اَنَى السَّائِيْلُ ‘তরল পদার্থটি চূড়ান্ত উত্তপ্ত হল’, عَيْنٌ اٰنِيَةٌ ‘চূড়ান্ত উত্তপ্ত ঝর্ণা’।

لَيْسَ– ফে‘ল নাকেছ, অর্থ- নয়, নেই।

طَعَامٌ– বহুবচন اَطْعِمَةٌ বহুবচনের বহুবচন اَطْعِمَاتٌ অর্থ- খাদ্য, খাবার।

ضَرِيْعٍ– ইসমে ছিফাত, শব্দটি ব্যবহার করা হয় এভাবে ضَرِيْعٌ، ضُرُوْعٌ، ضَرْعَاءُ অর্থ- কাঁটাওয়ালা তৃর্ণ, ঝাড়-কাঁটা, ঝোপ।

لاَ يُسْمِنُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার إِسْمَانًا বাব إِفْعَالٌ ‘পুষ্ট করবে না’। বাব سَمِعَ হতে মাছদার سِمَنًا، سِمَانَةً অর্থ- মোটা-তাজা হওয়া, নাদুসনুদুস হওয়া।

يُغْنِيْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার إِغْنَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কোন কিছুকে তার থেকে দূর করল না, বাঁচাল না।

جُوْعٍ– বহুবচন مَجَاوِعُ অর্থ- ক্ষুধা, অনাহার। ইসমে ছিফাত جَائِعٌ বহুবচন جَوْعَانُ মুয়ান্নাছ جَائِعَةٌ، جَوْعَى বহুবচন جِيَاعٌ، جُوَّعٌ।

نَاعِمَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার نَعْمَةً، نَعَمًا বাব سَمِعَ অর্থ- কোমল, সজীব।

سَعْيِ– বাব فَتَحَ-এর মাছদার। অর্থ- চেষ্টা, প্রয়াস।

رَاضِيَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, অর্থ- সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। বাব سَمِعَ হতে মাছদার رُضًى، رُضَاةٌ، مَرْضَاةً، رِضْوَانًا، رُضْوَانًا، رِضًى অর্থ- সন্তুষ্ট হওয়া। ইসমে ছিফাত رَاضٍ বহুবচন رَاضُوْنَ।

جَنَّةٌ– একবচন, বহুবচন جَنَّاتٌ অর্থ- জান্নাত, গাছ গাছালিপূর্ণ উদ্যান।

عَالِيَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার عُلُوًّا বাব نَصَرَ অর্থ- সুউচ্চ, সুমহান।

لَا تَسْمَعُ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার سَمْعًا، سَمَاعًا বাব سَمِعَ অর্থ- শুনবে না, শ্রবণ করবে না।

لَاغِيَةً– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার। لَغْوًا বাব نَصَرَ অর্থ- অনর্থক কথা, অসার কথা।

جَارِيَةٌ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার جَرْيًا বাব ضَرَبَ অর্থ- প্রবাহমান, চলমান।

سُرُرٌ– سَرِيْرٌ-এর বহুবচন سُرُرٌ অর্থ- শয্যা, আসন।

مَرْفُوْعَةٌ– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল, মাছদার رَفْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- উঁচু, উন্নত।

أَكْوَابٌ– كُوْبٌ-এর বহুবচন أَكْوَابٌ অর্থ- পান পাত্র, গ্লাস।

مَوْضُوْعَةٌ– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল, মাছদার وَضْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- রক্ষিত, প্রস্তুত।

نَمَارِقُ– نُمْرُقٌ-এর বহুবচন نَمَارِقُ অর্থ- তাকিয়া, ঠেস দেওয়ার উপযোগী বস্তু, বালিশ। একবচনে ব্যবহার হয়- نِمْرِقٌ، نِمْرِقَةٌ، نَمْرَقٌ، نَمْرَقَةٌ، نُمْرُقَةٌ।

مَصْفُوْفَةٌ– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল, মাছদার صَفًّا বাব نَصَرَ মুযারে মাজহূলের অর্থে 'সারিবদ্ধভাবে থাকবে'।

زَرَابِيٌّ– একবচনে زُرْبِىٌّ অর্থ- গালিচা, কার্পেট। অবশ্য একবচন زَرْبِيَّةٌ ব্যবহৃত হয়।

مَبْثُوْثَةٌ– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল, মাছদার بَثًّا বাব نَصَرَ অর্থ- ছড়ানো, ছিটানো, বিস্তৃত, বিছানো।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ– (هَلْ) হরফে ইস্তিফহাম, অব্যয়টি এখানে تَشْوِيْق অর্থাৎ শ্রোতাকে আগ্রহী ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। (أَتَى) ফে'লে মাযী, (كَ) মাফ'উলে বিহী। حَدِيْثُ ফায়েল, (الْغَاشِيَةِ) حَدِيْثُ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(২) وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ- (وُجُوْهٌ) মুবতাদা, (يَوْمَئِذٍ) خَاشِعَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, خَاشِعَةٌ খবর।

(৩) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ- وُجُوْهٌ-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খবর।

(৪) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً- (تَصْلَى) জুমলা ফে'লিয়াটি চতুর্থ খবর। نَارًا মাফ'উলে বিহী, (حَامِيَةً) نَارًا-এর ছিফাত।

(৫) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ- জুমলাটি وُجُوْهٌ-এর পঞ্চম খবর।

(৬) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ- জুমলাটি মুস্তানিফা, لَيْسَ ফে'লে নাকেছ, (لَهُمْ) لَيْسَ-এর খবরে মুকাদ্দাম, طَعَامٌ ইসম মুয়াখখার, (إِلَّا) আদাতুল হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (مِنْ ضَرِيْعٍ) ثَابِتٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে طَعَامٌ-এর ছিফাত।

(৭) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ- এ জুমলা দু'টি ضَرِيْعٍ-এর দুই ছিফাত।

(৮) وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ- (وُجُوْهٌ) মুবতাদা, (يَوْمَئِذٍ) نَاعِمَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, نَاعِمَةٌ খবর।

(৯) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ- (لِسَعْيِهَا) رَاضِيَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (رَاضِيَةٌ) وُجُوْهٌ-এর দ্বিতীয় খবর।

(১০) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ- জুমলাটি كَائِنَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে وُجُوْهٌ-এর তৃতীয় খবর। (عَالِيَةٍ) جَنَّةٍ-এর ছিফাত।

(১১) لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً- এ জুমলাটি جَنَّةٍ-এর দ্বিতীয় ছিফাত।

(১২) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ- জুমলাটি جَنَّةٍ-এর তৃতীয় ছিফাত। (فِيْهَا) كَائِنَةٌ উহ্য শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, عَيْنٌ جَارِيَةٌ মাওছূফ ছিফাত মিলে মুবতাদা মুয়াখখার।

(১৩-১৫) فِيْهَا سُرُرٌ مَرْفُوْعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوْعَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ- (فِيْهَا) كَائِنَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে جَنَّةٍ-এর চতুর্থ ছিফাত এবং খবরে মুকাদ্দাম, سُرُرٌ مَرْفُوْعَةٌ মুবতাদা মুয়াখখার। বাকী আয়াতগুলি سُرُرٌ مَرْفُوْعَةٌ-এর উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১৬) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ- জুমলাটি سُرُرٌ مَرْفُوْعَةٌ-এর উপর আতফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ 'আপনার নিকট আচ্ছন্নকারী সংবাদ এসেছে কি'? আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ 'সেদিন জাহান্নামের আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে ছেয়ে নিবে' *(ইবরাহীম ৫০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ 'তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা এবং জাহান্নামের চাদর রয়েছে' *(আ'রাফ ৪১)*। অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, জাহান্নাম তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ঘিরে ধরবে। অত্র সূরায় আল্লাহ বলেন, 'তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ 'অচিরেই সে লেলিহান যুক্ত আগুনে প্রবেশ করবে' *(লাহাব ৩)*। আল্লাহ এখানে বলেন, تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ 'চূড়ান্ত উত্তাপ্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে'।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ '(ফেরেশতাগণ জাহান্নামীকে বলবেন) উত্তপ্ত গরম পানি পান কর, যা তাদের নাড়ি ভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে' *(মুহাম্মাদ ১৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ 'তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত গরমপানীয় এবং কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা অস্বীকার করত' *(আন'আম ৭০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ آنٍ 'সেই জাহান্নাম ও ফুটান্ত টগ বগে পানিতে তারা চক্কর দিতে থাকবে' *(আর-রহমান ৪৪)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৬নং আয়াতে বলেন, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ 'তাদের জন্য কাঁটা যুক্ত খাদ্য ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ 'আর ক্ষত-নিঃসৃত রস পুঁজ ছাড়া তাদের জন্য কোন খাদ্য থাকবে না' *(হাক্কাহ ৩৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ، طَعَامُ الْأَثِيْمِ 'নিশ্চয়ই যাক্কুম কাঁটাযুক্ত গাছ পাপাচারদের খাদ্য' *(দুখান ৪৩-৪৪)*। আল্লাহ অত্র সূরার **১১**নং আয়াতে বলেন, لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً 'সেখানে তুমি কোন অনর্থক কথা শুনতে পাবে না'।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا 'সেখানে তারা কোন অনর্থক কথা শুনবে না, যা কিছুই শুনবে ঠিকমতই শুনবে' *(মরিয়াম ৬২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ 'তারা সেখানে কোন অনর্থক কথা ও পাপের কথা শুনবে না' *(তূর ৩২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيْمًا، إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا 'সেখানে তারা কোন বাজে কথা বা পাপের বুলি শুনতে পাবে না, যা শুনবে তা ঠিক ও যথাযথ শুনবে' *(ওয়াক্বি'আহ ২৫-২৬)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةَ فِيْ صَلاَةِ الْعِيْدِ وَيَوْمِ الْجُمْعَةِ-

নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ও জুমআর দিন সূরা আলা ও গাশিয়া পড়তেন *(আবুদাউদ, তিরমিয়ী, নাসাঈ, ইবনু কাছীর হা/৭২৫৪)*।

أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ-

যাহহাক ইবনু কায়স রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিন সূরা জুম'আর সাথে কোন সূরা পড়তেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা গাশিয়া পড়তেন *(মুসলিম হা/৮৭৮)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আমর ইবনু মাইমুনা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ঐ সময় মহিলা هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করছিল। যার অর্থ 'আপনার নিকট আচ্ছন্নকারী সংবাদ এসেছে কি'? তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে শুনলেন এবং বললেন, হ্যাঁ আমার নিকট আচ্ছন্নকারী সংবাদ এসেছে *(ইবনু কাছীর হা/৭২৫৫)*।

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের ঝর্ণাগুলি মিশকের পাহাড় সমূহের নীচে হতে ঢালু করা হয়েছে *(ইবনু হিব্বান হা/৭৪০৮)*।

(৩) উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ আছে কি যে জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? এমন জান্নাত যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেহিসাব। কা'বার প্রতিপালকের কসম! জান্নাত এক চমকিত নূর, সেটা এক উপচে পড়া সবুজ সৌন্দর্য, যেখানে উঁচু উঁচু মহল ও বালাখানা রয়েছে। প্রবাহিত ঝর্ণা ধারা, রেশমী পোশাক, নরম নরম গালিচা এবং পাকা পাকা উন্নত মানের ফল রয়েছে। সেটা চিরস্থায়ী স্থান, আরাম-আয়েশ নে'মতে পরিপূর্ণ তখন ছাহাবীগণ বলে উঠলেন আমরা সবাই এ জান্নাতের আকাংখী এবং আমরা এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, ইনশাআল্লাহ; ছাহাবীগণ বললেন, ইনশাআল্লাহ *(ইবনু কাছীর হা/৭২৫৭)*।

অবগতি

কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, জাহান্নামীদেরকে যাক্কুম খেতে দেওয়া হবে। এক স্থানে বলা হয়েছে, তাদের জন্য গিসলীন ক্ষতের চোঁয়া ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না। আর এখানে বলা হয়েছে, কাঁটা যুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য দেওয়া হবে না। এ সব কথার মধ্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। এর একটা অর্থ হতে পারে যে, বিভিন্ন ধরনের অপরাধীকে বিভিন্ন ধরনের

শাস্তি দেওয়া হবে। এমনও হতে পারে যে, অপরাধী যাক্কুম খেতে অস্বীকার করলে গিসলীন দেয়া হবে। গিসলীন খেতে অস্বীকার করলে কাঁটা যুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কিছু থাকবে না। অথবা এসব বিবরণে তাদের শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢٦)-

অনুবাদ : (১৭) এ লোকেরা কি উটনী সমূহকে দেখতে পায় না কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে? (১৮) আকাশ সমূহকে দেখে না কিভাবে তাকে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? (১৯) পর্বতমালা দেখে না কিভাবে সেগুলিকে শক্ত করে দাঁড় করে দেয়া হয়েছে? (২০) পৃথিবীকে দেখে না কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে? (২১) হে নবী! আপনি উপদেশ দিতে থাকেন। কারণ আপনি একজন উপদেশদাতা মাত্র। (২২) আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। (২৩) অবশ্য যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং অস্বীকার করবে। (২৪) আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। (২৫) তাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ আমারই দায়িত্ব।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنْظُرُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার نَظَرًا، نَظْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- তাকাল, দৃষ্টিপাত করল। نَظَّارَةٌ বহুবচন نَظَّارَاتٌ অর্থ- চশমা, দূরবীণ। مَنْظَرٌ বহুবচন مَنَاظِرُ দৃশ্য, দর্শনস্থল।

الْإِبِلِ– ইসমে জিনস, 'উট'। শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

خُلِقَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ সৃষ্টি করা হয়েছে।

السَّمَاءِ– বহুবচন سَمَاوَاتٌ অর্থ- আকাশ, আসমান।

رُفِعَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার رَفْعًا বাব فَتَحَ উঁচু করা হয়েছে।

الْجِبَالِ– একবচন جَبَلٌ বহুবচন جِبَالٌ، اَجْبَالٌ، أَجْبُلٌ অর্থ- পাহাড়, পর্বত।

نُصِبَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার نَصْبًا বাব ضَرَبَ অর্থ- স্থাপন করা হয়েছে।

الْأَرْضِ– বহুবচন اَرْضُوْنَ، اَرَاضٍ অর্থ- পৃথিবী, মাটি।

سُطِحَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার سَطْحًا বাব فَتَحَ অর্থ- প্রসারিত করা হয়েছে, বিস্তৃত করা হয়েছে, সমতল করা হয়েছে।

ذَكِّرْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার تَذْكِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ 'উপদেশ দিন'।

لَسْتَ– ফে'লে নাকিছ।

مُسَيْطِرٍ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার سَيْطَرَةٌ বাব فَيْعَلَةٌ অর্থ- নিয়ন্ত্রক।

تَوَلَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَوَلِّيًا বাব تَفَعُّلٌ 'মুখ ফিরিয়ে নিল'।

كَفَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার كُفْرًا، كُفْرَانًا বাব نَصَرَ অর্থ- কুফরী করল।

يُعَذِّبُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَعْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- শাস্তি দিবে।

الْعَذَابَ– বহুবচন اَعْذِبَةٌ অর্থ- আযাব, শাস্তি, নির্যাতন।

الْأَكْبَرَ– শব্দটি ইসমে তাফযীল। অর্থ- বড়, বৃহত্তম।

إِيَابَ– মূল বর্ণ (ا و ب), মাছদার إِيَابًا، أَوْبًا বাব نَصَرَ 'ফিরে যাওয়া'।

حِسَابَ– মাছদার حِسَابًا و مُحَاسَبَةً বাব مُفَاعَلَةٌ 'হিসাব নেয়া'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৭) أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ– জুমলাটি মুস্তানিফা, নতুনভাবে শুরু। (أَ) অব্যয়টি এখানে ইস্তিফহাম ইনকারী। মুখাতাব-এর অন্যায় কাজের প্রতি অপসন্দ ও ঘৃণা প্রকাশ এবং অসমর্থন ঘোষণা করা। (فَ) হরফে আতিফা। (لَا) নাফিয়া, يَنْظُرُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (إِلَى الْإِبِلِ) يَنْظُرُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। كَيْفَ ইসমে ইস্তিফহাম যবর হিসাবে মাবনী। خُلِقَتْ ফে'লে মাযী মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। এ জুমলাটি الْإِبِلِ থেকে বাদলে ইস্তেমাল।

(১৮-২০) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ –এ জুমলাগুলি পূর্বের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(২১-২২) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ– (فَ) ফাছীহা, সূরা মা'উন দেখুন। ذَكِّرْ ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল। উহ্য (هُمْ) যমীর মাফ'উলে বিহী। (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (مَا) কাফফা। أَنْتَ মুবতাদা, مُذَكِّرٌ খবর। لَسْتَ ফে'ল নাকিছ, যমীর ইসম, (عَلَيْهِمْ) مُسَيْطِرٍ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (بَ) হরফে জার যায়েদা, (مُسَيْطِرٍ) لَسْتَ-এর খবর।

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (২৩-২৪)– (إِلَّا) হরফে ইস্তিছনা, (مَـــنْ) মুস্তাছনা, পূর্বের (هُــمْ) উহ্য যমীর মুস্তাছনা মিনহু, تَـــوَلَّى জুমলা ফে'লিয়াটি مَـــنْ-এর ছিলা (وَ) হরফে আতিফা, كَفَرَ জুমলাটি تَـــوَلَّى-এর উপর আতফ। (فَ) সংযোগ রক্ষাকারী অব্যয় বা শর্তীয়া। يُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ বাক্যটি শর্তের জওয়াব।

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (২৫-২৬)– (إِنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, إِلَيْنَـــا উহ্য (حَاصِلٌ)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, (إِيَابَهُمْ) ইসমে মুয়াখখার। ثُـــمَّ হরফে আতিফা। إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوْا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِـــنْ فُـــرُوْجٍ 'তারা কি আকাশ সমূহের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে আমি তাকে নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছি? তাতে কোথাও কোনরূপ ফাঁক ও ফাঁটল নেই' *(ক্বাফ ৬)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِـــقٍ 'মানুষের দেখা উচিৎ কি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সবেগে নির্গত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে' *(ত্বারিক ৫-৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِه، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَـــقًّا. فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا، وَعِنَبًا وَّقَضْبًا، وَزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً، وَحَدَائِقَ غُلْبًـــا، وَفَاكِهَـــةً وَّأَبًّـــا 'মানুষকে তার খাদ্যকে দেখা উচিৎ। আমি তার খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর পানি ঢেলেছি। তারপর তাতে উৎপাদন করেছি নানা রূপ শস্য আংগুর, তরিতরকারী, যায়তূন, (খেজুর ঘন বাগিচা, আর নানা যাতের ফল ও শাক পাতা' *(আবাসা ২৪-৩১)*। আল্লাহ তা'আলা আয়াতগুলিতে সৃষ্টিকে স্রষ্টার প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়ার আদেশ করেছেন। অত্র সূরার ২২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ 'আপনি তাদের প্রতি বল প্রয়োগকারী দারোগা নন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا أَنْـــتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ 'আর আপনি তাদের উপর কঠোরতা আরোপকারী নন' *(ক্বাফ ৪৫)*।

এমর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ نُهِيْنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيْءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُوْلُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللهُ قَالَ فَبِالَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ

الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ اللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِيْ أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ اللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ أَرْسَلَكَ اللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ-

(১) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বারবার প্রশ্ন করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমরা মনে মনে কামনা করতাম যে, যদি বাইরে থেকে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে আমাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করতেন, তবে তাঁর মুখের জবাব আমরাও শুনতে পেতাম (আর এটা আমাদের জন্য খুব খুশীর বিষয় হত)। আকস্মিকভাবে একদিন এক দূরাগত বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে প্রশ্ন করলেন, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, একথা নাকি আপনি বলেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে সত্য কথাই বলেছে'। লোকটি প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বলুন তো আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, আল্লাহ। লোকটি বলল, যমীন সৃষ্টি করেছেন কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। সে প্রশ্ন করল, এই পাহাড়গুলো কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা কিছু করার তা করেছেন তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ। লোকটি তখন বলল, আসমান-যমীন যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলো যিনি স্থাপন করেছেন তাঁর শপথ। ঐ আল্লাহই কি আপনাকে তাঁর রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। লোকটি প্রশ্ন করল, আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয (এটা কি সত্য)? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ সে সত্য কথাই বলেছে। লোকটি বলল, যে আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ। ঐ আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত একথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর আমাদের মালের যাকাত রয়েছে (এ কথাও কি সত্য)? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ সে সত্যই বলেছে। লোকটি বলল, যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! তিনিই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদেরকে এ খবরও দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন হজ্জব্রত পালন করে (এটাও কি সত্য)? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ সে সত্য কথা বলেছে। অতঃপর লোকটি যেতে লাগল। যাওয়ার পথে সে বলল, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি এগুলোর উপর কমও করবো না, বেশীও করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(ইবনু কাছীর হা/৭২৫৮; তিরমিযী হা/৬১৯)*।

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا هَذَا

الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّيْ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِيْ نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ أَاللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَاللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَاللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُوْمَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَاللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِيْ مِنْ قَوْمِيْ وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُوْ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ-

(২) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে (বেঁধে) দিল। অতঃপর ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তি'? আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি'।

অতঃপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র'! নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি? লোকটি বলল, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না'। তিনি বললেন, তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর।

সে বলল, আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রামাযান) ছিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব ছাদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি বলল, আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আপনি যা (যে শরী'আত) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার গোত্রের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইবনু ছা'লাবা, বানী সা'আদ ইবনু আবী বকর গোত্রের মিত্র *(বুখারী, ইবনু কাছীর ৭২৫৮)*।

(৩) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ثُمَّ قَرَأَ: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ-

(৩) জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করে যাব যে পর্যন্ত তারা না বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। যখন তারা বলবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে জান মাল রক্ষা করতে পারবে। ইসলামের হক্ব ব্যতীত। তারপর তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর থাকবে। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করেন। فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر 'অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র' *(মুসলিম হা/২১; তিরমিযী হা/৩৩৪১)*।

(٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِد أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ مَرَّ عَلَى خَالِد بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَلْيَنِ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَلَا كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادَ الْبَعِيْرِ عَلَى أَهْلِه-

(৪) আলী ইবনু খালিদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আবু উমামা বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু একদা আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তার কাছে সহজ হাদীছ শুনতে চান যা তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট হতে শুনেছেন। তখন খালিদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছেন। তোমাদের মধ্যে সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, শুধু ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করবে না যে ঐ দুষ্ট উটের ন্যায় যে তার মালিকের সাথে হঠকারিতা করে। তারপর তিনি পাঠ করেন إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তাদেরকে আমাদেরই নিকট ফিরে আসতে হবে। তারপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই দায়িত্ব *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৬২)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রায়ই বলতেন জাহেলিয়াতের যুগে এক পাহাড়ের চূড়ায় একটি নারী বসবাস করত। তার সাথে তার এক ছোট সন্তান ছিল। ঐ নারী বকরী-মেষ চরাত। একদিন ছেলেটি তার মাকে বলল, মা তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? মহিলা বলল, আল্লাহ। ছেলেটি বলল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করেছে? মা বলল, আল্লাহ। ছেলেটি বলল, পাহাড়গুলিকে কে সৃষ্টি করেছে? মহিলা বলল, আল্লাহ। ছেলে বলল, এ বকরীগুলোকে কে সৃষ্টি করেছে? মহিলা বলল, আল্লাহ। ছেলেটি হঠাৎ বলে ফেলল, আল্লাহ কতই না মহিমাময়! অতঃপর সে আল্লাহ্‌র মহিমার কথা চিন্তা করে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে পর্বত চূড়া হতে নীচে পড়ে গেল এবং টুকরা টুকরা হয়ে গেল *(ইবনু কাছীর হা/৭২৬০)*।

অবগতি

অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে এসব কথা যদি কোন লোক মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে কি করা যাবে? না মানলে কিছু আসে যায় না। অমান্যকারীদেরকে বল প্রয়োগ করে মানতে বাধ্য করা আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ ও ভুল-সঠিক এর পার্থক্য স্পষ্ট করে বলে দেয়া এবং বাতিল পথে চলার অনিবার্য পরিণতি সকলকে জানিয়ে দেয়া। অতএব আপনি একাজ করতে থাকুন, এ কাজই করে যান।

৯৩৩৯৩৩

সূরা আল-ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩০; অক্ষর ৬৩১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِيْ ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)-

অনুবাদ : (১) ফজরের কসম (২) এবং দশ রাতের কসম (৩) জোড় ও বিজোড়ের কসম (৪) এবং রাতের কসম! যখন তার অবসান ঘটতে থাকে। (৫) এসবের মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য কোন কসম আছে কি? (৬-৭) আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক উঁচু উঁচু প্রাসাদের অধিকারী আদ ইরাম গোত্রের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (৮) যাদের মত কোন জাতি পৃথিবীর দেশ সমূহে সৃষ্টি করা হয়নি। (৯) আর ছামূদ গোত্রের সাথে যারা উপত্যকায় বড় বড় শক্ত পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করত। (১০) আর লৌহশলাকাধারী ফিরাউনের সাথে। (১১) যারা দেশে দেশে সীমালংঘন করেছিল। (১২) এবং তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। (১৩) পরিশেষে আপনার প্রতিপালক শাস্তির চাবুক মারলেন। (১৪) নিঃসন্দেহ আপনার প্রতিপালক ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান রয়েছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْفَجْرِ– প্রভাত, ভোর, ঊষা, ফজর, ফজরের ছালাত।

لَيَالٍ– একবচনে لَيْلَةٌ অর্থ- রাত, রাত্র, রাত্রি, রজনী।

عَشْرٍ– দশ, মাছদার عَشْرًا বাব ضَرَبَ 'দশমাংশ গ্রহণ করা'। عُشْرٌ-এর বহুবচন أَعْشَارٌ অর্থ- এক-দশমাংশ, عَاشُوْرَاءُ মুহাররম মাসের দশ তারিখ।

الشَّفْعِ–বহুবচন اَشْفَاعٌ، شِفَاعٌ 'জোড়'। বাব فَتَحَ হতে মাছদার شَفْعًا অর্থ- জোড় করা, দ্বিগুণ করা।

الْوَتْرِ– اَلْوِتْرُ-একবচন, বহুবচন اَوْتَارٌ অর্থ- বিজোড়।

يَسْرِ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার سَرْيًا وَسُرًى বাব ضَرَبَ রাত গত হয়, যখন রাত গত হতে থাকে। শব্দটি মূলে يَسْرِى ছিল। পূর্বের আয়াতগুলির সাথে মিল রাখার জন্য (ى) বিলুপ্ত করা হয়েছে।

قَسَمٌ– বহুবচন اَقْسَامٌ অর্থ- কসম, কিরা।

حِجْرٌ– বহুবচন حُجُوْرٌ، حُجُوْرَةٌ، اَحْجَارٌ অর্থ- বুদ্ধি, আকল। حَجَرٌ-এর বহুবচন اَحْجُرٌ، أَحْجَارٌ، حِجَارٌ، حِجَارَةٌ অর্থ- পাথর। ذُوْ حِجْرٍ অর্থ- বুদ্ধিমান লোক।

لَمْ تَرَ– واحد مذكر حاضر মুযারে, মাছদার رُؤْيَةً বাব فَتَحَ অর্থ- তুমি দেখনি।

فَعَلَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার فَعْلاً ও فِعَالاً বাব فَتَحَ অর্থ- কাজ করল।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রতিপালক, প্রভু। رَبَّةُ الْبَيْتِ 'গৃহিনী'।

عَاد– আদ একটি গোত্রের নাম। শব্দটি মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। ইরাম ইবনু সাম ইবনে নূহ।

ذَات– ذُوْ-এর মুয়ান্নাছ। বহুবচন ذَوَاتٌ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, বিশিষ্ট।

الْعِمَاد– عِمَادَةٌ একবচন, বহুবচন عَمَدٌ، عُمُدٌ، عِمَادٌ অর্থ- উঁচু উঁচু প্রাসাদ। اَلْعَمُوْدُ-এর বহুবচন اَعْمِدَةٌ، عَمَدٌ، عُمُدٌ অর্থ- স্তম্ভ, খুঁটি।

لَمْ يُخْلَقْ– واحد مذكر غائب মুযারে মাজহূল, বাব نَصَرَ মাছদার خَلْقًا 'সৃষ্টি করা হয়নি'।

مِثْلُ– বহুবচন اَمْثَالٌ অর্থ- সমকক্ষ, সাদৃশ্য। مِثَالٌ-এর বহুবচন اَمْثِلَةٌ، مُثُلٌ، مُثْلٌ অর্থ- পরিমাণ, সাদৃশ্য।

الْبِلَاد– بَلَدٌ-এর বহুবচন بِلاَدٌ، بُلْدَانٌ অর্থ- শহর, দেশ।

ثَمُوْدَ– ছামূদ একটি গোত্রের নাম। মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। ছামূদ ইবনু আবের ইবনে ইরাম। إِرَامَ একটি গোত্রের নাম। মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম। ইরাম ইবনু সাম ইবনে নূহ।

جَابُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার جَوْبًا বাব نَصَرَ অর্থ- তারা পাথর কাটল, পাথর চাঁছল। صَخْرَةٌ-এর বহুবচন صُخُوْرٌ، صَخْرٌ অর্থ- বড় বড় পাথর।

الْوَاد– একবচন, বহুবচন أَوْدِيَةٌ، أَوَادِيَةٌ، أَوْدَاءٌ، أَوْدَاةٌ অর্থ- উপত্যকা, দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি।

الْأَوْتَاد–وَتَدٌ একবচন, বহুবচন اَوْتَادٌ অর্থ- কীলক, পেরেক, লৌহশলাকা।

طَغَوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার طُغْيَانًا، طُغْيًا বাব فَتَحَ অর্থ- সীমালংঘন করল।

أَكْثَرُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার إِكْثَارًا বাব إِفْعَـــالٌ অর্থ- কোন কিছুকে পরিমাণে প্রচুর করল, তারা বেশী করল।

الْفَسَادَ– অশান্তি, গোলযোগ, দ্বন্দ্ব, ধ্বংস, বিশৃংখলা।

صَبَّ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার صَبًّا বাব نَصَرَ অর্থ- ঢেলে দিল, বর্ষণ করল।

سَوْطَ– বহুবচন سِيَاطٌ، اَسْوَاطٌ চাবুক, কশাঘাত।

عَذَابٍ– বহুবচন أَعْذِبَةٌ অর্থ- শাস্তি, সাজা, দণ্ড।

الْمِرْصَادَ– একবচন, বহুবচন مَرَاصِدُ অর্থ- ঘাটি পর্যবেক্ষণের স্থান, ওঁত পেতে থাকার জায়গা।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَالْفَجْــرِ– (وَ) কসমের ও জার প্রদানকারী অব্যয়। الْفَجْــرِ (وَ) কসমের মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে উহ্য (أُقْسِمُ) ফে‘লের সাথে মুতাআলিক।

(২) وَلَيَالٍ عَشْرٍ–(وَ) হরফে আতফ, (لَيَالٍ) الْفَجْرِ-এর উপর আতফ, (عَشْرٍ) لَيَالٍ-এর ছিফাত।

(৩-৪) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَســرِ– এ শব্দগুলি الْفَجْــرِ-এর উপর আতফ, (إِذَا) যরফিয়া ইসম, উহ্য (أُقْسِمُ) ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক, يَســرِ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। জুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৫) هَلْ فِيْ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِيْ حِجْرٍ– (هَلْ) অব্যয়টি বড়ত্ব প্রকাশের জন্য। فِيْ ذَلِــكَ খাবারে মুকাদ্দাম, قَسَمٌ মুবতাদা মুয়াখখার। لِذِيْ حِجْرٍ উহ্য (كَائِنٌ)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে قَسَمٌ-এর ছিফাত।

(৬) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ– (أَ) অব্যয়টি اِسْــتِفْهَام تَقْرِيْــرِى অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং مُخَاطَــب-এর নিকট হতে তার স্বীকৃতি দাবী করে। لَــمْ নাফির অর্থ ও জযমদানকারী অব্যয়। تَرَ ফে‘লে মুযারে, كَيْــفَ ইসমে ইস্তিফহাম, স্থান হিসাবে تَــرَ ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী। فَعَلَ ফে‘ল, رَبُّــكَ ফায়েল, (بِعَــادٍ) فَعَــلَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক এবং এ জুমলাটি كَيْفَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৭) إِرَمَ ذَاتَ الْعِمَادِ– (إِرَمَ) عَادٍ হতে বাদল, ذَاتَ মুযাফ, الْعِمَادِ মুযাফ ইলাইহি, ذَاتَ الْعِمَــادِ বাক্যটি إِرَمَ-এর ছিফাত।

(৮) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ –(الَّتِيْ) عَادٍ-এর ছিফাত, (لَـمْ يُخْلَـقْ) الَّتِـيْ-এর ইসমে মাওছূলের ছিলা। (مِثْلُ) لَمْ يُخْلَقْ-এর নায়েবে ফায়েল। (فِي الْبِلَـادِ) لَـمْ يُخْلَـقْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(৯) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ –(وَ) আতিফা, (ثَمُوْدَ) عَادٍ-এর উপর আতফ, (الَّـذِيْنَ) ثَمُوْدَ-এর ছিফাত। جَابُوْا জুমলা ফে'লিয়াটি ইসমে মাওছূলের ছিলা। الـصَّخْرَ মাফ'উলে বিহী, (بِالْوَادِ) جَابُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(১০) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَـادِ –(فِرْعَوْنَ) عَادٍ-এর উপর আতফ। (ذِي الْأَوْتَـادِ) فِرْعَـوْنَ-এর ছিফাত।

(১১) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَـادِ –(الَّذِيْنَ) فِرْعَوْنَ-এর দ্বিতীয় ছিফাত। طَغَـوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। طَغَوْا জুমলা ফে'লিয়াটি الَّذِيْنَ ইসমে মাওছূলের ছিলা। (فِي الْبِلَادِ) طَغَـوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(১২) فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ –(فَ) হরফে আতফ, أَكْثَرُوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (فِيْهَـا) أَكْثَرُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক, الْفَسَادَ মাফ'উলে বিহী।

(১৩) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ –(فَ) হরফে আতিফা, صَـبَّ ফে'লে মাযী, (عَلَـيْهِمْ) صَبَّ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। رَبُّكَ ফায়েল, سَوْطَ মাফ'উলে বিহী, (عَذَابٍ) سَوْطَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(১৪) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ –(رَبَّكَ) إِنَّ-এর ইসম, (لَ) মুযহালাকা, بِالْمِرْصَادِ উহ্য كَـائِنٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার ৩নং আয়াতে জোড় ও বিজোড়ের কসম করেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَـيْنِ 'আমি সবকিছুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৪৯)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৪ নং আয়াতে বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَـسْرِ 'রাতের কসম! যখন রাতের অবসান ঘটে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ 'আর রাতের কসম! রাত যখন ফিরে যায়' *(মুদ্দাচ্ছির ৩৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، وَالـصُّبْحِ إِذَا تَـنَفَّسَ 'আর রাতের কসম যখন তার অবসান ঘটে, আর সকালের কসম সকাল যখন প্রকাশ পায়' *(তাকবীর ১৭-১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র

বলেন, وَاللَّيْـــلِ إِذَا يَغْـــشَى ‘আর রাতের কসম রাত যখন আচ্ছন্ন করে’ *(লাইল ১)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৬নং আয়াতে বলেন, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ‘আপনি দেখেননি আপনার প্রতিপালক আদ সম্প্রদায়ের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْـــرَاهِيْمَ فِـــيْ رَبِّـــهِ ‘আপনি সেই লোককে দেখেননি যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালকের ব্যাপারে কেমন তর্ক-বিতর্ক করেছিল’ *(বাক্বারাহ ২৫৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُـــوْنَ ‘আপনি কি তাদের দেখেন না, তারা সব পথে পান্তরে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল’ *(শু‘আরা ২২৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ‘আপনি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতী ওয়ালার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন’ *(ফীল ১)*। আল্লাহ অত্র সূরায় আদ ও ছামূদের অত্যাচারের কথা বলেছেন’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، فَأَمَّـــا ثَمُـــوْدُ فَـــأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُـــسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ–

‘অনিবার্য সংঘটিতব্য। কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য? আর আপনি কি জানেন সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য কি? ছামূদ ও আদ সেই মহাপ্রলয়কে অস্বীকার করেছে। ফলে ছামূদ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে। আল্লাহ ক্রমাগত সাত রাত ও আটদিন পর্যন্ত সে বায়ু তাদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। আপনি সেখানে থাকলে দেখতেন তারা কিভাবে ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, যেমন পুরাতন খেজুর গাছের কাণ্ড সমূহ পড়ে থাকে। আপনি তাদের কেউ বাকী আছে বলে কি দেখতে পারেন’? *(হাক্কা ১-৮)*।

সূরা আ‘রাফের ৭৮নং আয়াত, সূরা হূদের ৬৭নং আয়াত, সূরা সিজদার ১৭নং আয়াত ও সূরা শামসের ১৪নং আয়াতে তাদের অত্যাচার ও ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। তারা পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করত। এখানে আল্লাহ বলেন, وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ‘আর ছামূদ সম্প্রদায়ের সাথে যারা পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করত’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًـــا فَارِهِيْنَ ‘আর তোমরা পাহাড় কেটে প্রশস্ত ও আরামদায়ক ঘর নির্মাণ কর’ *(শু‘আরা ১৪৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًـــا آمِنِـــيْنَ ‘আর তারা পাহাড় কেটে নিরাপদ ঘর নির্মাণ করত’ *(হিজর ৮২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُـــوَّةً ‘আদ সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে

যমীনে অহংকার প্রকাশ করেছিল এবং বলেছিল আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী' *(ফুছছিলাত ১৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ صَلاَةً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَطَوَّلَ، فَصَلَّى فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: مُنَافِقٌ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ الْفَتَى، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، جِئْتُ أُصَلِّيْ مَعَهُ فَطَوَّلَ عَلَيَّ، فَانْصَرَفْتُ وَصَلَّيْتُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَعَلَفْتُ نَاضِحِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْفَجْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى-

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একদা ছালাত আদায় করছিলেন। একজন লোক এসে ঐ ছালাতে শামিল হয়। মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ছালাতের ক্বিরাআত লম্বা করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে দিয়ে মসজিদের এক কোণে গিয়ে একাকী ছালাত আদায় করে চলে যায়। মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ঘটনা জেনে বলে, সে মুনাফিক। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে পেশ করা হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ লোকটিকে ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমি তার পিছনে ছালাত শুরু করেছিলাম, তিনি লম্বা সূরা শুরু করেছিলেন। তখন আমি জামা'আত ছেড়ে দিয়ে মসজিদের এক কোণে একাকী ছালাত আদায় করে নিয়েছিলাম। অতঃপর মসজিদ থেকে এসে আমার উটনীকে ভুষি দিয়েছিলাম। তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে বললেন, মু'আয! তুমি তো জনগণকে ফিৎনার মধ্যে ফেলেছ। তুমি কি এ সূরাগুলো পড়তে পার না? سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَـــى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْفَجْرِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *(ইবনু কাছীর হা/৭২৬৩)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ فِيْهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي عَشَرَ ذِيْ الْحِجَّةِ، قَالُوْا: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلاً خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যুলহিজ্জার এ দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে কোন ইবাদতই আল্লাহর নিকট উত্তম নয়। ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করাও কি এর চেয়ে উত্তম নয়? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদও এর চেয়ে উত্তম নয়। তবে যে ব্যক্তি নিজের জান মাল নিয়ে বেরিয়েছে, তারপর তার কিছু নিয়েই ফিরে আসেনি, তার কথা ভিন্ন' *(বুখারী হা/৯৬৯; আবুদাউদ হা/২৪৩৮; তিরমিযী হা/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; ইবনু কাছীর ৭২৬৪)*। অত্র হাদীছে لَيَالٍ عَشْرٍ-এর তাফসীর করা হয়েছে।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ و يَوْمُ النَّحْرِ–

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, عَــشْرٌ হল ঈদুল আযহার দিন। আর اَلْــوَتْرُ হল 'আরাফার দিন' এবং اَلشَّفْعُ হল 'কুরবানীর দিন' *(বাযযার হা/২২৮৬; ইবনু কাছীর হা/৭২৬৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি নামগুলো মুখস্থ করে নিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বিজোড় এবং তিনি বিজোড়কে ভালবাসেন' *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭২৬৫)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلــشَّفْعُ হচ্ছে কুরবানীর পরে দুই দিন মীনায় অবস্থান করা। আর اَلْــوَتْرُ হচ্ছে কুরবানীর পরের তিন দিনের তৃতীয় দিনে মীনায় অপেক্ষা করা *(ইবনু কাছীর হা/৭২৬৬)*।

(২) ইমরান ইবনু হুসায়েন রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে اَلشَّفْعُ এবং اَلْوَتْرُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে ছালাত। কারণ ছালাতের কিছু হচ্ছে জোড় এবং কিছু হচ্ছে বিজোড়' *(তিরমিযী হা/৩৩৪২)*।

(৩) মিকদাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম উঁচু প্রাসাদের অধিকারী ইরাম সম্প্রদায়ের আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তারা এত শক্তিশালী ছিল যে, তাদের একজন একটি বড় পাহাড় এক মহল্লার উপর চাপিয়ে ধ্বংস করে দিত *(ইবনু কাছীর হা/৭২৭১)*।

(৪) মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মু'আয! জেনে রেখ যে, মুমিন ব্যক্তি হক্বের নিকট বন্দি। হে মু'আয! মুমিন ব্যক্তি পুলছিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত ভয় হতে নিরাপত্তা লাভ করবে না। হে মু'আয! কুরআন মুমিনকে তার অনেক ইচ্ছা হতে বিরত রাখে। যাতে সে ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে। কুরআন তার দলীল, ভয়-ভীতি তার প্রমাণ, আল্লাহ্র প্রতি আকর্ষণ তার বাহন, ছালাত তার আশ্রয়, ছিয়াম তার ঢাল, ছাদাক্বাহ তার ছাড়পত্র, সততা তার আমীর এবং লজ্জা তার উযীর। এসবের পরেও তার প্রতিপালক তার সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেন *(ইবনু কাছীর হা/৭২৭২)*। অত্র সূরার ৬নং আয়াতের তাফসীরে অনেকেই শাদ্দাদের মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করেছেন–

(শাদ্দাদ) আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. 'ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের? যাদের মত শক্তিশালী জাতি পৃথিবীর দেশসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি' *(ফজর ৬-৮)*।

আয়াতদ্বয়ের মিথ্যা তাফসীর :

ইরাম সম্প্রদায় এমন শক্তিশালী ছিল যে, তাদের কেউ প্রকাণ্ড পাথর উঠিয়ে অন্য কোন সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করত। এ পাথরে চাপা পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই মারা যেত *(হাদীছটি জাল)*।

মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরযী বলেন, ইরাম হচ্ছে ইসকান্দারিয়া। ইকরিমা বলেন, ইরাম হচ্ছে দিমাশক। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তাদের একজন লোকের উচ্চতা ছিল ৫০০ গজ। তাদের মধ্যে একজন ছিল খাট, তার উচ্চতা ছিল ৩০০ গজ। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তাদের একজনের উচ্চতা ছিল ৬০ গজ। তারপর মানুষ ক্বিয়ামত পর্যন্ত উচ্চতায় কমতে থাকবে। আবু ওয়াঈল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু কেলাবা নামে এক লোক তার হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজতে বের হয়। সে 'আদন' নামক মরুভূমিতে চলে যায়। সেখানে এক শহরে প্রবেশ করে যেখানে একটি দুর্গ ছিল। তার চর্তুদিকে বড় বড় উঁচু প্রাসাদ ছিল। যখন সে প্রাসাদের নিকটে গেল তখন সে ভাবল প্রাসাদে কোন লোক থাকলে তাকে তার হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। প্রাসাদের বাইরে ও ভিতরে কোন লোক দেখল না। সে তার উট থেকে নেমে তার উট বাঁধল এবং খোলা তরবারী হাতে নিয়ে দুর্গের দরজায় প্রবেশ করল। সে দেখল তার দুটি বড় বড় দরজা রয়েছে। সে পৃথিবীতে অত বড় ও লম্বা দরজা কোনদিন দেখেনি। তার দরজা ছিল সুগন্ধিময় কাঠের। দরজা দু'টির উপর হলুদ ও লাল ইয়াকূতের তাবকাসমূহ লাগানো ছিল। তার আলোতে স্থান সম্পূর্ণ আলোকিত ছিল। সে এ দরজা দেখে খুব আশ্চর্য হল। দু'টি দরজার একটি খুলল। তাতে এমন কিছু দেখল যা সে কোনদিন দেখেনি। সেখানে অনেক প্রাসাদ রয়েছে। তাতে মণি-মাণিক্য ও যহরতের খুঁটি ঝুলন্ত রয়েছে। প্রত্যেক প্রাসাদের উপর স্বর্ণ, রূপা, মুক্তা, মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী ঘরসমূহ রয়েছে। কাঠের উপর মাণিক্য লাগানো হয়েছে। ঐসব প্রাসাদ প্লাস্টার করা হয়েছে হিরা, যাফরান ও মিশকের টুকরা দ্বারা। সে এসব কিছু দেখল। কিন্তু সেখানে কোন মানুষ দেখল না। তখন সে একটু ভয় পেল। তারপর দেখল ছোট ছোট রাস্তা। প্রত্যেক রাস্তায় অনেক ফলদার গাছ রয়েছে। গাছের নীচে অনেক ঝরণা রয়েছে। আর রূপার নালাসমূহে বরফের মত সাদা পানি চালু রয়েছে। তারপর সে বলল, এটা এমন জান্নাত যার বিবরণ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার জন্য দিয়েছেন তা দেখি এ দুনিয়াতেই। ঐ আল্লাহ্র প্রশংসা যে আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। তারপর সে কিছু হিরা, মিশক ও যাফরান উঠিয়ে নিল। কিন্তু মুক্তা, মাণিক্য ও যহরত নিতে পারল না। কারণ সেগুলি দরজা ও দেয়ালের সাথে লাগানো ছিল। মুক্তা, মিশকের-বিন্দু ও যাফরান বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহে পড়ে ছিল। সে ইচ্ছামত সেগুলি নিল এবং সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসল। তারপর উটনীর পাশে এসে সওয়ার হয়ে গেল। সে তার উটনীর পায়ের চিহ্ন দেখে চলতে লাগল। সে ইয়ামনে ফিরে আসল। তার জিনিসগুলি প্রকাশ করল এবং মানুষকে তার বিষয়টি জানালো। কিন্তু

দীর্ঘদিন ধরে সে খুব সুখে থাকল। তারপর তার একথা সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি এ সংবাদ মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকট পৌঁছল। তিনি ছানা'আর দায়িত্বশীলের নিকট লোক পাঠালেন তাকে কাছে নিয়ে কথা বলার জন্য চিঠি লিখে পাঠান। তিনি তাকে কাছে নিয়ে কথা বলেন। তারপর তাকে ঐ শহরের মধ্যে যা কিছু দেখেছে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন।

সে মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু -কে শহরের এবং শহরে যা দেখেছে তার বিবরণ দিল। কিন্তু মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তা অস্বীকার করল এবং তাকে বলল, তুমি যা বিবরণ দিলে আমি তা সঠিক মনে করি না। তখন সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! সে প্রাসাদ এবং ঘরসমূহের কিছু আসবাব আমার কাছে রয়েছে। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেগুলি কি? সে বলল, মুক্তা, মিশক ও যাফরান। তিনি বললেন, আমাকে সেগুলি দেখাও। সে জিনিসগুলি তাঁর সামনে পেশ করল। তিনি মিশকের কোন ঘ্রাণ পেলেন না। তিনি মিশকের পাত্রটি ভাংতে বললেন। তা ভাঙ্গা হ'ল এবং ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তার বিবরণ বিশ্বাস করলেন। তারপর মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কি করে এ শহর চিনা যায় এবং এ শহর কার? কে এ শহর নির্মাণ করেছে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সুলাইমান আলাইহিস সালাম -কে যা দেয়া হয়েছে তা আর কোন মানুষকে দেয়া হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি না যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম এ শহর নির্মাণ করেছেন। তাঁর কোন সাথী বললেন, সুলাইমান আলাইহিস সালাম -এর এরূপ কোন শহর ছিল না এবং আমাদের যুগে এরূপ শহরের কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে কা'ব আহবারের নিকট থাকতে পারে। আমীরুল মুমিনীন ইচ্ছা করলে তার নিকট লোক পাঠাতে পারেন। এ ব্যক্তি সাধারণত আমাদের এখানে থাকেন না। যার কারণে মদীনার লোক তার কথা, কাহিনী ও বিবরণ শুনতে পায় না। তার নিকট এ ঘটনার বিবরণ পেশ করা হোক। অবশ্যই কা'ব আহবার আমীরুল মুমিনীনকে এ ঘটনার খবর দিবে এবং এ ব্যক্তি যদি ঐ শহরে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তাকে কোন আদেশ করা হবে। কারণ এমন মানুষ এমন শহরে প্রবেশ করতে পারে না। তবে পূর্বে কোনদিন ঘটে থাকলে তা সম্ভব হতে পারে।

মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কা'ব আহবারকে ডাকলেন। কা'ব আহবার উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে বললেন, আবু ইসহাক! আমি তোমাকে একটি কাজের জন্য ডেকেছি, আশা করি সে কাজের জ্ঞান তোমার আছে। কা'ব আহবার বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! যা আপনার ইচ্ছা তা জিজ্ঞেস করুন। হে আবু ইসহাক! তুমি কি জান, পৃথিবীতে কোথাও সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী শহর আছে? যার খুঁটি মণি-মাণিক্য ও যহরত দ্বারা তৈরী। প্রাসাদ ও ঘরের খোয়া ও প্লাস্টার হচ্ছে হিরা দ্বারা তৈরী। তার প্রত্যেক রাস্তার মাঝে ঝরণা রয়েছে এবং সেগুলি বৃক্ষ সমূহের নীচে প্রবাহমান রয়েছে? কা'ব আহবার বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মনে করেছিলাম ঐ শহরটি সম্পর্কে আমি কাউকে জিজ্ঞেস করব, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করার পূর্বে। তবে আমি আপনাকে বলছি, শহরটি কার এবং শহরটি কে নির্মাণ করেছেন? শহরটির ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন কে যা বলা হয়েছে, তা সত্য। শহরটি তৈরী করেছে শাদ্দাদ ইবনু 'আদ। শহরটি হচ্ছে ইরামাযাতুল ইমাদ, যার মত পৃতিথবীতে আর কোন শহর সৃষ্টি করা হয়নি। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, হে আবু ইসহাক আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি আমাদেরকে শহরের বিবরণ শুনাও। হে আমীরুল মুমিনীন! 'আদের দু'টি সন্তান ছিল। একটির নাম শাদীদ আর অপরটি নাম শাদ্দাদ। 'আদ ধ্বংস হয়ে যায়; আর তার দু'ছেলে বাকী থাকে। তারা দু'জন দেশের মালিক হয়। তারা সীমালংঘন

করে প্রত্যেক শহরের প্রতি অত্যাচার চালায়, জোর করে সমস্ত দেশ দখল করে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাদের অধীন হয়ে যায়। তারা দু'জন পৃথিবীতে স্থায়িত্ব লাভ করে। পরে শাদীদ ইবনু 'আদ মারা যায়। শাদ্দাদ বাকী থাকে। তখন সে একক বাদশাহ, তার মোকাবিলা করার কেউ নেই। গোটা দুনিয়ার সে মালিক। সে পুরাতন বই পড়তে খুব ভালবাসত। যতবার সে জান্নাতের বিবরণ দেখত মনে মনে পরিকল্পনা করত, আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করে তাঁর বিধান অমান্য করে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি জান্নাত পৃথিবীতে কি করে তৈরী করা যায়। সে সিদ্ধান্ত নিল, 'ইরামা-যাতুল ইমাদ' নামে একটি শহর গড়ে তুলবে। এ কাজের জন্য একশত জন কারিগর ঠিক করলেন। প্রত্যেক কারীগরের সহযোগী থাকবে এক হাজার করে। তিনি তাদের বললেন, তোমরা পৃথিবীর একটি সুন্দর প্রশস্ত জায়গা বাছাই কর। সেখানে সোনা-রূপা, মণি-মাণিক্য, যহরত ও মুক্তা দ্বারা একটি শহর গড়ে তোল। সে শহরের নীচে থাকবে প্রাসাদসমূহ। আর প্রাসাদের উপর থাকবে ঘরসমূহ। প্রাসাদের নীচে থাকবে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ। গাছের নীচের দিকে ঝরণা প্রবাহিত হবে। আমি বই-পুস্তকে জান্নাতের বিবরণ দেখেছি। আমি দুনিয়াতে তেমন একটি জান্নাত নির্মাণ করতে চাই।

কারিগরেরা তাকে বলল, আপনার বিবরণ অনুযায়ী সোনা-রূপা, মণি-মুক্তা, যহরত কিভাবে সংগ্রহ করা যায়? শাদ্দাদ তাদের বলল, তোমরা জান না সম্পূর্ণ পৃথিবীর রাজত্ব আমার হাতে। তারা বলল, হ্যাঁ আমরা তা জানি। তোমরা এ পৃথিবীর এ জাতীয় সমস্ত খণিতে নেমে পড়। পৃথিবীর যেসব সমুদ্রে মুক্তা রয়েছে সেখান থেকে এসব দ্রব্য বের করে নিয়ে আস। এ শহর তৈরী করতে তোমাদের যা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে পৃথিবীতে। কর্মীরা শাদ্দাদের নিকট হতে বের হয়ে পড়ল। শাদ্দাদ সকল দেশের বাদশাহর নিকট পত্র লিখে দিল, তারা যেন তাদের দেশের লোককে এসব দ্রব্য সংগ্রহ করার আদেশ দেয় এবং খণি খনন করে এসব দ্রব্য বের করে। সব কারিগর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সকল বাদশাহকে সব পত্র পৌঁছে দিল। যাতে তারা সকলেই নিজ নিজ দেশের এসব দ্রব্য সংগ্রহ করে। এভাবে সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে ১০ বছর। শেষ পর্যন্ত তারা 'ইরামা যাতে ইমাদ' শহর তৈরী করার যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করল। তারা বাদশাহর ইচ্ছামত একটি জায়গা নির্ধারণ করল।

মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, আবু ইসহাক! শাদ্দাদের অধীনে কতজন বাদশাহ ছিল? তিনি বললেন, তার অধীনে ২৬০ জন বাদশাহ ছিল। একাজের জন্য কারিগর ও দায়িত্বশীলেরা মরুভূমিতে বের হয়ে পড়ল। তারা তাঁর ইচ্ছামত আদন শহরের আবীন নামক একটি জায়গা নির্ধারণ করল। পাহাড় ও টিলার এক বড় ভূখণ্ডে তারা অবতরণ করল। দেখা গেল সেখানে অনেক পানির ঝর্ণা রয়েছে। তারা বলল, আমাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে এ ভূখণ্ড সুন্দর হয়। তারা তাঁর আদেশ মত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাব করে জায়গা নির্ধারণ করল এবং তার প্রাচীর দিল। পানির নালাগুলি প্রস্তুত করল, ঝরণার জন্য নালাগুলি চালু করে দিল, ভিত স্থাপন করল ইয়ামানী পাথর দ্বারা। ভিতের পাথরগুলি পরস্পর লাগালো মাহলার ও আল-বানের তৈল দ্বারা। এভাবে ভিতের কাজ শেষ করল। বিভিন্ন দেশের বাদশাহগণ তাদের নিকট সোনা-রূপা পাঠাল। শাদ্দাদের ইচ্ছামত সব প্রস্তুত করে ফেলল।

মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, আবু ইসহাক! আমার মনে হচ্ছে এসব কিছু তৈরী করতে অনেক দিন সময় লেগেছে। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এ শহর গড়ে তুলতে সময় লেগেছে ৩০০ বছর। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, শাদ্দাদের বয়স কত ছিল? কা'ব আহবার বললেন, তার বয়স ছিল ৭০০ বছর। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে বললেন, আবু ইসহাক! তুমি আমাকে আশ্চর্য সংবাদ শুনালে। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ তার নাম দিয়েছেন *'ইরামযাতুল ইমাদ'*। কারণ তাতে ছিল হিরা, মণি-মুক্তা, যহরত দ্বারা তৈরী স্তম্ভ। এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন, তা এমন শহর যা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

কা'ব আহবার বলেন, কারিগর যখন সংবাদ দিল তাদের কাজ শেষ হয়েছে। শাদ্দাদ বলল, যাও তোমরা ঐ স্তম্ভগুলির উপর দুর্গ নির্মাণ কর। আর দুর্গে এক হাজারটি প্রাসাদ তৈরী কর। আর প্রত্যেক প্রাসাদের পাশে এক হাজার পতাকা প্রস্তুত কর। পতাকার নীচে একজন করে পাহারাদার থাকবে। তারা সেখানে রাত-দিন থাকবে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে একজন করে পাহারদার থাকবে। প্রত্যেক পতাকায় থাকবে একটি করে 'নাতুর'। তারা ফিরে আসল এবং ঐ দুর্গ, প্রাসাদ ও পতাকা সমূহ প্রস্তুত করল। তারপর তারা এসে বলল, সব কাজ তৈরী হয়েছে। এরপর এক হাজার উটনীকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করত এবং সেগুলি *'ইরামা-যাতুল ইমাদ'* শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করল। আর লোকজনকে পতাকার পাশে বসবাস করার আদেশ করেন। তাদেরকে সেখানে রাতদিন থাকার আদেশ করেন। আর তাদেরকে ভাতা প্রদানের আদেশ করেন। শাদ্দাদ তার নারী ও সকল খাদেমদেরকে *'ইরামা-যাতুল ইমাদ'* শহরে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। তারপর বাদশাহ শহরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। শাদ্দাদ সেখানে বসবাসের জন্য স্বাধীনভাবে যাত্রা আরম্ভ করল, এমন এক স্থানে পৌঁছল যে, তার মাঝে ও প্রাসাদের মাঝে মাত্র একদিন ও এক রাতের পথ বাকী ছিল। তখন আল্লাহ্ তার উপর ও তার সঙ্গীদের উপর এমন এক কান ফাটানো বিকট শব্দ পাঠালেন, যা তাদের সবাইকে একসাথে ধ্বংস করে দিল। তাদের কেউ বাকী থাকল না। শাদ্দাদ ও তার সাথীদের কেউ *'ইরামা-যাতুল ইমাদ'* শহরে প্রবেশ করতে পারল না। এমনকি ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এ হল ইরামা-যাতুল ইমাদের বিবরণ। তবে আপনার যামানার একজন মুসলিম সেখানে প্রবেশ করবে। আর সে তার দেখা জিনিসের বিবরণ দিবে। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, আবু ইসহাক! তুমি লোকটির বিববরণ দাও। আবু ইসহাক বললেন, লোকটি লাল বর্ণের, সাইজে খাটো, তার ভ্রু ও গলার উপর তিল থাকবে, সে ঐ মরুভূমিতে তার উট খুঁজতে যাবে, তখন সে ইরামা-যাতুল ইমাদ শহরে প্রবেশ করবে। সে প্রবেশ করে সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসবে। সে লোকটি মু'আবিয়ার নিকটেই বসে ছিল। কা'ব আহবার সেদিকে লক্ষ্য করতেই লোকটি দেখতে পেল। বলে উঠল হে আমীরুল মুমিনীন! এই সেই লোক যে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার বিবরণ তাকে জিজ্ঞেস করুন। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আবু ইসহাক! এ আমার খাদেম সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কা'ব আহবার বললেন, সে প্রবেশ করেছে। তবে আর কেউ প্রবেশ করবে না। অবশ্যই শেষ যামানায় কতক মুসলিম প্রবেশ করবে। মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, আবু ইসহাক! আল্লাহ্ আপনাকে অন্য আলেমদের চেয়ে জ্ঞানে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপনাকে আগের ও পরের সব বিদ্যা দেয়া হয়েছে যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। হে আমীরুল মুমিনীন!

আল্লাহ্ পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ মূসা আলাইহিস্ সালাম -এর জন্য তাওরাতে দিয়েছেন। অবশ্য এ কুরআন শাস্তি প্রদানে কঠোর। আল্লাহ্ সাক্ষী প্রদানে যথেষ্ট। আল্লাহ্ উত্তম কার্যনির্বাহী *(কাছাছুল আম্বিয়া, ছা'লাবী, পৃঃ ১৪৫-১৪৮)*।

প্রকাশ থাকে যে, আমরা শুনেছি শাদ্দাদ তার জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক পা ভিতরে আর এক পা বাহিরে রাখামাত্র তার জান কবয করা হয় এবং মালাকুল মাউত (আজরাইল) দু'জনের জান কবয করতে কষ্ট পান (১) একজন শাদ্দাদের মা আর একজন (২) শাদ্দাদ। এ ঘটনার ও কোন ভিত্তি নেই।

অবগতি

এ সূরার বাচনভঙ্গি বিবেচনা করলে মনে হয়, পূর্ব হতে কোন বিষয়ের আলোচনা পর্যালোচনা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি কথা বলছিলেন, আর অমান্যকারীরা তা অস্বীকার করছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সূরার প্রথমে উল্লেখিত জিনিস কয়টিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করেছেন। কথার ধরন এই যে, অমুক অমুক জিনিসের কসম, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা কিছু বলছেন, তা সব সত্য ও অকাট্য। অবশেষে বলা হয়েছে, কোন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য এসব জিনিসে কোন কসম আছে কি? বুদ্ধিমান মানুষের জন্য অপর কোন প্রমাণের প্রয়োজন থাকতে পারে কি? একজন বিবেকবান মানুষের জন্য মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কথার সত্যতা মেনে নেয়ার জন্য এই কসম পুরাপুরি যথেষ্ট নয় কি? জোড়-বিজোড়ের ব্যাখায় প্রায় ৩৬টি মত রয়েছে। عَشْرٌ হল ঈদুল আযহার দিন, وَتْرٌ হল আরাফার দিন এবং شَـــفْعٌ হল কুরবানীর দিন। এটাও হতে পারে যে, وَتْرٌ হল কুরবানীর দিন আর شَفْعٌ হল আরাফার দিন। অথবা ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জের মাঝামাঝি দিন হল شَفْعٌ এবং وَتْرٌ হল শেষ দিন। অথবা شَـــفْعٌ হল ফজরের ছালাত এবং وَتْرٌ হল মাগরিবের ছালাত। অথবা شَفْعٌ হল সৃষ্টিজগৎ এবং وَتْرٌ হল আল্লাহ। অথবা شَفْعٌ হল জোড়া জোড়া এবং وَتْرٌ হলেন আল্লাহ। এসব অর্থ হতে পারে।

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (١٨) وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠)-

অনুবাদ : (১৫) আর মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও নে'মত দান করেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। (১৬) আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রিযিক সংকীর্ণ করেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন। (১৭) কক্ষনো নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। (১৮) এবং গরীব-মিসকীনকে খাবার প্রদানের জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (১৯) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সব সম্পদ ভক্ষণ কর। (২০) এবং সম্পদকে অপরিসীম ভালবাস।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْإِنْسَانُ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَنَاسِيٌّ অর্থ- মানুষ, মানব।

اِبْتَلَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِبْتِلَاءً বাব إِفْتِعَالٌ অর্থ- পরীক্ষা করল, বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করল, বাজিয়ে দেখল। বাব نَصَرَ হতে মাছদার بَلْوًا، بَلَاءً 'পরীক্ষা করা'।

أَكْرَمَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِكْرَامًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- সম্মান করল, ইয্যত করল।

نَعَّمَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَنْعِيْمًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- নে'আমত দান করলেন, সুখ দান করলেন।

يَقُوْلُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- বলে, উচ্চারণ করে। قَوْلٌ-এর বহুবচন أَقَاوِيْلُ، أَقْوَالٌ।

قَدَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার قَدْرًا বাব ضَرَبَ 'রিযিক সংকীর্ণ করলেন'। قَدَرَ عَلَى الشَّيْئِ অর্থ- সক্ষম হল, শক্তিশালী হল।

أَهَانَ– واحد مذكر غائب মাযী, মূল অক্ষর (ن، و، ه), মাছদার إِهَانَةٌ বাব إِفْعَالٌ অর্থ- অপমান করল, অপদস্থ করল, অবমাননা করল।

اَلْيَتِيْمَ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَيْتَامٌ، يَتَامَى অর্থ- ইয়াতীম, অনাথ, পিতৃহীন শিশু।

تَحَاضُّوْنَ– جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার تَحَاضًّا বাব تَفَاعُلٌ একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, উৎসাহিত করে।

طَعَامٌ– ইসম, একবচন, বহুবচন اَطْعِمَةٌ এখানে শব্দটি إِطْعَامٌ বাব إِفْعَالٌ-এর মাছদারের অর্থে খাদ্য দান।

اَلْمِسْكِيْنِ– ইসমে জিনস, বহুবচন مَسَاكِيْنُ অর্থ- অভাবগ্রস্ত, মিসকীন।

تَأْكُلُوْنَ– جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার أَكْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- খাবার খায়, আহার করে।

اَلتُّرَاثَ– শব্দটি মূলে ছিল وِرَاثٌ (و) অব্যয়টিকে (تاء) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থ- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া সাহিত্যকর্ম। وَارِثٌ-এর বহুবচন وُرَّاثٌ، وَرَثَةٌ অর্থ- উত্তরাধিকারী, ওয়ারিছ। مِيْرَاثٌ একবচন, বহুবচন مَوَارِيْثُ 'উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি'।

لَمًّا– বাব نَصَرَ -এর মাছদার, 'একত্র করা'। যেমন لَمَّ الشَّيْئَ অর্থ- একত্র করল, কুড়াল। أَكْلاً لَمًّا 'একত্র ভক্ষণ'।

تُحِبُّوْنَ– جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছাদর إِحْبَابًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তোমরা ভালবাস, তোমরা পসন্দ কর।

الْمَالَ– ইসমে জিনস, বহুবচন أَمْوَالٌ অর্থ- ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, ঐশ্বর্য।

حُبًّا– মাছদার حُبًّا، حِبًّا বাব ضَرَبَ অর্থ- প্রীতি, ভালবাসা। حِبٌّ-এর বহুবচন حُبُوْبٌ، حُبٌّ، أَحْبَابٌ، حِبَّانٌ، حَبَبَةٌ অর্থ- বন্ধু, দোস্ত, প্রেমিক। حَبٌّ-এর বহুবচন حُبُوْبٌ، حُبَّانٌ অর্থ- শস্য।

جَمًّا– বহুবচন جِمَامٌ، جُمُوْمٌ অর্থ- প্রচুর, বিরাট পরিমাণ, সিংহভাগ। যেমন جَمًّا غَفِيْرًا অর্থ- বড় দল, প্রচুর।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১৫) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ– (فَ) ইস্তেনাফিয়া, (أَمَّا) শর্ত ও বিবরণমূলক অব্যয়। الْإِنْسَانُ মুবতাদা, إِذَا যরফিয়া, পরবর্তী يَقُوْلُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (مَا) যায়েদা বা অতিরিক্ত, إِبْتَلَاهُ رَبُّهُ জুমলাটি মা'তূফ আলাইহে, فَأَكْرَمَهُ জুমলা প্রথম মা'তূফ, وَنَعَّمَهُ দ্বিতীয় মা'তূফ فَيَقُوْلُ-এর (فَ) أَمَّا-এর জওয়াব। يَقُوْلُ জুমলাটি قَوْلٌ। (رَبِّي) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা। أَكْرَمَنِ জুমলাটি খবর মিলে مَقُوْلٌ তারপর এ জুমলাটি الْإِنْسَانُ মুবতাদার খবর। أَكْرَمَنِ-এর (ن)-এর পর (ي) ছিল, যা বিলুপ্ত করে (ن)-এ জের দেয়া হয়েছে।

(১৬) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنِ– পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১৭) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ– (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয়, (بَلْ) হরফে ইযরাব, (اِضْرَابٌ) প্রসঙ্গ পরিবর্তনবাচক অব্যয়। (لَا) নাফিয়া, تُكْرِمُوْنَ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, الْيَتِيْمَ মাফ'উলে বিহী।

(১৮) وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ– এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে।

(عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ) وَلَا تَحَاضُّوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(১৯) تَـــأْكُلُوْنَ (التُّـــرَاثَ) –وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّــــا– পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে। (التُّـــرَاثَ) ফে'লের মাফ'উলে বিহী, أَكْلًا মাফ'উলে মুতলাক, (لَمًّا) أَكْلًا-এর ছিফাত।

(২০) –وَتُحِبُّــوْنَ الْمَــالَ حُبًّــا جَمًّــا– এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে এবং তারকীবও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ১৫-১৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মান ও সুখ দান করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিযিক সংকীর্ণ করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপদস্ত করেছেন। এখানে আদম সন্তানের সংকীর্ণতা প্রমাণ হয়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًــا 'মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা, ছোট আত্মার অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার উপর যখন বিপদ আসে, তখন হতাশ হয়ে যায় এবং যখন সচ্ছলতা আসে তখন সে কৃপণতা করে' *(মা'আরিজ ১৯-২১)*। অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, মানুষকে সংকীর্ণমনা করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অত্র সূরার ২০নং আয়াতে বলা হয়েছে মানুষ সম্পদকে অপরিসীম ভালবাসে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ 'তারা কি মনে করে আমি তাদেরকে ধন, মাল ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি। আমরা কি তা দ্বারা তাদের কল্যাণই সাধন করে যাচ্ছি? না তা নয়। তারা আসল ব্যাপার বুঝে না' *(মুমিন ৫৫-৫৬)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَــرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا–

সাহল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনভাবে নিকটে থাকব। এ কথা বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইশারা করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন *(বুখারী হা/৫৩০৪)*। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আঙ্গুল দু'টি মিলিয়ে দিলেন' *(আবুদাঊদ হা/৫১৫০)*।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَشْكُوْ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ أَتُحِبُّ أَنْ يَلِيْنَ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ إِرْحَمِ الْيَتِيْمَ وَامْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ وَتُدْرِكْ حَاجَتَكَ–

আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর নরম হওয়া চাও এবং তোমার

প্রয়োজন পূরণ হওয়া চাও? তাহলে তুমি ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, তার মাথায় হাত বুলাও, তোমার খাদ্য তাকে খেতে দাও। ফলে তোমার অন্তর নরম হবে, তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে *(ছহীহুল জামে‘ হা/৮০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার রক্ষা করব; ইয়াতীম ও নারী’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৮; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১০১৫)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) হাদীছে এসেছে, আল্লাহ বলেন, আমি যাকে অর্থ-সম্পদ বেশী দিয়ে সম্মানিত করেছি, আমি তাকে সম্মান করি না। আর আমি যাকে সম্পদ কম দিয়ে অপদস্ত করেছি, তাকে অপমানিত করি না। আমি সম্মানিত করি তাকে, যাকে আমার আনুগত্য দ্বারা সম্মানিত করেছি। আর আমি অপমান করি তাকে, যাকে আমার নাফরমানী দ্বারা অপমানিত করেছি *(কুরতুবী হা/৬৩২৬, এ হাদীছের কোন সনদ নেই)*।

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুসলমানের সবচেয়ে উত্তম বাড়ী হচ্ছে যাতে ইয়াতীমের সাথে সুন্দর আচরণ করা হয়। আর মুসলমানের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাড়ী যাতে ইয়াতীমের সাথে মন্দ আচরণ করা হয় *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৯)*।

(৩) ইবনু যায়েদ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সব কিছুই ভক্ষণ করে। কোনটা তার আর কোনটা অন্যের তা সে দেখে না এবং হালাল ও হারাম জানার প্রয়োজন বোধ করে না *(দুররে মানছূর ৮/৪৬৭)*।

অবগতি

অর্থ-সম্পদ বেশী হলে মানুষ মনে করে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি কখনই সম্মান ও অসম্মানের মানদণ্ড হতে পারে না। চরিত্রের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে এবং ভাল-মন্দের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য অনুধাবন না করে সম্পদকে সম্মান ও অপমানের মানদণ্ড মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তদানীন্তন আরব সমাজে নারী ও শিশুদেরকে বঞ্চিত রাখার একটি সাধারণ রীতি ছিল। যে ব্যক্তি তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী ও অধিক প্রতাপশালী ছিল। সে নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে সমস্ত সম্পদ দখল করে বসত। আর যারা নিজের অংশ লাভের ক্ষমতা রাখত না, তাদের ভাগের সব সম্পত্তি হরণ করা হত।

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣) يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَا

يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)-

অনুবাদ : (২১) কক্ষনো নয়। যখন পৃথিবীকে কুটে কুটে গুঁড়িয়ে সমতল করা হবে। (২২) আর আপনার প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবেন, এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে আগমন করবেন। (২৩) জাহান্নামকে সেইদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে, কিন্তু সেদিন তার চেতনা লাভ কোন কাজে আসবে না। (২৪) সে বলবে, হায়! আমি যদি এ জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। (২৫) সেদিন আল্লাহ্‌র শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। (২৬) এবং তাঁর বাঁধার মত কেউ বাঁধতে পারবে না। (২৭) হে প্রশান্ত আত্মা! (২৮) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাও এমন অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিণতির জন্য সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রিয় পাত্র। (২৯) আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

دُكَّتْ– واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার دَكًّا বাব نَصَرَ অর্থ- গুঁড়িয়ে দেয়া হল, টুকরা টুকরা করে দেয়া হল।

جَاءَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার جَيْئًا، مَجِيْئًا বাব ضَرَبَ অর্থ- আসল, আগমন করল।

الْمَلَكُ– ইসমে জিনস, বহুবচন مَلَائِكُ، مَلَائِكَةٌ 'ফেরেশতা'।

صَفًّا صَفًّا– শব্দটি মূলত বাব نَصَرَ-এর মাছদার। অর্থ- সারিবদ্ধ, কাতারবন্দী। শব্দটি ইসমে জামেদ হলে অর্থ হবে সারি, কাতার। বহুবচন صُفُوْفٌ। আর ইসমে ফায়েলের অর্থে হলে অর্থ হবে সারিবদ্ধ; বহুবচন صَافُّوْنَ এবং একবচন হবে صَافٌّ।

جِيْءَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার جَيْئًا، مَجِيْئًا বাব ضَرَبَ অর্থ- আনা হবে, উপস্থিত করা হবে।

يَوْمَئِذٍ– يَوْمٌ একবচন, বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস। يَوْمِيًّا 'দৈনিক'। يَوْمًا فَيَوْمًا 'দিনের পর দিন'। ذَاتَ يَوْمٍ অর্থ- একদিন, কোন একদিন, একদা। فِى يَوْمِنَا هٰذَا অর্থ- আজকাল, বর্তমান কালে, হাল আমলে। مِنْ يَوْمِهِ অর্থ- সেই দিন থেকেই, ঐদিন হতেই।

يَتَذَكَّرُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَذَكُّرًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- উপলব্ধি করে, স্মরণ করে।

أَنّٰى– শব্দটি শর্তমূলক ও প্রশ্নমূলক অব্যয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শরত্বিয়া অবস্থায় এর অর্থ হবে 'যেখানে'। প্রশ্নমূলক হলে অর্থ হবে তিনটি- কোত্থেকে, কখন ও কিভাবে। এখানে শব্দটি 'কিভাবে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

الذِّكْرَى– বাব نَصَرَ-এর মাছদার ذِكْرَى، ذِكْرًا অর্থ- উপলব্ধি, স্মরণ, বর্ণনা, উপদেশ গ্রহণ।

قَدَّمْتُ– واحد متكلم মাযী, মাছদার تَقْدِيْمًا বাব تَفْعِيْلٌ 'অগ্রিম পাঠালাম'।

حَيَاةٌ– জীবন, প্রাণ। حَيٌّ একবচন, বহুবচন اَحْيَاءٌ অর্থ- জীবিত। বাব سَمِعَ হতে মাছদার حَيَاةً، حَيَاءً، حَيْوَانًا অর্থ- বেঁচে থাকা, জীবিত থাকা।

يُعَذِّبُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَعْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- শাস্তি দিবে, সাজা দিবে।

عَذَابٌ– একবচন, বহুবচন اَعْذِبَةٌ অর্থ- শাস্তি, সাজা।

يُوْثِقُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার إِيْثَاقًا বাব إِفْعَالٌ 'শক্তভাবে রশি দ্বারা বাঁধবে'।

وَثَاقَ– وَثَاقٌ বহুবচন وُثُقٌ অর্থ- বাঁধন, বাঁধা।

النَّفْسُ– বহুবচন نُفُوْسٌ، أَنْفُسٌ অর্থ- আত্মা, মানুষ, প্রাণী।

الْمُطْمَئِنَّةُ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার إِطْمِئْنَانًا বাব إِفْعِلَّالٌ অর্থ- সুস্থির, শান্ত, নিশ্চিত। তবে বাব إِفْعِلَالٌ ও হতে পারে।

ارْجِعِيْ– واحد مؤنث حاضر আমর, মাছদার رُجُوْعًا বাব ضَرَبَ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাও'।

رَاضِيَةً– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, অর্থ- সন্তুষ্ট, রাযী। বাব سَمِعَ হতে মাছদার رِضْوَانًا، رِضًا সন্তুষ্ট হওয়া।

مَرْضِيَّةً– واحد مؤنث ইসমে মাফ'উল। অর্থ- প্রিয়পাত্র, সন্তোষভাজন।

اُدْخُلِيْ– واحد مؤنث حاضر আমর, মাছদার دُخُوْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- প্রবেশ কর।

عِبَادِيْ– عَبْدٌ-এর বহুবচন مَعْبُوْدَاءُ، عَبُدٌ، عُبْدٌ، عِبِّدَى، عِبْدَاءُ، مَعْبَدَةٌ، أَعْبَادٌ، عِبِّدَانٌ، عِبْدَانٌ، عَبِيْدٌ، عِبَادٌ، عَبَدَةٌ، عُبْدَانٌ، أَعْبُدُ، عَبْدُوْنَ، বহুবচনের বহুবচন عَبَّدٌ، أَعْبِدَةٌ، مَعَابِدُ، أَعَابِدُ অর্থ- বান্দা, দাস।

جَنَّةٌ– একবচন, বহুবচন جَنَّاتٌ অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালিপূর্ণ বাগান, বৃক্ষরাজিপূর্ণ উদ্যান।

বাক্য বিশ্লেষণ

(২১) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا– (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার প্রকাশক অব্যয়। إِذَا যরফিয়া। পরের يَتَذَكَّرُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। دُكَّتِ ফে'লে মাযী মাজহূল, الْأَرْضُ নায়েবে

ফায়েল। دَكًّا دَكًّا তাকীদ ও মুওয়াক্কাদ মিলে মাফ‘উলে মুতলাক। জুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি।

(২২) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا– পূর্বের উপর আতফ। جَاءَ ফে‘লে মাযী, رَبُّكَ ফায়েল, صَفًّا صَفًّا তাকীদ ও মুওয়াক্কাদ মিলে الْمَلَكُ হতে হাল। (الْمَلَكُ) رَبُّكَ-এর উপর আতফ।

(২৩) وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى– (وَ) আতিফা, جِيْءَ ফে‘লে মাযী মাজহূল, يَوْمَئِذٍ এই ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। بِجَهَنَّمَ স্থান হিসাবে নায়েবে ফায়েল। يَوْمَئِذٍ পূর্বের إِذَا হতে বাদল। يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ জুমলাটি إِذَا-এর জওয়াব, (وَ) হালীয়া, أَنَّى ইসমে ইস্তিফহাম স্থান হিসাবে যবর। যরফে মাকান, উহ্য (تَنْفَعُ) ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। (لَهُ) تَنْفَعُ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। الذِّكْرَى মুবতাদা মুয়াখখার।

(২৪) يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ– জুমলাটি يَتَذَكَّرُ জুমলা হতে বাদলে ইস্তি‘মাল। (يَا) হরফে তামবীহ বা সতর্কতা প্রকাশক অব্যয়। (نِى) لَيْتَ-এর ইসম, قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ জুমলাটি لَيْتَ-এর খবর। জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

(২৫) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ– (فَ) হরফে আতিফা, (يَوْمَئِذٍ) يُعَذِّبُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক, لَا নাফিয়া, يُعَذِّبُ ফে‘লে মুযারে, عَذَابَهُ মাফ‘উলে মুতলাক, أَحَدٌ ফায়েল। وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(২৬) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً– (يَا) হরফে নিদা, النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ মাওছূফ ও ছিফাত মিলে মুনাদা, (إِلَى رَبِّكِ) ارْجِعِي-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً যথাক্রমে إِرْجِعِيْ হতে প্রথম ও দ্বিতীয় হাল।

(২৭) فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ– (فَ) হরফে আতিফা, أُدْخُلِيْ ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল, (فِيْ عِبَادِيْ) أُدْخُلِيْ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ পূর্বের উপর আতফ, (جَنَّتِيْ) أُدْخُلِيْ-এর মাফ‘উলে বিহী।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ– ‘এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দেওয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে

ফিরে না আসে, তবে তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্রধারী ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করে দিবেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকটেই উপস্থিত হবে' *(বাক্বারাহ ২১০)*।

আল্লাহ অত্র সূরার ২১নং আয়াতে বলেন, 'যখন পৃথিবীকে গুঁড়িয়ে টুকরা টুকরা করে দেয়া হবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً 'এবং পৃথিবী ও পাহাড় সমূহকে উপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে' *(হাক্কা ১৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوْسَى صَعِقًا 'অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর আলো প্রকাশ করলেন এবং তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন' *(আ'রাফ ১৪৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا 'অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদার নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি (ইয়াজুজ-মাজুজকে ঘিরে রাখার জন্য যুলকারনাইন-এর বানানো প্রাচীর) গুঁড়িয়ে টুকরা টুকরা করে দিবেন' *(কাহফ ৯৮)*।

আয়াতগুলিতে পাহাড়ের অবস্থা কেমন হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ মানুষের সামনে উপস্থিত হবেন। যুলকারনাইনের বানানো প্রাচীরটি ছিল ৫০ মাইল লম্বা, ২৯০ ফুট উঁচু এবং ১০ ফুট চওড়া।

আল্লাহ অত্র সূরার ২৭ ও ২৮নং আয়াতে বলেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চল। এ অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিণতির জন্য সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রিয়পাত্র'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ 'যারা ঈমান আনে তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। জেনে রেখ আল্লাহ্‌র যিকির এমন জিনিস যা দ্বারা অন্তর পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে' *(রা'দ ২৮)*। অত্র আয়তে বলা হয়েছে, যিকিরের মাধ্যমে আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। আর আল্লাহ মরণের সময় এ নাম ধরেই ডাকবেন।

অত্র সূরার ২৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি আমার নেক বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِيْنَ 'আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদেরকে আমি অবশ্যই নেককার লোকদের মধ্যে প্রবেশ করাব' *(আনকাবুত ৯)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সেদিন জাহান্নামকে বিচারের মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক

লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে আসবেন' *(মুসলিম হা/২৮৪২; তিরমিযী হা/২৫৭৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي وَاسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ وَجَاءَ رَبُّكَ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, তুমি পানি পান করাওনি। তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম তুমি আহার করাওনি। তারপর আপনার প্রতিপালক সবার সামনে আসবেন' *(মুসলিম হা/২৫৬৯)*।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوْتَ هَرَمًا فِيْ طَاعَةِ اللهِ لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ-

মুহাম্মাদ ইবনু উমায়রাতা নামক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর একজন ছাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন বান্দা যদি জন্ম থেকে শুরু করে মরণ পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ আনুগত্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তবুও সে ক্বিয়ামতের দিন তার সকল পুণ্যকে তুচ্ছ ও সামান্য মনে করবে। তার একান্ত ইচ্ছা হবে যে, যদি সে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আরো অনেক পূণ্য সঞ্চয় করতে পারত' *(ইবনু কাছীর হা/৭২৭৬)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসেছিলেন, তিনি তখন বলে উঠেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কি সুন্দর বাণী এটা! তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে আবু বকর! তোমাকেও এ কথাই বলা হবে *(ইবনু কাছীর হা/৭২৭৭)*।

(২) সাঈদ ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ আয়াতটি পড়ি يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ তখন আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, কী চমৎকার বাণী! তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আবু বকর! তোমাকে তোমার মরণের সময় ফেরেশতা এ কথাই বলবেন *(ইবনু কাছীর হা/৭২৭৮)*।

(৩) আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে এ দো'আটি পাঠ করতে বললেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন নাফস কামনা করছি যা আপনার সত্তার প্রতি পরিতৃপ্ত থাকে। আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনার ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং আপনার দানে তুষ্ট থাকে' *(ইবনু কাছীর হা/৭২৭৯)*।

অবগতি

এখানে প্রশান্ত আত্মা বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত মনের পূর্ণ প্রশান্তি ও স্থির মানসিকতা সহকারে নবীর দ্বীনকে নিজের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিকট হতে যে আক্বীদা ও নির্দেশ পেয়েছে, তাকে পরিপূর্ণ সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে। এসব পথে যেসব অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট, প্রতিকূলতা ও বিপদ-মুছীবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে, ঐকান্তিক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে তা সহ্য করেছে। আর অন্যান্য পথের পথিকদের দুনিয়ায় যেসব সুখ-সুবিধা, স্বার্থ-সুযোগ ও আনন্দ লাভ করতে দেখতে পেয়েছে তা হতে বঞ্চিত থাকায় তার মনে কোন ক্ষোভ বা অনুতাপ জাগেনি; বরং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করায় সে মনে পরম পরিতৃপ্তি পেয়েছে। এরূপ অবস্থাকেই এখানে নফসে 'মুতমায়িন্না' বা পরম প্রশান্তিময় আত্মা বলা হয়েছে।

সূরা আল-বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২০; অক্ষর ৩৫২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ (٤) أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا (٦) أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)-

(১) না, আমি এ শহরের কসম করছি। (২) আর হে নবী! আপনাকে এ শহরে হালাল (বৈধ) করে নেয়া হয়েছে। (৩) আর পিতার কসম করছি এবং সেই সন্তানের যে তার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। (৪) অবশ্যই আমি মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না? (৬) সে বলে, আমি প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮-৯) আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহ্বা এবং দু'টি ঠোঁট দেইনি? (১০) আমি কি তাকে দু'টি স্পষ্ট পথ দেখাইনি? (১১) কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُقْسِمُ- واحد متكلم মুযারে, মাছদার إِقْسَامًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- আমি কসম করছি, আমি শপথ করছি।

الْبَلَدِ- বহুবচন بُلْدَانٌ، بِلاَدٌ অর্থ- নগরী, শহর, দেশ। যেমন بُلْدَانُ الْعَالَمِ 'পৃথিবীর দেশ সমূহ'।

حِلٌّ- মাছদার, ইসমে ছিফাতের অর্থে, বাব ضَرَبَ হতে মাছদার حِلاًّ، حَلاَلاً অর্থ- হালাল, বৈধ। বাব نَصَرَ হতে মাছদার حَلاًّ অর্থ- অবতরণ করা। اَلْحِلُّ অর্থ- অবতরণকারী, অধিবাসী, বসবাসকারী।

وَالِدٍ- واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার وِلاَدَةً، وِلاَدًا বাব ضَرَبَ অর্থ- জন্মদাতা, পিতা।

وَلَدَ- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার وِلاَدَةً، وِلاَدًا বাব ضَرَبَ অর্থ- জন্ম দিল, জনক হল।

خَلَقْنَا- جمع متكلم মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ অর্থ- আমরা সৃষ্টি করেছি।

اَلْإِنْسَانَ– বহুবচন أَنَاسِيُّ অর্থ- মানুষ, মানব।

كَبَدٍ– ইসমে মাছদার, অর্থ- কষ্ট, ক্লেশ, মেহনত, খাটুনী। বাব مُفَاعَلَةٌ হতে মাছদার كِبَادًا، مُكَابَدَةً 'কষ্ট সহ্য করা'।

يَحْسَبُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার حَسْبًا বাব سَمِعَ অর্থ- ধারণা করে, মনে করে।

يَقْدِرُ– واحد مذكر غائب মুযারে, বাব ضَرَبَ মাছদার قَدْرًا، قُدْرَةً، مَقْدِرَةً، مَقْدُرَةً، مَقْدَرَةً، مِقْدَارًا، قَدَرَةً، قُدُوْرَةً، قُدُوْرًا، قِدْرَانًا، قَدَارًا، قِدَارًا অর্থ- সক্ষম হবে, ক্ষমতাবান হবে।

أَحَدٌ– একবচন, বহুবচন آحَادٌ অর্থ- একক, এক, অদ্বিতীয়।

يَقُوْلُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- উচ্চারণ করে, বলে। قَوْلٌ একবচন, বহুবচন أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ।

أَهْلَكْتُ– واحد متكلم মাযী, মাছদার اِهْلاَكًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- আমি ধ্বংস করেছি, উড়িয়ে দিয়েছি। هَلاَكٌ অর্থ- ধ্বংস, বিনাশ, মৃত্যু।

مَالاً– ইসমে জিনস, বহুবচন أَمْوَالٌ অর্থ- ধন, সম্পদ।

لُبَدًا– ইসমে ছিফাত, অর্থ- বিপুল সম্পদ, প্রচুর সম্পদ।

لَمْ يَرَ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার رُؤْيَةً বাব فَتَحَ অর্থ- সে দেখেনি, প্রত্যক্ষ করেনি।

أَلَمْ نَجْعَلْ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার جَعْلاً বাব فَتَحَ অর্থ- আমরা কি করিনি?

عَيْنَيْنِ– عَيْنٌ-এর দ্বিবচন, বহুবচনে عُيُوْنٌ، اَعْيُنٌ، اَعْيَانٌ বহুবচনের বহুবচন اَعْيُنَاتٌ অর্থ- চোখ, ঝর্ণা। مَعِيْنٌ-এর বহুবচন مُعُنٌ، مُعُنَاتٌ অর্থ- প্রবাহমান পানি, ঝর্ণা।

لِسَانًا– বহুবচন لِسَانَاتٌ، لُسُنٌ، أَلْسُنٌ، أَلْسِنَةٌ 'জিহ্বা'।

شَفَتَيْنِ– شَفَةٌ-এর দ্বিবচন, বহুবচনে شِفَاهٌ، شَفَهَاتٌ অর্থ- ঠোঁট, ওষ্ঠ, কিনারা। নিসবাত বা সম্পর্কের জন্য ব্যবহার হয় شَفَوِيٌّ، شَفَهِيٌّ، شَفِيٌّ 'মৌখিক'। তাছগীরের জন্য ব্যবহার হয় شُفَيْهَةٌ। إِمْتِحَانٌ شَفَوِيٌّ 'মৌখিক পরীক্ষা'।

هَدَيْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার هِدَايَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- আমি পথ দেখিয়েছি, আমি পথের নির্দেশ দিয়েছি।

النَّجْدَيْنِ– نَجْدٌ-এর দ্বিবচন, বহুবচনে أَنْجُدٌ، أَنْجَادٌ، أَنْجِدَةٌ، نُجُدٌ، نِجَادٌ، نُجُوْدٌ 'উঁচু পথ'।

اقْتَحَمَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِقْتِحَامًا বাব إِفْتِعَالٌ অর্থ- দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে পারল না, দুর্গম গিরিপথে ঢুকতে পারল না, ঝুঁকি উপেক্ষা করে ঢুকতে পারল না, বলপূর্বক ঢুকতে পারল না। مِقْحَامٌ 'দুঃসাহসী'।

الْعَقَبَةَ– বহুবচন عِقَابٌ، عَقَبَاتٌ 'দুর্গম গিরিপথ'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ– (لَا) যায়েদ বা অতিরিক্ত। أُقْسِمُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। (بِهَذَا) أُقْسِمُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (الْبَلَدِ) هَذَا হতে বাদল।

(২) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ– (وَ) হালিয়া অর্থাৎ অবস্থা প্রকাশক অব্যয় অথবা ই'তেরাযিয়া। أَنْتَ মুবতাদা, حِلٌّ খবর, (بِهَذَا) حِلٌّ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (الْبَلَدِ) هَذَا হতে বাদল।

(৩) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ– (وَ) আতিফা, وَالِدٍ প্রথম هَذَا الْبَلَدِ-এর উপর আতফ। (وَ) আতিফা, (مَا) وَالِدٍ-এর উপর আতফ। وَلَدَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, উহ্য (هُ) যমীর وَلَدَ-এর মাফ'উলে বিহী। وَلَدَ জুমলা ফে'লিয়াটি (مَا) ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(৪) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ– জুমলাটি কসমের জওয়াব। (لَ) জওয়াব এর অন্তর্ভুক্ত। قَدْ হরফে তাহক্বীক্ব, নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয়। خَلَقْنَا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, الْإِنْسَانَ মাফ'উলে বিহী। فِيْ كَبَدٍ উহ্য (كَائِنًا)-এর সাথে মুতা'আল্লিক। আর (كَائِنًا) الْإِنْسَانَ হতে হাল।

(৫) أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ– (أَ) হামযা ইস্তেফহাম, অব্যয়টি لِلْإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيْخِ অর্থ- ঘৃণা ও তিরস্কারের জন্য। يَحْسَبُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, أَنْ মূলে ছিল (أَنَّهُ) যমীরটি أَنَّ-এর ইসম। لَنْ নছব প্রদানকারী ও ভবিষ্যতের অর্থ প্রদানকারী অব্যয়, (عَلَيْهِ) يَقْدِرَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (أَحَدٌ) يَقْدِرَ-এর ফায়েল।

(৬) يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا– জুমলাটি হালিয়া। أَهْلَكْتُ জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ। أَهْلَكْتُ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। مَالًا মাফ'উলে বিহী, (لُبَدًا) مَالًا-এর ছিফাত।

(৭) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ– (أَ) অব্যয়টি ঘৃণা ও তিরস্কারের জন্য। তারকীবও অনুরূপ।

(৮) أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ– (أ) অব্যয়টি اِسْتِفْهَامٌ تَقْرِيْرِيٌّ অর্থ- প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রমাণিত করার জন্য, (لَمْ) নাফির অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয়। نَجْعَلْ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, لَهُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। عَيْنَيْنِ মাফ'উলে বিহী।

(৯) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ– (عَيْنَيْنِ) -এর উপর আতফ।

(১০) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ– (هَدَيْنَا) ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী, النَّجْدَيْنِ দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী।

(১১) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ– (فَ) হরফে আতিফা, (لَا) নাফিয়া, اقْتَحَمَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, الْعَقَبَةَ মাফ'উলে বিহী।

এমর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার প্রথমে মক্কা শহরের কসম করেন এবং কসম করার পূর্বে একটি (لَا) অক্ষর বেশী করেন, যা কসমের অর্থকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করে। অনুরূপ আল্লাহ বলেন, لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 'না, আমি ক্বিয়ামত দিবসের কসম করছি। আর না, আমি তিরস্কারকারী মনের কসম করছি' *(ক্বিয়ামাহ ১-২)*। অত্র আয়াতগুলিতে কসমের পূর্বে একটি (لَا) অক্ষর বৃদ্ধি করে কসমের মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য 'কসমই' ব্যবহার করা হয় চূড়ান্ত দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য। তারপর অতিরিক্ত (لَا) নিয়ে এসে কসমের বিষয়টিকে চূড়ান্ত সঠিক ও সত্য বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে মক্কা শহরের কসম করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ 'এ নিরাপদ শহরের কসম' *(তীন৩)*।

অত্র সূরার ৩নং আয়াতে পিতা এবং পিতা যাকে জন্ম দেয় তার কসম করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى 'এবং সেই সত্তার কসম! যিনি নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন' *(লায়ল ৩)*। উভয় আয়াতেই নারী-পুরুষের কসম করা হয়েছে। আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, 'অবশ্যই আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ 'হে মানুষ! কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন' *(ইনফিত্বার ৬-৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতীব উত্তম গঠনে' *(তীন৪)*। আল্লাহ অন্যত্র

বলেন, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ‘তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে বহন করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে’ *(আহক্বাফ ১৫)*। এখানেও মানুষের সৃষ্টির একটা অবস্থা বলা হয়েছে।

অত্র সূরার ১০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আমি মানুষকে দু’টি পথ দেখিয়েছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا ‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। আর এ কারণেই তাকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি। নিশ্চয়ই আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে’ *(ইনসান/দাহর ২-৩)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ وَلَمْ تَحْلِلْ لِيْ قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ-

১. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, এ হুকুম ক্বিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এ ঘরে যুদ্ধ করা বৈধ করা হয়নি। আমার পরে কারো জন্য হালাল করা হবে না। আমার জন্য একদিনের অল্প সময় হালাল করা হয়’ *(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী হা/৬৩৩৪)*।

عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِيْ أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيْ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ-

২. আবু শুরাইহ ‘আদাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আমর ইবনু সাঈদ (রহঃ)-কে বললেন, যখন আমর বিন সাঈদ মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, হে আমীর (মাদীনার গভর্নর)! আমাকে অনুমতি দিন। আমি আপনাকে এমন কথা শুনাব যা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের পরের দিন ইরশাদ করেছিলেন। আমার দু’টি কান ঐ কথাগুলো শুনেছে, হৃদয় সেগুলোকে ধারণ করে

রেখেছে এবং আমার চোখ দু'টি তা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন তিনি কথাগুলো বলেছিলেন, তখন তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শুকরিয়া করার পর বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে হারাম (মহাসম্মানিত) করেছেন। কোন মানুষ তাকে মহাসম্মানিত করেনি। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য মক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোন গাছ কাটা বৈধ করেননি। আল্লাহ্‌র রাসূল কর্তৃক লড়াই পরিচালনার কারণে যদি (হারামের ভিতরে) কেউ যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় তাহলে তাকে তোমরা বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে তো অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে তো আর তিনি অনুমতি দেননি। আর এ অনুমতিও কেবল শুধু আমাকে দিনের কিছু সময়ের জন্য দেয়া হয়েছিল। পুনরায় তার নিষিদ্ধিতা পুনর্বহাল হয়েছে যেমনিভাবে অতীতে ছিল। অতএব প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। আবু শুরাইহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে আমর কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, আমর বলেছিলেন, হে আবু শুরাইহ! এ বিষয়টি আমি তোমার থেকে ভাল জানি। হারাম কোন অপরাধীকে, হত্যা করে পলাতক ব্যক্তিকে এবং চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না। আবু আব্দুল্লাহ বুখারী (রহঃ) বলেন, خُرْبَةٌ শব্দের অর্থ হল بَلِيَّةٌ বা ফিতনা-ফাসাদ *(বুখারী হা/ ১৮৩২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ-

৩. ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। সুতরাং তা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। তবে আমার জন্য কেবল দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছিল। তাই এখানকার ঘাস, লতাপাতা কাটা যাবে না ও গাছ কাটা যাবে না। কোন শিকার্য জন্তুকে তাড়ানো যাবে না এবং কোন হারানো বস্তুকেও হস্তগত করা যাবে না। অবশ্য ঘোষণাকারী ব্যক্তি এ নিয়মের ব্যতিক্রম। আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! স্বর্ণকার এবং আমাদের কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাসগুলোকে বাদ রাখুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ ইযখিরকে বাদ দিয়েই'। খালিদ (রাঃ) ইকরিমা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হারামের শিকার্য জানোয়ারকে তাড়ানো যাবে না, এর অর্থ তুমি কি জান? এর অর্থ হল ছায়া হতে তাকে তাড়িয়ে তার স্থানে নামিয়ে দেয়া *(বুখারী হা/১৮৩৩)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ

৪. ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'এখন হতে আর হিজরত নেই, রয়েছে কেবল জিহাদ এবং নিয়ত। সুতরাং যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাকা হবে, এ ডাকে তোমরা সাড়া দিবে। আসমান-যমীন সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে হারাম (মহাসম্মানিত) করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত। এর কাঁটা উপড়িয়ে ফেলা যাবে না, তাড়ানো যাবে না এর শিকার্য জানোয়ারকে, ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ এ স্থানে পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নিতে পারবে না এবং কর্তন করা যাবে না এখানকার কাঁচা ঘাস ও তরুলতাগুলোকে। আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! ইযখির বাদ দিয়ে। কেননা এ তো তাদের কর্মকারদের জন্য এবং তাদের ঘরে ব্যবহারের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, ইযখির বাদ দিয়ে *(বুখারী হা/১৮৩৪)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) মাকহূল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে অসংখ্য বড় বড় নে'মত দান করেছি, যেগুলো তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। ওগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তিও তোমাদের নেই। আমি তোমাদেরকে দেখার জন্য দু'টি চোখ দান করেছি। তারপর সেই চোখের উপর গিলাফ সৃষ্টি করেছি। কাজেই হালাল জিনিসের প্রতি সেই চোখ দ্বারা তাকাও এবং নিষিদ্ধ জিনিস সামনে এলে চোখ বন্ধ করে ফেল। আমি তো তোমাদেরকে জিহ্বা দিয়েছি এবং ওর গিলাফও দিয়েছি। সুতরাং আমার সন্তুষ্টিমূলক কথা মুখ থেকে বের কর এবং অসন্তুষ্টিমূলক কথা থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখ। আমি তোমাদেরকে লজ্জাস্থান দিয়েছি এবং ওর মধ্যে পর্দা দিয়েছি। কাজেই বৈধ ক্ষেত্রে তা ব্যবহার কর। কিন্তু অবৈধ ক্ষেত্রে পর্দা স্থাপন কর। হে আদম সন্তান! আমার অসন্তুষ্টি সহ্য করার মত শক্তি তোমাদের নেই। আমার শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই' *(হাদীছটি জাল, ইবনু কাছীর হা/৭২৮১)*।

(২) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভাল-মন্দ দু'টি পথ। মন্দ পথকে তোমাদের নিকট প্রিয় করেননি ভাল পথের চেয়ে *(হাদীছটি জাল, ইবনু কাছীর হা/৭২৮২)*।

(৩) আবু রাজা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি হাসান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে বলতে শুনেছি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই ভাল-মন্দ দু'টিই পথ। মন্দ পথকে তোমাদের জন্য প্রিয় করা হয়নি ভাল পথের চেয়ে *(ইবনু কাছীর হা/৭২৮৩)*।

অবগতি

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ তাফসীরকারকগণ এর তিনটি অর্থ করেছেন। প্রথমতঃ আপনি এ শহরে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আপনার অবস্থানের কারণে এ শহরের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ শহরটি যদিও হারাম কিন্তু একটি সময় এমন আসবে যখন কিছু সময়ের জন্য এখানে যুদ্ধ করা ও দ্বীনের শত্রুদের হত্যা করা, রক্তপাত করা আপনার জন্য হালাল করে দেওয়া হবে। তৃতীয়তঃ এ শহরটি হারাম হওয়ার কারণে এখানে বন্যজন্তু হত্যা করা, গাছ-গাছালী ও ঘাস-পাতা কাটা আরাবীদের নিকট হারাম। সকলের জন্য এখানে পূর্ণ নিরাপত্তা; কিন্তু হে নবী! কেবল আপনার জন্যই কোন নিরাপত্তা নেই। এখানকার লোকেরা আপনাকে হত্যা করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণকে নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ করে নিয়েছে। আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) মনে করেন তৃতীয় অর্থটিই এখানে গ্রহণীয়। অন্যান্য সকল মুফাসসির দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি প্রমাণিত হয়।

সূরার প্রথমে যে কথাটি বলার জন্য কসম করা হয়েছে, তা সূরার পঞ্চম আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। মানুষকে অতীব কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার তাৎপর্য এই যে, তাকে দুনিয়ায় শুধু মজা লুটবার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য এ দুনিয়া শ্রম, কষ্ট ও কঠোরতা ভোগ করার স্থান। এখানে কোন মানুষই এ থেকে মুক্ত নয়।

এছাড়া মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা হতে মরা পর্যন্ত মানুষকে প্রতি পদে পদে দুঃখ, কষ্ট, শ্রম, কঠোরতা, বিপদ ও মুছীবতের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। মানুষ গর্ভপাতেও মরতে পারে, প্রসবকালেও মরতে পারে। মানুষ শৈশবকাল হতে বার্ধক্য পর্যন্ত বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়, যাতে প্রাণনাশের আশংকা থাকে। রাজাধিরাজ হলেও রাজত্ব হারানোর আশংকা থাকে। কারূণের ন্যায় বিপুল সম্পদ হলেও আরো বেশী হওয়ার আশায় রাত-দিন ছটফট করতে থাকে। এককথায় একজন মানুষও নিশ্চিন্তে তার নে'মতে ধন্য নয়। কারণ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ অশান্তি, অতৃপ্তি, বিপদাশংকা ও কঠোর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (٢٠)-

অনুবাদ : (১২) আপনি কি জানেন সে দুর্গম বন্ধুর পথটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাস মুক্ত করা। (১৪-১৬) কিংবা উপবাসের দিনে কোন নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধূলি মলিন মিসকীনকে খাবার

খাওয়ানো। (১৭) তারপর তারা শামিল হয় সে লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছে। (১৮-১৯) এ লোকেরাই ডানপন্থী। আর যারা আয়াত সমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী। (২০) তাদের উপর আগুন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَدْرَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- অবহিত করল, অবগত করল।

فَكُّ– শব্দটি মাছদার فَكًّا، فِكَاكًا، فَكَاكًا বাব نَصَرَ অর্থ- মুক্ত করা, দাস মুক্ত করা।

رَقَبَةٍ– বহুবচন أَرْقُبٌ، رَقَبٌ، رَقَبَاتٌ، رِقَابٌ অর্থ- গর্দান, ঘাড়, দাস।

اِطْعَامٌ– শব্দটি فَعَالٌ-এর ওযনে বাবে إِفْعَالٌ-এর মাছদার,অর্থ- খাদ্য খাওয়ানো, খাদ্য দান করা। طَعَامٌ একবচন, বহুবচন أَطْعِمَةٌ 'খাদ্য'।

يَوْمٍ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস। সূরা গাশিয়ার يَوْمَئِذٍ দ্রষ্টব্য।

مَسْغَبَةٍ– মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী। نَصَرَ ও ضَرَبَ হতে মাছদার سَغْبًا অর্থ- ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হওয়া। مَسْغَبَةٌ অর্থ- দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত।

يَتِيْمًا– বহুবচন أَيْتَامٌ، يَتَامَى অর্থ- অনাথ, পিতৃহীন, ইয়াতীম।

مَقْرَبَةٍ– মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী, অর্থ- আত্মীয়তা। শব্দটি বাব كَرُمَ হতে মাছদার قَرَابَةً অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া।

مِسْكِيْنًا– বহুবচন مَسَاكِيْنُ অর্থ- মিসকীন, দরিদ্র, নিঃস্ব।

مَتْرَبَةٍ– মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী, 'ধূলি'। বাব سَمِعَ হতে মাছদার تَرَبًا، مَتْرَبًا অর্থ- দরিদ্র হওয়া, ধূলিমলিন হওয়া। ছিফাতের ছীগা تَرِيْبٌ، تَرُوْبٌ বহুবচন تِرَابٌ 'দরিদ্র'।

كَانَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার كَيْنًا، كَيْنُوْنَةً বাব نَصَرَ শাব্দিক অর্থ হয়েছে। এখানে অর্থ তদুপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

آمَنُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, বাব إِفْعَالٌ মাছদার إِيْمَانًا অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল।

تَوَاصَوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার تَوَاصِيًا বাব تَفَاعُلٌ অর্থ- একে অন্যকে অছিয়ত করল, উপদেশ দিল। وَصِيَّةٌ একবচন, বহুবচন وَصَايَا অর্থ- অছিয়ত, উপদেশ, পরামর্শ।

رَحْمَةٌ، مَرْحَمَةٌ، رُحُمًا، رُحْمًـــا হতে মাছদার سَمِعَ বাব মীম অক্ষরটি মাছদার মীমী, الْمَرْحَمَةَ–
অর্থ- দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা।

صَحْبٌ، أَصْحَابٌ، صَحَبَةٌ، صِحَابٌ، صُحْبَانٌ، صِـــحَابَةٌ، বহু বচন অন্যান্য বহুবচন, أَصْحَابُ–
صَحَابَةٌ অর্থ- ওয়ালা, অধিকারী, সাথী। বহুবচনের বহুবচন أَصَاحِيْبُ। এক বচন صَاحِبٌ।

الْمَيْمَنَةَ– বহুবচন مَيَامِنُ অর্থ- ডান দিক, ডান পার্শ্ব, ডান হাত, কল্যাণ।

الْمَشْأَمَةَ- ইসম, অর্থ- বাম, বামপন্থী।

نَارٌ– বহুবচন نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ، أَنْوُرٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

مُؤْصَدَةٌ– واحد مؤنث ইসমে মাফ‘উল, মাছদার إِيْصَادًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- বন্ধ, রুদ্ধ। মাযী آَصَدَ
‘বন্ধ করল’।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَـــةُ– (وَ) إِعْتِرَاضِيَّةٌ– অর্থাৎ কথার মধ্যে যে কথা আসে তাকে বুঝানোর জন্য যে (وَ) ব্যবহার করা হয়। (مَـــا) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা, أَدْرَى ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ‘উলে বিহী। أَدْرَاكَ জুমলাটি (مَا) মুবতাদার খবর। (مَـــا) ইসমে ইস্তেফহাম, মুবতাদা, الْعَقَبَةُ খবর। এ জুমলাটি أَدْرَى ফে‘লের দ্বিতীয় মাফ‘উল।

(১৩) فَكُّ رَقَبَةٍ– মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে উহ্য هُوَ মুবতাদার খবর।

(১৪) أَوْ إِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ– (أَوْ) হরফে আতফ। (إِطْعَامٌ) فَكُّ رَقَبَـــةٍ-এর উপর আতফ, (فِيْ يَوْمٍ) إِطْعَامٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (ذِيْ مَسْغَبَةٍ) يَوْمٍ-এর ছিফাত।

(১৫) يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ– (يَتِيْمًا) إِطْعَامٌ মাছদারের মাফ‘উলে বিহী। (ذَا مَقْرَبَةٍ) يَتِيْمًا-এর ছিফাত।

(১৬) أَوْ مِـــسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَـــةٍ– (أَوْ) হরফে আতফ। (مِـــسْكِيْنًا) يَتِيمًـــا-এর উপর আতফ (ذَا مَتْرَبَةٍ) مِسْكِيْنًا-এর ছিফাত।

(১৭) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ– (ثُمَّ) হরফে আতফ, كَـــانَ ফে‘লে মাযী নাক্বেছ, যমীর তার ইসম, مِنَ الَّذِيْنَ উহ্য ثَابِتًا-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে كَـــانَ-এর খবর। آمَنُوْا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল। آمَنُـــوْا জুমলাটি الَّـــذِيْنَ ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(تَوَاصَوْا) آمَنُوْا-এর উপর আতফ, (بِالصَّبْرِ) تَوَاصَوْا-এর মুতা‘আল্লিক, تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ পূর্বের উপর আতফ।

(১৮) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ– (أُولَئِكَ) মুবতাদা, أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ খবর।

(১৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ– (وَ) হরফে আতফ। الَّذِيْنَ মুবতাদা كَفَرُوْا তার ছিলা (بِآيَاتِنَا) كَفَرُوا-এর মুতা‘আল্লিক। (هُمْ) মুবতাদা, أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ খবর। এ বাক্যটি الَّذِيْنَ মুবতাদার খবর।

(২০) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ– (عَلَيْهِمْ) খবরে মুকাদ্দাম, نَارٌ مُؤْصَدَةٌ মাউছূফ ছিফাত মিলে মুবতাদা মুয়াখখার।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

মহান আল্লাহ্র বাণী, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ‘আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন’ *(আম্বিয়া ১০৭)*। আল্লাহ অত্র সূরার ১৭নং আয়াতে বলেন, ‘তদুপরি মুমিনদের অন্ত র্ভুক্ত হওয়া, যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের ও দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই সৌভাগ্যবান। এখানে মুমিন হওয়ার গুণাবলী পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا ‘যে ব্যক্তি পরকালের ইচ্ছা করে এবং সেজন্য চেষ্টা করে সেই হচ্ছে মুমিন। তাদের চেষ্টাই আল্লাহ্র নিকটে শুকরিয়া আদায়ের নিদর্শন হিসাবে গণ্য হবে’ *(ইসরা ১৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا ‘মুমিন তারাই যে নারী-পুরুষ নেকীর কাজ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদেরকে জান্নাতের রুযী দেওয়া হবে’ *(গাফের ৪০)*। আল্লাহ অত্র সূরার ২০নং আয়াতে বলেন, ‘তাদের উপর আগুন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ‘আগুন দ্বারা তাদের ঢেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে’ *(হুমাযাহ ৮-৯)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهُ إِرْبًا مِنَ النَّارِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُعْتِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ وَبِالرِّجْلِ الرِّجْلَ وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ سَعِيْدٌ نَعَمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ لِغُلَامٍ لَهُ أَفْرَهَ غِلْمَانِهِ ادْعُ لِيْ مُطَرِّفًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ–

(১) সাঈদ ইবনু মারজানা, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিন গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ ঐ গোলামের প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। এমনকি হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থান। আলী ইবনু হুসায়েন এ হাদীছটি শুনার পর এ হাদীছের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু মারজানকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি এই হাদীছ আবু হুরায়রার নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন আলী ইবনু হুসায়েন তাঁর গোলাম মাতরাফকে ডেকে বলেন, যাও তুমি আল্লাহ্র নামে মুক্ত *(বুখারী হা/২৫১৭, ৬৭১৫)*।

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِه عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِه مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَة مُسْلِمَة أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِّنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِّنْ عِظَامِهَا مِنَ النَّارِ-

(২) আবু নাজীহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'যে মুসলমান কোন মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে, আল্লাহ তার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে ঐ মুক্তকারীর এক একটি হাড়কে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করেন। আর যে মুসলমান নারী কোন মুসলমান গোলাম নারীকে আযাদ করে, আল্লাহ তার এক একটি হাড়কে ঐ মুক্তি প্রাপ্ত দাসীর এক একটি হাড়ের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করবেন' *(ত্বাবারী হা/৩৭৩১৭, ইবনু কাছীর হা/৭২৮৫)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ بَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

(৩) আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকিরের উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে মুক্ত করে আল্লাহ ঐ গোলামটাকে তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করেন। যে ব্যক্তি ইসলামে বার্ধক্যে উপনীত হয় তার পাকা সাদা লোমগুলি তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হয়ে যাবে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৮৭)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ فَمَاتُوْا قَبْلَ أَنْ يَّبْلُغُوا الْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِه إِيَّاهُمْ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَّمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِّنْهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ-

(৪) আমর ইবনু আবাসা আস-সুলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার তিনটি সন্তান যুবক হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার আল্লাহ্র পথে একটি লোম পেকে সাদা হবে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ লোমটি তার জন্য আলো হয়ে যাবে। যে আল্লাহ্র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে ঐ তীর লক্ষস্থলে লাগুক বা না লাগুক সে একটি দাস মুক্ত করার নেকী লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি মুমিনা দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ ঐ দাসীর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর প্রত্যেক অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে দু'জোড়া দান করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দিবেন। যে দরজা দিয়ে সে খুশী প্রবেশ করবে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৮৮)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهُوَ فِدَاءُهُ مِنَ النَّارِ-

(৫) ওকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একজন মুসলমান দাসী মুক্ত করবে আল্লাহ তার কাজটি জাহান্নামের মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করবেন' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭২৯০)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ-

(৬) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুমিনা দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন' *(ইবনু কাছীর হা/৭২৯১)*।

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ-

(৭) সালমান ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'মিসকীনকে দান করলে এক নেকী হয়, আর আত্মীয়কে দান করলে ডবল নেকী হয়; ছাদাকার ও আত্মীয়তার নেকী' *(ইবনু কাছীর হা/৭২৯৩)*।

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ-

(৮) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না' *(বুখারী হা/৭৩৭৬)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ-

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা অন্যের প্রতি দয়া করে রহমান তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪১)*।

قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا-

(১০) ইবনু সারাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের অধিকার বুঝে না সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ-

(১১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একমাত্র হতভাগা, দুর্ভাগ্য ব্যক্তির মধ্যেই দয়া থাকে না' *(তিরমিযী হা/১৯২৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ-

(১২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিধবা ও মিসকীনদের সহযোগী আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায় এবং তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তির ন্যায়, যে অলস হয় না এবং এমন ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে ইফতার করে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫১)*।

অবগতি

কুরআন মাজীদে ধৈর্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুমিনের সম্পূর্ণ জীবনই ধৈর্যের জীবন। ঈমান আনার সাথেই ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সমূহ পালন করার জন্য ধৈর্য অপরিহার্য। হারাম থেকে বিরত থাকা ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়। ধৈর্য থাকলে নৈতিক অপরাধ ও পাপ কাজসমূহ পরিহার করা সম্ভব হয়। পদে পদে যে পাপের আকর্ষণ মানুষকে হাত ছানি দেয়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা ধৈর্যের বলেই সম্ভব। আল্লাহ্র আইন মানতে গেলে জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ক্ষতি ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, পক্ষান্তরে নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, স্বার্থ, আনন্দ ও সুখ-সুবিধা লাভ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে রক্ষা পাওয়ার একটি পথ ধৈর্য। নিজের প্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা হতে শুরু করে নিজের পরিবারবর্গ, বংশ-খান্দান, সমাজ, দেশ, জাতি এবং সারা দুনিয়ার জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ অবস্থায় একমাত্র ধৈর্য মানুষকে ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে।

****

সূরা আশ-শামস

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৫; অক্ষর ২৫০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (٢) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)

অনুবাদ : (১) সূর্য ও তার রৌদ্রের কসম। (২) চাঁদের কসম, যখন চাঁদ সূর্যের পিছনে পিছনে চলে। (৩) দিনের কসম, দিন যখন সূর্যকে প্রকাশ করে। (৪) রাতের কসম রাত যখন সূর্যকে আচ্ছন্ন করে। (৫) আকাশের কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি আকাশকে নির্মাণ করেছেন। (৬) পৃথিবীর কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। (৭) মানুষের কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (৮) তারপর তার আত্মায় তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। (৯) নিঃসন্দেহে সফল হল সেই যে নিজের নফসকে পবিত্র করল। (১০) এবং ব্যর্থ হল সেই, যে নফসকে কলুষিত করল।

শব্দ বিশ্লেষণ

الشَّمْسِ– বহুবচন شُمُوْسٌ 'সূর্য'। বাব تَفْعِيْلٌ হতে شَمَّسَ 'রোদে শুকালো'। تَفَعُّــلٌ বাব تَشَمَّسَ থেকে অর্থ- রোদ পোহাল।

ضُحَى– اسم ظرف অর্থ- সকালের সূর্যকিরণ, সকাল বেলা। শব্দটির মূল বর্ণ (ض، ح، و)।

اَلْقَمَرُ– একবচন, বহুবচন أَقْمَارٌ অর্থ- চন্দ্র, চাঁদ।

تَلاَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تُلُوًّا، تَلْوًا বাব نَصَرَ অর্থ- পিছনে চলল, অনুসরণ করল। تِلْوٌ 'পরবর্তী'।

النَّهَارِ– ইসম, একবচন, বহুবচন نُهُرٌ، أَنْهُرٌ অর্থ- দিন, দিবস।

جَلَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মূল বর্ণ جَلْوٌ বা جَلِيٌ মাছদার تَجْلِيَةً বাব تَفْعِيْــلٌ অর্থ- আলো প্রকাশ করল, অন্ধকার দূর করল।

اللَّيْلِ– ইসম, একবচন, বহুবচন لَيَالِي অর্থ- রাত, রাত্র।

يَغْشَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার غَشْيًا، غَشًا বাব سَمِعَ অর্থ- আবৃত করে, আচ্ছাদিত করে।

السَّمَاءِ– বহুবচন سَمٰوَاتٌ অর্থ- আকাশ, আসমান।

بَنَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার بَنْيًا، بِنَاءً বাব ضَرَبَ 'নির্মাণ করল'।

الْأَرْضِ– বহুবচন أَرْضُوْنَ، أَرَاضٍ অর্থ- মাটি, পৃথিবী।

طَحَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার طَحْوًا বাব نَصَرَ অর্থ- বিস্তৃত করল, প্রশস্ত করল।

نَفْسٍ– বহুবচন نُفُوْسٌ، أَنْفُسٌ অর্থ- আত্মা, প্রাণী, মানুষ।

سَوَّى– واحد مذكر غائب মাযী, বাব تَفْعِيْلٌ মাছদার تَسْوِيَةً অর্থ- সোজা করল, সুঠাম করল, সুবিন্যস্ত করল।

أَلْهَمَ– واحد مذكر غائب মাযী, বাব اِفْعَالٌ মূল বর্ণ (ل، ه، م), মাছদার إِلْهَامًا অর্থ- অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, এলহাম করেছেন। إِلْهَامٌ 'ইলাহী অনুপ্রেরণা'।

فُجُوْرَ– বাব نَصَرَ এর মাছদার فَجْرًا، فُجُوْرًا অর্থ- অন্যায়, অসৎকর্ম, পাপ, গোনাহ।

تَقْوَى–اِتِّقَاءً মাছদার এর ইসম, تَقْوَى অর্থ- সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আল্লাহভীতি। বাব اِفْتِعَالٌ

أَفْلَحَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِفْلَاحًا অর্থ- সফল হল, কৃতকার্য হল।

زَكَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَزْكِيَةً বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- সৎ বানালো, পবিত্র করল।

خَابَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَيْبَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- ব্যর্থ হল, অকৃতকার্য হল। বাব تَفْعِيْلٌ হতে মাছদার تَخْيِيْبًا 'ব্যর্থ করা'।

دَسَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মূল বর্ণ (د، س، و), মাছদার تَدْسِيَةً বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- তুচ্ছ করল, কলুষিত করল।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا– (وَ) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (الشَّمْسِ) وَ কসমের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য أُقْسِمُ ফে'লের মুতা'আল্লিক। (ضُحَا) الشَّمْسِ-এর উপর আতফ, (هَا) ضُحَا-এর মুযাফ ইলাইহি।

(২) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا- (الْقَمَرِ) ضُحَاهَا-এর উপর আতফ। إِذَا যরফিয়া, উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। تَلَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هَا) মাফ'উলে বিহী। تَلَاهَا জুমলাটি স্থান হিসাবে إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৩-৪) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا- জুমলা দু'টি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(৫-৭) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- আয়াতগুলো পূর্বের উপর আতফ এবং (مَا) অব্যয়টি মাওছুলা مَنْ-এর অর্থে।

(৮) فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا- (فَ) হরফে আতফ, اَلْهَمَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (هَا) মাফ'উলে বিহী, فُجُوْرَهَا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (تَقْوَاهَا) فُجُوْرَهَا-এর উপর আতফ।

(৯) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- জুমলাটি জওয়াবে কসম, আর উপরের আয়াতগুলি সব মিলে কসম। قَدْ নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয়। أَفْلَحَ ফে'লে মাযী, مَنْ ইসমে মাউছূল ফায়েল, زَكَّى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هَا) মাফ'উলে বিহী। زَكَّاهَا জুমলাটি মাওছূলের ছিলা।

(১০) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا- জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ 'সূর্য তার নির্ধারিত স্থানে চলে। মহাজ্ঞানী, পরাক্রমশালী আল্লাহ এভাবে নির্ধারণ করেছেন' *(ইয়াসীন ৩৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ '(নমরূদ তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে) আল্লাহ তো সূর্য পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, তুমি একবার সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করে দেখাও। একথা শুনে সত্যের দুশমন নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى 'উজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের কসম, রাত যখন প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়' *(যোহা ১-২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ 'সূর্যের ক্ষমতা নেই যে, চাঁদকে ধরে ফেলে, আর না রাত দিনকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারে। সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কেটে চলছে' *(ইয়াসীন ৪০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ 'রাতের কসম এবং রাত যা আচ্ছন্ন করে তার কসম, আর চাঁদের কসম, যখন পূর্ণ হয়ে যায়' *(ইনশিক্বাক ১৭-১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا 'তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, এ সময় তোমরা শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন' *(ইউনুস ৬৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا 'আর তিনি আল্লাহ যিনি রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক করেছেন আর ঘুমকে শান্তির বাহন করেছেন এবং দিনকে জীবিত হয়ে উঠার সময় করেছেন' *(ফুরক্বান ৪৭)*। আল্লাহ এখানে বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا 'আর রাতের কসম, রাত যখন দিনকে ছেয়ে নেয়' *(শামস ৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ 'আর রাতের কসম এবং রাত যা কিছু ছেয়ে নেয় তার কসম' *(ইনশিক্বাক ১৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى 'রাতের কসম, রাত যখন ছেয়ে নেয়' *(লায়ল ১)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৮নং আয়াতে বলেন, 'আমি তার পাপ ও পুণ্য তার নিকট ইলহাম করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আর আমি তাকে ভাল-মন্দ দু'টি পথ দেখিয়েছি' *(বালাদ ১০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا 'আমি মানুষকে পথ দেখিয়েছি, সে কৃতজ্ঞও হতে পারে, অকৃতজ্ঞও হতে পারে' *(দাহ্‌র ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى 'তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বল না, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কে পরহেজগার' *(নাজম ৩২)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, بَلِ اللهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا 'বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন সামান্যতম অন্যায় করা হবে না' *(নিসা ৪৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا 'তোমাদের উপর আল্লাহ দয়া ও রহমত না করলে তোমাদের কেউ কখনও নিষ্কলুষ হতে পারবে না' *(নূর ২১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الَّذِيْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 'তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার সৃষ্টিগত দেহ দান করেছেন। তারপর তাকে ভাল-মন্দ পথ দেখিয়েছেন' *(ত্বহা ৫০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, –فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ 'হে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্যকে এ দ্বীনের দিকে করে দিন। আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি স্বভাব যে স্বভাবের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُوْلَدُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক শিশু একটি ফিতরাত বা স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান বা অগ্নিপূজক রূপে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত ও স্বাভাবিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তোমরা তাদের কাউকেও কানকাটা অবস্থায় দেখতে পাও কি?' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০)*। পশু যেমন নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে; নাক-কান কাটা থাকে না, পরবর্তীতে আর নিখুঁত থাকে না। মানুষ তেমন আল্লাহ্র একত্ব প্রকাশের স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা যে ধর্ম বা স্বভাবের অনুসারী হয়, ছেলে মেয়ে সেই স্বভাব গ্রহণ করে।

عَنْ عَيَّاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ فَجَاتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ–

আইয়ায ইবনু হিমার আল-মুজাশী বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে একমুখী ও একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। তারপর শয়তান সমূহ তাদের নিকট এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে বিপথে নিয়ে গেছে' *(মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭২৯৯)*।

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيْ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ فِيْهِ النَّاسُ وَيَتَكَادَحُوْنَ فِيْهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ، أَوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ ﷺ وَأَكَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ؟ قُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَهَلْ يَكُوْنُ ذَلِكَ ظُلْمًا؟ قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْهُ فَزَعًا شَدِيْدًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ شَيْءٌ إِلاَّ وَهُوَ خَلْقُهُ وَمِلْكُ يَدِهِ، لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ. قَالَ: سَدَّدَكَ اللهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُ لِأُخْبِرَ عَقْلَكَ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ –أَوْ جُهَيْنَةَ– أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فِيْهِ وَيَتَكَادَحُوْنَ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَمْ شَيْءٌ مِمَّا يَسْتَقْبِلُوْنَ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ، وَأَكَدَّتْ بِهِ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ؟ قَالَ: بَلْ شَيْءٌ قَدْ قُضِيَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَفِيْمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ لِإِحْدَى الْمَنْزِلَتَيْنِ يُهَيِّئُهُ لَهَا، وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِيْ كِتَابِ اللهِ: وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا–

আবুল আসওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে ইমরান ইবনু হুসায়েন রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, মানুষ যা কিছু আমল করে এবং কষ্ট সহ্য করে এসবকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে? তাদের ভাগ্যে কি এরকমই লিপিবদ্ধ আছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবগতভাবে

আগামীর জন্য করে যাচ্ছে? যেহেতু তাদের কাছে নবী এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র দলীল তাদের উপর পূর্ণ এবং এজন্য এসব কিছু এভাবে করছে? আমি জবাবে বললাম, না না। বরং এসবই পূর্ব হতে নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত হয়ে আছে। ইমরান তখন বললেন, তাহলে কি এটা যুলুম হবে না? একথা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। আতঙ্কিত স্বরে বললাম, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক তো সেই আল্লাহ। সমগ্র সাম্রাজ্য তাঁরই হাতে রয়েছে। তাঁর কাজ সম্পর্কে কারো কিছু জিজ্ঞেস করার শক্তি নেই। তিনি বরং সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আমার এ জবাব শুনে ইমরান খুব খুশী হলেন, আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা দান করুন। আমি পরীক্ষামূলকভাবেই তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। শোন মুযাইনা অথবা জুহাইনা গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করে, যে প্রশ্ন আমি তোমাকে করেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে তোমার মতই উত্তর দিয়েছিলেন। লোকটি তখন বলেছিল, তাহলে আর আমাদের আমলে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আল্লাহ যাকে যে জায়গার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে সেই জায়গার অনুরূপ আমলই প্রকাশ পাবে। যদি আল্লাহ তাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, তবে জান্নাতের আমল তার জন্য সহজ হবে। আর যদি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, তবে জাহান্নামের আমল তার জন্যসহজ হবে। একথার সত্যতা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا 'কসম মানুষের এবং সেই সত্তার। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন' *(আশ-শামস ৭-৮; মুসলিম, আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩০০)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا وَقَفَ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا–

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا পাঠ করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন, অতঃপর বলতেন, اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا وَخَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا 'হে আল্লাহ! আমার 'নফসকে' আপনি তাকওয়া দান করুন। আপনিই তার অভিভাবক ও মালিক এবং তার সর্বোত্তম পবিত্রকারী' *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৩০২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا، وَقَالَ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا পাঠ করতে শুনেছি। তিনি অত্র আয়াতটি পড়ার পর বললেন, اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا 'হে আল্লাহ! আপনি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান করুন, আপনি

তাকে পবিত্র করুন। আপনি উত্তম পবিত্রকারী। আপনি তার অভিভাবক, আপনি তার প্রতিপালক' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩০৩)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا-

যায়েদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, বার্ধক্য, ভীরুতা, কৃপণতা ও কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর, তুমি তাকে পরিশুদ্ধ কর, তুমি উত্তম পরিশুদ্ধকারী। তুমি তার অভিভাবক, তুমি তার প্রতিপালক। হে আল্লাহ! এমন অন্তর থেকে আশ্রয় চাই যে তোমাকে ভয় করে না। এমন আত্মা থেকে পরিত্রাণ চাই, যে পরিতৃপ্ত হয় না। এমন ইলম হতে পরিত্রাণ চাই, যে কোন উপকারে আসে না। আর এমন দো'আ হতে পরিত্রাণ চাই, যা কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২৭২২)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এ আয়াতটি قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا পড়ার পর বলতে শুনেছি, সেই আত্মা সফল হল, যাকে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করলেন *(ইবনু কাছীর হা/৭৩০১)।*

(২) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, তিনি একদা রাতে হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বিছানায় খুঁজছিলেন, তাঁর হাত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপরে পড়ল, তখন তিনি সিজদায় ছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার আত্মাকে তাকওয়া দান কর। তুমি তাকে পবিত্র কর, তুমি উত্তম পবিত্রকারী। তুমি তার অভিভাবক, তুমি তার মাওলা' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩০৪)*।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)-

অনুবাদ : (১১) ছামূদ জাতি নিজের সীমালঙ্ঘনের ভিত্তিতে অমান্য করল। (১২) সে জাতির সর্বাপেক্ষা দুষ্ট, পাষাণ হৃদয় ও হতভাগ্য ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। (১৩) তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বললেন, সাবধান আল্লাহ্‌র উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে বাধা দিও না। (১৪) কিন্তু লোকেরা তার কথা অমান্য করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদের উপর এক ভয়ংকর বিপদ চাপিয়ে দিলেন এবং সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। (১৫) আর তিনি শাস্তি প্রদানের কারণে কোনরূপ খারাপ পরিণতির ভয় করেন না।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَذَّبَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার تَكْــذِيْبًا বাব تَفْعِيْــلٌ অর্থ- মিথ্যুক সাব্যস্ত করল, অমান্য করল, অস্বীকার করল।

ثَمُوْدُ– ছামূদ একটি গোত্রের নাম। শব্দটি মূলে ছিল গোত্রের একজন পূর্ব পুরুষের নাম।

طَغْوَى– ইসমে মাছদার, অর্থ- অবাধ্য, বিদ্রোহ, সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি।

اِنْبَعَثَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِنْبِعَاثًا বাব اِنْفِعَــالٌ অর্থ- ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগী হল।

أَشْقَى– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার شَقًا، شَقَاءً বাব سَـــمِعَ অর্থ- হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সবচেয়ে পাষাণ হৃদয়।

قَالَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার قَــوْلاً বাব نَــصَرَ অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। قَــوْلٌ একবচন, বহুবচন أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ।

رَسُوْلُ– ইসম, একবচন, বহুবচন رُسْلٌ، رُسُلٌ، أَرْسُلٌ، رُسَلاَءُ। অর্থ- দূত, রাসূল, বাণী বাহক, সংবাদ দাতা।

نَاقَةٌ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَنْــوَاقٌ، نَاقَــاتٌ، نِيَاقٌ، اَيْنُقٌ، أَوْنُقٌ، أَنْوُقٌ، أَنُوقٌ، نُوقٌ، نَاقٌ। বহুবচনের বহুবচন أَيَانِقُ، نِيَاقَاتٌ অর্থ- উটনী।

سُقْيًا– শব্দটি سَقْيٌ হতে ইসম, বহুবচন سُقْيَاتٌ অর্থ- জলদান, সেচদান, পান করানো।

عَقَرُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার عَقْــرًا বাব ضَــرَبَ অর্থ- তারা পা কেটে দিল, আহত করল, বধ করল।

دَمْدَمَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার دَمْدَمَةً বাব فَعْلَلَةٌ অর্থ- পিষ্ট করল, ধ্বংস করল, সমূলে ধ্বংস করল।

ذَنْبٌ– একবচন, বহুবচন ذُنُوْبٌ বহুবচনের বহুবচন ذُنُوْبَاتٌ অর্থ- পাপ, গুনাহ, অপরাধ।

سَوَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَسْوِيَةً বাব تَفْعِيْــلٌ অর্থ- মাটির সাথে মিশিয়ে দিল, গুঁড়িয়ে দিল।

يَخَافُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার خَوْفًا বাব سَمِعَ অর্থ- ভয় করে, ভয় পায়।

عُقْبَى– ইসমে তাফযীল, মুয়ান্নাছ عُقْبَــى، عَاقِبَةٌ، عُقْبٌ পরিণাম, পরিণতির অর্থে ব্যবহার করা হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১১) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا– জুমলাটি মুস্তানিফা, كَذَّبَتْ ফে'লে মাযী, ثَمُوْدُ ফায়েল, (بِ) সাবাবিয়া, হরফে জার, طَغْوَاهَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। তারপর كَذَّبَتْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(১২) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا– (إِذْ) যরফিয়া, অতীতকাল বাচক শব্দ। كَذَّبَتْ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক বা মাফ'উলে ফী। انْبَعَثَ বাক্যটি (إِذْ)-এর মুযাফ ইলাইহি। أَشْقَى ফায়েল, هَا মুযাফ ইলাইহি।

(১৩) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا– (فَ) হরফে আতিফা, قَالَ ফে'লে মাযী, (لَهُمْ) قَالَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। رَسُوْلُ اللهِ ফায়েল। এ পর্যন্ত قَوْلٌ আর বাকী অংশ مَقُوْلٌ। বাকী বাক্যের মূল রূপ এই ذَرُوْا عَقْرَ نَاقَةَ اللهِ وَاحْذَرُوْا سُقْيَاهَا।

(১৪) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا– (فَ) হরফে আতিফা, كَذَّبُوا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী। (عَقَرُوْهَا) كَذَّبُوْا-এর উপর আতফ। دَمْدَمَ জুমলাটিও পূর্বের উপর আতফ, (عَلَيْهِمْ) دَمْدَمَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (رَبُّهُمْ) دَمْدَمَ-এর ফায়েল, (بِذَنْبِهِمْ) دَمْدَمَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (سَوَّاهَا) دَمْدَمَ-এর উপর আতফ।

(১৫) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا– (وَ) হরফে আতিফা, (لَا) নাফিয়া, يَخَافُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, عُقْبَاهَا মাফ'উলে বিহী।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার ১৪নং আয়াতে বলেন, 'তারা ছালিহ আলাইহিস সালাম -কে অস্বীকার করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিপালক তাদের পাপের কারণে তাদের উপর এক ভয়ংকর বিপদ চাপিয়ে দিয়ে সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেললেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْ أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

'ছালিহ তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল এসেছে। এটা আল্লাহ্র উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা একে ছেড়ে দাও আল্লাহ্র যমীনে চরে বেড়াবে। কোন খারাপ উদ্দেশ্যে উটনীকে স্পর্শ কর না, অন্যথা এক কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি তোমাদের গ্রাস করবে' *(আ'রাফ ৭৩)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ-

'অতঃপর তারা উটনীর পা কেটে দিল। ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সাথে তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল এবং ছালিহকে বলে দিল, নিয়ে আস সেই শাস্তি যার ধমক তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ। যদি তুমি সত্যিই একজন রাসূল হয়ে থাক। শেষ পর্যন্ত প্রলয়ংকারী এক বিপদ এসে তাদের গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে হাঁটু গেড়ে মুখের উপর উল্টে পড়ে রইল' *(আ'রাফ ৭৭-৭৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ-

'আল্লাহ ছালিহ আলাইহিস সালাম -কে বলেন, আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য উটনী প্রেরণ করব। এখন আপনি ধৈর্য সহকারে দেখুন এবং লক্ষ্য করুন এদের কি পরিণাম হয়। আপনি তাদের বলেদিন যে, পানি তাদের মাঝে এবং উটনীর মাঝে বণ্টন হবে এবং প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ে পানি পান করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোককে ডাকল, সে উষ্ট্রীর পা কেটে দেওয়ার দায়িত্ব নিল এবং উটনীর পা কেটে দিল। তারপর দেখ আমার শাস্তি কত ভয়ানক ছিল এবং আমার সতর্কবাণী কত ভয়াবহ। আমি তাদের উপর একটি মাত্র প্রচণ্ড ধ্বনি পাঠিয়েছি, ফলে তারা নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পালার মতই ভূষি হয়ে গেল' *(ক্বামার ২৭-৩১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ 'অতঃপর ছামূদকে এক সীমালঙ্ঘনকারী প্রচণ্ড দূর্ঘটনা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে' *(হাক্কাহ ৫)*।

আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য নীচের শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

رَجْفَةٌ– প্রচণ্ডভাবে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রকম্পন, শাস্তি বা প্রচণ্ড ভূকম্পন।

صَيْحَةٌ– প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বা চীৎকার।

صَاعِقَةٌ– আযাবের প্রচণ্ড কর্কশ ধ্বনি বা প্রচণ্ড বজ্রপাত।

طَاغِيَةٌ– সীমালঙ্ঘনকারী প্রচণ্ড দুর্ঘটনা বা শক্ত ও বজ্রকঠিন শব্দ।

صَرْصَرٌ عَاتِيَةٌ– ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝা বায়ুর আঘাত।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِيْ عَقَرَهَا فَقَالَ: إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا، انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু যাম'আহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর ভাষণে ঐ উটনীর এবং ওর হত্যাকারীর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করেন إِذْ انْبَعَثَ أَشْـــقَاهَا ঐ উটনীকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠে, সে সমাজের মধ্যে আবু যাম'আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল' *(বুখারী হা/৪৯৪২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الَّذِيْ عَقَرَ النَّاقَةَ قَالَ انْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُوْ عِـــزٍّ وَمَنَعَةٍ فِيْ قَوْمِهِ كَأَبِيْ زَمْعَةَ-

ইবনু যাম'আহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, ছালিহ আলাইহিস সালাম -এর উটনী যে কেটেছিল তিনি তার নাম উল্লেখ করেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'উটনীকে হত্যা করার জন্য এমন এক লোক তৈরী হয়েছিল যে, তার গোত্রের মধ্যে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ছিল, যেমন ছিল আবু যাম'আহ' *(বুখারী হা/৩৩৭৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আম্মার ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে বলেন, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী ও নিকৃষ্ট দু'টি লোকের কথা বলছি। এক ব্যক্তি হল ছামূদ জাতির সেই নরাধম যে ছালিহ আলাইহিস সালাম -এর উটনীকে হত্যা করেছে। আর দ্বিতীয় হল ঐ ব্যক্তি যে তোমার কপালে যখম করবে, তাতে দাঁড়ী রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩০৭)*।

(২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা হিজর নামক স্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা নিদর্শন চেয়ো না। ছালিহ আলাইহিস সালাম -এর সম্প্রদায় তাঁর কাছে নিদর্শন চেয়েছিল। তখন একটি উটনী নিদর্শন হিসাবে আসল। পানি পান করার জন্য এক ঘাটে অবতরণ হত, অপর ঘাট দিয়ে বের হয়ে যেত। তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ না মানার ব্যাপারে সীমলজ্ঘন করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। তখন বিকট শব্দ তাদেরকে ধ্বংস করল। আল্লাহ তাদেরকে আসমানের নীচে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। তবে সে লোকটি হারামে ছিল। কোন একজন ছাহাবী বললেন সে কে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সে হল আবু রাগাল। লোকটি হারাম থেকে বের হওয়া মাত্র ঐ ভয়ংকর বিপদ তাকে ধরে নিল যা অন্যদেরকে ধ্বংস করেছে।

(৩) জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের যুদ্ধে হিজর নামক স্থানে অবতরণ হলেন, তখন জনগণের সামনে বক্তব্য দিলেন, তিনি বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের নবীর নিকট কোন নিদর্শন চেয়ো না। ছালিহ আলাইহিস সালাম -এর সম্প্রদায় তাদের নবীর কাছে নিদর্শন চেয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিদর্শন স্বরূপ উটনী পাঠিয়েছিলেন। উটনী এক ঘাটে পানি পানের

জন্য নামত এবং অপর ঘাট দিয়ে বের হয়ে যেত। তারা অন্য দিনে সেখানে পানি পান করত এবং দুধ পান করত। তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। আল্লাহ তিন দিনের মধ্যে শাস্তি পাঠানোর ওয়াদা করলেন। আল্লাহ্র ওয়াদা মিথ্যা হয় না। এক বিকট ভয়ংকর শব্দ হল। আল্লাহ পূর্ব পশ্চিমের সকল মানুষকে ধ্বংস করলেন। তবে তাদের একজন ব্যক্তি হারামে ছিল। হারাম তাকে আল্লাহ্র শাস্তি হতে রক্ষা করল। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সে কে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সে হচ্ছে আবু রাগাল *(হাকিম হা/৩৩০৪)*।

অবগতি

ফুজুর বা পাপাচার ও তাকওয়া এ দু'টির অনিবার্য পরিণতি হল শাস্তি ও পুরস্কার। নফসকে ফুজুর হতে পবিত্র ও তাকওয়া দ্বারা তার উৎকর্ষ সাধন করার ফল হল কল্যাণ ও সাফল্য। আর নফসকে ফুজুরের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়ার নিশ্চিত পরিণতি হল ব্যর্থতা। আর এজন্যই ছামূদ জাতিকে নমুনা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের মধ্যে ছামূদ জাতির এলাকা ছিল মক্কাবাসীদের অতি নিকটে অবস্থিত।

৯০৩৯০৩

সূরা আল-লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ২১; অক্ষর ৩৩৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١)–

অনুবাদ : (১) রাতের কসম! যখন রাত আচ্ছন্ন করে। (২) দিনের কসম! যখন দিন প্রকাশ পায়। (৩) সেই সত্তার কসম! যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। (৪) অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল দান করল এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী হতে আত্মরক্ষা করল। (৬) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নিল। (৭) আমি তাকে সহজ পথে চলার সুবিধা দিব। (৮) আর যে কার্পণ্য করল এবং বেপরোয়া হল। (৯) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল। (১০) তার জন্য আমি কঠিন ও দুষ্কর পথের সুবিধা করে দিব। (১১) তার ধন-মাল কোন কাজে লাগবে না, যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اللَّيْلِ– ইসম, একবচন, বহুবচন لَيَالِيْ অর্থ- রাত, রাত্র। لَيْلَةٌ مُقْمِرَةٌ 'চাঁদনী রাত'। لَيْلَةٌ إِضْحِيَانَةٌ 'আলোকিত রাত'।

يَغْشَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার غَشْيًا، غَشًا বাব سَمِعَ অর্থ- আবৃত করে, আচ্ছন্ন করে।

النَّهَارِ– ইসম, একবচন, বহুবচন نُهُرٌ، أَنْهُرٌ অর্থ- দিন, দিবস।

تَجَلَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মূল বর্ণ (جَلْوٌ), মাছদার تَجَلِّيًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- স্পষ্ট হল, প্রকাশ পেল।

خَلَقَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ 'সৃষ্টি করেছেন'।

الذَّكَرَ– বহুবচন ذُكُوْرٌ অর্থ- নর, পুরুষ, পুরুষ জাতীয় প্রাণী। বহুবচন ذِكَارٌ، ذُكْرَانٌ، ذُكُوْرَةٌ، ذِكَرَةٌ، ذِكَارَةٌ।

الْأُنْثَى– বহুবচন إِنَاثٌ অর্থ- নারী, মহিলা, স্ত্রী জাতীয় প্রাণী। বহুবচন أَنَاثَى، أُنُثٌ، أُنُوْثَةٌ 'নারীত্ব'।

سَعْيَ– মাছদার, বাব فَتَحَ অর্থ- চেষ্টা করা, পিছনে ছুটা।

شَتَّى– একবচনে شَتِيْتٌ অর্থ- বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্নমুখী। شَتٌّ-এর বহুবচন أَشْتَاتٌ 'ছিন্ন ভিন্ন'।

أَعْطَى– واحد مذكر غائب মাযী, মূল বর্ণ (ع، ط، و), মাছদার إِعْطَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কোন কিছু দিল, দান করল।

اتَّقَى– واحد مذكر غائب মাযী, মূল বর্ণ (و، ق، ى), মাছদার إِتِّقَاءً বাব إِفْتِعَالٌ অর্থ- আল্লাহভীরু হল, আল্লাহকে ভয় করল, মুত্তাক্বী হল।

صَدَّقَ– واحد مذكر غائب মাছদার تَصْدِيْقًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- সত্যায়ন করল, বিশ্বাস করল, সত্য বলে মেনে নিল।

الْحُسْنَى– واحد مؤنث ইসমে তাফযীল, স্ত্রী লিঙ্গ। বহুবচন حُسْنَيَاتٌ অর্থ- উত্তম, ভাল।

نُيَسِّرُ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার تَيْسِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- আমরা সুবিধা করে দিব, সহজ করে দিব, হালকা করে দিব।

اَلْيُسْرَى– واحد مؤنث ইসমে তাফযীল, বহুবচন يُسْرَيَاتٌ বাব كَرُمَ 'সহজতর'।

بَخِلَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার بَخَلاً বাব سَمِعَ অর্থ- কৃপণ হল, কার্পণ্য করল।

اسْتَغْنَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِسْتِغْنَاءً বাব إِسْتِفْعَالٌ অর্থ- বেপরোয়া হল, নিজেকে মুখাপেক্ষিহীন মনে করল।

كَذَّبَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যুক সাব্যস্ত করল।

الْعُسْرَى– واحد مؤنث ইসমে তাফযীল, বাব سَمِعَ অর্থ- কঠিনতম, জটিলতর।

يُغْنِي– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার إِغْنَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কোন কাজে আসবে না, রক্ষা করতে পারবে না।

تَرَدَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَرَدِّيًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- ধ্বংস হল, বিনাশ হল, জাহান্নামে পড়ল।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى– (وَ) কসমের জন্য ও জার প্রদানকারী অব্যয়। اللَّيْلِ মাজরূর এবং اُقْسِمُ উহ্য ফে'লের মুতা'আল্লিক। إِذَا যরফিয়া। يَغْشَى জুমলা ফে'লিয়াটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি এবং উহ্য اُقْسِمُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক।

(২) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى– জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(৩) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى– (وَ) হরফে আতফ, (مَا) মাছদারিয়া অথবা মাওছূলা, خَلَقَ ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى মাফ‘উলে বিহী। জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ।

(৪) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى– জুমলাটি কসমের জওয়াব। (سَعْيَكُمْ) إِنَّ-এর ইসম, (ل) মুযহালাকা। شَتَّى খবর।

(৫) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى– (فَ) হরফে মুস্তানিফা, أَمَّا শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয়। مَنْ ইসমে মাউছূলা মুবতাদা, أَعْطَى ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, أَعْطَى জুমলাটি ছিলা, (اتَّقَى) أَعْطَى-এর উপর আতফ।

(৬) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى– পূর্ব জুমলার উপর আতফ।

(৭) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى– (فَ) أَمَّا শর্তের জওয়াব। (سَ) ফে‘লের আলামত, ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক অব্যয়। نُيَسِّرُ ফে‘ল মুযারে, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ‘উলে বিহী। (لِلْيُسْرَى) نُيَسِّرُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক।

(৮-১০) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى– বাক্যগুলি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১১) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى– (وَ) হরফে আতিফা, (مَا) নাফিয়া, يُغْنِي ফে‘লে মুযারে, (عَنْهُ) يُغْنِي ফে‘লের মুতা‘আল্লিক, مَالُهُ ফায়েল। إِذَا যরফীয়া, يُغْنِي ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। تَرَدَّى ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল। জুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

এখানে আল্লাহ বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ‘রাতের কসম! রাত যখন আচ্ছন্ন করে’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ‘আর রাতের কসম, রাত যখন দিনকে আচ্ছন্ন করে’ *(শামস ৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ‘রাত দিনকে আচ্ছন্ন করে’ *(আ‘রাফ ৫৪)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৩ নং আয়াতে বলেন, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ‘আর সেই সত্তার কসম! যিনি নর ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ‘আর আমি তোমাদেরকে নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছি’ *(নাবা ৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

‘আর আমি সবকিছুকেই নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছি’ *(যারিয়াত ৪৯)*। আল্লাহ অত্র সূরার ১০নং আয়াতে বলেন, ‘আমি তার জন্য কঠিন ও দুষ্কর পথের সুবিধা করে দিব’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ‘আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টি নানা দিকে ফিরিয়ে দেই এবং আমি তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনের মধ্যে ছেড়ে দেই, তারা বিভ্রান্ত হয়ে, হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকে। কারণ তারা প্রথমবারও ঈমান আনেনি’ *(আন‘আম ১১০)*। এখানে বলা হয়েছে, ঈমান না আনার কারণে তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে আল্লাহ নানা ধরনের কঠিন কাজে লাগিয়ে দেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ‘অতএব এটা চূড়ান্ত সত্য যে, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তর সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেন যে, ইসলামের ধারণা করা মাত্রই মনে হয়, তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে’ *(আন‘আম ১২৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمُعَاذٍ فَهَلاَّ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى-

(১) নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মু‘আয রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু-কে বলেছিলেন, ‘কেন তুমি পাঠ করলে না সূরা ‘আলা, সূরা শামস, সূরা লায়ল?’ *(আবুদাউদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩০৮)*।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا صَالِحًا قَالَ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقْرَأُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ هَؤُلاَءِ حَتَّى شَكَّكُوْنِيْ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَصَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالَّذِي أُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ -

(২) আলকামা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিরিয়ায় আগমন করেন এবং দামেস্কের মসজিদে গিয়ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর দো‘আ করেন اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيْسًا صَالِحًا ‘হে আল্লাহ! আমাকে একজন উত্তম সাথী দান করুন’। এরপর আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কোথাকার লোক? তিনি বলেন, আমি কূফার একজন অধিবাসী। আবু

দারদা বললেন, আপনি ইবনু উম্মে আব্দকে ‘সূরা লায়লটি’ কিভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা বললেন, তিনি وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى পড়তেন। তখন আবু দারাদা বললেন, আমিও এ সূরাটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, আপনাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি সফরে আছে যার কাছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বিছানা পত্র থাকতো এবং যিনি এমন কিছু গোপনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে জ্ঞান অন্য কারো ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ভাষায় যিনি শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ আর নেই’ *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩০৯)*।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوْا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَاللهِ لَا أُتَابِعُهُمْ-

(৩) ইবরাহীম রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ-এর সাথীগণ আবু দারদা-এর খোঁজে আগমন করেন। আবু দারদাও তাঁদেরকে খোঁজ করতে করতে পেয়ে যান। অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আপনাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ-এর ক্বিরা‘আত অনুযায়ী কুরআন পাঠকারী কেউ আছেন কি? উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা সবাই তাঁর কিরআতের অনুসারী। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ-এর কির‘আত অধিক স্মরণকারী কে আছেন? তারা আলকামা-এর প্রতি ইশারা করলেন, তখন আবু দারদা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহকে সূরা লায়লটি কিভাবে পড়তে শুনেছেন। তিনি বললেন, তিনি وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى পাঠ করতেন। আবু দারদা একথা শুনে বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ জনগণ চায় যে, আমি যেন وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى পাঠ করি। আল্লাহ্‌র কসম আমি তাদের কথা মানব না *(বুখারী হা/৪৯৪৪)*।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَاهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ يَقُوْلُ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْعَمَلُ عَلَى مَا فُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَمْرٍ مُؤْتَنَفٍ قَالَ بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ-

(৪) তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, আমি শুনেছি পিতামহের নিকট আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা যেসব আমল করি তা পূর্ব হতে নির্ধারিত না নির্ধারণ হয়? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ব হতেই নির্ধারিত। তখন আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বললেন, তাহলে আমল করে কি

হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আমল যার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা তার জন্য করা সহজ করে দেয়া হবে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩১২)*।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فِيْ جِنَازَةٍ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِهِ لِلْعُسْرَى-

(৫) আলী ইবনু আবী তালিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা এক জানাযায় বাকীউল গারকাদে ছিলাম। তারপর তিনি বললেন, 'তোমাদের সকলের স্থান জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন ছাহাবী বললেন, তাহলে কি আমরা লিখার উপর ভরসা করব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমল কর, ভাল ব্যক্তির জন্য ভাল আমল সহজ করা হবে, আর মন্দ ব্যক্তির জন্য মন্দ আমল সহজ করা হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى *(বুখারী হা/৪৯৪৮; আবু দাঊদ হা/৪৬৯৪; তিরমিযী হা/২১৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৭৮)*।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِيْ جِنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَّفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - الْآيَةَ

(৬) আলী ইবনু আবী তালিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা এক জানাযায় বাকীউল গারকাদে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে বসলেন, আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম। তাঁর হাতে এক টুকরা খড়ি ছিল, যা দ্বারা তিনি মাটির উপর দাগ কাটতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের সকলের স্থান জান্নাতে ও জাহান্নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুবা সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান তা লিখা হয়েছে। একজন ছাহাবী বললেন, তাহলে কি আমরা লিখার উপর ভরসা করব এবং আমল ছেড়ে দিব? আমাদের যে সৌভাগ্যবান সে কল্যাণ পেয়ে যাবে। আর যে দুর্ভাগ্যবান সে কল্যাণ পাবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাল ব্যক্তির জন্য ভাল আমল সহজ করা হবে, আর মন্দ ব্যক্তির জন্য মন্দ আমল সহজ করা হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى *(বুখারী হা/৪৯৪৮; আবুদাউদ হা/৪৬৯৪; তিরমিযী হা/২১৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৭৮)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيْهِ أَفِيْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَإٍ أَوْ مُبْتَدَعٍ قَالَ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ-

(৭) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা যে আমল করি তা পূর্ব হতেই নির্ধারিত না নতুনভাবে নির্ধারণ হয়? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পূর্ব হতেই নির্ধারিত। হে ইবনুল খাত্তাব! আমল করতে থাক। সব আমলই সহজ। যে সৌভাগ্যবান সে সৎ আমল করবে। আর যে দুর্ভাগা সে অসৎ আমল করবে' *(তিরমিযী হা/২১৩৫; ইবনু কাছীর হা/৭৩১৫)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَعْمَلُ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ لِأَمْرٍ نَسْتَأْنِفُهُ فَقَالَ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سُرَاقَةُ فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ-

(৮) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা যে আমল করি তা পূর্ব হতেই নির্ধারিত না নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পূর্ব হতেই নির্ধারিত। তখন সোরাকা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তাহলে আমল করে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক কর্মীকে তার আমল সহজ করে দেয়া হবে' *(মুসলিম হা/২৬৪৮; ইবনু কাছীর হা/৭৩১৬)*।

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلَ غُلَامَانِ شَابَّانِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَعْمَلُ فِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ، أَوْ فِيْ شَيْءٍ يَسْتَأْنِفُ؟ فَقَالَ: بَلْ فِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ، قَالاَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ قَالَ: إِعْمَلُوْا فَكُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ الَّذِيْ خُلِقَ لَهُ، قَالاَ فَالْآنَ نَجِدُّ وَنَعْمَلُ-

(৯) বাশীর ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, দু'জন যুবক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা যেসব আমল করি তা পূর্ব থেকেই কলমে লিখিত এবং ভাগ্যে নির্ধারিত না নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ব হতেই কলমে লিখিত এবং ভাগ্যে নির্ধারিত। যুবক দু'জন বলল, তাহলে আমল করে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমল কর প্রত্যেক আমলকারীর জন্য তার ঐ আমলকে সহজ করা হবে, যে আমলের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা বলল, আমরা আমল করার চেষ্টা করব *(ত্বাবারী হা/৩৭৪৭৯)*।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَمْ شَيْءٌ نَسْتَأْنِفُهُ، قَالَ بَلْ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ قَالُوْا فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ كُلُّ امْرِئٍ مُهَيَّأٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ-

(১০) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনি কি মনে করেন আমরা যে আমল করি তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত না আমরা নতুনভাবে করি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যা কর তা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তাহলে আমল করে কি হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই আমলের ব্যবস্থা করা হবে, যে আমলের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩১৮)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ওবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে (حُسْنَى) হুসনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, (حُسْنَى) হচ্ছে জান্নাত *(ইবনু কাছীর হা/৭৩১১)*।

(২) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন সূর্য ডুবার সময় সূর্যের দু'পাশে দু'জন ফেরেশতা উপস্থিত হন এবং উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করেন, যে দো'আ মানুষ ও জিন ছাড়া সবাই শুনতে পায়। তারা দো'আ করেন 'হে আল্লাহ! দানশীলকে পূর্ণ বিনিময় প্রদান করুন এবং কৃপণের মাল ধ্বংস করে দিন' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩২০)*।

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোকের একটি খেজুরের বাগান ছিল। ঐ বাগানের একটি খেজুর গাছের শাখা একটি দরিদ্র লোকের ঘরের উপর ঝুঁকেছিল। ঐ দরিদ্র লোকটি ছিল পুণ্যবান। তার সন্তান-সন্ততিও ছিল। বাগানের মালিক খেজুর নামাতে এসে ঝুঁকে থাকা শাখার খেজুরও নির্দ্বিধায় নামিয়ে নিতো। নীচে দরিদ্র লোকটির আঙ্গিনায় পড়া খেজুরও সে কুড়িয়ে নিতো। এমনকি দরিদ্র লোকটির ছেলে-মেয়েদের কেউ দু'একটা খেজুর মুখে দিলে বাগানের ঐ মালিক তার মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ঐ খেজুর বের করে নিতো। দরিদ্র লোকটি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও, আমি এর সুব্যবস্থা করছি'। অতঃপর তিনি বাগানের মালিকের সাথে দেখা করে বললেন, 'তোমার যেই খেজুর গাছের শাখা অমুক দরিদ্র লোকের ঘরের উপর ঝুঁকে আছে সেই খেজুর গাছটি আমাকে দিয়ে দাও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সেই গাছের বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ দিবেন'। বাগানের মালিক বলল, 'ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম। কিন্তু উক্ত গাছের খেজুর আমার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয়। আমার বাগানে বহু গাছ আছে, কিন্তু ঐ গাছের মত সুস্বাদু খেজুর গাছ আর একটিও নেই'। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চুপচাপ ফিরে আসলেন। একটি লোক গোপনে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ঐ লোকটির কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! ঐ গাছটি যদি আমার হয়ে যায় এবং আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দিই তবে কি ঐ গাছের বিনিময়ে আমিও জান্নাতে একটি গাছ পেতে পারি'? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ (অবশ্যই)'। লোকটি তখন বাগানের মালিকের কাছে গেলেন। তাঁর নিজেরও একটি বাগান ছিল। প্রথমোক্ত বাগানের মালিক তাঁকে বলল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার অমুক খেজুর গাছের বিনিময়ে জান্নাতের একটি গাছ দিতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে এই জবাব দিয়েছি'। তার একথা শুনে আগন্তুক লোকটি তাকে বললেন,

'তুমি কি গাছটি বিক্রি করতে চাও'? উত্তরে লোকটি বলল, না। তবে হ্যাঁ ঈপ্সিত মূল্য যদি কেউ দেয় তবে ভেবে দেখতে পারি। কিন্তু কে দিবে সেই মূল্য? তখন আগন্তুক লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, কত মূল্য তুমি চাও? বাগান মালিক জবাব দিল, এর বিনিময়ে আমি চল্লিশটি খেজুর গাছ চাই। আগন্তুক বললেন, এটা তো বেশী হয়ে যায়? একটি গাছের বিনিময়ে চল্লিশটি গাছ। তারপর উভয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করল। কিছুক্ষণ পর আগন্তুক তাকে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমার কিছু অতিরিক্ত মূল্যেই তোমার খেজুর গাছ ক্রয় করলাম। মালিক বলল, যদি তাই হয় তবে সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে কথা পাকাপাকি করে নাও। সুতরাং কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হল এবং এইভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ পাকাপাকি হয়ে গেল। কিন্তু এতেও বাগান মালিকের খুঁৎ খুঁৎ মনোভাব কাটল না। সে বলল, দেখ ভাই, আমরা এখান হতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু বেচাকেনা সিদ্ধ হবে না। ক্রেতা বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। বাগানের মালিক বলল, আমি সম্মত হয়ে গেলাম যে তুমি আমাকে আমার এই খেজুর গাছের বিনিময়ে তোমার চল্লিশটি খেজুর গাছ প্রদান করবে। কিন্তু ভাই গাছগুলো ঘনশাখা বিশিষ্ট হওয়া চাই। ক্রেতা বলল, আচ্ছা তা দিব। তারপর সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে এ বেচাকেনা সম্পন্ন হল। তারপর তারা দু'জন পৃথক হয়ে গেল (ক্রেতা লোকটি তখন আনন্দিত চিত্তে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমি ঐ বৃক্ষের মালিকানা লাভ করেছি এবং ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম'। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন ঐ দরিদ্র লোকটির নিকট গিয়ে বললেন, এই খেজুর গাছ তোমার এবং তোমার সন্তানদের মালিকানাভুক্ত হয়ে গেল। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন যে, এ সম্পর্কেই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় *(ইবনু কাছীর হা/৭৩২০)*।

(৪) ইমাম ইবনু জারীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন যে, এ আয়াতসমূহ আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল দাস-দাসীদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর আযাদ করে দিতেন। এ ব্যাপারে একবার তাঁর পিতা আবু কোহাফা (তিনি তখনো মুসলমান হননি) বলেন, তুমি দুর্বল ও বৃদ্ধদেরকে মুক্ত করছ, অথচ যদি সবল যুবকদেরকে মুক্ত করতে তবে তারা তোমার কাজে আসতো। তারা তোমাকে সাহায্য করতে পারত এবং শত্রুদের সাথে লড়াই করতে পারত। একথা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আব্বাজান! ইহলৌকিক লাভালাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি। এরপর এখান হতে সূরা শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

অবগতি

সহজ পথ বলতে বুঝায়, সেই পথ, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ পথে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে চলতে হয় না। সে পথে চলার জন্য তাকে শক্তি সমূহ দেয়া হয়েছে। পাপ করা অবস্থায় মানুষকে প্রতিনিয়ত যে যুদ্ধ-সংঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয় এ পথে চলতে সে সবের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং মানব সমাজের সবদিকে ও সবক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আনুকূল্য, সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদার মালা দিয়ে তাকে বরণ করা হবে। যে ব্যক্তি সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করে, অপরাধ, পাপাচার, দুষ্কৃতি চরিত্রহীনতা হতে যার জীবন

পবিত্র, যার কাজকর্ম যথাযথভাবে হয়, যে ব্যক্তি কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভঙ্গের অপরাধ করে না। লোকেরা তার যুলুমের ভয়ে ভীত হয় না, নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে যার আচরণ খুবই নম্র ও ভদ্র, যার স্বভাব-চরিত্রে আপত্তিজনক কোন দোষ থাকবে না, সে যত খারাপ সমাজেই বসবাস করুক না কেন? তার সম্মান-মর্যাদা অবশ্যই স্বীকৃত হবে। তার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মন প্রশস্ত হবে। সমাজে তার মান এমন হবে যা চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনও পেতে পারে না। আল্লাহ এ কথায় বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً 'যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক সে মুমিন হলে আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন যাপন করার সুযোগ দিব' *(নাহল ৯৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا 'যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের জন্য লোকদের মনে অবশ্যই অবশ্যই ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন' *(মরিয়ম ৯৬)*।

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُوْلَى (١٣) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)-

অনুবাদ : (১২) পথ প্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমারই দায়িত্ব। (১৩) আর ইহকাল ও পরকালের সত্যিকার মালিক তো আমিই। (১৪) অতএব আমি তোমাদেরকে এ জ্বলন্ত আগুন সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত করছি। (১৫-১৬) তাতে কেউ দগ্ধ হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি যে অমান্য করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (১৭-১৮) আর সে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে পরহেজগার ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। (১৯) তার উপর কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। (২০) সে তো শুধু নিজের মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই একাজ করে। (২১) তিনি অবশ্যই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْهُدَى- মাছদার, বাব ضَرَبَ অর্থ- হেদায়াত, পথ নির্দেশনা, পথ দেখানো। বাব إِفْتِعَالٌ হতে অর্থ হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া।

اَلْآخِرَةَ- ইসম, একবচন, বহুবচন آخِرَاتٌ অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময়।

اَلْأُوْلَى- বহুবচন أُوَلٌ، أُوْلَيَاتٌ অর্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূর্ববর্তী সময়।

أَنْذَرْتُ- واحد متكلم মাযী, মাছদার إِنْذَارًا বাব إِفْعَالٌ 'আমি ভীত-সন্ত্রস্ত করলাম'।

نَارًا- বহুবচন نِيْرَانٌ، أَنْوُرٌ، نِيْرَةٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

تَلَظّٰى– واحد مؤنث غائب মুযারে, মূলে ছিল تَتَلَظّٰى মূল বর্ণ لَظِـــىٌ মাছদার تَلَظِّيًـــا অর্থ- আগুন শিখায়িত হবে। বাব تَفَعُّلٌ، اَللَّظٰى অর্থ- শিখায়িত আগুন, প্রজ্জ্বলিত আগুন, অগ্নি শিখা, জাহান্নাম।

يَصْلٰى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার صِـــلًى، صِلِيًّا বাব سَـــمِعَ অর্থ- আগুনে দগ্ধ হবে, জ্বলবে।

اَلْأَشْقٰى– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার شَـــقَاءً، شَـــقًا বাব سَـــمِعَ অর্থ- সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা, নিতান্ত দুর্ভাগা।

كَذَّبَ – واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَكْـــذِيْبًا বাব تَفْعِيْـــلٌ অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যুক সাব্যস্ত করল।

تَوَلّٰى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَوَلِّيًا বাব تَفَعُّـــلٌ অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল,বিরত থাকল, এড়িয়ে গেল।

يُجَنَّبُ– واحد مذكر غائب মুযারে মাজহূল, মাছদার تَجْنِيْبًا বাব تَفْعِيْـــلٌ অর্থ- দূরে রাখা হবে, বাঁচিয়ে নেয়া হবে।

اَلْأَتْقٰى– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার وِقَايَةً، وَقْيًا، وَاقِيَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- সবচেয়ে বড় মুত্তাকী, পরম মুত্তাকী, অত্যন্ত পরহেজগার। শব্দটি মূলে ছিল أَوْقٰى। وَاو কে تَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

يُؤْتِيْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মূল বর্ণ (ا، ت، ى), মাছদার إِيْتَـــاءً বাব إِفْعَـــالٌ অর্থ- দান করে, দেয়।

مَالٌ– একবচন, বহুবচন أَمْوَالٌ অর্থ- ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য।

يَتَزَكّٰى– واحد مذكر غائب মুযারে, মূল বর্ণ (ز، ك، ى), মাছদার تَزَكِّيًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- পবিত্র হয়, বিশুদ্ধ হয়।

أَحَدٍ– বহুবচন آحَادٌ অর্থ- কেউ, কোন, এক।

عِنْدَ– যরফে মাকান ও যামান, অর্থ- নিকটে, সময়ে, কালে, কাছে। যখন عِنْدَئِـــذٍ ব্যবহার হয়, তখন অর্থ হবে সে সময়ে। عِنْدَمَا ব্যবহার হলে অর্থ হবে যখন, যে সময়ে।

نِعْمَةٍ– ইসম, একবচন, বহুবচন نِعَمٌ ও أَنْعُمٌ অর্থ- নে'মত, অনুগ্রহ।

تُجْزٰى– واحد مؤنث غائب মুযারে মাজহূল, মাছদার جَزَاءً বাব ضَـــرَبَ অর্থ- প্রতিদান দেওয়া হবে, পুরস্কার দেওয়া হবে।

اِبْتِغَاء– শব্দটি মাছদার, বাব إِفْتِعَالٌ মূলবর্ণ (ب، غ، ى), অর্থ- চাওয়া, কামনা করা।

وَجْه– একবচন, বহুবচন وُجُوْهٌ অর্থ- চেহারা, মুখ وَجْهًا لِوَجْهٍ অর্থ- সামনা-সামনি, মুখোমুখি।

رَبٌّ– একবচন,বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহস্বামী', رَبَّةُ الْبَيْتِ অর্থ- গৃহিণী, গৃহকর্ত্রী।

الْأَعْلَى– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার عُلُوًّا বাব نَصَرَ অর্থ- উত্তম, উচ্চতম।

يَرْضَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার رِضًا বাব سَمِعَ অর্থ- সন্তুষ্ট হবেন, অচিরেই সন্তুষ্ট হবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১২) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى– জুমলাটি মুস্তানিফা। إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। عَلَيْنَا খবরে মুকাদ্দাম, (لَ) তাকীদের জন্য, (اَلْهُدَى) إِنَّ-এর ইসম।

(১৩) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُوْلَى– জুমলাটি আগের জুমলার উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(১৪) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى– (فَ) হরফে আতিফা, أَنْذَرْتُ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كُمْ) মাফ'উলে বিহী এবং نَارًا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। تَلَظَّى মূলে تَتَلَظَّى ছিল জুমলাটি نَارًا-এর ছিফাত।

(১৫) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى– (لَا) নাফিয়া, يَصْلَى ফে'ল মুযারে, (هَا) মাফ'উলে বিহী, إِلَّا আদাতে হাছর, أَدَاةُ حَصْرٍ সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়, (الْأَشْقَى) يَصْلَى ফে'লের ফায়েল।

(১৬) الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى– (الَّذِيْ) ইসমে মাউছুল, الْأَشْقَى-এর ছিফাত। كَذَّبَ মাযী, যমীর ফায়েল, كَذَّبَ জুমলাটি الَّذِيْ-এর ছিলা। (تَوَلَّى) كَذَّبَ-এর উপর আতফ।

(১৭) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى– (فَ) হরফে আতফ, (س) ফে'লের আলামত, يُجَنَّبُ মুযারে মাজহূল (هَا) মাফ'উলে বিহী, الْأَتْقَى নায়েবে ফায়েল।

(১৮) الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّى– (الَّذِيْ) الْأَتْقَى-এর ছিফাত, يُؤْتِيْ জুমলাটি الَّذِيْ ইসমে মাওছূলের ছিলা, (مَالَهُ) মাফ'উলে বিহী, يَتَزَكَّى জুমলাটি يُؤْتِيْ ফে'লের মাফ'উলে লাহু।

(১৯) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى– (وَ) হরফে আতিফা, (مَا) নাফিয়া, لِأَحَدٍ উহ্য (كَائِنَةٌ) শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম عِنْدَهُ যরফ, نِعْمَةٍ-এর সাথে

মুতা'আল্লিক। مِـــنْ হরফে জার যায়েদা, نِعْمَـــةٍ শব্দগতভাবে মাজরূর ও স্থানগতভাবে মুবতাদা, تُجْزَى মুযারে মাজহূল যমীর নায়েবে ফায়েল। تُجْزَى জুমলাটি نِعْمَةٍ-এর ছিফাত।

(২০) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّـــهِ الْـــأَعْلَى –(إِلَّا) لَكِنْ-এর অর্থে আদাতে ইস্তিছনা, إِبْتِغَـــاءَ মুস্তাছনা মুনকাতি, (وَجْهِ) إِبْتِغَـــاءَ-এর মুযাফ ইলাইহি, رَبِّ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, (الْـــأَعْلَى) رَبِّ-এর ছিফাত। আর উহ্য মুস্তাছনা মিনহুটি হচ্ছে- لاَ يُؤْتِي مَالَهُ অর্থাৎ لاَ يُؤْتِي مَالَهُ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّـــهِ الْأَعْلَى

(২১) وَلَسَوْفَ يَرْضَى –(وَ) হরফে আতিফা, (لَ) কসম এর জওয়াব। অর্থাৎ وَاللهِ سَوْفَ يَرْضَى (سَوْفَ) ভবিষ্যৎ কালবাচক অব্যয়, يَرْضَى মুযারে, যমীর ফায়েল।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার ১২নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'সঠিক পথ প্রদর্শন করা আমারই দায়িত্ব'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَـــاءَ لَهَـــدَاكُمْ أَجْمَعِـــيْنَ 'আর আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে সরল সঠিক পথ দেখানো। যখন বাঁকা চোরা পথও অনেক রয়েছে। তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে সত্য সঠিক পথে চালিত করতেন' *(নাহল ৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَـــمِيْعًا بَـــصِيْرًا 'যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার নেকীর সন্ধানী সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়ার নেকীও রয়েছে আর আখেরাতেরও নেকী রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন' *(নিসা ১৩৪)*। সুতরাং সব কল্যাণ আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, بِيَـــدِكَ الْخَيْـــرُ 'সব কল্যাণ আল্লাহ্র হাতে রয়েছে' *(আলে-ইমরান ২৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَسُبْحَانَ الَّذِيْ بِيَـــدِهِ مَلَكُـــوْتُ 'সবকিছুর ক্ষমতা আল্লাহ্র হাতে রয়েছে' *(ইয়াসীন ৮৩)*। অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, দানের প্রতিদান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًـــا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْـــرَةً 'তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত, আল্লাহ তার নেকী কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিবেন' *(বাক্বারাহ ২৪৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِالسُّوْقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِيْ هَذَا قَالَ حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيْصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ-

নুমান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি বলছিলেন, হে মানুষ আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি। তিনি কথাটি তিনবার বললেন, তিনি এ কথাটি এত উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন যে, বাজার থেকেও লোক তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছিল। তিনি এ কথা বার বার বলছিলেন, এমনকি তাঁর চাদর কাঁধ থেকে লুটে পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩২২)*।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِيْ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِيْ مِنْهَا دِمَاغُهُ-

নুমান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি 'ক্বিয়ামতের দিন যে জাহান্নামী ব্যক্তি সবচেয়ে কম শাস্তি প্রাপ্ত হবে তার দু'পায়ের নিচে দু'টুকরা আগুন রাখা হবে, ঐ আগুনের তাপে লোকটির মগজ ফুটতে থাকবে' *(বুখারী হা/৬৫৬১)*।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَّهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا-

নুমান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, 'জাহান্নামীকে সবচেয়ে হালকা শাস্তি দেয়া হবে তার দু'পায়ে আগুনের একজোড়া ফিতাযুক্ত জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। সেই আগুনের তাপে তার মাথার মগজ চুলার উপরের পাতিলের পানির মত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যদিও তাকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে। তবুও সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কাউকে দেয়া হচ্ছে না অথচ তার শাস্তিই সবচেয়ে লঘু' *(মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭৩২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوْا وَمَنْ أَبَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মত সকলেই জান্নাতে যাবে ক্বিয়ামতের দিন অস্বীকার কারী ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কে অস্বীকার করে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার নাফরমানী করে সে আমাকে অস্বীকার করে' *(বুখারী হা/৭২৮০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلَى هَذَا الَّذِيْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন যে 'ব্যক্তি আল্লাহর পথে জোড়া দান করে তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের দায়িত্বশীল ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবেন, হে আল্লাহর বান্দা! এদিকে আসুন এ দরজা সবচেয়ে উত্তম। তখন আবু বকর বললেন, কোন ব্যক্তিকে কি সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আমি মনে করছি আপনি তাদের একজন' *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু কাছীর হা/৭৩২৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

১. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একমাত্র হতভাগ্য ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে। কোন ছাহাবী বললেন, হতভাগ্য কে? নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যে আল্লাহর আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর নাফরমানী ছাড়ে না *(ইবনু কাছীর ২৬/৭৩২৫)*।

২. ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, মুশরিকেরা বেলাল রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে শাস্তি দিচ্ছিল তখন বেলাল রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলছিলেন, اَحَدٌ اَحَدٌ 'আল্লাহ একজন, আল্লাহ একজন'। এ সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বললেন, اَحَـــدٌ অর্থ আল্লাহ একজন তিনি তোমাকে পরিত্রাণ দিবেন। তারপর তিনি আবু বকরকে বললেন, আবু বাকর! আল্লাহকে এক বলে মেনে নেয়ার কারণে বেলালকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলতে চাচ্ছিলেন আবু বকর তা বুঝতে পারলেন, তারপর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন এবং এক রিত্বল (رِطْــــلٌ) স্বর্ণ নিয়ে উমাইয়ার নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, তুমি কি বেলালকে আমার নিকট বিক্রয় করবে? উমাইয়া বলল হ্যাঁ, তিনি তাকে ক্রয় করে আযাদ করলেন। মুশরিকরা বলল, বেলালের কোন অর্থ-সম্পদ তাঁর নিকট আছে বলেই আবু বকর তাকে আযাদ করলেন, তখন এ আয়াত وَمَا لِاَحَدٍ الخ নাযিল হয় *(কুরতবী হা/৬৩৫৮)*।

৩. আলী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আবু বকর-এর প্রতি দয়া করুক। তিনি আমার সাথে তাঁর মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। তিনি হিজরত করার সময় আমার সাওয়ারীর ব্যবস্থা করেছেন এবং বেলাল রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে তাঁর সম্পদ দ্বারা মুক্ত করেছেন *(কুরতবী হা/৬৩৫৯)*।

অবগতি

মানুষ দুনিয়াবী কল্যাণ পেতে চাইলে আল্লাহ্র নিকটেই পাবে। আর আখেরাতের কল্যাণ দান করাও সম্পূর্ণ আল্লাহরই ইচ্ছাধীন। এমর্মে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَـــنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِه مِنْهَـــا 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার আশায় কাজ করে, আমি তাকে দুনিয়াতেই তা

দিব, আর যে ব্যক্তি পরকালের আশায় কাজ করে আমি তাকে পরকালেই তা দিব' *(আলে ইমরান ১৪৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল চায় তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল চায় তাকে দুনিয়া হতেই আমি দান করি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কিছুই থাকে না' *(শূরা ২০)*। আবু বকর ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাজ ছিল পরকাল পাওয়ার আশায়। আর আল্লাহ তাকে পরকালে এমন কিছু দিবেন যাতে তিনি খুশি হয়ে যাবেন।

ঌঔঌঔ

সূরা আয-যুহা

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১১; অক্ষর ১৭৭।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)-

অনুবাদ : (১) উজ্জ্বল দিনের কসম (২) এবং রাতের কসম, যখন রাত প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়। (৩) হে নবী! আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অসন্তুষ্টও হননি। (৪) নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় উত্তম ও কল্যাণময়। (৫) অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত কিছু দিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম পাননি, অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন (৭) তিনি আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, তারপর তিনি পথ দেখিয়েছেন। (৮) আর আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, তারপর সচ্ছল করে দিয়েছেন। (৯) অতএব আপনি ইয়াতীমের উপর কঠোরতা করবেন না। (১০) এবং ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না। (১১) আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নে'মত প্রকাশ করতে থাকেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

الضُّحَى– ইসমে যারফ, অর্থ সকাল বেলা, সকালের সূর্যকিরণ, পূর্বাহ্ন। মূল বর্ণ (ض، ح، و)।

اللَّيْلِ– ইসম, একবচন, বহুবচন لَيَالٍ অর্থ- রাত, রাত্র।

سَجَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার سُجُوًّا، سَجْوًا বাব نَصَرَ অর্থ- রাত যখন নিঝুম হয়, প্রশান্তির সাথে নীরব হয়।

وَدَّعَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَوْدِيْعًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- বর্জন করল, পরিত্যাগ করল, ছেড়ে দিল।

رَبٌّ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা', رَبَّةُ الْبَيْتِ অর্থ- গৃহিণী, গৃহকর্ত্রী।

قَلَى– واحد مذكر غائب মাযী, মূলবর্ণ (ق، ل، و), মাছদার قِلًى বাব ضَـــرَبَ অর্থ- ঘৃণা করল, বিরূপ হল, অপসন্দ করল, ত্যাগ করল।

اَلْآخِرَةُ– একবচন, বহুবচন آخِرَاتٌ অর্থ- আখিরাত, পরকাল, পরবর্তী সময়।

خَيْرٌ– ইসমে তাফযীল, বহুবচন خُيُوْرٌ، أَخْيَارٌ শব্দটি মূলে ছিল أَخْيَـــرُ বেশী ব্যবহারের কারণে خَيْرٌ হয়েছে। অর্থ- শ্রেষ্ঠতম, অধিক ভাল।

الْأُوْلَى– বহুবচন أُوَلٌ، أُوْلَيَاتٌ অর্থ- দুনিয়া, ইহকাল, পূর্ববর্তী সময়।

يُعْطِي– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার إِعْطَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- প্রদান করে।

تَرْضَى– واحد مذكر حاضر মুযারে, মাছদার رِضًا، رُضًا، رُضْوَانًا، رِضْوَانًا، مَرْضَاةً বাব سَـــمِعَ 'আপনি সন্তুষ্ট হবেন'।

لَمْ يَجِدْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার وَجْدًا বাব ضَرَبَ 'পায়নি'।

يَتِيْمًا– বহুবচন اَيْتَامٌ، يَتَامَى অর্থ- ইয়াতীম, পিতৃহীন, অনাথ।

آوَى– واحد مذكر غائب মাযী, মূলবর্ণ (أ، و، ى), মাছদার إِيْـــوَاءً বাব إِفْعَـــالٌ অর্থ- তাকে আশ্রয় দিল, অবস্থান করল। বাব ضَرَبَ হতে অর্থ- আশ্রয় নিল।

ضَالًّا– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার ضَـــلًّا، ضَلَالًا، ضَلَالَةً বাব ضَـــرَبَ অর্থ- পথহারা ব্যক্তি, পথ সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি। ইসমে ছিফাত ضَالٌّ বহুবচন ضُلَّالٌ، ضَالُّوْنَ।

هَدَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার هَـــدْيًا، هُدًى، هِدْيَةً، هِدَايَةً বাব ضَـــرَبَ অর্থ- পথ দেখাল, পথের নির্দেশ দিল।

عَائِلًا– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার عَيْلًا، عَيْلَةً বাব ضَرَبَ বহুবচন عَالَـــةٌ অর্থ- নিঃস্ব, গরীব, অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত, দরিদ্র।

فَأَغْنَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِغْنَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তাকে ধনশালী করলেন, অভাব মুক্ত করলেন, সম্পদশালী করলেন।

لَا تَقْهَرْ– واحد مذكر حاضر নাহী, মাছদার قَهْرًا বাব فَتَحَ অর্থ- পরাভূত কর না, কঠোরতা কর না, দমন কর না, জোর কর না।

السَّائِلَ– واحد مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার سُؤَالًا، سَأَلَةً، سَآلَةً، مَسْأَلَةً، تَسْآلًا বাব فَتَحَ অর্থ- অভাবী, ভিক্ষুক, প্রশ্নকারী। سُؤَالٌ-এর বহুবচন أَسْئِلَةٌ অর্থ- প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।

لَا تَنْهَرْ– واحد مذكر حاضر নাহী, মাছদার نَهْرًا বাব فَتَحَ অর্থ- ধমক দিও না, তাড়িয়ে দিও না, তিরস্কার কর না।

نِعْمَةٌ– একবচন, বহুবচন نِعَمٌ ও أَنْعُمٌ অর্থ- নে'মত, অনুগ্রহ।

حَدِّثْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার تَحْدِيْثًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- আলোচনা করুন, খবর দিন, প্রকাশ করুন।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَالضُّحَى– (وَ) কসমের অর্থে ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (الضُّحَى) কসমের মাজরূর জার ও মাজরূর মিলে উহ্য (أُقْسِمُ) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক।

(২) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى– (وَ) হরফে আতিফা, (اللَّيْلِ) الضُّحَى-এর উপর আতফ। إِذَا যরফিয়া, কালবাচক ইসম, (أُقْسِمُ) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। سَجَى ফে'লে মাযী, উহ্য যমীর ফায়েল। এ জুমলা ফে'লিয়াটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি। তারপর মাফ'উলে ফী (أُقْسِمُ) ফে'লের।

(৩) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى– (مَا) নাফির অর্থ প্রদানকারী অব্যয় এবং কসমের জওয়াব, وَدَّعَ ফে'ল, (كَ) মাফ'উলে বিহী, رَبُّكَ ফায়েল, (وَ) হরফে আতিফা, (مَا) নাফিয়া, قَلَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি আগের জুমলার উপর আতফ।

(৪) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُوْلَى– (وَ) হরফে আতিফা, (لَ) ইবতেদার জন্য, অর্থ জোরদার করার উদ্দেশ্যে আসে। الْآخِرَةُ মুবতাদা, خَيْرٌ খবর (لَكَ) خَيْرٌ-এর সাথে মুতাআল্লিক। مِنَ الْأُوْلَى দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক।

(৫) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى– (وَ) হরফে আতিফা, (لَ) ইবতেদার জন্য, অর্থ জোরদার করার উদ্দেশ্যে আসে। سَوْفَ ফে'লের আলামত এবং ভবিষ্যৎ কালবাচক অব্যয়। (يُعْطِيْكَ) বাক্যটি উহ্য أَنْتَ মুবতাদার খবর। يُعْطِيْ ফে'লে মুযারে, (كَ) মাফ'উলে বিহী, رَبُّكَ ফায়েল। (فَ) আতিফা, تَرْضَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ।

(৬) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى–(أَ) ইস্তেফাহমিয়া, لَمْ নাফির অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয়। يَجِدْ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী, يَتِيْمًا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী। (فَ) হরফে আতিফা, آوَى জুমলা ফে'লিয়াটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ।

(৭) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى– এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ, ضَالًّا দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী।

(৮) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى– এ জুমলাটির তারকীব পূর্বের জুমলার মত।

(৯) فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ– (فَ) ফাছীহা (সূরা মাঊন দ্রষ্টব্য), (أَمَّا) শর্ত ও বিবরণ বাচক অব্যয়। (الْيَتِيْمَ) لاَ تَقْهَرْ ফে'লের মাফ'উলে বিহী মুকাদ্দাম। (فَ) أَمَّـــا-এর জওয়াব। (لاَ) নাহী ও জযম প্রদানকারী অব্যয়। تَقْهَرْ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল।

(১০) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ– এ জুমলাটির তারকীব পূর্বের জুমলার মত।

(১১) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ– (وَ) আতিফা, أَمَّا শর্ত ও বিবরণবাচক অব্যয়। জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। بِنِعْمَةِ رَبِّكَ পরবর্তী حَدِّثْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (فَ) أَمَّا-এর জওয়াব।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরায় আল্লাহ রাতের বিপরীত দিক বুঝানোর জন্য الضُّحَى শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُـــمْ نَائِمُوْنَ، أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُـــوْنَ 'জনবস্তির লোকেরা এ ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে গেছে যে, রাত্রীকালে তাদের উপর আমার শাস্তি আসবে, যখন তারা ঘুমন্ত থাকবে'। এ জনবস্তির লোকেরা এ ব্যাপারেও কি নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমার শাস্তি দিনের বেলা আসবে, যখন তারা খেলা ধুলায় মত্ত থাকবে' *(আ'রাফ ৯৭-৯৮)*। অত্র আয়াতে ضُحًّى দ্বারা দিনের প্রথমাংশকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَنْ يُحْــشَرَ النَّـــاسُ ضُـــحًى 'আর মানুষকে ক্বিয়ামতের মাঠে দিনের প্রথম ভাগে একত্রিত করা হবে' *(ত্বহা ৫৯)*। আল্লাহ অত্র সূরার ২নং আয়াতে বলেন, 'রাতের কসম, রাত যখন প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّـــى 'আর রাতের কসম, রাত যখন আচ্ছন্ন হয়। আর দিনের কসম, দিন যখন উজ্জল হয়' *(লায়ল ১-২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَـــلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِـــيْمِ 'তিনি রাতের আবরণ দূর করে প্রভাত প্রকাশ করেন, তিনি রাতকে শান্তির বাহন তৈরী করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয় অস্তের হিসাব নির্দিষ্ট করেছেন, এসব হচ্ছে পরাক্রমশালী মহা জ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমাণ' *(আন'আম ৯৬)*। অত্র আয়াতে দিনের প্রথম ভাগ এবং রাতের আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সূরার ৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لاَ يَضِلُّ رَبِّيْ وَلاَ يَنْسَى 'আমার প্রতিপালক আমাকে পথ হারা করবেন না এবং আমাকে ভুলবেন না' *(ত্বহা ৫২)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কখনো নবীগণকে ত্যাগ করেন না বা তাদের থেকে দয়ার দৃষ্টি সরান না, অথচ নবীগণ অনেক সময়

আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে বেখিয়াল থাকেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ ‘আপনি তার পূর্বে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন’ *(ইউসুফ ৩)*। পথহারা বা বেখিয়াল অর্থ তিনি কুরআন ও শরী‘আত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আল্লাহ বলেন, مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ ‘ঈমান ও কুরআন সম্পর্কে আপনার কোন অবগতি ছিল না’ *(শূরা ৫২)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُوْلُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى-

(১) আসওয়াদ ইবনু কায়েস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, আমি জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে তিনি একদিন বা দু’দিন রাতে তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য উঠতে পারেননি। এটা জানতে পেরে একজন মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তোমাকে তোমার শয়তান পরিত্যাগ করেছে, তখন আল্লাহ অত্র সূরা অবতীর্ণ করেন *(বুখারী হা/১১২৪; মুসলিম হা/১৭৯৭; তিরমিযী হা/৩৩৪৫)*।

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُوْلُ أَبْطَأَ جِبْرِيْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى-

(২) আসওয়াদ ইবনু কায়েস হতে বর্ণিত তিনি জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে শুনেছেন, তিনি বলেন, ‘জিবরাঈল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসতে দেরী করলেন, তখন মুশরিকরা বলল, মুহাম্মাদকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি অবতীর্ণ করেন’ *(মুসলিম হা/১৭৯৭, ইবনু কাছীর হা/৭৩৩১)*।

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُوْلُ: رُمِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحَجَرٍ فِيْ إِصْبَعِه فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْتِ ... وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ؟ قَالَ: فَمَكَثَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لاَ يَقُوْمُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ فَنَزَلَتْ : وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى-

(৩) আসওয়াদ ইবনু কায়েস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি জুনদুব রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু-কে বলতে শুনেছেন- যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আংগুলে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি একটি আংগুল মাত্র রক্তাক্ত হয়েছো, আর যা পেয়েছো আল্লাহ্র পথেই পেয়েছো। তখন তিনি দুই তিন দিন অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেননি। তখন জনৈক মহিলা (আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল) বলল, তোমার শয়তানকে দেখি না সে তোমাকে ত্যাগ করেছে। তখন এ সূরা নাযিল হয় *(তিরমিযী, হা/৩৩৪৫; ইবনু কাছীর হা/৭৩৩২)*। অত্র সূরায় আল্লাহ

আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলেন, আপনার জন্য ইহকালের চেয়ে পরকাল অতীব উত্তম। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ فَأَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ جَعَلْتُ أَمْسَحُ جَنْبَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا آذَنْتَنَا حَتَّى نَبْسُطَ لَكَ عَلَى الْحَصِيْرِ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا-

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন, এ কারণে তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়েগিয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আমি তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! চাটাইয়ের উপর আমাকে কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন। তিনি আমার একথা শুনে বললেন, পৃথিবীর সাথে আমার কি সম্পর্ক, আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সেই পথচারী পথিকের মত, যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে তারপর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলে যায়। পথচারী যেমন গাছের নীচে বেশীক্ষণ থাকে না, আমিও তেমন পৃথিবীতে বেশী সময় থাকব না। কাজেই দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের যে কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই। দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস প্রতারণা মাত্র *(তিরমিযী, হা/২৩৭৮; ইবনু কাছীর ৪১০৯)*। আল্লাহ অত্র সূরায় ৭নং আয়াতে বলেন, আল্লাহ আপনাকে নিঃস্ব পান, অতঃপর সম্পদশালী করেন'। এ মর্মে হাদীছ-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ-

(৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সম্পদ বেশী হলেই মানুষ ধনী হয় না বরং আত্মা ধনী হলেই মানুষ ধনী হয়' *(বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; তিরমিযী হা/২৩৭৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ-

(৬) আবাদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ইসলাম গ্রহণ করল সে সফল হল, আর যাকে বেঁচে থাকার মত রূযী দেওয়া হল এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে' *(মুসলিম হা/১০৫৪; তিরমিযী হা/২৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৮)*।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَهَبَتِ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ لَا مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ-

(৭) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, মুহাজিরগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আনছারগণ সমস্ত নেকী নিয়ে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, না, যে পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য দো'আ করতে থাকবে এবং তাদের প্রশংসা করতে থাকবে *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৪২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ-

(৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'যারা মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, তারা আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না' *(আবুদাউদ হা/৪৮১১; তিরমিযী হা/১৯৫৫)*।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أُبْلِيَ بَلَاءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ-

(৯) জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন নে'মত লাভ করার পর তার বর্ণনা করল, সে শুকরিয়া আদায় করল। আর যে তা গোপন করল, সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল' *(আবুদাউদ হা/৪৮১৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬১৮)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ-

(১০) জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কাউকে কোন অনুগ্রহ করা হলে, তার উচিৎ সম্ভব হলে ঐ অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া। আর সম্ভব না হলে উচিৎ অন্ততঃপক্ষে ঐ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা এবং তার প্রশংসা করা। যে প্রশংসা করে সে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়। আর যে ব্যক্তি প্রশাংসাও করে না এবং অনুগ্রহের কথা প্রকাশও করে না সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়' *(আবুদাউদ হা/ ৪৮১৩)*। অত্র হাদীছগুলিতে শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ : رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ، الْآيَةَ وَقَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَام : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ وَبَكَى فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللهُ يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوْءُكَ-

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ইবরাহীমের এ অংশটুকু পড়েন, فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ 'যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করবে তার ব্যাপারে

নিশ্চয়ই তুমি বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ৩৬)*। ঈসা (আঃ)-এর বাণী, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'আল্লাহ তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও নিশ্চয়ই তারা তোমার বান্দা, আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর, তাহলে তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদা ১১৮)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দু'হাত উঠালেন, তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত এবং কাঁদতে লাগলেন, তখন আল্লাহ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে বললেন, তুমি মুহাম্মাদ-এর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর সে কেন কাঁদে? অথচ বিষয়টি আল্লাহ ভাল জানেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে কাঁদার বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বললেন, জিবরাঈল তা আল্লাহকে বলে দিলেন, তখন আল্লাহ জীবরাইলকে বললেন, তুমি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট যাও এবং তাকে বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলেন, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুশী করে দিব, অখুশী করব না' *(কুরতুবী হা/২৮৭৩, ৬৩৬৬; মুসলিম হা/২০২)*।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِيْ-

(১২) মু'আবিয়া ইবনু হাকাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ সম্প্রদায়ের একজন লোক হাঁচি দিল। তখন আমি বললাম, يَرْحَمُكَ اللهُ তারা চোখ দ্বারা আমার দিকে ইশারা করল, আমি বললাম, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আমার দিকে দেখছ কেন? তারা সকলেই নিজ নিজ রানের উপর থাবা মারতে লাগল, আমি তাদের দেখে বুঝলাম তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত শেষ করলেন। আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক আমি এত সুন্দর শিক্ষা প্রদানের শিক্ষক কোনদিন দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমার উপর কঠোরতা আরোপ করলেন না, আমাকে মারলেন না গালিও দিলেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'(হে নবী!) এটা বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, আপনি মানুষের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের হয়েছেন। অন্যথা আপনি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে মানুষ আপনার পার্শ্ব হতে দূরে সরে যেত। অতএব তাদের অপরাধ মাফ করুন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং

দ্বীন-ইসলামের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা তার উপর ভরসা করে কাজ করে *(আলে ইমরান ১৫৯)*। অত্র আয়াতটি নম্র স্বভাবের শিক্ষা ও নির্দেশ প্রদানের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ আমাদের নবীকে মানুষের প্রতি কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন, উপরোক্ত আয়াত তার বাস্তব প্রমাণ। এ মর্মে নিম্নের হাদীছ প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِيْنَ قَلْبِكَ فَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ-

(১৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট তার অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি অন্তর নরম হওয়া চাও, তাহলে ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও, আর মিসকীনকে খাদ্য প্রদান কর' *(আহমাদ, মাজমা'আ ৮/১৬০)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى-

(১৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইয়াতীম নিজের হোক অথবা অন্যের হোক ইয়াতীমকে লালন-পালনকারী ও আমি জান্নাতে এরূপ থাকব। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আংগুলের প্রতি ইশারা করলেন' *(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী হা/৬৩৭০)*।

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَشْكُوْ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتحب اَنْ يَّلِيْنَ قَلْبُكَ تُدْرِكُ حَاجَتَكَ اِرْحَمِ الْيَتِيْمَ وَامْسَحْ رَأْسَهُ وَاَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ تُدْرِكْ حَاجَتَكَ-

(১৫) আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একজন লোক নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে তার অন্তরের কঠোরতার ব্যাপারে অভিযোগ করল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তোমার অন্তর নরম হওয়া চাও এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হওয়া চাও? তাহলে ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, তার মাথায় হাত বুলাও, তোমার খাদ্য হতে তাকে খাদ্য প্রদান কর। তাহলে তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে' *(ত্বাবরানী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৩২, আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৮০)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُوْنَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ فَإِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا- يَأْتِيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَالْيَتِيْمَ وَالسَّائِلَ فَلاَ تَقْهَرِ الْيَتِيْمَ وَلاَ تَنْهَرِ السَّائِلَ-

(১৬) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা যখন সাঈদের পিতার নিকট আসতাম তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর অছিয়তের স্বাগতম জানাতেন। নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, নিঃসন্দেহে মানুষ তোমাদের অনুসারী। নিশ্চয়ই মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে দ্বীন বুঝার জন্য তোমাদের নিকট আসবে। তারা তোমাদের নিকট আসলে তাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা ইয়াতীম, ভিক্ষুক হতে পারে। ইয়াতীমকে তিরস্কার কর না, ভিক্ষুককে ধমক দিও না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৭; কুরতবী হা/৬৩৭৫)*।

عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الْجُشَمِي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ أَلَــكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ-

(১৭) মালিক ইবনু নাযলা জুশামী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে বসেছিলাম তিনি আমাকে খুব নিম্নমানের পুরাতন কাপড় পরা অবস্থায় দেখলেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার অর্থ-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম, জি হ্যাঁ আমার সব ধরনের সম্পদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যেহেতু আল্লাহ আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন কাজেই সম্পদের প্রতিক্রিয়া আপনার উপর থাকা উচিৎ' *(কুরতুবী হা/৬৩৭৯)*।

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ-

(১৮) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। তিনি আরো ভালবাসেন যে, বান্দার উপর তাঁর অনুগ্রহের চিহ্ন দেখা যাক' *(আবু ইয়া'লা হা/১০৫৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্পদের চিহ্ন মানুষের উপর থাকাই হচ্ছে আল্লাহ্র দেয়া অনুগ্রহের প্রকাশ।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

১. উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু অত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সামনে তেলাওয়াত করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে তাকবীর বলার আদেশ করেন *(হাকিম হা/৩৩০৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কিছু দিন অহী আসা বিরত ছিল। অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অত্র সূরাটি নিয়ে আসলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন *(ইবনু কাছীর হা/৭৩২৯)*।

২. আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বললেন আমি মনে করছি আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেছেন *(ত্ববারী, ইবনু কাছীর হা/৭৩৩৩)*।

৩. একটি বর্ণনায় রয়েছে- যেসব ধনাগার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উম্মতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলো একে একে তাঁর উপর প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। জান্নাতে তাঁকে এক হাজার প্রাসাদ দেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাসাদে পবিত্র স্ত্রী এবং উৎকৃষ্ট মানের খাদেম রয়েছে *(হাকিম হা/৫২৬; ইবনু কাছীর হা/৭৩৩৬)*।

৪. আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা এমন আহলে বায়েত, যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মুকাবেলায় আখেরাতকে পসন্দ করেছেন। অতঃপর তিনি وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى পাঠ করেন *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৩২)*।

৫. নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর উঠে বললেন, যে ব্যক্তি অল্প পেয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে না, সে বেশী পেয়েও আল্লাহর শুকরিয়া করে না। আর যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না। আল্লাহর নে'মত স্বীকার করা এবং বর্ণনা করাও শুকরিয়া আদায় করা। আর নে'মত স্বীকার না করা কুফরী। জামা'আতবদ্ধভাবে থাকা রহমতের কারণ আর জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শাস্তির কারণ *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৪১)*।

৬. খাওলা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর খিদমত করতেন। একদা একটা কুকুরের বাচ্চা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ঘরে প্রবেশ করে এবং খাটের নীচে চলে যায়। অতঃপর তা মারা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেকদিন অপেক্ষা করেন এবং অহী আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, খাওলা আমার বাড়ীতে কি হল? জিবরাঈল কেন আমার নিকট আসছে না? খাওলা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি বললাম ঘরটি ভালভাবে দেখি এবং তা পরিস্কার করি। এ বলে আমি ঝাড়ু নিয়ে খাটের নীচের দিকে গেলাম, দেখি একটি মরা কুকুরের বাচ্চা। তা ধরে ঘরের পিছন দিকে ফেলে দিলাম। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন। দেখলাম, তাঁর দাড়ি কাঁপছে। অহী আসলে এরূপ হত। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, খাওলা আমাকে কম্বল দ্বারা চেপে ধর। তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় *(ত্বাবারানী, কুরতবী হা/৬৩৬৩)*।

৭. ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইয়াতীম যখন কাঁদে তার কাঁদার কারণে রহমানের আরশ কেঁপে উঠে। তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাকে বলেন, হে আমার ফেরেশতা! কোন ব্যক্তি এই ইয়াতীমকে কাঁদাল যার পিতাকে আমি মাটির মধ্যে গায়েব করে দিয়েছি, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ভাল জানেন। তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাকে বলেন, হে আমার ফেরেশতা! তোমরা সাক্ষী থাক, যে ব্যক্তি তাকে থামাবে, যে ব্যক্তি তাকে সন্তুষ্ট করবে, আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করব *(কুরতুবী হা/৬৩৭১)*।

৮. আব্দুল্লাহ মুযানী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাকে সম্পদ দেয়া হয়েছে তার উপর সম্পদের চিহ্ন দেখা না গেলে তাকে বলা হয়, সে আল্লাহ্‌র সাথে কঠোর শত্রুতা রাখে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বিরোধিতা করে *(কুরতুবী হা/৬৩৭৭)*।

৯. আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীমকে আদর করে জড়িয়ে ধরে এবং তার খরচ বহন করে তার ব্যয়ভারের জন্য নিজেই যথেষ্ট হয়, সে ইয়াতীম তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায় তার জন্য প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী হয় *(কুরতুবী হা/৬৩৭২)*।

১০. আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে তোমাদের কোন ব্যক্তি তাকে ভিক্ষা প্রদান করতে বাধা দেয় না যেন, যদিও তার হাতে স্বর্ণের দু'টি গয়না থাকে *(কুরতুবী হা/৬৩৭৩)*।

১১. নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা ভিক্ষুককে অল্প কিছু হলেও দিয়ে ফেরত দাও। আর কিছু না থাকলে ভাল কথার মাধ্যমে ফেরত দাও। তোমাদের নিকট ভিক্ষুক আসেন অর্থাৎ আল্লাহ আসেন। তিনি মানুষ জিন কিছুই নন। আল্লাহ যেসব সম্পদের মালিক করেছেন, সে ব্যাপারে তোমরা কি করছ আল্লাহ তা দেখছেন *(কুরতুবী হা/৬৩৭৪)*।

১২. নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, একটি বিষয়ে আমি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, যা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) -কে দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) -এর সাথে কথা বলেছেন, দাউদের জন্য পাহাড়কে অনুগত করেছেন, যা তাসবীহ পাঠ করে। অমুককে দিয়েছেন, অমুককে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ বললেন, আপনাকে কি ইয়াতীম পাইনি, পরে আশ্রয় দিয়েছি। আপনাকে কি পথহারা পাইনি? পরে পথ দেখিয়েছি। আপনাকে কি নিঃস্ব পাইনি? পরে ধনী করেছি। আপনার অন্তরকে কি খুলে দেইনি? আপনাকে এমন কিছু দিয়েছি, যা পূর্বে কাউকে দেইনি। আর তা হচ্ছে সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত। আমি কি আপনাকে দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করিনি? যেমন ইবরাহীমকে করেছি। আমি বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহ! *(কুরতুবী হা/৬৩৭৬)*।

অবগতি

ضَالًّا শব্দটি ضَـــلَالَةٌ হতে নির্গত। আরবী ভাষায় শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। তার একটি হল গোমরাহী, পথ ভ্রষ্টতা। দ্বিতীয় অর্থ হল পথের সন্ধান না জানা। বিভিন্ন পথের মুখে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা; কোন দিকে বা কোন পথে যেতে হবে তা ঠিক করতে না পারা। পথ হারিয়ে ফেলাও এর অন্যতম অর্থ। আরবীতে বলা হয়, ضَلَّ الْمَاءُ فِــيْ اللَّــبَنِ 'পানি দুধের মধ্যে হারিয়ে গেছে'। মরুভূমির বুকে একাকী যে গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে, যার আশে পাশে অন্য কোন গাছ থাকে না তাকে ضَـــلَالٌ বলা হয়। যে জিনিস ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাকে বুঝানোর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখানে আল্লাহ তাকে আক্বীদা-বিশ্বাস বা আমলের দিকে পথভ্রষ্ট পেয়েছেন এটা হতে পারে না। তবে সত্য দ্বীন এবং তার নিয়ম ও আইন-কানূন তার জানা ছিল না। এজন্য আল্লাহ বলেন, 'আপনাকে পথহারা পেয়েছি, পরে পথ দেখিয়েছি'।

৯০৫৯০৫

সূরা আল-ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৮; অক্ষর ১০৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)-

অনুবাদ : (১) আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি? (২-৩) আমি আপনার উপর হতে দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। (৪) আর আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছি। (৫) প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ত তাও রয়েছে। (৬) নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। (৭) অতএব যখনই আপনি অবসর পাবেন তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করুন। (৮) এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট গভীরভাবে কাকুতি-মিনতি করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَلَمْ نَشْرَحْ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার شَرْحًا বাব فَــتَحَ অর্থ- আমি প্রশস্ত করিনি কি? আমি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিনি কি?

صَدْرٌ– বহুবচন صُدُوْرٌ অর্থ- বক্ষ, বুক, সিনা।

وَضَعْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার وَضْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- আমি বোঝা নামালাম, আমি ভার মুক্ত করলাম।

وِزْرٌ– বহুবচন اَوْزَارٌ অর্থ- বোঝা, ভার, দায়িত্ব, পাপ।

أَنْقَضَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِنْقَاضًا বাব إِفْعَــالٌ অর্থ- ভেঙ্গে দিল, বোঝা চাপাল, পিঠকে ভারগ্রস্ত করল।

ظَهْرٌ– বহুবচন ظُهُوْرٌ، أَظْهُرٌ، ظُهْرَانٌ অর্থ- পিঠ, পৃষ্ঠ। ظُهَارٌ ‘পিঠের ব্যথা’।

وَرَفَعْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার رَفْعًا বাব فَــتَحَ অর্থ- আমি মর্যাদা বৃদ্ধি করলাম, খ্যাতি বৃদ্ধি করলাম।

ذِكْرٌ– বহুবচন ذُكُوْرٌ অর্থ- সুখ্যাতি, মর্যাদা, প্রশংসা, উপদেশ।

اَلْعُسْرِ– বাব سَمِعَ-এর মাছদার। عَسَرًا، عُسْرًا، مَعْسُوْرًا অর্থ- কষ্ট, কাঠিন্য, জটিলতা। যেমন لَعَسَّرَ عَلَيْهِ الْاَمْرُ 'বিষয়টি তার পক্ষে কঠিন হল'।

يُسْرًا– বাব كَرُمَ-এর মাছদার। আর বাব سَمِعَ থেকে মাছদার يَسَرًا অর্থ- শান্তি, সুখ, সহজতা।

فَرَغْتَ– واحد مذكر حاضر মাযী, মাছদার فَرَاغًا বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ অর্থ- যখন অবসর পাবেন, সমাপ্ত করবেন, ফুরসত পাবেন।

فَانْصَبْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার نَصَبًا বাব سَمِعَ 'কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করুন'।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক।

ارْغَبْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার رَغْبَةٌ বাব سَمِعَ 'গভীরভাবে কাকুতি-মিনতি করুন'। যেমন رَغِبَ إِلَيْهِ 'তার কাছে কাকুতি-মিনতি করল', رَغِبَ فِيْهِ 'আগ্রহী হল', رَغِبَ عَنْهُ 'অনাগ্রহী হল'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ–(أَ) ইস্তিফহাম বা জিজ্ঞাসা বোধক অব্যয়। لَمْ নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়, نَشْرَحْ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (لَكَ) نَشْرَحْ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। صَدْرَ মাফ'উলে বিহী, (كَ) صَدْرَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(২) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ– (وَ) হরফে আতফ। وَضَعْنَا ফে'লে মাযী। (نَا) যমীর ফায়েল, (عَنْكَ) وَضَعْنَا-এর সাথে মুতা'আল্লিক। وِزْرَ মাফ'উলে বিহী, (كَ) وِزْرَ-এর মুযাফে ইলইহি।

(৩) الَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ– (الَّذِيْ) وِزْرَكَ-এর ছিফাত। أَنْقَضَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, ظَهْرَ মাফ'উলে বিহী (كَ) ظَهْرَ-এর মুযাফ ইলাইহি, أَنْقَضَ জুমলাটি الَّذِيْ ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(৪) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ– (وَ) হরফে আতিফা, رَفَعْنَا ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, (لَكَ) رَفَعْنَا-এর সাথে মুতা'আল্লিক, ذِكْرَكَ মাফ'উলে বিহী, (كَ) ذِكْرَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৫) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– (فَ) হরফে আতিফা, এখানে মা'তূফ আলাইহি উহ্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে- (خَوَّلْنَاكَ مَا خَوَّلْنَاكَ فَلاَ يُخَامِرُكَ الْيَأْسُ، فَإِنَّ مَعَ الخ) 'আমি আপনাকে যা দান করার করেছি। অতএব হতাশা যেন আপনাকে আচ্ছন্ন না করে'। কারণ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'জটিলতার

পরেই রয়েছে সহজতা'। مَعَ الْعُسْرِ উহ্য (كَـائِنٌ) শিবহু ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে (إِنَّ)-এর খবরে মুকাদ্দাম। (يُسْرًا) إِنَّ-এর ইসমে মুয়াখ্খার।

(৬) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– এ আয়াতের উহ্য ইবারত এভাবে হতে পারে إِنَّ مَعَ انْقِضَاءِ الْعُـــسْرِ يُسْرًا এখানে (مَعَ) মুযাফ, انْقِضَاءِ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, الْعُسْرِ মুযাফ ইলাইহি। সব মিলে إِنَّ-এর খবরে মুকাদ্দাম, (يُسْرًا) إِنَّ-এর ইসমে মুয়াখ্খার।

(৭) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ– (فَ) মুস্তানিফা, (إِذَا) ভবিষ্যতকাল জ্ঞাপক ইসম শর্তের জন্য। فَرَغْتَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (فَ) শর্তের জওয়াবের জন্য, انْـــصَبْ ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল। এ জুমলা ফে'লিয়াটি (إِذَا)-এর জওয়াব।

(৮) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ– (وَ) হরফে আতিফা, (إِلَى رَبِّكَ) ارْغَبْ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَـــدْرَهُ لِلْإِسْـــلَامِ 'অতএব এটা অকাট্য সত্য যে, আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন' *(আন'আম ১২৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَـــلَالٍ مُّبِـــيْنٍ 'এখন যে ব্যক্তির বক্ষ আল্লাহ তা'আলা ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত একটি আলোকের অনুসরণ করে চলছে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা হতে কিছু মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেনি'? *(যুমার ২২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِـــصْيَانَ أُولَـئِـــكَ هُـــمُ الرَّاشِـــدُوْنَ 'কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি মায়া-মমতা দিয়েছেন এবং ঈমানকে তোমাদের জন্য মনপুত করে দিয়েছেন আর কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদের ঘৃণা পোষণকারী বানিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া করুণার ফলে সঠিক পথের অনুগামী হয়' *(হুজুরাত ৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِيْ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ، وَاجْعَلْ لِيْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِيْ، هَارُوْنَ أَخِيْ، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ 'এখন তুমি ফিরাউনের নিকট যাও। সে সীমালংঘন করেছে। মূসা নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার পরিবার হতে আমার ভাই হারূণকে আমার

সহযোগী করে দাও' *(ত্বহা ২৪-৩১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَخِي هَارُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا 'আমার ভাই হারূণ আমার চেয়ে ভাষায় অধিক স্পষ্ট। অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী হিসাবে পাঠান' *(ক্বাছাছ ৩৪)*।

আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, 'আর আপনার জন্য আপনার খ্যাতি উচুঁ করেছি'। এটা দু'ভাবে হতে পারে- (১) সম্বোধন করে, যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ 'হে রাসূলগণ'! আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ 'হে নবী'! আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 'হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি'। (২) ইবাদতের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়। যেমন আযানে, ইক্বামতে, দরূদে ও খুৎবায় ইত্যাদি স্থানে। আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, 'আপনি যখনই অবসর হবেন, তখনই ইবাদত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করুন এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট কাকুতি-মিনতি করুন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا 'আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটা আপনার জন্য নফল। সেদিন দূরে নেই যে দিন আপনার পতিপালক আপনাকে প্রশংসনীয় স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন' *(ইসরা ৭৯)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا، نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً، إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَّأَقْوَمُ قِيْلاً 'হে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! রাতে ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকুন, তবে কিছু সময় অর্ধরাত অথবা তার চেয়েও কিছু সময় বেশী থাকুন। আর কুরআন থেমে থেমে পড়ুন। আমরা আপনার উপর একটি দুর্বহ কালাম অবতীর্ণ করেছি। প্রকৃত পক্ষে রাতে শয্যা ত্যাগ করে উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব বেশী কার্যকর' *(মুযযাম্মিল ১-৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا 'যখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে, আর আপনি দেখতে পাবেন যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করছে। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তাওবা গ্রহণকারী' *(নাছর ১-৩)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيْمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِيْ آتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ يَعْنِيْ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِيْ ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءَةً إِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِيْ ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيْدَ وَفِى رِوَايَةٍ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ اِيْمَانًا وَّحِكْمَةً

قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ عَائِلاً فَأَغْنَيْتُكَ قَالَ: قُلْتُ بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ أَرْفَعْ لَكَ ذِكْرَكَ، قُلْتُ بَلَى يَا رَبِّ –

১. কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে তিনি মালিক ইবনু ছা'ছা'য়াহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মেরাজ যে রাতে হয়েছিল, সে রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ছাহাবীগণকে বলেছেন, একদা আমি কা'বার হাতীম অংশে কাত হয়ে শুয়েছিলাম। কাতাদা কখনও কখনও হাতীমের স্থানে হিজর শব্দ বলেছেন অবশ্য উভয়টি একই স্থানের নাম। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং তিনি এ স্থান হতে এ স্থান চিরে ফেললেন। অর্থাৎ হলকুমের নীচে হতে নাভীর উপর পর্যন্ত চিরে ফেললেন। অতঃপর তিনি আমার কলব বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হল, তারপর আমার কলবকে ধৌত করা হল, তারপর তাকে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হল। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর যমযমের পানি দ্বারা পেট ধৌত করা হল তারপর ঈমান ও হিকমত দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ করা হল' *(বুখারী, মুসলিম , মিশকাত হা/৫৮৬২)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, কিভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বক্ষ প্রশস্ত করা হয়েছে এবং কি দ্বারা প্রশস্ত করা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُ رَبِّيْ مَسْأَلَةً وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ، قُلْتُ: قَدْ كَانَتْ قَبْلِيْ أَنْبِيَاءُ، مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرْتُ لَهُ الرِّيْحَ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَيْتُكَ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالاًّ فَهَدَيْتُكَ، قُلْتُ بَلَى يَا رَبِّ–

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি আমার প্রতিপালককে একটি প্রশ্ন করেছি। কিন্তু প্রশ্নটি না করাই ভাল ছিল। প্রশ্নটি ছিল আমি বললাম হে আল্লাহ! আমার পূর্বে অনেক নবী ছিলেন। তাদের কারো জন্য বাতাসকে অনুগত করেছিলেন, কাউকে মৃত্যুকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কি আপনাকে ইয়াতীম পাইনি, পরে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি? আমি বললাম, জি হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে পথহারা পাইনি, পরে পথ দেখিয়েছি? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে নিঃস্ব পাইনি, পরে আপনাকে সম্পদশালী করেছি? আমি বললাম, জি হ্যাঁ হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ্ বললেন, আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি? আমি কি আপনার খ্যাতি সুউচ্চ করে দেইনি? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৪৮)*।

অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, দুনিয়াবী কাজ হতে অবসর হওয়ার পর অর্থাৎ পেশাব-পায়খানা এবং প্রয়োজনীয় কাজ হতে অবসর হওয়ার পর ইবাদতে মনোযোগ দিতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ–

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, 'খাদ্য উপস্থিত থাকলে কোন ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেগুলি ছালাতের একাগ্রতা নষ্ট করে, সেগুলি থেকে অবসর হয়ে ইবাদতে মনোযোগ দিতে হবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সফর আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই সকলেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে যায়' *(বুখারী হা/১৮০৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْمَؤُوْنَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُوْنَةِ وَنَزَلَ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيْبَةِ–

(৭) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সাহায্য কষ্ট অনুপাতে আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় আর ধৈর্য বিপদ অনুযায়ী আসমান হতে অবতীর্ণ হয় *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৫৪)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু যে সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এমন সব কথা জিজ্ঞেস করতেন যেসব কথা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করতে পারত না। একবার তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! নবুওয়াতের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম আপনি কি প্রত্যক্ষ করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভালভাবে বসে বললেন, হে আবু হুরায়রা! তাহলে শুনো আমার বয়স যখন ১০ বছর কয়েক মাস। একজন লোক অন্য একজন লোককে বলছে, ইনিই কি তিনি? তারপর দু'জন লোক আমার সামনে এলেন। তাদের চেহারা এমন নূরানী ছিল যে আমি এর পূর্বে ঐ রকম চেহারা কখনো দেখিনি। তাদের দেহ হতে এমন সুগন্ধি বের হচ্ছিল যে, এর পূর্বে ঐ রকম সুগন্ধি কখনো আমার নাকে আসেনি। তারা এমন পোশাক পরে ছিল যে, ঐ রকম পোশাক পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। তারা এসে আমার দুই বাহু ধরলেন। কিন্তু কেউ আমার বাহু ধরেছে বলে মনে হল না। তারপর একজন অপর জনকে বললেন, একে শুইয়ে দাও। অতঃপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হল। কিন্তু তাতেও আমার কোন প্রকার কষ্ট হল না। তারা একজন অন্যজনকে বললেন, এর বক্ষ বিদীর্ণ করে দাও। অতঃপর আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হল। কিন্তু তাতেও আমি কোন কষ্ট অনুভব করলাম না। বিন্দুমাত্র রক্তও তাতে বের হল না। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা এর বুক থেকে বের করে দাও। যাকে আদেশ করা

হল, তিনি রক্তপিণ্ডের মত কি একটা জিনিস বের করলেন এবং ওটা ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর আবার একজন অপরজনকে আদেশ করলেন বক্ষের মধ্যে দয়া-মায়া, স্নেহ-অনুগ্রহ প্রবণতা ঢুকিয়ে দাও। এ আদেশ মূলে বক্ষ হতে যে পরিমাণ জিনিস বের করে ফেলা হল সে পরিমাণ রূপার মত কি একটা জিনিস বক্ষের মধ্যে ভরে দেয়া হল। তারপর আমার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নেড়ে তাঁরা আমাকে বললেন, যান এবার শান্তিতে জীবন-যাপন করুন। তারপর চলতে গিয়ে আমি অনুভব করলাম যে প্রত্যেক ছোট ছেলের প্রতি আমার অন্তরে স্নেহ-মমতা রয়েছে এবং প্রত্যেক বড় মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রয়েছে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৪৬)*।

২. আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে বললেন, আমার এবং আপনার প্রতিপালক আপনার আলোচনাকে কি করে উঁচু করবেন তা তিনি জানতে চান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা আল্লাহই ভাল জানেন, তখন জিবরাঈল জানিয়ে দেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কথা ও আলোচনা করা হবে *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৪৭)*।

(৩) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে আকাশ ও যমীনের কাজের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই কাজ হতে অব্যাহতি লাভ করার পর আমি তাঁকে বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমার পূর্বে যত নবী হয়েছেন, তাদের সবাইকে আপনি সম্মান দান করেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -কে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মূসার সাথে বাক্য বিনিময় করেছেন। দাউদ আলাইহিস সালাম -এর জন্য পাহাড়কে বিদীর্ণ করেছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম -এর জন্য বাতাস ও শয়তানকে অনুগত করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম -এর হাতে মৃতকে জীবন দান করেছেন। সুতরাং আমার জন্য কি করেছেন? আল্লাহ বললেন, আমি কি আপনাকে তাঁদের সবার চেয়ে উত্তম জিনিস প্রদান করিনি? আমার আলোচনার সাথে আপনার আলোচনা হয়ে থাকে এবং আমি আপনার উম্মতের বক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, তারা প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করে এটা আমি পূর্বের উম্মতের কাউকে আমি দেইনি। আর আমি আপনাকে আরশের ধনাগার হতে ধন দিয়েছি আর সে ধন হল لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পাপকাজ হতে ফিরার এবং ভাল কাজ করার ক্ষমতা মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কারো নেই *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৪৯)*।

(৪) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন তার সামনে একটা পাথর ছিল, তখন তিনি বললেন, যদি কোন কষ্টকর অবস্থা আসে এবং এ পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে আসানীও আসবে এবং পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে তার ভিতর থেকে কষ্টকর অবস্থাকে বের করে আনবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৫০)*।

(৫) হাসান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হয়ে হাসতে হাসতে বের হলেন, এ সময় তিনি তিন বার বললেন, দু'টি আসানীর উপর একটি মুশকিল জয়যুক্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই কষ্টকর অবস্থার সাথে আসানী রয়েছে *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৫২)*।

(৬) কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমাদের সামনে বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্র সূরার ৫নং আয়াত দ্বারা তাঁর ছাহাবীগণকে সুসংবাদ দিয়েছেন একটি কষ্টকর অবস্থা কখনো দু'টি আসানী অবস্থাকে পরাজয় করতে পারে না *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৫৩)*।

(৭) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার নিকট একজন ফেরেশতা এসে আমার অন্তর বিদীর্ণ করলেন অন্তরের কঠোরতা দূর করলেন এবং বললেন আপনার অন্তর খুব মজবুত। আপনার দু'চক্ষু জাগ্রত। আপনার দু'কান সর্বশ্রোতা। আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র নিরাপদ। আপনার সৃষ্টি প্রভুর দান। আপনি নিজে সুদৃঢ় ব্যক্তি *(কুরতুবী হা/৬৩৮৬)*।

অবগতি

অবসর পাওয়ার অর্থ নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যস্ততা হতে অবসর হওয়া তা দাওয়াতী কাজের ব্যস্ততা হোক অথবা নিজের পারিবারিক ও ঘর-সংসারের কাজ-কর্মের ব্যস্ততা হোক। এ নির্দেশের মূল লক্ষ্য হল একথা বুঝানো যে, যখন অন্য কোন ব্যস্ততা থাকবে না, তখন এ অবসর সময়গুলিকে ইবাদত-বন্দেগীর কাজে অতিবাহিত করবে। আর অন্য সবদিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য সব ঝামেলা হতে নিজেকে মুক্ত করে কেবল নিজ প্রতিপালকের দিকে মনকে একান্তভাবে নিয়োজিত রাখা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য যরূরী কর্তব্য। আর এটাই ছিল আমাদের নবীর উপর এক বিশেষ নির্দেশ।

ৠঔৠঔ

সূরা আত-ত্বীন

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৮; অক্ষর ১৬৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ (١) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ (٥) إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ (٧) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ (٨)-

অনুবাদ : (১) ডুমুর ও জলপাইয়ের কসম। (২) সিনাই পাহাড়ের কসম। (৩) এবং এ নিরাপদ শহরের কসম। (৪) আমি মানুষকে অতীব উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি। (৫) অতঃপর আমি তাকে উল্টা সর্বনিম্নে পৌঁছে দিয়েছি। (৬) তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান রয়েছে। (৭) অতএব হে নবী! এ অবস্থায় প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারে আপনাকে কোন ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে? (৮) আল্লাহ কি সব বিচারকদের তুলনায় অধিক বিচারক নন?

শব্দ বিশ্লেষণ

التِّـــيْنِ- একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের জন্য ব্যবহার হয়। অর্থ ডুমুর ফল বা ডুমুর গাছ, জলপাই। জলপাই একটি উত্তম খাদ্য এবং তাড়াতাড়ি হজম হয় এবং খুব উপকারী। দেহকে নরম রাখে, কফকে নরম করে, কিডনীকে পরিস্কার রাখে।

الزَّيْتُوْنِ- একবচনে زَيْتُوْنَةٌ অর্থ- যায়তুন, জলপাই ফল বা গাছ।

طُوْرِ- বহুবচন اَطْوَارٌ অর্থ- পাহাড়, পর্বত।

سِيْنِيْنَ- সিনাই একটি স্থানের নাম, طُوْرِ سِيْنِيْنَ 'সিনাই পাহাড়'।

الْبَلَدِ- বহুবচন بِلَادٌ، بُلْدَانٌ অর্থ- নগরী, শহর, দেশ। بُلْدَانُ الْعَالَمِ 'পৃথিবীর দেশসমূহ'।

الْأَمِيْنِ- ইসমে ছিফাত, মাছদার اَمْنًا বাব سَمِعَ অর্থ- নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল। اَمِنٌ، آمِنٌ، اَمِيْنٌ এ তিনভাবে পড়া যায়।

خَلَقْنَا- جمع متكلم মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ 'আমি সৃষ্টি করেছি'।

الْإِنْسَانَ- একবচন, বহুবচন اَنَاسِىٌّ অর্থ- মানুষ, মানব।

أَحْسَنَ– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, অর্থ- সুন্দরতম, অধিক সুন্দর। মাছদার حُسْنًا বাব كَرُمَ। حُسْنٌ বহুবচন مَحَاسِنُ অর্থ- সৌন্দর্য, উৎকৃষ্ট।

تَقْوِيْمٍ– শব্দটি মাছদার, বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- সোজা করা, গঠন করা।

رَدَدْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার رَدًّا বাব نَصَرَ 'ফিরিয়ে দিলাম'।

أَسْفَلَ– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার سُفُوْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- হীনতম, অধিকহীন, সর্বনিম্নে।

سَافِلِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার سُفُوْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- হীনতমরা, অধিকহীনরা।

عَمِلُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার عَمَلاً বাব سَمِعَ অর্থ- তারা আমল করল, কাজ করল।

الصَّالِحَاتِ– একবচনে صَالِحَةٌ অর্থ- সৎকর্ম, নেক আমল।

أَجْرٌ– বহুবচন أُجُوْرٌ، آجَارٌ অর্থ- ছাওয়াব, প্রতিদান, নেকী।

مَمْنُوْنٍ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার مَنًّا বাব نَصَرَ 'কর্তিত'। غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থ- অকর্তিত, নিরবচ্ছিন্ন।

يُكَذِّبُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ 'তাকে অস্বীকার করে'।

بَعْدُ– ইসমে যরফ, শব্দটি যেভাবে ব্যবহার হয় بَعْدَ اَنْ، بَعْد اذ، بَعْدَمَا، مِنْ بَعْدِهَا অর্থ- এরপর بَعْدَ ذلِكَ 'তারপর'।

الدِّيْنِ– বহুবচন اَدْيَانٌ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, বিচার, প্রতিফল।

أَحْكَمِ– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার حُكْمًا বাব نَصَرَ অর্থ- সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, শ্রেষ্ঠতম বিচারক। مَحْكَمَةٌ বহুবচন مَحَاكِمُ অর্থ- আদালত, বিচারালয়, কোর্ট।

الْحَاكِمِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, একবচনে حَاكِمٍ বহুবচন حُكَّامٌ، حَاكِمُوْنَ অর্থ- বিচারক, গভর্নর।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ–(وَ) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (التِّيْنِ) وَ-এর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য (اُقْسِمُ) ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, (الزَّيْتُوْنِ) التِّيْنِ-এর উপর আতফ।

(২) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ– (وَ) হরফে আতিফা, طُورِ মুযাফ سِيِنِيْنَ মুযাফ ইলাইহি মিলে الزَّيْتُوْنِ-এর উপর আতফ।

(৩) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ– এ বাক্যটি طُوْرِ سِيْنِيْنَ-এর উপর আতফ, (الْبَلَدِ) هَذَا হতে বাদল (الْأَمِيْنِ) الْبَلَدِ-এর ছিফাত।

(৪) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ– (لَ) হচ্ছে কসমের জওয়াব, قَدْ নিশ্চয়তা প্রকাশক অব্যয়, خَلَقْنَا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, الْإِنْسَانَ মাফ‘উলে বিহী, (فِيْ أَحْسَنِ) উহ্য (كَائِنًا) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে الْإِنْسَانَ হতে হাল। (تَقْوِيْمٍ) أَحْسَنِ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৫) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ– (ثُمَّ) হরফে আতিফা, বিলম্ব ও একত্রকরণ অব্যয়। رَدَدْنَا ফে‘লে মাযী, (هُ) মাফ‘উলে বিহী, (نَا) ফায়েল। أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ মুযাফ, মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় মাফ‘উল।

(৬) إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ– (إِلَّا) হরফে ইস্তিছনা, الَّذِيْنَ মুবতাদা। মুস্তাছনা হওয়ার কারণে স্থান হিসাবে মানছুব। آمَنُوْا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, (وَ) হরফে আতিফা, عَمِلُوْا ফে‘ল মাযী, যমীর ফায়েল, الصَّالِحَاتِ মাফ‘উলে বিহী, এ জুমলাটি الَّذِيْنَ -এর ছিলা। (فَ) সংযোগকারী অব্যয়। لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম। أَجْرٌ মুবতাদা মুয়াখখার, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে أَجْرٌ-এর ছিফাত। এ বাক্যটি الَّذِيْنَ-এর খবর।

(৭) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ– (فَ) ফাছীহা, সূরা মাউনের فَذَلِكَ দেখুন। (مَا) ইসমে ইস্তিফহাম মুবতাদা, يُكَذِّبُكَ জুমলাটি খবর। بَعْدُ যরফ, শব্দগতভাবে ইযাফাত হতে বিছিন্ন হওয়ার কারণে পেশের উপর মাবনী। (بِالدِّيْنِ) يُكَذِّبُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক।

(৮) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ–(أَ) ইস্তেফহাম, لَيْسَ ফে‘লে নাকিছ, اللهُ ফায়েল বা ইসম। (بِ) যায়েদা, أَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

মহান আল্লাহ সূরা আন‘আমে এরশাদ করেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوْا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِيْ ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

'আর তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং পানির সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন এবং তার দ্বারা শস্য শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছপালার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার মাধ্যমে বিভিন্ন কোষ সম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা হতে থোকা থোকা ফল তৈরী করেছেন। যা ফলের বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর আংগুর, যায়তূন ও ডালিমের বাগান সাজিয়েছেন। যেখানে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্য অথবা প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন' *(আন'আম ৯৯)*। অত্র আয়াতে অনেক ফলের সাথে যায়তূন ফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অত্র সূরায় এ ফলের কসম করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنَّات مَعْرُوْشَات وَغَيْرَ مَعْرُوْشَات وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

'তিনিই আল্লাহ যিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট বাগান ও লতাবিহীন কাণ্ড বিশিষ্ট বাগান সৃষ্টি করেছেন। যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন। যা হতে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়। যিনি যায়তূন ও ডালিম গাছ সৃষ্টি করেছেন। যার ফল বাহ্যিকভাবে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং স্বাদ ভিন্ন। তোমরা তার উৎপাদিত ফসল খাও, যখন এ ফল ধারণ করবে তখন তার হক আদায় কর। আর তোমরা সীমালংঘন কর না, আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না' *(আন'আম ১৪১)*। অত্র আয়াতে অনেক ফলের সাথে যায়তূন ফলের কথা বলা হয়েছে, যার পাতা ডালিম গাছের মত, তবে ফল স্বাদে ও দেখতে ভিন্ন।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ 'তিনি এ পানির সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং যয়তূন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানা ধরনের ফল সৃষ্টি করেন। এসবের মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(নাহল ১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا، وَعِنَبًا وَّقَضْبًا، وَزَيْتُونًا وَّنَخْلاً، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ 'আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি, অতঃপর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি, তারপর তাতে নানা ধরনের শস্য উৎপাদন করেছি; আংগুর তরী-তরকারী, যয়তূন, খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত বাগান, আর নানা যাতের ফল ও শাক পাতা। তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য জীবিকা নির্বাহের সামগ্রী হিসাবে' *(আবাসা ২৫-৩২)*। অত্র আয়াতদ্বয়ে অনেক ফলের সাথে যায়তূন ফলের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

اللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ

تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ يَّهْدِي اللهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ–

'আল্লাহ আকাশ ও যমীনের আলো। তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি তাকের উপর একটি বাতি রাখা হয়েছে। বাতি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে। চিমনিটি দেখতে এমন যেমন মতির মত ঝকমকে তারকা। আর সেই বাতিটাকে যায়তূনের এমন এক বরকতময় তেল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয় যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। যার তেল আপনা আপনি উছলে পড়ে। আগুন তাকে স্পর্শ করুক আর নাই করুক। এভাবে আলোর উপর আলো বৃদ্ধি পাওয়ার সব উপাদান একত্রিত। আল্লাহ তাঁর আলোর দিকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনি মানুষকে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বুঝান। তিনি প্রতিটি বিষয় ভালভাবে অবগত' *(নূর ৩৫)*। উক্ত আয়াত সমূহে বিভিন্নভাবে যায়তূনের বিবরণ রয়েছে। অত্র সূরায় যার কসম করা হয়েছে।

অত্র সূরার ৩নং আয়াতে আল্লাহ মক্কা শহরকে নিরাপদ শহর বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا 'আর যখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি এ মক্কা শহরকে নিরাপদ শহর করুন' *(বাক্বারাহ ও ইবরাহীম ৩৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا 'সেখানে অনেক স্পষ্ট দলীল রয়েছে। মাকামে ইবরাহীম তার একটি। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদে থাকবে' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ 'আমি কি তাদের জন্য মক্কাকে নিরাপদ করিনি? সেখানে সব ধরনের ফল আসে' *(ক্বাছাছ ৫৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا 'তারা কি দেখে না, আমি মক্কাকে নিরাপদ করেছি'? *(আনকাবূত ৬৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا 'আর যখন আমি মক্কাকে মানুষের জন্য নেকীর স্থান করলাম এবং নিরাপদ স্থান করলাম' *(বাক্বারাহ ১২৫)*। আয়াতগুলিতে মক্কাকে নিরাপদ স্থান বলা হয়েছে।

আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, আমি মানুষকে অতীব উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً 'আর আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি। তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রূযী দিয়েছি। আমার বহু সংখ্যক সৃষ্টির উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি' *(ইসরা ৭০)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম -কে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ হচ্ছে ৬০ হাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮)*। অত্র হাদীছে আদম আলাইহিস সালাম -এর সুন্দর আকৃতি কেমন ছিল তা বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا-

আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে তখন তার জন্য তাই লেখা হয়, যা সে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় আমল করত' *(বুখারী হা/২৯৯৬)*। অত্র হাদীছে সৎ আমলের কথা বলা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ-

আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একজন বেদুঈন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যার বয়স বেশী আর আমল সুন্দর' *(তিরমিযী হা/২৩২৯)*। এ হাদীছে উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং সৎ আমলের কথা বলা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ-

আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তাঁর পিতা হতে বলেন, যে একজন ব্যক্তি বলল. হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যার বয়স বেশী আমল ভাল'। তিনি বললেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যার বয়স বেশী, আমল খারাপ' *(তিরমিযী হা/২৩৩০)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আবু যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ঝুড়ি ডুমুর ফল নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, তোমরা খাও, আমিও সেখান থেকে খাচ্ছি। তারপর তিনি বললেন, আমি যদি বলি, নিশ্চয়ই ফল জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে বলব এ ফল জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ জান্নাতে ফলের কোন আঁঠি থাকে না। আর এ ফলেও কোন আঁঠি নেই। অতঃপর তোমরা এ ফল খাও, এ ফল গুটির রোগ ভাল করে এবং জোড়ের ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি করে *(কুরতবী হা/৬৩৮৮)*।

(২) মু'আয রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু যায়তুন গাছের ডালের মিসওয়াক করলেন এবং বললেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, উত্তম মিসওয়াক হচ্ছে যায়তূনের মিসওয়াক। এ হচ্ছে বরকতময় গাছ। মুখকে পরিস্কার ও পবিত্র রাখে। দাঁতের উপরের লালিমা দূর করে। এ হচ্ছে আমার মিসওয়াক ও আমার পূর্বের নবীগণের মিসওয়াক *(কুরতবী হা/৬৩৮৯)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যায়তূন ফল খাও এবং যায়তূনের তেল শরীরে লাগাও। নিশ্চয়ই যায়তূন বরকতময় গাছ *(কুরতুবী হা/৬৩৯০)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই মুমিন বান্দা যখন মারা যায়, আল্লাহ দু'জন ফেরেশতাকে তার কবরের পাশে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত করতে বলেন, যার নেকী তার জন্য লেখা হবে। অত্র যঈফ হাদীছে সৎ আমলকারীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

(৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সূরা তীনপড়বে অতঃপর শেষ আয়াতটি পড়বে সে যেন বলে, بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ 'হ্যাঁ আমিও এর উপর সাক্ষী প্রদানকারী একজন' *(কুরতুবী হা/৬৩৯৪; আবুদাউদ হা/৮৮৭; তিরমিযী হা/৩৩৪৭)*। হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণে এর উপর আমল করা যাবে না।

অবগতি

তীন ও যায়তূন বলতে কি বুঝায়, এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ অনেক কথা বলেছেন। হাসান বছরী, ইকরামা প্রমুখ বলেন, তীনবা আনজির বলতে সেই ফলকে বুঝায় যা সাধারণত মানুষ খায়। আর যায়তূন সেই ফল, যা হতে এই নামের তেল হয়। আর এ মুফাসসিরগণ তীন ও যায়তূনের বিশেষত্ব ও উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণের পর বলেছেন, আল্লাহ এ কারণেই এ দু'টি ফলের কসম করেছেন। একজন আরবীভাষী মানুষ শোনা মাত্রই একথা বুঝবে যে, আল্লাহ এ দু'টি ফলের নামেই কসম করেছেন। তবে এ অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে দু'টি বাধা আছে।

প্রথমতঃ দু'টি ফলের নামের কসম করার পর দু'টি স্থানের নামের কসম করার কোন সামঞ্জস্য বুঝা যায় না। **দ্বিতীয়তঃ** এ চারটি জিনিসের নামের কসম করার পর যে মূল কথাটি বলা হয়েছে, সিনাই পাহাড় ও মক্কা এ শব্দ দ্বয়ে তার প্রতি ইংগিত পাওয়া যায়, কিন্তু ফল দু'টির নামে সে রকম কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তবে অপর কয়েকজন মুফাসসির তীনও যায়তূন বলতে কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন। কা'ব আহবার, কাতাদা ও ইবনু যায়েদ বলেন, তীন বলতে বায়তুল মাকদাসকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য যে এলাকায় যে ফল বেশী পরিমাণে উৎপাদন হয় সে ফলের নামে সে এলাকার নামকরণ করা হত। এ প্রচলন অনুযায়ী তীনও যায়তূন শব্দদ্বয় হতে তীনও যায়তূন ফল উৎপাদনের গোটা এলাকা বুঝাতে পারে। আর তা হল সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ ঐ সময় আরব সমাজে তীনও যায়তূন উৎপাদনের কারণে এ দু'টি এলাকা পরিচিত ছিল। আহমাদ ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যেম, যামাখশারী ও আলূসী (রহঃ) এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইবনু জারীর বলেন, তীনও যায়তূন বলতে এ ফল দু'টির উৎপাদনের এলাকা হতে পারে। ইবনু কাছীরও এ তাফসীরকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

সূরা আল-আলাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১৯; অক্ষর ৩১১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَى (٧) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨)-

অনুবাদ : (১) হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের নামে পড়ুন যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে। (৩) আপনি পড়ুন আর আপনার প্রতিপালক সবচেয়ে বড় দানশীল। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) মানুষকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (৬) কক্ষণো নয়, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমালংঘন করে। (৭) এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে। (৮) নিঃসন্দেহে হে মানুষ! তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِقْرَأْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার قِرَاءَةً বাব فَتَحَ অর্থ- আপনি পড়ুন, পাঠ করুন।

اِسْمِ– একবচন, বহুবচন أَسْمَاءٌ ‘নাম’।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক’।

خَلَقَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ ‘সৃষ্টি করল’।

الْإِنْسَانَ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَنَاسِيٌّ অর্থ- মানুষ, মানব।

عَلَقٍ– ইসমে জিনস, একবচনে عَلَقَةٌ অর্থ- জমাট রক্ত।

الْأَكْرَمُ– واحد مذكر ইসমে তাফযীল, মাছদার كَرَمًا، كَرَامَةً বাব كَرُمَ অর্থ- সবচেয়ে বড় দানশীল, সবচেয়ে বড় উদার, সবচেয়ে বড় সম্মানিত, সবচেয়ে মর্যাদাবান। كَرِيْمٌ-এর বহুবচন كِرَامٌ অর্থ- সম্মানী, দানশীল। বাব مُفَاعَلَةٌ থেকে অর্থ দানশীলতায় প্রতিযোগিতা করা।

عَلَّمَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَعْلِيْمًا বাব تَفْعِيْلٌ ‘শিক্ষা দিল’।

اَلْقَلَمِ– ইসম, একবচন, বহুবচন قِـــلاَمٌ، اَقْـــلاَمٌ অর্থ- কলম, লেখনী। قَلَــمُ الرَّصَـــاصِ 'সীস পেন্সিল', مِقْلَمَةٌ-এর বহুবচন مَقَالِيْمُ অর্থ- কলমদানী, পেনকেইস।

لَمْ يَعْلَمْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার عِلْمًا বাব سَمِعَ অর্থ- জানল না, অবহিত হল না।

يَطْغَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার طُغْيَانًا، طُغْيًا বাব فَتَحَ 'সীমালঙ্ঘন করে'।

رَآى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার رُؤْيَةً বাব فَـــتَحَ অর্থ- দেখল, কোন বিষয় মনে করল, বিশ্বাস করল।

اِسْـــتَغْنَى– واحد مذكر غائـــب মাযী, মাছদার إِسْـــتِغْنَاءً বাব إِسْـــتِفْعَالٌ অর্থ- অভাবমুক্ত হল, অভাবমুক্ত মনে করল।

الرُّجْعَى– বাব ضَرَبَ -এর মাছদার। رُجُوْعًا، مَرْجَعَةً، مَرْجَعًـــا এগুলি মাছদার হিসাবে ব্যবহার হয়। অর্থ ফিরে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ– (إِقْرَأْ) ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল। بِإِسْمِ পূর্বে উহ্য (مُفَتِّحًا)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে এ শিবহু ফে'লটি اِقْرَأْ-এর যামীর হতে হাল। (رَبِّـــكَ) إِسْـــمِ-এর মুযাফইলাইহি, (الَّذِيْ) رَبِّ-এর ছিফাত। خَلَـــقَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। خَلَـــقَ জুমলাটি الَّذِيْ-এর ছিলা।

(২) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ– এ خَلَقَ পূর্বের خَلَقَ হতে বাদল, (الْإِنْسَانَ) خَلَـــقَ-এর মাফ'উলে বিহী, (مِنْ عَلَقٍ) خَلَقَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(৩) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ– (اِقْرَأْ) ফে'লে আমর এবং পূর্বের اِقْرَأْ-এর তাকীদ। (وَ) মুস্তানিফা অর্থাৎ পরের বাক্যটি পৃথক নতুন বাক্য। رَبُّكَ মুবতাদা, الْأَكْرَمُ খবর।

(৪) الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ– (الَّذِيْ) رَبُّكَ মুবতাদার দ্বিতীয় খবর। عَلَّمَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (بِالْقَلَمِ) عَلَّـــمَ-এর মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি الَّـــذِيْ-এর ছিলা। এখানে عَلَّـــمَ ফে'লের দু'টি মাফ'উল উহ্য আছে। বাক্যটি এরূপ الَّذِيْ عَلَّمَ الاِنْسَانَ الْخَطَّ بِالْقَلَمِ।

(৫) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ–(عَلَّمَ) জুমলাটি পূর্বের عَلَّمَ-এর তাকীদ অথবা বাদল, (الْإِنْسَانَ) عَلَّمَ-এর প্রথম মাফ'উলে বিহী। (مَا) ইসমে মাওছূল দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (لَمْ) নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়। يَعْلَمْ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি (مَا)-এর ছিলা।

(৬) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى – (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকারবোধক অব্যয়। (الْإِنْسَانَ) إِنَّ-এর ইসম। لَيَطْغَى-এর (لَ) বর্ণটি মুযহালাকা। সূরা আছর-এর (لَفِيْ خُسْرٍ) দ্রষ্টব্য। يَطْغَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

(৭) أَنْ رَّآهُ اسْتَغْنَى –(أَنْ) سَبَبِيَّةٌ বা কারণ প্রকাশক অব্যয়। এ জুমলাটি يَطْغَى-এর মাফ'উলে লাহু। رَآى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) প্রথম মাফ'উলে বিহী, إِسْتَغْنَى জুমলাটি দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী।

(৮) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى– জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুন বাক্য। (إِلَى رَبِّكَ) إِنَّ-এর খবরে মুকাদ্দাম, الرُّجْعَى মুবতাদা মুয়াখখার।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার প্রথম অংশে পড়তে বলা হয়েছে এবং কলমের মাধ্যমে শিখিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিনের পূর্বে তিনি কোন দিন কিছু পড়েননি এবং লিখেননি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْ مِنْ قَبْلِه مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ 'হে নবী! আপনি এর পূর্বে কোন কিতাব পড়তেন না এবং নিজের হাত দিয়ে কিছু লিখতেন না। যদি তাই হত তবে বাতিল পন্থীরা সন্দেহ পোষণ করত' *(আনকাবূত ৪৮)*। অত্র আয়াতটি নবীর সত্যতা প্রমাণ করে যে, তিনি পড়া-লেখা জানতেন না, কাজেই কুরআন নিজে তৈরী করে পড়া ও লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 'তিনিই মহান সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে বা অক্ষর জ্ঞান নেই এমন লোকদের মাঝে এমন একজন রাসূল তাদের মধ্য হতেই পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনান, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিপাটি করেন এবং তাদেরকে কেতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন' *(জুম'আ ২)*। শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ 'আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন কিছু শিখিয়েছেন, যা আপনার জানা ছিল না' *(নিসা ১১৩)*। অত্র সূরায় বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানত না'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا 'আল্লাহ তোমাদেরকে

তোমাদের মায়ের পেট হতে বের করেছেন এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না' *(নাহল ৭৮)*। অত্র সূরায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ، مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُـــوْنٍ 'কলমের কসম এবং সেই ফেরেশতাগণের কসম! যারা লিখেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নন' *(ক্বালাম ১-২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْـــدٌ 'এমন কোন শব্দ তার মুখে উচ্চারিত হয় না, যার লিখিত সংরক্ষণের জন্য একজন চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ থাকে না' *(ক্বাফ ১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كِرَامًا كَاتِبِيْنَ، يَعْلَمُـــوْنَ مَـــا تَفْعَلُـــوْنَ 'তোমরা যা কর, সম্মনিত লেখকগণ তা জানেন' *(ইনফিতার ১১-১২)*। অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র কাজ কলমের সাহায্যে লিখিতভাবে হয় যা আদম সন্তানের জন্য যরূরী। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُـــسَمًّى فَـــاكْتُبُوْهُ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কোন কর্য লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখ' *(বাক্বারাহ ২৮২)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِيْنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ: وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِيْ فَأَعِيْ مَا يَقُوْلُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا-

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) হতে বর্ণিত, হারিছ ইবনু হিশাম (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার নিকট অহী কিরূপে আসে? আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, কোন কোন সময় তা ঘণ্টাধ্বনির মত আমার নিকট আসে। আর এটিই আমার উপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয় এবং তা শেষ হতেই ফেরেশতা যা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নেই। আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নেই। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, আমি তীব্র শীতের সময় অহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। অহী শেষ হলেই তাঁর ললাট হতে ঘাম ঝরে পড়ত' *(৩২১৫; বুখারী হা/২, মুসলিম ৪৩/২৩, হা/২৩৩৩, আহমাদ হা/২৫৩০৭, ২৬২৫৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى

خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ فَقَالَ: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِيْ مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوْسَى يَا لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا لَيْتَنِيْ أَكُوْنُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ، قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُوْدِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ-

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সর্বপ্রথম যে অহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হত। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পসন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি 'হেরা' গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট অহী আসল। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বলল, 'পড়ুন' 'আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি বললাম, পড়তে জানি না'। তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট হল। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন।

তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন! আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু' *(আলাক্ব ৯৬/১-৩)*। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। তারা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হল। তখন তিনি খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -এর নিকট ঘটনা জানিয়ে তাকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, কক্ষনো নয়, আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথে দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাকে নিয়ে খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল ইবনে আব্দুল আসাদ ইবনে আব্দুল উযযাহ্‌র নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহ্‌র তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা তাকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম -এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে। আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ, অনুরূপ (অহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ ইন্তিকাল করেন। আর অহীর বিরতি ঘটে *(বুখারী হা/৩; মুসলিম ১/৭৩ হা/১৬০; আহমাদ হা/২০৬১৮)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ-

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু অহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদা আমি হাঁটছি, হঠাৎ আসমান হতে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে আমার দৃষ্টিকে উপরে তুললাম। দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট। এতে আমি শংকিত হলাম। অবিলম্বে আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর, আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন, 'হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! উঠুন, সতর্ক করুন; আর আপনার রবের

শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন' *(মুদ্দাছছির ৭৪/১৫)*। অতঃপর অহী পুরোদমে ধারাবাহিক অবতীর্ণ হতে লাগল' *(বুখারী হা/৪; মুসলিম ১/৩৮ হা/১৬১; আহমাদ হা/১৫০৩৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَأَكْتُبُ مَا سَمِعَ مِنْكَ مِنَ الْحَدِيْثِ؟ قَالَ نَعَمْ فَاكْتُبْ فَإِنَّ اللهَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমি আপনার নিকট হতে হাদীছের বাণীগুলি যা শুনছি তা লিখে নিব কি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ লিখে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ কলমের সাহায্যে শিক্ষা দেন' *(হাকিম হা/৩৫৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَتْ لِيْ قُرَيْشٌ : تَكْتُبُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ قُرَيْشًا، تَقُوْلُ: تَكْتُبُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى شَفَتَيْهِ، فَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِمَّا بَيْنَهُمَا إِلاَّ حَقٌّ فَاكْتُبْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, কুরাইশরা আমাকে বলল, তুমি মুহাম্মাদের কথা লিখ অথচ তিনি মানুষ। তিনি রাগ করেন, যেমন মানুষ রাগ করে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কুরাইশরা বলছে, তুমি মুহাম্মাদের কথা লিখ অথচ মুহাম্মাদ মানুষ। তিনি রাগ করেন, যেমন মানুষ রাগ করে। তিনি তাঁর দুই ঠোঁটের দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম দু'ঠোঁটের মধ্য দিয়ে একমাত্র সত্য কথাই বের হয়, তুমি লিখ' *(হাকিম হা/৩৫৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عِنْدَ الْغَضَبِ وعِنْدَ الرِّضَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ إِلَّا حَقًّا-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার নিকট হতে যা শুনব তা সবই লিখব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ লিখ। রাগ, খুশী উভয় অবস্থায় লিখব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই আমি হক্ব কথাই বলে থাকি *(হাকিম হা/৩৫৮)*।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ-

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তোমরা জ্ঞানকে লিখার সাথে বেঁধে দাও (অর্থৎ লিখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন কর)' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০২৬; হাকিম হা/৩৬০)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায়, যে লিখার সাথে জ্ঞান অর্জনের একটা বড় সম্পর্ক রয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টি করলেন, একটি খাতায় সব কিছু লিখলেন। সে খাতাটি তাঁর নিকট আরশের উপর রয়েছে। সেখানে একথাটি লিখা আছে যে, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার রাগকে পরাজিত করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'রহমত' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَكَتَبَ مَايَكُوْنُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ عِنْدَهُ فِى الذِّكْرِ فَوْقَ عَرْشِهِ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথমে আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলম কে বলেন, তুমি লিখ। অতঃপর কলম ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিখল, যা তাঁর নিকট আরশের উপর একটি খাতায় লিখিত রয়েছে *(কুরতুবী হা/৬৩৯৯)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ।

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তোমাদের ঘরে বন্দি রেখ না আর তোমরা তাদেরকে লিখা শিখিয়ে দিও না *(কুরতুবী হা/৬৪০১)*।

(২) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সব মহিলারা ভাল নয়, যাদেরকে পুরুষ দেখতে পায় এবং ঐ সব মহিলারাও ভাল নয়, যারা পুরুষকে দেখতে পায় *(কুরতবী হা/৬৪০২)*।

(৩) একটি আছারে রয়েছে যে ব্যক্তি নিজের অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করে আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞানের ওয়ারিছ করেন যা তার জানা ছিল না *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৬১)*।

অবগতি

ফেরেশতা যখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বললেন, 'পড়' তখন তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না। এতে বুঝা যায় ফেরেশতা অহীর এ শব্দসমূহ লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন এবং লিখিত জিনিসই তাঁকে পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথা যদি এভাবে হত যে, আমি যেভাবে বলতে থাকি আপনি সেভাবে পড়তে থাকুন। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছেন, আমি পড়তে পারি না। কারণ কারো উচ্চারণকে অনুসরণ করা যায়, কিন্তু পড়তে না জানলে পড়া যায় না।

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ

بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)-

অনুবাদ : (৯) হে শ্রোতা! তুমি কি দেখেছ, সেই লোকটিকে যে একজন (১০) বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে ছালাত আদায় করে। (১১) তুমি কি মনে কর যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা সতর্কতার আদেশ করে। (১৩) তুমি কি মনে কর যদি এই নিষেধকারী সত্যকে অমান্য করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়? (১৪) সে কি জানে না আল্লাহ দেখছেন? (১৫) কক্ষনো নয় যদি বিরত না হয়, তাহলে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে টানব। (১৬) সেই মাথার সামনের ভাগ যা মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধী। (১৭) সুতরাং সে তার মজলিসের লোকদের ডাকুক। (১৮) আমিও শক্তিশালী ফেরেশতাদের ডাকব। (১৯) কক্ষণও নয়। তার আনুগত্য করবেন না। সিজদা করুন এবং নৈকট্য লাভ করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَنْهَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার نَهْيًا বাব فَتَحَ অর্থ- বাধা দেয়, বারণ করে, নিষেধ করে।

عَبْدًا– বহুবচন عِبَادٌ، عَبِيْدٌ، عَبَدَةٌ، عَبْدُوْنَ، اَعْبُدٌ، عُبْدَانٌ، مَعْبَدَةٌ অর্থ- বান্দা, দাস।

صَلَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার صَلَاةً বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- ছালাত আদায় করল, প্রার্থনা করল। مُصَلِّى 'ছালাত আদায়কারী'। مُصَلَّى 'ছালাতের স্থান'। বহুবচন مُصَلَّيَاتٌ।

كَانَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার كَيْنُوْنَةً، كَيْنًا বাব نَصَرَ 'হল'।

الْهُدَى– মাছদার هُدًى، هِدَايَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া, হেদায়াতের উপর থাকা।

أَمَرَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اَمْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- আদেশ দিল, নির্দেশ করল। اَمْرٌ বহুবচন اَوَامِرُ অর্থ- আদেশ, নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব।

التَّقْوَى– শব্দটি (و، ق، ى), হতে নির্গত, ইসম। অর্থ- তাকওয়া, আল্লাহভীতি।

كَذَّبَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- অস্বীকার করল, মিথ্যা অভিযোগ আনল, অমান্য করল।

تَوَلَّى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَوَلِّيًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- মুখ ফিরিয়ে নিল, বিমুখ হল, বিরত থাকল, এড়িয়ে গেল।

لَمْ يَنْتَهِ– واحد مذكر غائب মুযারে, মূল অক্ষর (ن، ه، ى), বাব اِفْتِعَالٌ তা থেকে বিরত থাকল না, বিরত হল না। এ বাক্যের মূল হচ্ছে- وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا।

لَئِنْ– এর (لَ) বর্ণটি উহ্য কসম বুঝানোর জন্য, যাকে مُؤَطِّئَةٌ لِلْقَسَمِ বলে। আর إِنْ لَمْ يَنْتَهِ-এর إِنْ টি শর্তের জন্য। এ জুমলাটি إِعْتِرَاضِيَّةٌ বা জুমলা মু'তারিযা। আর لَنَسْفَعَنْ-এর (لَ) টি কসমের জওয়াব এবং إِنْ শর্তিয়া-এর জওয়াব। অথবা শুধু কসমের জওয়াব।

لَنَسْفَعَنْ– جمع متكلم মুযারে, মাছদার سَفْعًا বাব فَتَحَ 'অবশ্যই আমি সজোরে টানব'। শব্দটিতে (ع)-এর পরে একটি (اَلِفٌ) দেখা যাচ্ছে। অনেকেই মনে করেন নুন তাকীদ খাফীফা 'ওয়াকফ'-এর সময় (الـــف) হয়ে যায়। অনেকেই মনে করেন যেহেতু নূন তাকীদ তানভীনের মত কাজেই তাকে (الف) করে লিখা হয়।

النَّاصِيَةِ– বহুবচন نَاصِيَاتٌ، نَوَاصٍ অর্থ- ঝুঁটি, মাথার সামনের ভাগের চুল। মূল বর্ণ (ن، ص، و) বাব تَفَاعُلٌ হতে বিবাদকালে একে অন্যের চুলের ঝুঁটি ধরা। بِالنَّاصِيَةِ 'ঝুঁটি ধরে'।

كَاذِبَةٍ– واحد مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার كِـــذْبًا، كَذِبًا বাব ضَـــرَبَ অর্থ- মিথ্যা, মিথ্যুক, মিথ্যাবাদী।

خَاطِئَـــةٍ– واحد مؤنـــث ইসমে ফায়েল, মাছদার خَطَـــأً বাব سَـــمِعَ অর্থ- পাপিষ্ঠ, ভুলকারী, অন্যায়কারী। خَطَأٌ-এর বহুবচন أَخْطَاءُ، خَطِيْئَةٌ-এর বহুবচন خَطِيْئَاتٌ، خَطَايَا অর্থ- ভুল, পাপ, অন্যায়।

يَدْعُ– واحد مذكر غائب আমর, মাছদার دَعْـــوَةً، دُعَاءً বাব نَـــصَرَ অর্থ- সে ডাকুক, আহ্বান করুক, সাহায্য প্রার্থনা করুক।

نَادِيَهُ– বহুবচন نَوَادٍ، أَنْدِيَةٌ বহুবচনের বহুবচন أَنْدِيَاتٌ আর نَادِيَةٌ হতে نَـــوَادٍ ও مُنْتَـــدَى হতে نَادِيَاتٌ، مُنْتَدَيَاتٌ আর نَدْوَةٌ অর্থ- ক্লাব, মজলিস।

الزَّبَانِيَةَ– الزِّبْنِيَّةُ বহুবচন الزَّبَانِيَةَ অর্থ- সিপাহী, প্রচণ্ড বলশালী।

لَا تُطِعْهُ– واحد مذكر حاضر নাহী, মূল অক্ষর (ط، و، ع), মাছদার اِطَاعَـــةً বাব إِفْعَـــالٌ অর্থ- আনুগত্য করো না, অনুগত হয়ো না।

اُسْجُدْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার سُجُوْدًا বাব نَصَرَ 'সিজদা কর'।

اِقْتَرِبْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার إِقْتِرَابًا বাব إِفْتِعَالٌ অর্থ- কাছে হও, নিকটবর্তী হও, নৈকট্য লাভ কর। বাব تَفْعِيْلٌ থেকে নিকটবর্তী করল।

বাক্য বিশ্লেষণ

(৯-১০) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى–(أ) আদাতে ইস্তেফহাম, رَأَيْتَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, الَّذِيْ ইসমে মাওছূল, মাফ'উলে বিহী। يَنْهَى عَبْدًا জুমলাটি الَّـــذِيْ-এর ছিলা। إِذَا যরফ ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম। صَلَّى জুমলাটি إِذَا-এর মাযরূফ মিলে رَأَيْتَ-এর মাফ'উলে ফী।

(১১-১২) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، أَوْ أَمَـــرَ بِـــالتَّقْوَى–(أَرَأَيْتَ) শব্দটি অতিরিক্ত তাকীদের জন্য বার বার আনা হয়েছে। إِنْ হরফে শর্ত। كَانَ ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম। عَلَـــى الْهُـــدَى উহ্য (قَائِمًا)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে كَـــانَ-এর খবর। এ হল প্রথম শর্ত। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى। আর দু'টি শর্ত এর জওয়াব উহ্য রয়েছে। মূল হচ্ছে إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى।

(১৩) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى–(أَرَأَيْتَ) শব্দটি অতিরিক্ত তাকীদের জন্য। إِنْ শর্তিয়া كَذَّبَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (تَوَلَّى) كَذَّبَ-এর উপর আতফ। পরের আয়াতটি এ শর্তের জওয়াব।

(১৪) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى–(أ) হরফে ইসস্তেফহাম, لَـــمْ নাফির অর্থ জযম প্রদানকারী অব্যয়। يَعْلَـــمْ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (ب) হরফে জার, অর্থ হিসাবে অতিরিক্ত। (اللهَ) أَنَّ-এর ইসম و يَرَى ফে'ল, যমীর ফায়েল। এ জুমলাটি أَنَّ-এর খবর। أَنَّ তার ইসম ও খবর মিলে يَعْلَمْ-এর মাফ'উলে বিহী।

(১৫) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ – (كَلَّا) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয়। مُؤَطِّئَةٌ (لَ) لِلْقَـــسَمِ অর্থাৎ এমন 'লাম' যা একথা বুঝায় যে, পরবর্তী জওয়াবটি আলোচ্য আয়াতে শর্তের জওয়াব নয়, বরং কসমের জওয়াব। إِنْ শর্তিয়া, لَمْ নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়, يَنْتَـــهِ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, لَنَـــسْفَعَنْ-এর লামটি কসমের জওয়াব। نَـــسْفَعًا মুযারে যার মূল রূপ হল نَـــسْفَعَنْ ওয়াকফ-এর নিয়ম অনুযায়ী নূন খফীফাটি আলিফ দ্বারা লিখা হয়েছে। যমীর ফায়েল, (بِالنَّاصِـــيَةِ) نَسْفَعَنْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(১৬) نَاصِيَةٍ كَاذِبَـــةٍ خَاطِئَـــةٍ–(نَاصِيَةٍ) اَلنَّاصِيَةِ হতে বাদল আর পরের শব্দ দু'টি نَاصِـــيَةٍ-এর ছিফাত।

(১৭) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ–(فَ) ফাছীহা (সূরা মাউনের فَـــذَلِكَ দ্রষ্টব্য)। (لَ) আমরের জন্য। يَـــدْعُ ফে'লে মুযারে। মূলে يَدْعُوْ ছিল। 'আমর'-এর কারণে (و) বিলুপ্ত হয়েছে, (نَادِيَهُ) يَدْعُ ফে'লের মাফ'উলে বিহী।

(১৮) سَــنَدْعُ الزَّبَانِيَـــةَ -(سِـــيْن) অব্যয়টি ফে‘লে মুযারের শুরুতে যুক্ত হয়ে সাধারণত নিকট ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। نَدْعُ মুযারে, যমীর ফায়েল, الزَّبَانِيَةَ মাফ‘উলে বিহী।

(১৯) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ -(كَلَّا) পূর্বের كَلَّا-এর তাকীদ (لَا) নাহী ও জযম প্রদানকারী অব্যয়। تُطِعْ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ‘উলে বিহী, أُسْجُدْ ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল। إِقْتَرِبْ ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল, أُسْجُدْ-এর উপর আতফ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ৯ হতে ১৫নং পর্যন্ত আয়াতগুলি আবু জাহাল ও আবু লাহাবকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়। এদেরকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ‘(মিথ্যা কথা নবী রচনা করেন না) মিথ্যা কথা তো তারাই রচনা করে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মানে না। তারাই প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাবাদী’ *(নাহল ১০৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ‘আবু লাহারেব দু’হাত ধ্বংস হল এবং আবু লাহাব নিজেও ধ্বংস হল’ *(লাহাব ১)*। অত্র সূরার শেষের আয়াতে আমাদের নবীকে বলেন, ‘আপনি সিজদা করুন এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করুন’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ‘আর আপনি রাতে তাঁর জন্য সিজদা করুন এবং দীর্ঘরাত তাঁর নামে তাসবীহ পাঠ করুন’ *(ইনসান ২৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে, তারা কাফিদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে ও সিজদায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে মগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখের উপর সিজদার চিহ্ন থাকবে’ *(ফাতহ ২৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ‘আর তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাও’ *(বাক্বারাহ ৪৫)*। আল্লাহ আয়াতগুলিতে নবী এবং ছাহাবীগণ ও সাধারণ মানুষকে নফল ইবাদত করার জন্য বলেছেন যাতে তাঁর সন্তুষ্টি এবং অনুগ্রহ পাওয়া যায়।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّيْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ-

ইকরামা হতে বর্ণিত ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু জাহল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মাদকে কা‘বার পাশে ছালাত আদায় করতে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব। এ

খবর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বললেন, সে যদি তা করে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন' *(বুখারী হা/৪৯৫৮)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فَجَاءَ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَزَبَرَهُ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّيْ فَأَنْزَلَ اللهُ: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَاللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللهِ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত আদায় করছিলেন। এ সময় আবু জাহল আসল এবং বলল, আমি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? আমি তোমাকে এ ঘরের পাশে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? আমি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফিরে গেলেন এবং আবু জাহলকে ধমক দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু জাহল বলল, নিশ্চয়ই তুমি জান, মজলিসের লোকেরা আমার চেয়ে কত বেশী? তখন আল্লাহ অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। সে যেন তার মজলিসের লোককে ডাকে, আমিও আমার বলশালী ফেরেশতাদের ডাকব। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, সে যদি তার মজলিসের লোককে ডাকত তাহলে আল্লাহ্‌র বলশালী ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন' *(তিরমিযী হা/৩৩৪৯)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِيَنَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ قَالَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا وَلَوْ أَنَّ الْيَهُوْدَ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوْا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِيْنَ يُبَاهِلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَرَجَعُوْا لَا يَجِدُوْنَ مَالًا وَّلَا أَهْلًا-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু জাহল বলল, আমি যদি আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে কা'বা ঘরের পাশে ছালাত আদায় করতে দেখি, তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, যদি সে এরূপ করে তবে জনগণের চোখের সামনেই শাস্তি প্রদানের ফেরেশতাগণ তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন। ঠিক তেমনিভাবেই কুরআনে ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও মৃত্যু কামনা কর। যদি তারা মৃত্যু কামনা করত, তবে অবশ্যই তারা মৃত্যুবরণ করত এবং তাদের থাকার স্থান জাহান্নাম দেখতে পেত। অনুরূপভাবে নাজরানের নাছারাদেরকে মুবাহালার জন্যডাক দেয়া হয়েছিল। তারা যদি মুবাহালার জন্য বের হত, তবে তারা ফিরে এসে তাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি কিছুই পেত না' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৬৫)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ: لَئِنْ عَادَ مُحَمَّدٌ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْمَقَامِ لَأَقْتُلَنَّهُ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ السُّوْرَةَ- فَجَاءَ النَّبِىُّ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ قَالَ قَدْ اَسْوَدَّ مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ مِنَ الْكَتَائِبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاللهِ لَوْ تَحَرَّكَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আবু জাহল বলল, যদি মুহাম্মাদ আবার কা'বা ঘরের পাশে ছালাত আদায় করতে আসে, আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। সে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালাত আদায় করছিলেন। তখন জনগণ আবু জাহলকে বলল, কি হল বসে রইলে? তখন সে বলল, কি আর বলবো, দেখি আমার মাঝে ও তাঁর মাঝে অশ্বারোহী দল। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যদি আবু জাহল একটু নড়াচড়া করত, তবে জনগণের চোখের সামনেই ফেরেশতারা তাকে ধ্বংস করে দিতেন' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৬৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ فَقِيْلَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ قَالَ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِّنْ نَارٍ وَّهَوْلاً وَأَجْنِحَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ دَنَا مِنِّيْ لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু জাহল বলল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে সিজদা করে? জনগণ বলল হ্যাঁ। তখনই সে বলল, লাত ও উয্যার কসম সে যদি ঐভাবে আমার সামনে সিজদা করে আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে দিব এবং তার মাথা মাটিতে পদ দলিত করব। সে রাসূলের নিকট আসল, তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন, সিজদায় ছিলেন। হঠাৎ দেখি সে ভয়ে ভীত হয়ে পিছনে সরে আসছে এবং তার দু'হাত দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করল তোমার কি হল? তুমি পিছনে ফিরে আসছ কেন? সে বলল, নিশ্চয়ই আমার মাঝে ও তাঁর মাঝে একটি আগুনের গর্ত এবং ভয়াবহ সব জিনিস ও ফেরেশতাদের পর সমূহ। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু জাহল যদি আমার কাছে আসত তাহলে ফেরেশতারা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দিত' *(মুসলিম হা/২৭৯৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ সিজদায় সবচেয়ে বেশী তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সিজদার মাঝে বেশী বেশী করে দো'আ কর' *(মুসলিম হা/৪৮২; আবুদাঊদ হা/৮৭৫; ইবনু হিব্বান হা/১৫২৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَأَحَبُّهُ إِلَيْهِ جَبْهَتُهُ فِي الْأَرْضِ سَاجِدًا لِلّٰهِ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা তার প্রতিপালকের সবচেয়ে নিকটে হয় এবং তাঁর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় হয়, যখন তার কপাল আল্লাহ্‌র জন্য সিজদায় মাটিতে রাখে' *(কুরতুবী হা/৬৪০৮)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ-

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, রুকূতে তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব বর্ণনা কর। আর সিজদায় বেশী বেশী দো'আ কর। কারণ সিজদা হচ্ছে দো'আ কবুলের সবচেয়ে গ্রহণীয় সময় *(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী হা/৬৪০৮)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ইনশিক্বাক এবং সূরা আলাক্ব তেলাওয়াত করে সিজদা করতেন *(মুসলিম হা/৫৭৮; আবুদাউদ হা/১৪০৭, তিরমিযী হা/৫৭৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৫৮; দারেমী হা/১৫৭১; ইবনু হিব্বান হা/২৭৬৭)*।

অবগতি

অত্র সূরায় বান্দা বলতে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের কয়েকটি স্থানে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বান্দা শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى 'পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা নিয়ে গেলেন' *(ইসরা ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি তার বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন' *(কাহাফ ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا 'আর আল্লাহ্র বান্দা যখন তাকে ডাকবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল, তখন লোকেরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হল' *(জিন ১৯)*। এ সকল আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এভাবে 'আব্দ' বা বান্দা বলে অভিহিত করা ভালবাসা প্রকাশের এক বিশেষ ভঙ্গি। আরো একটি কথা স্পষ্ট যে, মানুষ মাত্রই আল্লাহ্র দাস। কোন সম্মানজনক দায়িত্বের কারণে মানুষ দাসত্ব মুক্ত হলে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতেন। এতে আরো বুঝা গেল যে, দাসত্বই মানুষের আসল পরিচয়।

ꙮꙮ

সূরা আল-ক্বদর

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫; অক্ষর ১১৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)-

অনুবাদ : (১) নিঃসন্দেহে আমি তা (কুরআনকে) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। (২) আপনি কি জানেন ক্বদরের রাত কি? (৩) ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। (৪) ফেরেশতা ও জিবরাঈল (আঃ) এ রাতে তাঁদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতিটি আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হন। (৫) এ রাতটি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তাময় থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنْزَلْنَا– جمع متكلم মাযী, মাছদার إِنْزَالاً বাব إِفْعَالٌ 'আমি অবতীর্ণ করেছি'।

لَيْلَةٌ– একবচন, বহুবচন لَيَالٍ অর্থ- রাত, রাত্রি।

الْقَدْر– একবচন, বহুবচন أَقْدَارٌ অর্থ- মর্যাদা, মূল্য, পরিমাণ।

أَدْرَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- আপনি জানেন, আপনি অবহিত। এটা একটা বাগধারা, এ অনুযায়ী অর্থ হল আপনি কি জানেন?

خَيْرٌ– ইসমে তাফযীল, মূলত أَخْيَرُ ছিল, বেশী ব্যবহারের জন্য হালকা করে خَيْرٌ করা হয়েছে। শব্দটি ইসম ও ছিফাত উভয় অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। বহুবচন أَخْيَارٌ، خِيَارٌ، خُيُوْرٌ মুয়ান্নাছ خَيْرَةٌ।

أَلْفٌ– বহুবচন آلَافٌ، أُلُوْفٌ মাছদার أَلْفًا বাব ضَرَبَ 'হাযার'।

شَهْرٌ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَشْهُرٌ، شُهُوْرٌ 'মাস'।

تَنَزَّلُ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার تَنَزُّلاً বাব تَفَعُّلٌ 'ধীরে-সুস্থে অবতীর্ণ হন'। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার نُزُوْلاً অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া।

الْمَلَائِكَةُ– একবচনে مَلَكٌ 'ফেরেশতাগণ'।

اَلرُّوْحُ– একবচন, বহুবচন أَرْوَاحٌ অর্থ- রূহ, প্রাণ, আত্মা, জিবরাঈল ফেরেশতা। اَلــرُّوْحُ -এর উপর اَلِف ও لَام মুযাফ ইলাইহি -এর পরিবর্তে। আর সেটি হচ্ছে اَلْقُدُسُ।

إِذْنِ– বাব ضَرَبَ-এর মাছদার, অর্থ- অনুমতি, অবগতি। بِإِذْنِ اللهِ 'আল্লাহ্র ইচ্ছায়'।

رَبٍّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রতিপালক, প্রভু। رَبُّ الْبَيْــتِ 'গৃহকর্তা', بِــإِذْنِ رَبِّهِــمْ 'তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে'।

كُلِّ– প্রত্যেক। সূরা হুমাযাহ-এর كُلٌّ দেখুন।

أَمْرٍ– বহুবচন أَوَامِرُ অর্থ- আদেশ, নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব।

سَــلَامٌ– ইসমে মাছদার, একবচনে سَــلَامَةٌ، سِــلَامَةٌ অর্থ- শান্তি, নিরাপত্তা, সালাম। মাছদার سَلَامًا، سَلَامَةً বাব سَمِعَ। যেমন سَلِمَ مِــنَ الْخَطَــرِ অর্থ- বিপদ থেকে নিরাপদে থাকল, বেঁচে গেল।

مَطْلَعِ– শব্দের মীমটি মাছদার মীমী। মাছদার طُلُوْعًــا، مَطْلَعًــا বাব فَــتَحَ অর্থ- উদিত হওয়া, উদ্ভাসিত হওয়া। مَطْلَعٌ-এর বহুবচন مَطَالِعُ 'উদয় স্থল'।

الْفَجْرِ– প্রভাত, ঊষা, ফজর ছালাত। حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 'ঊষার উদয় পর্যন্ত'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ–(إِنَّا) মূলে ছিল (اِنَّنَا)। হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, (نَــا) اِنَّ-এর ইসম। أَنْزَلْنَا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (ہٗ) যমীর মাফ'উলে বিহী, (فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أَنْزَلْنَا-এর সাথে মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি اِنَّ-এর খবর।

(২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ– (وَ) হরফে আতিফা, مَــا ইসমে ইস্তিফহাম, মুবতাদা। أَدْرَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি مَــا মুবতাদার খবর। مَــا মুবতাদা, لَيْلَةُ الْقَدْرِ তার খবর। এ জুমলাটি أَدْرَى ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উল।

(৩) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ– জুমলাটি মুস্তানিফা। لَيْلَةُ الْقَدْرِ মুবতাদা এবং خَيْــرٌ খবর। (مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) خَيْرٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(৪) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ– এ জুমলাটি মুস্তানিফা। تَنَــزَّلُ ফে'লে মুযারে, الْمَلَائِكَةُ ফায়েল। (الرُّوْحُ) الْمَلَائِكَــةُ-এর উপর আতফ। (فِيْهَــا) تَنَــزَّلُ-এর সাথে

মুতা‘আল্লিক, (ب) হরফে জার, إِذْنِ মাজরূর মুযাফ, رَبِّ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ, هِـــمْ মুযাফ ইলাইহি মিলে تَنَزَّلُ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) تَنَزَّلُ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক।

(৫) سَلَامٌ هِـــيَ حَتَّـــى مَطْلَـــعِ الْفَجْـــرِ– (سَلَامٌ) খবরে মুকাদ্দাম, هِـــيَ মুবতাদা মুয়াখখার, (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سَلَامٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

এখানে আল্লাহ বলেন, আমি ক্বদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَـــةٍ ‘নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি’ *(দুখান ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ ‘রামাযান এমন একটি মাস, যাতে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি’ *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـــافِظُوْنَ ‘নিশ্চয়ই আমি এ যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, আর আমি নিজেই এর রক্ষক’ *(হিজর ৯)*। অর্থাৎ কোনদিন মানুষ এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًـــا مُتَـــشَابِهًا مَثَـــانِيَ ‘আল্লাহ সর্বোত্তম গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এটা এমন এক গ্রন্থ যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বার বার একই বিষয়ের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে’ *(যুমার ২৩)*। যাতে কোন বৈপরিত্য ও বিরোধ নেই। যার অর্থ ও ব্যাখ্যা ঐক্য ও সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ‘আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার (কুরআন) প্রদান করেছি’ *(কাওছার ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الْأَلْبَابِ ‘এটি একটি অতীব বরকতময় গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। যেন লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে’ *(ছোয়াদ ২৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ‘এ বরকতময় যিকির (কুরআন) আমি অবতীর্ণ করেছি। তারপরেও কি তোমরা কুরআন মেনে নিতে অস্বীকার করবে? *(আম্বিয়া ৫০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُـــرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ‘এ বরকতময় গ্রন্থটি আমি অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং এ গ্রন্থ এ কারণে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, আপনি যেন জনপদ সমূহের কেন্দ্র (কা‘বা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক ও সাবধান করতে পারেন’ *(আন‘আম ৯২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُـــمْ تُرْحَمُـــوْنَ ‘আমি এ বরকতময় গ্রন্থটি

অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি আচরণ গ্রহণ কর, হয়তোবা তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা হবে' *(আন'আম ১৫৫)*।

অত্র আয়াতগুলিতে কুরআনকে বিভিন্নভাবে বরকতময় বলা হয়েছে, যা মানুষের জন্য বড় কল্যাণ ও বরকতের মাধ্যম। অথচ মানুষ বুঝে না। আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, 'এ রাতে ফেরেশতা ও জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হন'।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا 'আমরা এ কুরআনকে এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। কারণ আমি তাদেরকে সাবধান করতে চাই। এটা ছিল এমন রাত, যে রাতে আমার আদেশক্রমে প্রতিটি ব্যাপারের বিজ্ঞানপূর্ণ ফায়ছালা অবতীর্ণ করা হয়ে থাকে' *(দুখান ৩-৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا-

আওস ইবনু আওস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করাবে এবং নিজে গোসল করবে, অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে এবং সকালে মসজিদে যাবে এবং আরোহন না হয়ে পায়ে হেঁটে যাবে আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটে বসবে। অতঃপর চুপ করে তার খুৎবা শুনবে এবং অনর্থক কিছু করবে না। তার প্রত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার নেকী হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০৬)*।

ক্বদরের রাতের ইবাদত যেমন হাজার বছরের ইবাদতের সমান, তেমন জুম'আর দিনের এ বিশেষ পদ্ধতির ইবাদত এক বছরের ছিয়াম ও তাহাজ্জুদ পালনের সমান।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَّنْ حُرِمَ خَيْرَهَا قَدْ حُرِمَ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রামাযান মাস আসলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমাদের নিকট রামাযান মাস এসেছে, এ মাস বরকত ও কল্যাণময় মাস। আল্লাহ তোমাদের উপর এ মাসের ছিয়াম ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়। এ মাসে এমন একটা রাত রয়েছে, যে রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের কল্যাণ হতে যে বঞ্চিত হয়, সে প্রকৃতই হতভাগ্য' *(নাসাঈ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৭৫)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ঈমান সহকারে নেকীর আশায় ইবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত ছোট পাপ ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী হা/১০৯১; মুসলিম হা/৭৬০; আবুদাঊদ হা/১৩৭২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ: لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ، لاَ حَارَّةٌ، وَّلاَ بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ شَمْسُهَا صَبِيْحَتُهَا ضَعِيْفَةٌ حَمْرَاءُ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বদরের রাত পরিস্কার স্বচ্ছ শান্তিপূর্ণ রাত। এ রাত শীত ও গরম থেকে মুক্ত। এ রাত শেষ হলে সূর্যের কিরণ দুর্বল ও লালবর্ণ হয়' *(ত্বায়ালীসী, ইবনু কাছীর হা/৭৩৭৯)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيْتُهَا، وَهِيَ فِيْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مِنْ لَيَالِيْهَا لَيْلَةٌ، طَلَقَةٌ بَلْجَةٌ، لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيْهَا قَمَرًا، لاَ يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا-

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে ক্বদরের রাত দেখানো হয়েছে। তারপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। রামাযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে এটা রয়েছে। এ রাত খুবই শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও পরিস্কার। এ রাতে শীতও বেশী থাকে না এবং গরমও বেশী থাকে না। এ রাত এত বেশী উজ্জ্বল থাকে যে, মনে হয় যেন চাঁদ হাসছে। ফজর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত শয়তান প্রকাশ হয় না' *(ইবনু খুযায়মা, ইবনু কাছীর হা/৭৩৮০)*।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ-

ওবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বদরের রাত হচ্ছে ২৭শে রামাযান' *(মুসলিম হা/৭৬২)*।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ أَمَرَنَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيْحَةِ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِيْ صَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهَا-

ওবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি জানি ক্বদরের রাত কোনটি? তা হচ্ছে যে রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইবাদত করার আদেশ করেছেন। তা হচ্ছে ২৭শে রামাযান। তার পরিচয় হচ্ছে সে রাতের সকালে সূর্য খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাবে। সূর্যের কিরণ থাকবে না' *(মুসলিম হা/৭৬২)*।

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّيْ نُسِّيْتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِيْ وِتْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِيْ طِيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيْدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ-

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি ক্বদরের রাত দেখেছি। তবে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই ক্বদরের রাত রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে হয়। আমি নিজেকে দেখলাম মাটি ও পানির মধ্যে অর্থাৎ কাদা-পানির মধ্যে সিজদা করছি। সে দিন মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরের ডালের। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। হঠাৎ একটি বর্ষণ হল। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কপালে পানি ও মাটির চিহ্ন দেখেছি। সেদিন ছিল ২১শে রামাযানের সকাল' *(বুখারী হা/২০১৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বদরের রাত হচ্ছে ২৭ অথবা ২৯। সে রাতে ফেরেশতাগণ কংকরের চেয়ে বেশী পরিমাণ অবতীর্ণ হন' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৩৯৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে ক্বদরের রাত অনুসন্ধান কর' *(বুখারী হা/২০১৭)*।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ-

উবাদা ইবনু ছামিত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ক্বদরের রাতের নির্দিষ্ট তারিখ অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলেন। তখন মুসলমানদের দু'জন ঝগড়া করছিল। তা দেখে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে ক্বদরের সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছিলাম, তখন অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, ফলে তার নির্দিষ্ট তারিখের পরিচয় হারিয়ে যায়। সম্ভবতঃ এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমরা ২৯, ২৭ ও ২৫ রাতে তা অনুসন্ধান কর' *(বুখারী হা/২০২৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهَا–

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রামাযানের শেষ দশকে ইবাদত করার জন্য এত পরিশ্রম করতেন যা অন্য সময়ে করতেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ–

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে ফেলতেন। তিনি সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং পরিবারকে জাগাতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৯)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُــولِيْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ–

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি আমি বুঝতে পারি ক্বদরের রাত কোন রাত? তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯০)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ–

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রামাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন ইন্তেকাল করলেন, তারপর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তেকাফ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ مُعْتَكَفِهِ–

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন ই'তেকাফের ইচ্ছা করতেন, ফজরের ছালাত আদায় করতেন, অতঃপর ই'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২০০২)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَّلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَّلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ–

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে যে, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে পারবে না। কোন জানাযায় যেতে পারবে না। স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না। স্ত্রীর শরীরের সাথে শরীর মিলাতে পারবে না। পেশাব-পায়খানা ব্যাতীত কোন প্রয়োজনে বের হতে পারবে না। ছিয়াম ছাড়া ই'তেকাফ চলে না। জুম'আ মসজিদ ছাড়া ই'তেকাফ চলে না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২০০৪)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর সাথে সন্ধি করার পর এক ব্যক্তি হাসানকে বললেন, আপনি ঈমানদারদের মুখ কালো করে দিলেন। অথবা এভাবে বলেছিলেন, হে মুমিনদের মুখ কালোকারী! একথা শুনে হাসান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেখানো হয়েছে যে, তাঁর মিম্বরে যেন বনু উমাইয়া উপবিষ্ট হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হন। আল্লাহ তখন সূরা কাওছার অবতীর্ণ করেন। এছাড়া সূরা ক্বদরটিও অবতীর্ণ করেন (হাজার মাস দ্বারা বনু উমাইয়ার রাজত্ব হাজার মাস টিকে থাকানোর কথা বুঝানো হয়েছে। কাসেম ইবনু ফযল বলেন, আমি হিসাব করে দেখেছি এক হাজার মাসই হয়েছে। একদিনও কম-বেশী হয়নি *(তিরমিযী, ইবনু কাছীর হা/৭৩৭০)*।

(২) মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে বলেন, ঐ লোকটি এক হাজার মাস পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। মুসলমানেরা একথা শুনে চিন্তিত হলেন, তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ একথা জানান ক্বদরের রাতে ইবাদত করা ঐ ব্যক্তির এক হাজার মাস জিহাদে অংশগ্রহণ করার চেয়ে উত্তম' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৭১)*।

(৩) মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের এক লোক সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতেন। এভাবে তিনি এক হাজার মাস কাটান। অতঃপর এ সূরা অবতীর্ণ করে তাঁর নবীর উম্মতকে সুসংবাদ দেন যে, এ উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি ক্বদরের রাতে ইবাদত করে তবে সে বানী ইসরাঈলের ঐ লোকের চেয়ে বেশী নেকী পাবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৭১)*।

(৪) আলী ইবনু উরওয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বানী ইসরাঈলের চারজন আবেদের কথা বলেন। তাঁরা ৮০ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁরা ক্ষণিকের জন্য নাফরমানী করেনি। তাঁরা হলেন আইউব আলাইহিস সালাম, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম, হিযকীল আলাইহিস সালাম এবং ইউশা ইবনু নূন। ছাহাবীগণ এ ঘটনা শুনে খুবই অবাক হলেন। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার উম্মত এ ঘটনা শুনে চিন্তিত হয়েছে। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ আপনার উপর এর চেয়েও উত্তম জিনিস দান করেছেন। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সূরা ক্বদর পড়ে শুনালেন। এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ছাহাবীগণ খুব খুশী হলেন' *(ইবনু কাছীর হা/৭৩৭২)*।

(৫) ইমাম আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাতিম রাযিয়াল্লা-হু আনহু এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর বর্ণনা আনয়ন করেছেন। কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন যে, সপ্তম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা-প্রশাখাগুলো কুরসীর নিচে প্রসারিত। তাতে এত ফেরেশতা অবস্থান করেন যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফেরেশতা নেই। ঐ বৃক্ষের মধ্যভাগে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবস্থান করেন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ! কদরের রাত্রিতে সমস্ত ফেরেশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও। এ ফেরেশতাদের সবারই অন্তর স্নেহ ও দয়ায় ভরপুর। প্রত্যেক মুমিনের জন্য তাঁদের মনে অনুগ্রহের প্রেরণা রয়েছে। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই কদরের রাত্রিতে এসব ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -এর সাথে নেমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং সব জায়গায় সিজদায় পড়ে যান। তাঁরা সকল ঈমানদার নারী পুরুষের জন্য দো'আ করেন। কিন্তু তাঁরা গীর্জায়, মন্দিরে, অগ্নিপূঁজার জায়গায়, মূর্তিপূঁজার জায়গায়, আবর্জনা ফেলার জায়গায়, নেশাখোরের অবস্থান স্থলে, নেশাজাত দ্রব্যাদি রাখার জায়গায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান-বাজনার সরঞ্জাম রাখার জায়গায় এবং প্রস্রাব-পায়খানার জায়গায় গমন করেন না। বাকি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা ঈমানদার নারী-পুরুষদের জন্য দো'আ করে থাকেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সকল ঈমানদারের সাথে করমর্দন করেন। তাঁর করমর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়। মন নরম হয় এবং চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -এর হাতের মধ্যে রয়েছে। কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন যে, ঐ রাত্রে যে ব্যক্তি তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তার প্রথমবারে পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তৃতীয়বার পাঠের সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ সুনিশ্চিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, হে আবু ইসহাক রাযিয়াল্লা-হু আনহু ! যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে এ কালেমা উচ্চারণ করে তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেন, সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ কালেমা উচ্চারিত হবে। যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! লায়লাতুল কদর কাফির ও মুনাফিকদের উপর এত ভারী বোধ হয় যে, যেন তাদের পিঠে পাহাড় পতিত হয়েছে। ফজর পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে রাত্রি কাটিয়ে দেন। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম উপরের দিকে উঠে যান এবং অনেক উপরে উঠে স্বীয় পালক ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেই বিশেষ দু'টি সবুজ পালক প্রসারিত করেন যা অন্য কোন সময় প্রসারিত করেন না। এর ফলে সূর্যের কিরণ মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর তিনি সমস্ত ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান। সব ফেরেশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -এর পালকের নূর মিলিত হয়ে সূর্যের কিরণকে নিষ্প্রভ করে দেয়। ঐ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফেরেশতা সেদিন আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তাঁরা ঐ সব লোকের জন্যও দো'আ করেন যারা সৎ নিয়তে ছিয়াম রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রামাযান মাসেও আল্লাহ্‌র ইবাদত করার মনোভাব পোষণ করে। সন্ধ্যায় সবাই প্রথম আসমানে পৌঁছে যান। সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতারা

এসে তখন পৃথিবীতে অবস্থানকারী ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক বলে বলে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেন, তাকে আমরা গত বছর ইবাদতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার সে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আবার অমুককে গত বছর বিদ'আতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার তাকে ইবাদতে লিপ্ত দেখে এসেছি। প্রশ্নকারী ফেরেশতারা তখন শেষোক্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত, রহমতের দো'আ করেন। ফেরেশতারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাদেরকে আরো জানান যে, তাঁরা অমুক অমুককে আল্লাহ্‌র যিকর করতে দেখেছেন, অমুক অমুককে রুকূ'তে, অমুক অমুককে সিজদায় পেয়েছেন এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছেন। একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন। সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তাঁরা নিজেদের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছেন। সিদরাতুল মুনতাহা তাঁদেরকে বলে, আমাতে অবস্থানকারী হিসাবে তোমাদের প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে আমিও তাদেরকে ভালবাসি। আমাকে তাদের অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও। কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ফেরেশতারা তখন আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাদের নামও পিতার নাম জানাতে শুরু করেন। তারপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলে, তোমাতে অবস্থানকারীরা তোমাকে যেসব খবর শুনিয়েছে, সেসব আমাকেও একটু শোনাও। তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলে, অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! অতি শীঘ্রই তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করুন।

জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম সর্বপ্রথম নিজের জায়গায় পৌঁছে যান। তাঁর উপর তখন ইলহাম হয় এবং তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার অমুক অমুক বান্দাকে সিজদারত অবস্থায় দেখেছি। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেন। তখন ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, অমুক অমুক নারী-পুরুষের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাত হয়েছে। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলেন, হে আল্লাহ! গত বছর আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং আপনার ইবাদতকারী হিসাবে দেখেছি। কিন্তু এবার সে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং আপনার বিধিবিধানের অবাধ্যতা করেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তওবা করে নেয়, তাহলে আমি তাকে মাফ করে দিব। জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তখন হঠাৎ করে বলেন, হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার সৃষ্টজীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দা তার নিজের উপর যেরূপ মেহেরবানী করে থাকে, আপনার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও অধিক। ঐ সময় আরশ ও তার চার পাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুই কেঁপে ওঠে বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ 'করুণাময় আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা'। কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করে রামাযানের পরেও পাপমুক্ত জীবন যাপনের মনোভাব পোষণ করে সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(ইবনু কাছীর ৬/৫০৭ পৃঃ)*।

অবগতি

আমাদের দেশে সরকারী আর বেসরকারীভাবে জাঁকজমকের সাথে ২৭ তারিখের রাতকে ক্বদরের রাত হিসাবে পালন করা হয়। এভাবে মাত্র একটি রাতকে ক্বদরের রাত গণ্য করা হলে বহু ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করা হবে এবং পাঁচ রাতের বড় ধরনের ইবাদত হতে মানুষ বঞ্চিত হবে। ক্বদরের রাত পেতে হলে পাঁচটি বিজোড় রাতে ইবাদত করতে হবে। বর্তমানে রাত জাগরণের জন্য মসজিদে সকলে সমবেত হয়ে বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলের যে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তা শরী'আতে নতুন কাজ। কারণ আল্লাহ্‌র নবী তাঁর ছাহাবীদেরকে নিয়ে এভাবে ইবাদত করতেন না; বরং নিজ নিজ পরিবারকে নিয়ে রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করে ইবাদত করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, 'যখন রামাযানের শেষ দশক আসত, তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন। অর্থাৎ বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। রাত জেগে থাকতেন এবং পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন' *(বুখারী হা/২০২৪)*। ক্বদরের রাতে বেশী ছালাত আদায়ের কোন প্রমাণ নেই। আট রাক'আত ছালাতই আদায় করতে হবে। চার রাক'আত পর দীর্ঘ বিরতি থাকবে। এ বিরতিতে তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও কান্না-কাটির অবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারপর বাকী চার রাক'আত পড়তে হবে। ক্বিরাআত দীর্ঘ হবে। রুকূ-সিজদায় দীর্ঘ সময় ধরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তারপর বিতর পড়বে।

ঌঔঌঔ

সূরা আল-বাইয়্যেনা

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৮; অক্ষর ৪২৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُوْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (٢) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (٥)-

অনুবাদ : (১) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফির ছিল, তারা নিজেদের কুফরী থেকে বিরত হতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের নিকট স্পষ্ট দলীল আসা পর্যন্ত। (২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট হতে একজন রাসূল যিনি পবিত্র ছহীফা পড়ে শুনাবেন। (৩) যাতে সম্পূর্ণ সঠিক বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ থাকবে। (৪) পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিভক্ত দেখা দিয়েছে তাদের নিকট সঠিক নির্ভুল পথের সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পর। (৫) অথবা তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেছ করে সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। তারা ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে। মূলত এটাই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ يَكُنْ– واحد مذكر غائب মুযারে, لَمْ দ্বারা সাকিন। মাছদার كَيْنُوْنَةً، كَيْنًا বাব نَصَرَ 'তারা হয়নি'।

كَفَرُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার كُفْرًا، كُفْرَانًا বাব نَصَرَ অর্থ- তারা কুফরী করল, তারা অস্বীকার করল।

أَهْلِ– বহুবচন أَهْلُوْنَ، آهَالٌ، أَهَالٌ، أَهْلَاتٌ، آهَلَاتٌ অর্থ- অধিকারী, অনুসারী, পরিবার-পরিজন।

الْكِتَابِ– ইসম, একবচন, বহুবচন كُتُبٌ অর্থ- বই, পুস্তক, কিতাব, আমলনামা, বিধান।

الْمُشْرِكِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার إِشْرَاكًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- শরীককারীরা, মুশরিক, কাফিররা। شَرِيْكٌ-একবচন, বহুবচন شُرَكَاءُ অর্থ- শরীক, অংশীদার। যেমন إِشْتَرَكَ فِيْهِ 'তাতে শরীক হল', إِشْتِرَكِيَّةٌ 'সমাজতন্ত্র'। شَرِكَةٌ বহুবচন شَرِكَاتٌ 'কোম্পানী'।

مُنْفَكِّيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল। মূলবর্ণ (ف، ك، ك), মাছদার إِنْفِكَاكًا বাব إِنْفِعَالٌ অর্থ- যারা বিচ্ছিন্ন হয়, যারা পৃথক হয়।

تَأْتِيَ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার إِتْيَانًا বাব ضَرَبَ অর্থ- আসবে, আগমন করবে।

اَلْبَيِّنَةُ– একবচন, বহুবচন بَيِّنَاتٌ অর্থ- সুস্পষ্ট প্রমাণ, নিদর্শন।

رَسُوْلٌ– একবচন, বহুবচন رُسُلٌ، رُسْلٌ، أَرْسُلٌ، رُسُلَاءُ অর্থ- সংবাদবাহক, দূত, বার্তাবাহক।

يَتْلُوْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মূলবর্ণ (ت، ل، و), মাছদার تِلَاوَةً বাব نَصَرَ অর্থ- পড়ে, পাঠ করে, আবৃত্তি করে।

صُحُفًا– একবচনে صَحِيْفَةٌ বহুবচন صُحُفٌ، صَحَائِفُ অর্থ- কাগজ, ছহীফা, আমলনামা, গ্রন্থ, পত্রিকা।

مُطَهَّرَةً– واحد مؤنث ইসমে মাফ‘উল, মাছদার تَطْهِيْرًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- পবিত্র, পরিষ্কার।

كُتُبٌ– একবচনে كِتَابٌ অর্থ- বিধান, বই, আমলনামা।

قَيِّمَةٌ– ছিফাতে মুশাব্বাহ। মাছদার قِيَامًا বাব نَصَرَ অর্থ- সঠিক, সোজা, বিধি-বিধান।

تَفَرَّقَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَفَرُّقًا বাব تَفَعُّلٌ অর্থ- আলাদা হল, বিচ্ছিন্ন হল, বিক্ষিপ্ত হল।

أُوْتُوْا– جمع مذكر غائب মাযী মাজহূল, মূলবর্ণ (ا، ت، ى), মাছদার إِيْتَاءً বাব إِفْعَالٌ ‘তাদেরকে দেয়া হয়েছে’।

بَعْدِ– ইসমে যরফ, শব্দটি যেভাবে ব্যবহার হয় بَعْدَ أَنْ، بَعْدَ إِذْ، بَعْدَمَا، مِنْ بَعْدِهَا অর্থ- পর, পরে, এরপর, بَعْدَ ذٰلِكَ ‘তারপর’।

جَاءَتْ– واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার جَيْئًا، مَجِيْئًا বাব ضَرَبَ অর্থ- আসল, আগমন করল। এখানে যে (مَا) রয়েছে, এ (مَا) টি মাছদারিয়া।

أُمِرُوْا– جمع مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার أَمْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

يَعْبُدُوْا– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ অর্থ- তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তারা আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়ী হবে।

مُخْلِصِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার إِخْلَاصًا বাব إِفْعَـــالٌ অর্থ- আন্তরিকভাবে, খালিছ করে। বাব نَصَرَ হতে মাছদার خُلُوْصًا অর্থ- খাঁটি হওয়া, পরিস্কার হওয়া। ইসমে ফায়েল خَالِصٌ বহুবচন خُلَّصٌ অর্থ- খাঁটি, বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল।

الدِّيْنِ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَدْيَانٌ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম, আনুগত্য, বিচার, প্রতিফল।

حُنَفَاءَ– ছিফাতে মুশাব্বাহ। একবচনে حَنِيْفٌ অর্থ- একনিষ্ঠ, একমুখী।

يُقِيْمُوْا– جمع مذكر غائب মুযারে, মূলবর্ণ (ق، و، م), মাছদার إِقَامَةً বাব إِفْعَـــالٌ অর্থ- প্রতিষ্ঠা করবে, কায়েম করবে।

الصَّلَاةَ– বহুবচন صَلَوَاتٌ অর্থ- ছালাত, দো‘আ, দরূদ, রহমত।।

يُؤْتُوْا– جمع مذكر غائب মুযারে মা‘রূফ, মাছদার إِيْتَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তারা দিবে, তারা প্রদান করবে।

الزَّكَاةَ– বহুবচন زَكَوَاتٌ، زَكَا অর্থ- যাকাত, পবিত্রতা, বৃদ্ধি করা।

الْقَيِّمَةِ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, অর্থ- সঠিক, বিধি-বিধান।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ– (لَمْ) নাফির অর্থে জযম প্রদানকারী অব্যয়। يَكُنِ ফে‘লে নাকিছ মুযারে। (الَّذِيْنَ) يَكُنِ-এর ইসম, كَفَـــرُوْا জুমলাটি الَّذِيْنَ-এর ছিলা مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ উহ্য (كَائِنِيْنَ)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। আর (كَائِنِيْنَ) كَفَرُوا হতে হাল। (مُنْفَكِّيْنَ) يَكُنِ-এর খবর। حَتَّـــى হরফে জার, তারপর (اَنْ) উহ্য রয়েছে। تَـــأْتِيَ ফে‘ল, الْبَيِّنَـــةُ ফায়েল। এ জুমলাটি মাছদার হয়ে মাজরূর। তারপর مُنْفَكِّـــيْنَ-এর মুতা‘আল্লিক।

(২) رَسُوْلٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً– (رَسُوْلٌ) الْبَيِّنَةُ হতে বাদল, مِنَ اللهِ উহ্য (مُرْسَـــلٌ)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে رَسُوْلٌ-এর ছিফাত, يَتْلُوْ জুমলা ফে‘লিয়াটি رَسُوْلٌ-এর দ্বিতীয় ছিফাত। صُحُفًا مُطَهَّرَةً মাওছূফ ছিফাত মিলে يَتْلُوْ-এর মাফ‘উলে বিহী।

(৩) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَـــةٌ– (فِيْهَا) উহ্য (مَوْجُـــوْدَةٌ) শিবহু ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। كُتُبٌ قَيِّمَةٌ মাওছূফ ছিফাত মিলে মুবতাদা মুয়াখখার। এ জুমলাটি صُحُفًا-এর দ্বিতীয় ছিফাত।

(৪) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ– (وَ) মুস্তানিফা, (مَـــا) নাফিয়া। تَفَرَّقَ ফে‘ল মাযী, الَّذِيْنَ ফায়েল। أُوْتُوْا মাযী মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। الْكِتَـــابَ দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি الَّـــذِيْنَ-এর ছিলা। (إِلاَّ) আদাতে হাছর বা সীমাবদ্ধতা প্রকাশক অব্যয়। (مِنْ بَعْد) تَفَرَّقَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (مَا) মাছদারিয়া, جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ বাক্যটি بَعْدِ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৫) وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ– জুমলাটি হালীয়া। (مَا) নাফিয়া, أُمِرُوْا মাযী মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। (إِلاَّ) আদাতে হাছর। (لِ) তা‘লীলের জন্য, কারণ প্রকাশক অব্যয় বা আমরের لام। يَعْبُـــدُوْا ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল الله মাফ‘উলে বিহী, (مُخْلِصِيْنَ) يَعْبُدُوا-এর যমীর হতে হাল। (لَهُ) مُخْلِصِيْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (الدِّين) مُخْلِصِيْنَ-এর মাফ‘উল, (حُنَفَاءَ) يَعْبُدُوْنَ হতে দ্বিতীয় হাল।وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ জুমলাটি يَعْبُدُوْا-এর উপর আতফ, وَيُؤْتُـــوْا الزَّكَـــاةَ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ। ذَلِكَ মুবতাদা, دِيْنُ الْقَيِّمَةِ খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ، اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَّاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

‘ইহুদীরা বলে যে, উযাইর আল্লাহ্র পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে যে, মাসীহ আল্লাহ্র পুত্র। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অমূলক কথা যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সেই সব লোকদের দেখাদেখি যারা তাদের পূর্বে কুফরী করেছিল। তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ এরা কিভাবে ধোঁকায় পড়ে। এরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মারিয়ামের ছেলে ঈসাকেও প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর একমাত্র তিনিই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। আর যা তারা মুশরিকী কথা-বার্তা বলে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র’ *(তওবা ৩০-৩১)*। এখানে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّـــأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَـــدُ ‘আর ঈসা (আঃ) বলেন, আমার পরে একজন সুসংবাদ দানকারী রাসূল

আসবেন, যার নাম হবে আহমাদ' *(ছফ ৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَـــاءَهُمْ 'তারা তাঁকে নবী হিসাবে চিনতে পারবে, যেমন মানুষ তার সন্তানকে চিনতে পারে' *(বাক্বারাহ ১৪৬)*। উভয় আয়াতে একজন রাসূল আসার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلَى، صُحُفِ إِبْــرَاهِيْمَ وَمُوْسَـــى 'নিশ্চয়ই এ বিধান পূর্ব ছহীফা সমূহে ছিল। আর তা হচ্ছে ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর ছহীফা' *('আলা ১৮-১৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, نَــزَّلَ عَلَيْـــكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْـــلُ 'আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্বের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে। আর এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত আর ইনজীল' *(আলে ইমরান ৩-৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ 'আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এ কিতাব আল্লাহ্র নিকট হতে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে' *(আন'আম ১১৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَهَذَا كِتَـــابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَـــيْنَ يَدَيْـــهِ 'আর এ বরকতময় কিতাব, আমি অবতীর্ণ করেছি পূর্বের কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে' *(আন'আম ৯২)*। অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'কিতাবধারীরা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিভক্ত হয়েছে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا تَفَرَّقُوْا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ 'লোকদের নিকট যখন ইলম এসে পৌঁছল তার পরই তাদের মাঝে বিরোধ বৈষম্য দেখা দিল। আর তা হওয়ার কারণ হচ্ছে তারা পরস্পরে একে অপরের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করত' *(শূরা ১৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِـــي الْـــأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ 'আল্লাহ তিনি যিনি উম্মীদের মাঝে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পড়ে শুনান' *(জুম'আ ২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَنْ أَقِيْمُوا الـــدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُـــوْا فِيْـــهِ 'তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ো না' *(শূরা ১৩)*। আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ 'মূলত এটাই সঠিক দ্বীন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ 'এটাই চূড়ান্ত সঠিক নির্ভুল ব্যবস্থা' *(তওবা ৩৬)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيٍّ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَـــمْ يَكُـــنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكَى-

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে বললেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সূরা বাইয়্যেনা আমি তোমাকে পড়ে শুনাব। উবাই ইবনু

কা'ব বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম করেছেন? নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন' *(বুখারী হা/৩৮০৯)*।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أُبَيُّ أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَدْ ذُكِرْتُ هُنَاكَ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ فَفَرِحْتَ بِذَلِكَ قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِيْ وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ-

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, 'নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি তোমাকে অমুক অমুক সূরা পড়ে শুনাব। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার নাম কি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তাহলে তো তুমি খুবই খুশি হয়েছ? উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বললেন, কেন খুশী হব না? আল্লাহ নিজেই বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, তারা যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া লাভ করে খুশী হয়। আর এ দয়া ও অনুগ্রহ তাদের জমা করা সম্পদ চেয়ে অনেক গুণে উত্তম' *(আহমাদ, ইউনুস ৫৮, ইবনু কাছীর হা/৭৪০৯)*।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ فَقَرَأَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَقَرَأَ فِيْهَا وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّيْنَ الْقَيِّمَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُوْدِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنْ يَّفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُّكْفَرَهُ-

উবাই ইবনু কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে আদেশ করেন যে, আমি তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাব। অতঃপর তিনি সূরা বাইয়্যেনা পড়েন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, আদম সন্তান যদি একটা মাঠপূর্ণ মাল চাই, অতঃপর তাকে তা দেয়া হয়, তবে সে অবশ্যই দ্বিতীয় মাঠপূর্ণ সম্পদ প্রার্থনা করবে। আর সেটা দেয়া হলে তৃতীয় মাঠভরা সম্পদ প্রার্থনা করবে। আদম সন্তানের পেট কবরের মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। তবে যে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ্‌র কাছে ঐ ব্যক্তি দ্বীনদার যে একনিষ্ঠ একমুখী হয়ে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করে। তবে সে মুশরিক ইয়াহুদী এবং নাছারা হতে পারবে না। যে ব্যক্তি কোন নেকীর কাজ করবে তার অমর্যাদা করা হবে না' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর/৭৪১০)*। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে, সঠিক দ্বীন হচ্ছে দ্বীনে হানীফ আর সঠিক অনুসারী হচ্ছে যে একনিষ্ঠ, একমুখী হয়ে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করে।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেন, হে আবুল মুনযির! আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন তোমার সামনে কুরআন পাঠ করি। উবাই (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) তখন

বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কথাগুলি পুনরায় বললেন। উবাই তখন আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কথা কি সেখানে আলোচনা করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমার নাম তোমার বংশ পরিচিতি এ সবই মালায়ে আলায়ে আলোচিত হয়েছে। উবাই রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তখন বললেন, তাহলে পাঠ করুন' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪১১)*।

(২) ফুযাইল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বাইয়্যেনা সূরাটি শুনেন এবং বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি খুশী হয়ে যাও, আমার মর্যাদার কসম! তোমাকে জান্নাতে এমন থাকার স্থান দিব, যে তুমি খুশী হয়ে যাবে' *(ইবনু কাছীর ৭৪১৪)*।

(৩) নাযীর আল-মুযানী বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সূরা বাইয়্যেনা শুনে বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমার মর্যাদার কসম! আমি তোমাকে ইহকালে ও পরকালে কখনও ভুলব না। আর জান্নাতের এমন স্থানে তোমাকে থাকতে দিব যে, তুমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪১৫)*।

(৪) আবু দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যদি জানত সূরা বাইয়্যেনা পড়লে কি বিনিময় রয়েছে, তাহলে তারা পরিবার ও সম্পদ ছেড়ে দিত এবং সূরাটি শিক্ষা অর্জন করত। খোযা বংশের একলোক বলল, আল্লাহ্‌র রাসূল তাতে কি নেকী রয়েছে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মুনাফিক সূরাটি কখনও পড়বে না এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যার সন্দেহ রয়েছে সেও কখনও পড়বে না। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটতম ফেরেশতারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টির পর হতে সূরাটি পড়েন। তারা কখনও শিথিল হয় না। যে কোন ব্যক্তি সূরাটি পড়লে আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষার জন্য ফেরেশতা পাঠান, তারা তার জন্য রহমত চায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(কুরতুবী হা/৬৪৩০)*।

অবগতি

আহলে কিতাব ও মুশরিক উভয় শ্রেণীর লোকেরাই কাফির। কুফরীর ব্যাপারে তারা সমান। তারপরেও তাদেরকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামে অবহিত করা হয়েছে। আহলে কিতাব বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যাদের নিকট পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের পেশ করা কিতাব সমূহের মধ্য হতে কোন একখানি যে অবস্থায় হোক না কেন মাওজুদ থাকবে এবং তারা তাকে মেনে চলবে। আর মুশরিক বলতে সেই সব লোক, যারা কোন নবীর অনুসারী এবং কোন কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। অবশ্য আহলে কিতাবও মুশরিক। যেমন খৃষ্টানরা বলে, তিনজন মা'বূদের একজন হলেন আল্লাহ *(মায়েদা ৩৭)*। তারা ঈসা (আঃ)-কেও মা'বূদ বলে *(মায়েদা ১৭)*। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্রও বলে *(তওবা ৩০)*। ইহুদীরা উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে *(তওবা ৩০)*। অথচ কুরআনে তাদের কোথাও মুশরিক বলা হয়নি। মুশরিক পরিভাষাটি তাদের জন্য ব্যবহার হয়নি; বরং তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়েছে। ইহুদী অথবা নাছারা বলা হয়েছে। কারণ তারা তাদের আসল দ্বীনকে মানত এবং শিরক করত। অন্যদের ব্যাপারে মুশরিক পরিভাষাটি সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ শিরককেই তারা আসল দ্বীন মনে করত এবং তাওহীদ মেনে নিতে অস্বীকার করত।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ -(٨)

অনুবাদ : (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা নিঃসন্দেহ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে। এ লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি (৭) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম সৃষ্টি। (৮) তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে। যার তলদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এসব কিছু তার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَارِ– বহুবচন أَنْوُرٌ، نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

جَهَنَّمَ– অর্থ- জাহান্নাম, নরক।

خَالِدِيْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার خُلُوْدًا বাব نَصَرَ। যেমন خَلَدَ অর্থ- চিরস্থায়ী হল, অমর হল।

شَرُّ– ইসমে তাফযীল। এখানে শব্দটি ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে أَشَرُّ ছিল, বেশী ব্যবহারের কারণে شَرُّ করা হয়েছে। শব্দটি ইসম হিসাবে ব্যবহার হলে বহুবচন شُــرُوْرٌ হবে। অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি। خَيْرٌ শব্দটিও অনুরূপ ব্যবহৃত হয়।

الْبَرِيَّةِ– একবচন, বহুবচন بَرَايَا অর্থ- সৃষ্টিজগত, মানবকূল। بَارِئٌ 'সৃষ্টিকর্তা'। মাছদার بَــرْأً বাব فَتَحَ 'সৃষ্টি করা'।

آمَنُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার إِيْمَانًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল।

عَمِلُوْا– جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার عَمَلاً বাব سَمِعَ অর্থ- আমল করল, কাজ করল।

الصَّالِحَاتِ– একবচনে صَالِحَةٌ অর্থ- সৎকাজ, ভাল কাজ, নেকী, পুণ্য।

خَيْرُ– ইসমে তাফযীল। অর্থ- উত্তম, উৎকৃষ্টতর। শব্দটি এখানে ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

جَزَاؤُ– ইসম, অর্থ- প্রতিদান, পুরস্কার, ছওয়াব। শব্দটি ضَرَبَ বাবের মাছদারও হতে পারে।

عِنْدَ– যরফে যামান ও মাকান। عِنْدَئِذٍ অর্থ- তখন, সে সময়ে عِنْدَمَا অর্থ- যখন, যে সময়ে।

رَبٌّ– বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা' رَبَّةُ الْبَيْتِ অর্থ- গৃহকর্ত্রী, গৃহিনী।

جَنَّاتُ– একবচনে جَنَّةٌ অর্থ- জান্নাত, গাছ-গাছালীপূর্ণ বাগান।

عَدْنٌ– মাছদার, বাব ضَرَبَ 'অবস্থান করা' যেমন عَدَنَ بِالْمَكَانِ অর্থ- স্থানটিতে অবস্থান করল। عَدْنٌ -এমন জান্নাত যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। এটা একটা জান্নাতের নাম।

تَجْرِيْ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার جَرْيًا বাব ضَرَبَ অর্থ- প্রবাহিত হবে, প্রবাহিত থাকবে।

تَحْتَ– যরফে মাকান। অর্থ- নীচে, অধীনে।

اَلْأَنْهَارُ– اَلنَّهْرُ-এর বহুবচন أَنْهَارٌ، أَنْهُرٌ অর্থ- নদী, নদ, ঝর্ণা।

أَبَدًا– সবসময়, চিরকাল, অসীম, ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন أَفْعَلُ أَبَدًا 'সর্বদা করব'।

رَضِيَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার رِضًا، رِضْوَانًا বাব سَمِعَ 'সন্তুষ্ট হল'। শব্দটি عَنْ অথবা عَلَى দ্বারা ব্যবহার হয়। যেমন رَضِيَ عَنْهُ أَوْ عَلَيْهِ 'তার উপর সন্তুষ্ট হল'।

خَشِيَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَشْيًا বাব سَمِعَ অর্থ- ভয় করল, ভীত হল।

বাক্য বিশ্লেষণ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أُوْلَئِكَ هُمْ (৬)

شَرُّ الْبَرِيَّةِ– জুমলাটি মুস্তানিফা বা নতুনভাবে আরম্ভ। (الَّذِيْنَ) إِنَّ-এর ইসম। كَفَرُوْا জুমলা ফে'লিয়াটি ইসমে মাওছূলের ছিলা। مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ উহ্য (كَائِنِيْنَ)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে كَفَرُوْا-এর সর্বনাম হতে হাল। فِيْ نَارِ উহ্য (كَائِنُوْنَ)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে إِنَّ-এর খবর। خَالِدِيْنَ ঐ উহ্য (كَائِنُوْنَ)-এর যমীর হতে হাল, (فِيْهَا) خَالِدِيْنَ-এর মুতা'আল্লিক। أُولَئِكَ মুবতাদা, هُمْ বিচ্ছিন্নকারী সর্বনাম, দ্বিতীয় هُمْ (شَرُّ الْبَرِيَّةِ)-এর খবর অথবা মুবতাদা।

(৭) إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ –إِنَّ الَّذِيْنَ (الصَّالِحَاتِ) পর্যন্ত إِنَّ-এর ইসম এবং পরের জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا رَضِي (৮)

اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ– (جَزَاؤُهُمْ) মুবতাদা, هُمْ হতে حَاصِلاً শব্দটি হাল উহ্য রয়েছে। (عِنْدَ رَبِّهِمْ) حَاصِلاً-এর যরফ। (جَنَّاتُ عَدْنٍ) جَزَاؤُهُمْ-এর খবর, تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ এ জুমলাটি جَنَّاتُ عَدْنٍ-এর ছিফাত। خَالِدِيْنَ উহ্য دُخُوْلُهُمْ-এর যমীর হতে হাল। (فِيْهَا) خَالِدِيْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (أَبَدًا) خَالِدِيْنَ-এর মাফ'উলে ফী। এ জুমলাটি جَنَّاتُ عَدْنٍ-এর দ্বিতীয় ছিফাত। رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ জুমলা ফে'লিয়া। وَرَضُوْا عَنْهُ জুমলা ফে'লিয়াটি পূর্বের উপর আতফ।

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ– (ذَلِكَ) মুবতাদা (لِمَنْ)-এর لِ হরফে জার, مَنْ মাজরূর মিলে উহ্য حَاصِلٌ-এর মুতা'আল্লিক হয়ে খবর, مَنْ মাওছূলা আর خَشِيَ رَبَّهُ এ জুমলাটি مَنْ-এর ছিলা।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ৬নং আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট পশু হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা লোক যারা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না' *(আনফাল ২২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 'ওরা সেই সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। তাদের বধির করেছেন তাদের অন্ধ করেছেন' *(মুহাম্মাদ ২৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِيْ ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ 'আপনি কি বধিরকে শুনাতে পারেন? আপনি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারেন? আর যে স্পষ্ট ভ্রান্ত পথে রয়েছে অথবা জেনে-শুনে ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাকে কি পথ দেখাতে পারেন'? *(যুখরুফ ৪০)*।

অত্র আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে, মানুষ যখন সত্যকথা ও কর্ম শুনেও শুনে না এবং দেখেও বুঝে না তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। তারাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি। অত্র সূরার ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমান আনার পর সৎ আমল করলেই মানুষ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ 'আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি' *(ইসরা ৭০)*। অত্র সূরার ৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'উৎকৃষ্ট লোকদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَّكَأْسًا دِهَاقًا، لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَ كِذَّابًا، جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا 'নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটি সাফল্যের স্থান। বাগ-বাগিচা আংগুর। সমবয়স্কা নব্য-যুবতীগণ এবং উচ্ছ্বসিত পান পাত্রও। সেখানে তারা কোনরূপ অসার, অনর্থক, মিথ্যা কথা শুনবে না। এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রতিফল এবং পূর্ণ পুরস্কার' *(নাবা ৩১-৩৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ 'মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় এই যে, তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে যার স্বাদ নষ্ট হবে না। এমন পানীয় বস্তুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে। আর স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ১৫)*।

অত্র সূরার ৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَسَوْفَ يَرْضَى 'আল্লাহ অবশ্যই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন' *(লায়ল ২১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 'আর অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত কিছু দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন' *(যুহা ৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ 'আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হলেন, যখন মুমিনরা গাছের নীচে আপনার সাথে বায়'আত করে' *(ফাতহ ১৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'যেসব মুহাজির ও আনছার সর্বপ্রথম ঈমান আনার জন্য অগ্রসর হয়েছিল এবং যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হল। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহমান রয়েছে। আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। মূলতঃ এটাই বড় সফলতা' *(তওবা ১০০)*।

আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, 'আর ঐ সফলতা এমন ব্যক্তির জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যারা তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য দু'টি করে জান্নাত রয়েছে' *(আর-রহমান ৪৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে দূরে রাখে নিশ্চয়ই জান্নাত তাদের থাকার স্থান' *(নাযি'আত ৪০-৪১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ 'নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান' *(মুল্ক ১২)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টজীব কে একথা কি আমি তোমাদেরকে বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষের মধ্যে ঐ মানুষ সবচেয়ে উত্তম যে, জেহাদের ডাক শোনার জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে, যেন শোনা মাত্রই ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারে এবং শত্রু দলে প্রবেশ করে বীরত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। এবার আমি তোমাদেরকে এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি। যে ব্যক্তি নিজের ছাগলের পালের মধ্যে থাকার পরেও ছালাত আদায় করতে এবং যাকাত দিতে কৃপণতা করে না। এবার তোমাদেরকে এক নিকৃষ্ট সৃষ্টির সংবাদ দিচ্ছি। সে হল- ঐ ব্যক্তি যে কোন অভাবগ্রস্তকে আল্লাহ্‌র নামে কিছু চাওয়ার পর কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪১৭)*।

অবগতি

এখানে কুফর অর্থ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে শেষ নবী হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অথচ তিনি সম্পূর্ণ সঠিকভাবে লিখিত পবিত্র এ ছহীফা সমূহ তাদেরকে পড়ে শুনান। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে বলেন, তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোন সৃষ্টি নেই। এমনকি জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও তারা হীন ও নিকৃষ্ট। কেননা পশুর বিবেক-বুদ্ধি কিছু নেই। তাদের কর্মের কোন স্বাধীনতা নেই। কিন্তু মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বাধীনতার অধিকারী। এরপরেও সে দ্বীনকে অমান্য করে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে অস্বীকার করে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি হতে পারে।

৯০৫৯০৫

সূরা আল-যিলযাল

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৮; অক্ষর ১৭১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ (٧) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ (٨)-

অনুবাদ : (১) যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে কাঁপিয়ে তোলা হবে। (২) যমীন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে। (৩) এবং মানুষ বলবে পৃথিবীর কি হল? (৪) সেদিন পৃথিবী নিজের উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা বলে দিবে। (৫) কারণ তার প্রতিপালক তাকে এরূপ বলার আদেশ দিবেন। (৬) সেদিন মানুষ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে যেন তাদের কর্ম তাদেরকে দেখানো যায়। (৭) অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করে থাকবে, সে তা দেখতে পাবে। (৮) এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

زُلْزِلَتِ- واحد مؤنث غائب মাযী মাজহূল, মাছদার زِلْزَالاً، زَلْزَلَةً বাব فَعْلَلَةٌ অর্থ- প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়া হল, কাঁপিয়ে তোলা হল। زَلْزَلَـــةٌ-এর বহুবচন زَلاَزِلُ অর্থ- ভূমিকম্প, বিপদ, মুছীবত। مِقْيَاسُ الزَّلاَزِلِ 'ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র'।

الْأَرْضُ- একবচন, বহুবচন أَرْضُوْنَ، أَرَاضٍ অর্থ- পৃথিবী, মাটি।

زِلْزَال- বাব فَعْلَلَةٌ-এর মাছদার। অর্থ- ভীষণ কম্পন।

أَخْرَجَتْ- واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার إِخْرَاجًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- বের করল, প্রকাশ করল।

أَثْقَالَ- ثِقْلٌ-এর বহুবচন أَثْقَالٌ অর্থ- ভারী, বোঝা, ওজন।

قَالَ- واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার قَـــوْلاً বাব نَـــصَرَ অর্থ- বলল, উচ্চারণ করল। قَـــوْلٌ একবচন, বহুবচন أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

الْإِنْسَانُ- একবচন, বহুবচন أَنَاسِيُّ অর্থ- মানুষ, লোক।

يَوْمٌ- একবচন, বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস।

تُحَدِّثُ– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার تَحْدِيْثًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- খবর দিবে, আলোচনা করবে, বৃত্তান্ত বলবে, সংবাদ দিবে।

أَخْبَارَ– خَبَرٌ একবচন, বহুবচন أَخْبَارٌ، أَخَابِيْرُ অর্থ- খবর, সংবাদ, বৃত্তান্ত।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক।

أَوْحَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِيْحَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- অহী করলেন, আদেশ করলেন, প্রত্যাদেশ করলেন।

يَصْدُرُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার صَدْرًا، صُدُوْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- ফিরবে, প্রত্যাবর্তন করবে।

النَّاسُ– ইসমে জমা, পুরুষ, মহিলা, ভাল-মন্দ, মুসলমান, কাফির, জ্ঞানী-মূর্খ সবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

أَشْتَاتًا– شَتٌّ-এর বহুবচন أَشْتَاتٌ অর্থ- বিক্ষিপ্ত, ছিন্ন-ভিন্ন, শতধাবিভক্ত। شَتِيْتٌ বহুবচন شَتَّى অর্থ- বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন মুখী। মাছদার شَتَاتًا বাব ضَرَبَ। যেমন شَتَّتِ الْاَشْيَاءُ অর্থ- বিক্ষিপ্ত হল, ছড়িয়ে পড়ল।

يُرَوْا– جمع مذكر غائب মুযারে মাজহূল, মাছদার إِرَاءً، إِرَاءَةً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- তাদেরকে দেখানো হবে, অবলোকন করানো হবে।

أَعْمَالٌ– একবচনে عَمَلٌ অর্থ- আমল, কাজ, কর্ম।

يَعْمَلْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার عَمَلاً বাব سَمِعَ অর্থ- আমল করে, কাজ করে।

مِثْقَالَ– একবচন, বহুবচন مَثَاقِيْلُ ‘পরিমাণ’।

ذَرَّةً– একবচন, বহুবচন ذَرَّاتٌ অর্থ- অণু, বিন্দু, পরমাণু, ক্ষুদ্র, পিপীলিকা।

خَيْرًا– বহুবচন خِيَارٌ، أَخْيَارٌ، خُيُوْرٌ অর্থ- সৎকর্ম, ভালকাজ, সম্পদ, সচ্ছলতা।

يَرَ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার رُؤْيَةً বাব فَتَحَ অর্থ- দেখবে, অবলোকন করবে।

شَرًّا– বহুবচন شُرُوْرٌ অর্থ- অসৎকর্ম, খারাপ কাজ, অনিষ্ট, ক্ষতি।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا– (إِذَا) যরফিয়া ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ইসম, শর্তের অর্থে। زُلْزِلَتِ মাযী মাজহূল, الْأَرْضُ নায়েবে ফায়েল। زِلْزَالَهَا মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে মুতলাক।

(২) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا– (وَ) হরফে আতিফা। أَخْرَجَتْ ফে‘লে মাযী, الْـــأَرْضُ ফায়েল, أَثْقَالَهَا মুযাফ আর মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে বিহী।

(৩) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا– (وَ) হরফে আতিফা। قَالَ ফে‘লে মাযী, الْإِنْسَانُ ফায়েল, (مَا) ইসমে ইস্তিফহাম মুবতাদা, لَهَا উহ্য (كَائِنٌ)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে (مَـــا)-এর খবর। এ জুমলাটি قَوْلٌ-এর مَقُوْلٌ।

(৪) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَـــا– (يَوْمَئِذٍ) পূর্বের إِذَا হতে বাদল। تُحَـــدِّثُ ফে‘ল, যমীর ফায়েল, أَخْبَارَهَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি শর্তের জওয়াব।

(৫) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا– জুমলাটি تُحَـــدِّثُ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। (رَبَّـــكَ) أَنَّ-এর ইসম (أَوْحَى) أَنَّ-এর খবর। (لَهَا) (أَوْحَى)-এর সাথে মুতা‘আল্লিক।

(৬) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُـمْ– (يَوْمَئِذٍ) পূর্বের يَوْمَئِذٍ হতে বাদল। يَصْدُرُ ফে‘ল, النَّاسُ ফায়েল, (أَشْتَاتًا) النَّـــاسُ হতে হাল। (لِ) পূর্বের ফে‘লের কারণ প্রকাশক অব্যয়। يُـــرَوْا মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। أَعْمَـــالَهُمْ দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি মাছদার হয়ে মাজরূর হয়ে يَصْدُرُ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক।

(৭) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ– (فَ) تَفْرِيْعِيَّةٌ পূর্বের আলোচনার শাখা-প্রশাখা নির্ণয়কারী। مَنْ ইসমে শর্ত মুবতাদা, জযম প্রদানকারী। يَعْمَلْ ফে‘ল, যমীর ফায়েল, مِثْقَالَ মাফ‘উলে বিহী। ذَرَّةٍ মুযাফ ইলাইহি। (خَيْرًا) مِثْقَالَ হতে তামীয অথবা বাদল। يَرَ ফে‘ল মুযারে, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ‘উলে বিহী এবং এ জুমলাটি শর্তের জওয়াব।

(৮) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ– এ জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

এখানে আল্লাহ বলেন, ‘যখন পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলা হবে’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ زَلْزَلَـــةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِـــيْمٌ ‘নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ কম্পন’ *(হজ্জ ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ‘যখন ভূ-তল ও পর্বতমালাকে উপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে’ *(হা-ক্বাহ ১৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ‘হঠাৎ পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে, কাঁপিয়ে দেয়া হবে এবং

পাহাড়গুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে। তখন পাহাড়গুলি বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে' *(ওয়াকি'আহ ৪-৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ 'যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা হেলিয়ে দিবে। তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা' *(নাযি'আত ৬-৭)*। আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, 'যমীন তার ভিতরের ভারী বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ 'আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারণ করা হবে এবং পৃথিবী তার ভারী বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং পৃথিবী শূন্য হয়ে যাবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৩-৪)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৩নং আয়াতে বলেন, 'মানুষ সে দিন বলবে পৃথিবীর কি হয়েছে'? মূলত এ বাক্যটি মুশরিক কাফিররা বলবে। কারণ মুমিনেরা বলবে, هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ 'রহমানের ওয়াদা ছিল যে, পৃথিবীর অবস্থা এরূপ হবে এবং নবী-রাসূলুল্লাহগণ সত্য বলেছেন' *(ইয়াসীন ৫২)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, 'সেদিন পৃথিবী তার উপর সংঘটিত সব খবর বলে দিবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ 'মানুষ ক্বিয়ামতের মাঠে তাদের গায়ের চামড়াকে বলবে তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন এবং সব কিছুকেই কথা বলার আদেশ করেছেন' *(ফুচ্ছিলাত ২১)*।

অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'মানুষ তার কৃত কর্ম দেখতে পাবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ 'ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষ তার দু'হাতের পাঠানো কর্ম দেখতে পাবে' *(নাবা ৪০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا 'ক্বিয়ামতের মাঠে তারা তাদের কর্মকে উপস্থিত পাবে' *(কাহাফ ৪৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ 'আসমান ও যমীনে বিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই না ছোট না বড় যা আপনার প্রতিপালকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ নেই' *(ইউনুস ৬১)*। সব কিছুই প্রতিপালক লিখে রেখেছেন, যা ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষকে দেখাবেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا 'ক্বিয়ামতের মাঠে প্রত্যেক মানুষ তার ভালকর্ম উপস্থিত পাবে' *(আলে ইমরান ৩০)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيْءُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ فِيْ هَذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ فِيْ هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِيْءُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ فِيْ هَذَا قُطِعَتْ يَدِيْ ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ فَلَا يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا-

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পৃথিবী তার কলিজার টুকরোগুলোকে বাহিরে নিক্ষেপ করবে। সেগুলি সোনা-রূপার স্তূপ হয়ে বের হয়ে পড়বে। হত্যাকারী এ সম্পদ দেখে বলবে, হায়! আমি এ ধন সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছি। অথচ আজ এগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কেউ ভুলেও তাকাচ্ছে না। আত্মীয়তা ছিন্নকারী দুঃখ করে বলবে হায়! এ ধন-সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয়তা ছিন্ন করেছি। চোর বলবে হায়! এ ধন সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছে। অতঃপর এ সম্পদগুলি তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা সেগুলোর কিছুই নিবে না' *(মুসলিম হা/১০১৩, তিরমিযী হা/২২০৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا-

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পড়লেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا এবং বললেন, যমীন কি সংবাদ দিবে তা কি তোমরা জান? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আদম সন্তান যেসব আমল যমীনে করছে, তার সব কিছুই যমীন প্রকাশ করে দিবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক জায়গায় এই এই পাপ ও এই এই পুণ্য করেছে' *(তিরমিযী হা/২৪২৯, ৩৩৫৩)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ، فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ-

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঘোড়ার মালিকেরা তিন প্রকারের। এক প্রকার হল তারা যারা পুরস্কার ও পারিশ্রমিক লাভকারী। দ্বিতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া আবরণস্বরূপ। তৃতীয় প্রকার হল তারা যাদের জন্য ঘোড়া বোঝাস্বরূপ অর্থাৎ তারা পাপী। পুরস্কার বা পারিশ্রমিক লাভকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে। যদি ঘোড়ার দেহে ও পায়ে শিথিলতা দেখা দেয় এবং ঐ ঘোড়া এদিক ওদিকের চারণ ভূমিতে বিচরণ করে, তাহলে এজন্যও মালিক ছওয়াব লাভ করে। যদি ঘোড়ার রশি ছিঁড়ে যায় এবং ঐ ঘোড়াটি এদিক ওদিক চলে যায় তবে তার পদচিহ্ন এবং

মলমূত্রের জন্যও মালিক ছওয়াব বা পুণ্য লাভ করবে। মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না থাকলেও ঘোড়া যদি কোন জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করে, তাহলেও মালিক ছওয়াব পাবে। এই ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুরোপুরি পুণ্য ও পুরস্কারের মাধ্যম। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ঘোড়া পালন করেছে, যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যের কাছে ঘোড়া চাইতে না হয়, কিন্তু সে আল্লাহ্র অধিকারের কথা নিজের ক্ষেত্রে এবং নিজের সওয়ারীর ক্ষেত্রে বিস্মৃত হয় না। এই সওয়ারী ঐ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ। আর তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অহংকার এবং গর্বের কারণে এবং অন্যদের উপর যুলুম অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, এই পালন তার উপর একটা বোঝা স্বরূপ এবং তার জন্য গোনাহ স্বরূপ'। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে তখন জিজ্ঞেস করা হল, গাধা সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তিনি উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থবহ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন যে, বিন্দুমাত্র পুণ্য এবং বিন্দুমাত্র পাপও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করবে'। আয়াতের সাথে হাদীছের শেষ অংশের মিল রয়েছে। অর্থাৎ গাধার কোন যাকাত নেই, তবে এমনিতেই কিছু দিলে নেকী পাবে। যেমন আলু, আম ইত্যাদির কোন যাকাত নেই। তবুও কিছু দেয়া উচিৎ, তার নেকী মালিক পাবে।

عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْفَرَزْدَقِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ، قَالَ حَسْبِي لَا أُبَالِ أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا-

(৪) ফারাযদাকের চাচা ছা'ছা'আহ ইবনু মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আগমন করলে, তিনি তার সামনে এ আয়াত দু'টি পড়লেন فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ তখন ছা'ছাআহ বলেন, এ আয়াত দু'টি আমার জন্য যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী না শুনলেও চলবে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪২৭)*।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ-

(৫) আদী ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এক টুকরা খেজুর ছাদকা দিয়ে হলেও যেন আগুন হতে আত্মরক্ষা করে। যদি কেউ তা না পায়, তবে যেন ভাল কথা দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে' *(বুখারী হা/১৪১৩)*।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ-

(৬) আদী ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর একটা খেজুর ছাদাকা করে হলেও' *(বুখারী হা/১৪১৭)*। হাদীছগুলিতে বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র আমলের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ এবং জান্নাত লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ-

(৭) আবু যার গিফারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন সামান্য ভাল কাজকেও তুচ্ছ মনে না করে। মানুষকে কিছু দিতে না পারলেও যেন হাসি মুখে কথা বলে। যদি তুমি গোশত ক্রয় কর অথবা রান্না কর তাতে ঝোল বেশী কর সেখান থেকে প্রতিবেশীকে এক চামচ প্রদান কর' *(তিরমিযী হা/১৮৩৩)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ-

(৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীকে কিছু সামান্য হাদিয়া দিতে তুচ্ছ মনে না করে। এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশত যুক্ত হাড় হলেও' *(বুখারী হা/২৫৬৬)*।

عَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِيْ فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيْهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنْ لَّمْ تَجِدِيْ شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُّحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ-

(৯) বুজায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! নিশ্চয়ই মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়ায়, আমার কাছে এমন সামান্য কিছুও থাকে না, যা আমি তাকে প্রদান করব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি তাকে দেয়ার মত কিছুই না পাও, তাহলে আগুনে পোড়া একটা খুর হলেও দাও' *(তিরমিযী হা/৬৬৫; আবুদাউদ হা/১৪৬৭)*।

অত্র হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, আমল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র হলেও তার বিনিময় রয়েছে এবং কোন ক্ষুদ্র আমলকেই তুচ্ছ মনে করা যাবে না। ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দেওয়ার প্রাণপনে চেষ্টা করতে হবে। নইলে ভাল কথা বলে বিদায় করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا-

(১০) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আয়েশা! পাপকে কখনো তুচ্ছ মনে করো না। মনে রেখ পাপ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হলেও তার বিচার হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫১৩)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوْا فِيْ بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ وَجَاءَ ذَا بِعُوْدٍ حَتَّى أَنْضَجُوْا خُبْزَتَهُمْ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ-

(১১) সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার পাপকে তুচ্ছ মনে করা হতে সাবধান থাক ক্ষুদ্র পাপ ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা কোন এক উপত্যকায় অবতরণ করল। তারপর একজন এক টুকরা খড়ি নিয়ে আসল, আর একজন আর এক টুকরা খড়ি নিয়ে আসল।

এমনকি এভাবে তারা এক টুকরা করে খড়ি জমা করে তাদের রুটি ও গোশত রান্না করল। নিশ্চয়ই তুচ্ছ পাপ দ্বারা যখন পাপীকে ধরা হবে তখন এ ক্ষুদ্র পাপই পাপীকে ধ্বংস করে দিবে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৮৯)*। টুকরা টুকরা খড়ি জমা হলে যেমন গোশত রান্না হয়, ক্ষুদ্র পাপ জমা হলে তেমন মানুষ ধ্বংস হয়। আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে পাপ কাজ হতে রক্ষা কর- আমীন!!

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيْءُ بِالْعُوْدِ وَالرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالْعُوْدِ حَتَّى جَمَعُوْا سَوَادًا فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوْا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا-

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পাপকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে করা থেকে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই সব ক্ষুদ্র পাপ কোন ব্যক্তির প্রতি একত্রিত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব পাপের উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন কিছু লোক কোন জায়গায় অবতরণ করল। তারপর এক এক জন লোক এক একটি করে কাঠ কুড়িয়ে জমা করল। এতে কাঠের একটা স্তূপ হয়ে গেল। তারপর ঐ কাঠে আগুন লাগিয়ে দিল এবং তারা যা ইচ্ছা করল তা রান্না করল' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪৩৮)*। অত্র সূরার ৭-৮নং আয়াতকে একক ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত বলা হয়েছে *(বুখারী হা/২৩৭১)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলে, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমাকে পড়িয়ে দিন'। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, الر যুক্ত সূরা তিনটি পাঠ কর। লোকটি বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, স্মৃতিশক্তি আমার দুর্বল হয়ে গেছে এবং জিহ্বা মোটা হয়ে গেছে (সুতরাং এই সূরাগুলো পড়া আমার পক্ষে কঠিন)। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে حم যুক্ত সূরাগুলো পড়'। লোকটি পুনরায় একই ওযর পেশ করল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তাহলে يُسَبِّحُ বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করো'। লোকটি ঐ উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করল এবং বলল, 'আমাকে একটি সূরার সবক দিন'। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে إِذَا زُلْزِلَتْ এই সূরাটিই পাঠ করালেন। পড়া শেষ করার পর লোকটি বলল, 'আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো এর অতিরিক্ত কিছু করব না'। এই কথা বলে লোকটি চলে যেতে শুরু করল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ লোকটি সাফল্য অর্জন করেছে ও মুক্তি পেয়ে গেছে'।

তারপর তিনি বললেন, 'তাকে একটু ডেকে আনো'। লোকটিকে ডেকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমাকে ঈদুল আযহার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দিনকে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন'। একথা শুনে লোকটি বলল, 'যদি আমার কাছে কুরবানীর পশু না থাকে এবং কেউ আমাকে দুধ পানের জন্য একটা পশু উপঢৌকন

দেয়, তবে কি আমি ঐ পশুটি যবেহ করে ফেলব'? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, ‘না, না। (এ কাজ করো না) বরং চুল ছাটিয়ে নাও, নখ কাটিয়ে নাও, গোঁফ ছোট কর এবং নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার কর, এ কাজই আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য পুরোপুরি কুরবানী রূপে গণ্য হবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪১৮)*।

(২) আনাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা যিলযাল পাঠ করবে সে অর্ধেক কুরআন তেলাওয়াতের নেকী পাবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪১৯)*।

(৩) আনাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সূরা যিলযাল অর্ধেক কুরআনের সমতুল্য। সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য এবং সূরা কাফিরূন কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমতুল্য' *(তিরমিযী হা/২৮৯৩)*। প্রকাশ থাকে যে, সূরা যিলযালের ফযীলত অংশ যঈফ, বাকী অংশ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

(৪) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা যিলযাল অর্ধেক কুরআনের সমতুল্য। সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য। সূরা কাফিরূন কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমতুল্য' *(তিরমিযী হা/২৮৯৪)*। উল্লেখ্য যে, যিলযালের অংশ যঈফ বাকী অংশ ছহীহ।

(৫) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবীগণের একজনকে বলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? লোকটি বলল জি-না। আমার বিবাহ করার সামর্থ্য নেই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা ইখলাছ কি তোমার সাথে নেই। লোকটি বলল, হ্যাঁ তা আছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা নাছর তোমার মুখস্ত নেই? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কুরআনের এক চতুর্থাংশ হল। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা কাফিরূন তোমার মুখস্থ নেই? লোকটি বলল, হ্যাঁ আছে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ হল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা যিলযাল তোমার মুখস্থ নেই? লোকটি বলল হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাও কুরআনের এক চতুর্থাংশ যাও তুমি বিবাহ কর' *(তিরমিযী হা/২৮৯৫)*।

(৬) বারীআ জুরাশী রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পৃথিবীর ব্যাপারে সাবধান থেক। ওটা তোমাদের মা। ওর উপর যে কোন ব্যক্তি যে কোন পাপ বা পুণ্য করলে যমীন তা খোলা খুলি বলে দিবে' *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৪২৫)*। অর্থাৎ মা যেমন ছেলের সব খবর জানে, যমীন তেমন মানুষের সব খবর অবগত, সময়ে সব বলে দিবে।

(৭) আনাস রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, একদা আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আহার করছিলেন। এমন সময় এ সূরা অবতীর্ণ হয়। আবু বকর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু খাবার হতে হাত তুলে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম! প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপের ও বদলা আমাকে দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! পৃথিবীতে তুমি যে সব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ তাতে তোমার ছোট ছোট পাপের বদলা হয়ে গেছে, তোমার সব নেকী আল্লাহ্‌র কাছে জমা আছে। এসবের প্রতিদান ক্বিয়ামতের দিন তোমাকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে' *(ত্বাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৩৪)*।

(৮) আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি সূরা যিলযাল চার বার পড়ে তাকে কুরআন পূর্ণ পড়ার নেকী দেয়া হবে' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৪২)*।

অবগতি

অণু পরিমাণ নেক আমল ও বদ আমল লিখা ও দেখানোর সরল অর্থ এই যে, মানুষের অণুপরিমাণ নেক আমল ও বদ আমল আমলনামায় লিখা হবে এবং মানুষ তা নিজ চোখে দেখতে পাবে। তবে প্রতি ক্ষুদ্রতম নেক আমলের পুরস্কার ও প্রতি বদ আমলের শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেয়া হবে এ কথা সত্য নয়। এ কথাও সত্য নয় যে, কোন বড় নেককার মুমিন ব্যক্তিও কোন ক্ষুদ্রতম অপরাধের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না এবং কোন নিকৃষ্টতম কাফির ব্যক্তিও কোন ক্ষুদ্রতম ভালকাজের পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে না। এ ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা যায় যে, মুমিন, মুনাফিক, কাফির, নেককার মুমিন, পাপী মুমিন মানুষকে যে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে তার বিস্তারিত বিধান এই যে, দুনিয়া হতে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত দেয়া হবে। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের যেসব আমলকে নেক কাজ মনে করা হবে, পরকালে তার কোন পুরস্কার পাবে না। এ ধরনের কাজের বিনিময় তার প্রাপ্য হলে, তা তার দুনিয়ার জীবনেই পেয়ে যাবে। এ ব্যাপারে দেখুন– *আ'রাফ ১৪৭; তওবা ১৭, ৬৭, ৬৯; হূদ ১৫-১৬; ইবরাহীম ১৮; কাহাফ ১০৪-১০৫; নূর ৩৯; ফুরক্বান ২৩; আহযাব ১৯; যুমার ৬৫*।

অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, বদ আমলের শাস্তি বদ আমলের সম পরিমাণ হবে। আর নেক আমলের বিনিময় তার দশগুণ দেয়া হবে। কিংবা নেক আমলের পুরস্কার আল্লাহ ইচ্ছা মত বেশী করে দিবেন। দেখুন– *বাক্বারাহ ২৬১; আন'আম ১৬০; ইউনুস ২৬-২৭; নূর ৩৮; ক্বাছাছ ৮৪; সাবা ৩৭ ও মুমিন ৪০*।

অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, মুমিন যদি বড় বড় পাপ থেকে বিরত থাকে, বড় পাপ হলে তওবা করে থাকে, তাহলে তার ছোট-বড় পাপ সমূহ মাফ করা হবে (*নিসা ৩১; শূরা ৩৭; নাজম ৩২*)।

অথবা এটাও অর্থ হতে পারে যে, নেককার মুমিনের হিসাব খুব হালকা হবে। তার পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে। তার নেক আমলের যথাযথ বিনিময় দেয়া হবে (*দ্রঃ আনকাবূত ৭; যুমার ৩৫; আহকাফ ১৬; ইনশিক্বাক্ব ৮*)।

৯০৩৯০৩

সূরা আল-আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১১; অক্ষর ১৭৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١) فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا (٢) فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيْدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ (٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ (١١)-

অনুবাদ : (১) কসম সেই ঘোড়াগুলির, যারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ায়। (২) তারপর ক্ষুরের আঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝাড়ে। (৩) এরপর কসম সেই ঘোড়াগুলির যারা অতি সকালে আকস্মিক আক্রমণ চালায় (৪) আর এই সময় ঘোড়াগুলি ধূলি ধুয়া উড়ায়। (৫) এবং এই অবস্থায় কোন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই এর সাক্ষী। (৮) নিঃসন্দেহে সে ধন-সম্পদের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত। (৯) সে কি সে সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে যা কিছু আছে সব বের করা হবে। (১০) এবং বুকে যা কিছু আছে তা বের করে যাচাই-পরখ করা হবে। (১১) নিঃসন্দেহে সেই দিন তাদের প্রতিপালক তাদের ব্যাপারে পুরাপুরি অবহিত থাকবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْعَادِيَات- جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার عَدْوًا বাব نَصَرَ অর্থ- ধাবমান ঘোড়া সমূহ, দৌড়রত ঘোড়া সমূহ।

ضَبْحًا- বাব فَتَحَ-এর মাছদার। অর্থ- হাঁপানো, ঊর্ধ্বশ্বাস নেয়া, জোরে শ্বাস নেয়া। যেমন ضَبَحَتِ الْخَيْلُ ঘোড়া হাঁপালো, জোরে শ্বাস নিলো। ضَبْحًا শব্দটি উহ্য يَضْبَحْنَ ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক।

اَلْمُوْرِيَات- جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার إِيْرَاءً বাব إِفْعَالٌ 'আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী ঘোড়া সমূহ'। একবচনে اَلْمُوْرِيَةُ ঐসব ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে, যারা পাথরময় যমীনের উপর চলাচল করে। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার وَرْيًا، وَرْيَةً অর্থ- আগুন জ্বলে যাওয়া, আগুন বিচ্ছুরিত হওয়া।

قَدْحًا– বাব فَتَحَ-এর মাছদার। অর্থ- চকমকি পাথরে আঘাত করে আগুন বের করা, ঘোড়ার নালযুক্ত পায়ের দ্বারা পাথরের যমীনে আঘাত করা। زِنْدٌ এমন পাথর যা ঠুকলে আগুন বের হয়। سُنْبُكٌ-এর বহুবচন سَنَابِكُ 'ক্ষুরের কিনারা'।

الْمُغِيْرَاتِ– جمع مؤنث ইসমে ফায়েল, মাছদার إِغَارَةً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- আক্রমণকারী। যারা খুব সকালে হামলা চালায়, যারা অজান্তে আক্রমণ করে, ডাকাত, যারা ভোরবেলায় হামলা চালায়। অনেক মুফাসিসরদের মতে, এখানে উটের দল, যারা আরোহীদেরকে নিয়ে কুরবানীর দিন সকালে মিনার দিকে রওয়ানা দেয়। মূলবর্ণ (غ، و، ر)।

صُبْحًا– বহুবচন أَصْبَاحٌ অর্থ- সকাল, ভোর, প্রভাত, দিনের প্রথমাংশ।

أَثَرْنَ– جمع مؤنث غائب মাযী, মাছদার إِثَارَةً বাব إِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ث، و، ر) 'তারা ধূলি উড়ালো'। এখানে মাযী মুযারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ثَوْرَةٌ একবচন, বহুবচন ثَوْرَاتٌ অর্থ- উত্তেজনা, বিপ্লব, বিদ্রোহ।

نَقْعًا– বহুবচন نُقُوْعٌ، نِقَاعٌ অর্থ- ধূলি, ধূলা, ধুলো।

وَسَطْنَ– جمع مؤنث غائب মাযী, মাছদার وَسْطًا বাব ضَرَبَ অর্থ- তারা ভিতরে ঢুকে পড়ল, মধ্যস্থলে প্রবেশ করল।

جَمْعًا– বহুবচন جُمُوْعٌ অর্থ- দল, বাহিনী।

الْإِنْسَانَ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَنَاسِيُّ অর্থ- মানুষ, মানব।

رَبٌّ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক।

كَنُوْدٌ– ছিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ- অকৃতজ্ঞ, অযোগ্য, পুরুষ বা মহিলা, সবুজ যমীন, কাফের যে আল্লাহকে মন্দ বলে, যে কেবল একা খায়, কৃপণ। মাছদার كُنُوْدٌ বাব نَصَرَ শুকরিয়া না করা।

شَهِيْدٌ– ইসমে মুবালাগা, মাছদার شَهَادَةً বাব سَمِعَ অর্থ- নিজেই সাক্ষী, নিশ্চিত সংবাদ প্রদানকারী।

حُبٌّ– বাব ضَرَبَ-এর মাছদার। অর্থ- প্রেম, ভালবাসা, আসক্তি, অনুরাগ।

الْخَيْرِ– ইসম, বহুবচন خِيَارٌ، خُيُوْرٌ، أَخْيَارٌ অর্থ- সম্পদ, সচ্ছলতা, উপকার, কল্যাণ, উত্তম।

شَدِيْدٌ– ছিফাতে মুশাব্বাহ। বহুবচন شُدُوْدٌ، شِدَادٌ، أَشِدَّاءُ অর্থ- শক্ত, কঠিন। কৃপণ এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

أَفَلَا يَعْلَمُ –يَعْلَمُ واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার عِلْمًا বাব سَمِعَ অর্থ- জানবে, অবগত হবে। 'সে কি জানে না'?

بُعْثِرَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার بَعْثَرَةً বাব فَعْلَلَةٌ অর্থ- তাকে উঠানো হয়েছে, বের করা হয়েছে, উলট-পালট করা হয়েছে, লুকিয়ে রাখা বস্তুটি খনন করে বের করা হল।

الْقُبُوْرِ– قَبْرٌ-এর বহুবচন قُبُوْرٌ অর্থ- কবর, সমাধি।

حُصِّلَ– واحد مذكر غائب মাযী মাজহূল, মাছদার تَحْصِيْلًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- প্রকাশ করা হয়েছে, আবরণ হতে গুটি বের করা হয়েছে, খোসা হতে শস্যবীজ বের করা হয়েছে, যাছাই-পরখ করা হল।

الصُّدُوْرِ– صَدْرٌ-এর বহুবচন صُدُوْرٌ অর্থ- অন্তর, হৃদয়, বুক, বক্ষ।

يَوْمَ– একবচন, বহুবচন اَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস।

خَبِيْرٌ– ছিফাতে মুশাব্বাহ। মাছদার خِبْرَةً، خَبْرًا বাব نَصَرَ অর্থ- অবহিত, অবগত। خَبَرٌ বহুবচন اَخْبَارٌ অর্থ- খবর, সংবাদ। أَخْبَارٌ مَحَلِّيَّةٌ 'আঞ্চলিক সংবাদ', نَشْرَةُ أَخْبَارٍ 'বুলেটিন', وِكَالَةُ الْاَخْبَارِ 'সংবাদ সংস্থা'। বহুবচন خُبَرَاءُ আর خَبِيْرَةٌ-এর বহুবচন خَبَائِرُ।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا– (وَ) কসমের অর্থ ও জার প্রদানকারী অব্যয়। (اَلْخَيْلُ) শব্দটি الْعَادِيَاتِ-এর পূর্বে উহ্য রয়েছে, اَلْخَيْلِ الْعَادِيَاتِ মাওছূফ ছিফাত মিলে যুলহাল। (ضَبْحًا) يَضْبَحْنَ উহ্য ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক মিলে হাল। যুলহাল আর হাল মিলে মাজরূর এবং أُقْسِمُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক।

(২) فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا– (فَ) হরফে আতফ। الْمُوْرِيَاتِ যুলহাল, (قَدْحًا) يَقْدَحْنَ উহ্য ফে'লের মাফ'উলে মুতলাক। এ জুমলাটি الْمُوْرِيَاتِ থেকে হাল হয়ে মা'তূফ।

(৩) فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا– (فَ) হরফে আতফ। (صُبْحًا) الْمُغِيْرَاتِ ইসমে ফায়েলের মাফ'উলে ফী।

(৪) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا– (فَ) হরফে আতফ। أَثَرْنَ ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, (بِهِ) أَثَرْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। نَقْعًا মাফ'উলে বিহী।

(৫) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا– (فَ) হরফে আতফ। وَسَطْنَ ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, (بِهِ) وَسَطْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (جَمْعًا) وَسَطْنَ-এর মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাগুলি মা'তূফ আর পূর্বের বাক্য মা'তূফ আলাইহে মিলে কসম।

(৬) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ– এ জুমলাটি জওয়াবে কসম। (الْإِنْسَانَ) إِنَّ-এর ইসম। (لِرَبِّهِ) لَكَنُوْدٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (ل) মুযহালাকা, সূরা আছর দেখুন। (لَكَنُوْدٌ) إِنَّ-এর খবর।

(৭) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيْدٌ– জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং দ্বিতীয় জওয়াবে কসম। (ه) إِنَّ এর ইসম, (عَلَى ذَلِكَ) لَشَهِيْدٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক এবং (شَهِيدٌ) إِنَّ-এর খবর। (ل) হরফটি মুযহালাকা।

(৮) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ– জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ এবং তৃতীয় জওয়াবে কসম। জুমলাটির তারকীবও পূর্বের মত।

(৯) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ– (أَ) ইস্তিফহাম ইনকারী তথা অপসন্দ ও অসমর্থন প্রকাশক প্রশ্নবোধক অব্যয়। (فَ) হরফে আতফ, (مَا) নাফিয়া, يَعْلَمُ ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল। উহ্য أَنَّا نُجَازِيْهِ (আমি তার প্রতিদান দিব) তার মাফ'উলে বিহী। إِذَا যরফিয়া, بُعْثِرَ মাযী মাজহূল, (مَا) ইসমে মাওছূল নায়েবে ফায়েল। فِي الْقُبُوْرِ উহ্য كَائِنٌ-এর মুতা'আল্লিক হয়ে (مَا)-এর ছিলা। بُعْثِرَ জুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি এবং পূর্বের উহ্য (نُجَازِيْ)-এর যরফ।

(১০) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ– জুমলাটির তারকীব পূর্বের মত।

(১১) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيْرٌ– (رَبَّهُمْ) إِنَّ-এর ইসম (بِهِمْ) خَبِيْرٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (يَوْمَئِذٍ) خَبِيْرٌ-এর যরফ। (ل) মুযহালাকা, সূরা আছর দ্রষ্টব্য। (خَبِيْرٌ) إِنَّ-এর খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ৬নং আয়াতে كَنُوْدٌ শব্দ রয়েছে, যার অর্থ অকৃতজ্ঞ, নাফরমান, ক্ষতিকারক, কৃপণ অথবা এমন ব্যক্তি যে নিজে খায় অন্যকে দেয় না। كَنُوْدٌ এমন ব্যক্তি, যে বিপদ আসলে ঘাবড়িয়ে যায় এবং সচ্ছলতা আসলে কৃপণ হয়। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا 'মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার উপর যখন বিপদ আসে, ঘাবড়িয়ে যায়। আর যখন সচ্ছলতা আসে, তখন কৃপণ হয়' *(মা'আরিজ ১৯-২১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنِ 'কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন আল্লাহ তাকে পরীক্ষা মূলক বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার রুযী তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন' *(ফজর ১৫-১৬)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অকৃতজ্ঞ হওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كَلَّا بَلْ لاَ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ، وَلاَ تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتُحِبُّـــوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا 'কক্ষনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না এবং গরীব-মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। তোমরা মীরাছের সব মাল খেয়ে ফেলো। ধন-সম্পদের মায়ায় তোমরা খুব বেশী কাতর' *(ফজর ১৭-২০)*। অত্র আয়াতে মানুষের শিষ্টাচারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ 'আর মানুষের আত্মায় কৃপণতা দেয়া হয়েছে' *(নিসা ১২৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'যাদেরকে মনের সংকীর্ণতা ও কৃপণতা হতে রক্ষা করা হয় তারাই সফল' *(হাশর ৯)*। অত্র সূরার ৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তাহলে সে কি সেই সময়ের কথা জানে না? যখন কবরে যা কিছু আছে তা বের করে দেয়া হবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ 'আর যখন কবরগুলিতে যা কিছু আছে সব বের করা হবে' *(ইনফিতার ৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا 'যেদিন মানুষ কবর সমূহ হতে দ্রুত বের হবে' *(মা'আরিজ ৪৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ 'যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান করবেন। সেদিন লোকেরা ভীত ও শংকিত চোখে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে ওরা যেন বিক্ষিপ্ত ফড়িং বা পঙ্গপাল সমূহ' *(ক্বামার ৬-৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُـــوْثِ 'সেদিন মানুষ কবর থেকে উঠবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়' *(ক্বারি'আহ ৪)*। আল্লাহ অত্র সূরার ১০নং আয়াতে বলেন, 'আর বুকে যা কিছু আছে সব বের করে পরখ করা হবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَـــوْمَ تُبْلَـــى السَّرَائِرُ 'যেদিন গোপন তত্ত্ব সমূহ যাচাই করা হবে' *(ত্বারিক ৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُـــهُ 'নিশ্চয়ই তার অন্তর অপরাধী' *(বাক্বারাহ ২৮৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَجِلَـــتْ قُلُـــوْبُهُمْ 'তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে' *(আনফাল ২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَا تُخْزِنِـــيْ يَـــوْمَ يُبْعَثُوْنَ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَـــلِيْمٍ '[ইবরাহীম বলেন] এবং সেদিন আমাকে অপমান করো না, যেদিন সব মানুষকে পুনরায় উঠানো হবে। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিবেদিত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবে তার কথা স্বতন্ত্র' *(শু'আরা ৮৭-৮৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ثُـــمَّ قَـــسَتْ قُلُـــوْبُكُمْ 'অতঃপর তাদের অন্তর কঠোর ও কঠিন হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ৭৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ 'অতঃপর তাদের দেহ মন নরম হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে উৎসুক হয়ে উঠে' *(যুমার ২৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ 'মনে রেখ আল্লাহ্র যিকির করলে অন্তর সমূহ প্রশান্তি লাভ করে' *(রা'দ ২৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ 'আসল কথা এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না, কিন্তু সেই অন্তর অন্ধ হয়, যা বুকের মধ্যে নিহিত থাকে' *(হজ্জ ৪৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِـــيْ صُــــدُوْرِ النَّـــاسِ 'শয়তান যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়' *(নাস ৫)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলির সারকথা এই যে, মানুষের পাপের মূল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর। এজন্য অন্তরে নিহিত ভাল-মন্দ কর্মকে বের করে যাচাই করা হবে।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِـــي الْجَـــسَدِ مُـــضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ-

(১) নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মনে রেখো মানুষের দেহের ভিতরে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যা সঠিক থাকলে সমস্ত দেহই সঠিক থাকে। আর সেই অংশের বিকৃতি ঘটলে সম্পূর্ণ দেহেরই বিকৃতি ঘটে। সেই গোশতের টুকরাটি হল অন্তর' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ-

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। আল্লাহ্‌র ভয় এখানে, একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪২)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মূল স্থান হচ্ছে তার অন্তর।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি সৈন্য দল পাঠান। কিন্তু একমাস পার হওয়ার পরও তাদের কোন খবর আসেনি। এ সময়ে এ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঐ মুজাহিদদের কথা বলা হয়েছে, যাদের ঘোড়া হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে। তাদের পদাঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে। সকাল বেলা তারা শত্রুদের উপর পূর্ণ আক্রমণ করেছে। তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ছিল। তারপর তারা জয়লাভ করে এবং একত্রিত হয়ে অবস্থান করে' *(বাযযার, ইবনু কাছীর হা/৭৪৩৯)*।

(২) আবু উমামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপলকের ব্যাপারে বড় অকৃতজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, كَنُوْدٌ এমন ব্যক্তি যে একাকী খায়, দাসকে প্রহার করে এবং কারো সাথে ভাল ব্যবহার করে না' *(ত্বাবরানী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৪০)*।

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'যে গাযীর ঘোড়ার মর্যাদা বুঝে না, তার মধ্যে নিফাকের চিহ্ন রয়েছে' *(কুরতুবী হা/৬৪৪৫)*।

(৪) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলব, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে'? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে, সেখানে অন্য কাউকে যেতে দেয় না এবং দাস-দাসীকে প্রহার করে' *(কুরতুবী হা/৬৪৪৮)*। এমন ব্যক্তি হচ্ছে 'কানূদ'।

অবগতি

اَلْعَادِيَـــاتِ শব্দের অর্থ দৌড়কারী। কিন্তু এ দৌড়কারী কারা তা স্পষ্ট বলা হয়নি। এ কারণে মুফাসসিরগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ছাহাবী ও তাবেঈগণের একদলের মতে এর অর্থ হল ঘোড়া। অপর দলের মতে এর অর্থ উট। তবে ضَبْحٌ শব্দের অর্থ হ্রেষা ধ্বনি, যা একমাত্র ঘোড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। দৌড়ানোর সময় ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝাড়া এবং সকালে সকালে কোন ঘুমন্ত জনবসতির উপর আক্রমণ চালানো এবং এ সময় ধুলি ধোঁয়া উড়ানো একমাত্র ঘোড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, দৌড়কারী সম্পর্কে দু'টি কথার মধ্যে ঘোড়া কথাটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা হ্রেষা ধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন পশুর হয় না। ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, আয়াতগুলি হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখানে ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে। কারণ হ্রেষা ধ্বনি ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন পশুর হয় না।

স্ফুলিঙ্গ কথাটি হতে বুঝা যায়, ঘোড়াগুলির রাতে দৌড়ানোর কথাই বলা হয়েছে। কারণ পাথরের সাথে ক্ষুরের তীব্র ঘর্ষণে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কেবল রাতেই দেখা যেতে পারে দিনে নয়।

সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে যে কসম করা হয়েছে তা আসলে সে কালের আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত মারামারি, কাটাকাটি ও লুটতরাজকেই বুঝানো হয়েছে। সেকালের রাতকে একটা ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় সময় মনে করা হত। প্রতিটি জনবসতির লোকেরা শত্রুর আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। দিনের আলো বিকশিত হলে হাঁফ ছাড়ত একথা বলে যে, রাতটা নিরাপদে কাটল। সম্পদ লুটে নেয়া এবং নারী ও শিশুকে দাস বানানোর আশায় এক বংশ আর এক বংশের উপর অতর্কিত হামলা চালাত। এ যুলুম-নিপীড়ন ও লুটতরাজ সাধারণত ঘোড়ায় চড়ে করা হত। আল্লাহ এ অবস্থাকেই এখানে এক বাস্তব চিত্র হিসাবে পেশ করেছেন।

ঌঙঌঙ

সূরা আল ক্বা-রি'আহ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ১১; অক্ষর ১৬৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

اَلْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ (٤) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ (٦) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)

অনুবাদ : (১) ভয়াবহ দুর্ঘটনা (২) কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা? (৩) আপনি কি জানেন, সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি? (৪) সে দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় হবে। (৫) আর পাহাড়গুলি রঙ-বেরঙের ধুনিত পশমের ন্যায় হবে। (৬-৭) অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে (৮-৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বর হবে তার আশ্রয়স্থল। (১০) আপনি কি জানেন তা (গভীর গহ্বর) কি জিনিস? (১১) তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْقَارِعَةُ– واحد مونث ইসম ফায়েল, মাছদার قَرْعًا বাব فَتَحَ। অর্থ- খট খটকারী, ভয়াবহ ঘটনা, ভীষণ শব্দে আঘাতকারী।

أَدْرٰى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- জানতে পারল, অবগত হল।

يَوْمٌ– একবচন, বহুবচন أَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস।

يَكُوْنُ– واحدمذكرغائب মুযারে, মাছদার كَوْنًا، كَيْنُوْنَةً বাব نَصَرَ 'হবে'।

اَلنَّاسُ– ইসমে জিনিস, অর্থ- মানুষ, লোক।

اَلْفَرَاشُ– ইসমে জিনিস, অর্থ- পতঙ্গ, পঙ্গপাল, প্রজাপ্রতি। একবচনে فَرَاشَةٌ।

اَلْمَبْثُوْثُ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার بَثًّا বাব نَصَرَ। অর্থ- বিক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, বিছানো।

اَلْجِبَالُ– جَبَلٌ বহুবচন جِبَالٌ، اَجْبَالٌ، اَجْبُلٌ অর্থ- পাহাড়, পর্বত।

اَلْعِهْنُ– একবচন, বহুবচন عُهُوْنٌ অর্থ- রঙিন পশম, পশম।

اَلْمَنْفُوْشُ– واحد مذكر ইসম মাফ'উল, মাছদার نَفْشًا বাব نَصَرَ অর্থ- ধুনিত, ধুনা।

ثَقُلَتْ– واحد مونث غائب মাযী, মাছদার ثِقْلاً، ثَقَالَةً বাব كَرُمَ অর্থ- ভারী হল, ওযনদার হল।

ثِقْلٌ-এর বহুবচন ثَقَالَةٌ অর্থ- ভারী, বোঝা।

مَوَازِيْنُ– একবচনে مِيْزَانٌ অর্থ- দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি, নিয়ম, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড।

عِيْشَةٌ– বাব ضَرَبَ-এর মাছদার, অর্থ- জীবন ধারণ, জীবন যাপন।

رَاضِيَةٌ– واحد مونث ইসমে ফায়েল, মাছদার رِضًا، رُضًا বাব سَمِعَ অর্থ- সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। মাছদার رُضْوَانًا، رِضْوَانًا، مَرْضَاةً বহুবচন رَاضِيَاتٌ ।

خَفَّتْ– واحد مونث غائب মাযী, মাছদার خِفَّةً، خَفًّا বাব ضَرَبَ অর্থ- হালকা হল, হ্রাস পেল।

خَفِيْفٌ-একবচন, বহুবচন اَخِفَّاءُ অর্থ- হালকা, লঘু।

اُمٌّ– একবচন, বহুবচন اُمَّهَاتٌ، اُمَّاتٌ অর্থ- মা, মূল, বাসস্থান, আশ্রয়স্থল।

هَاوِيَةٌ– واحد مونث ইসম ফায়েল, মাছদার هَوِيًا বাব ضَرَبَ অর্থ- গভীর গর্ত, হাবিয়া জাহান্নামের নিম্নতম স্তরের নাম।

هِيَهْ– هِيَ যমীর, শেষের هَاء অব্যয়টি هَاءُ السَّكْتِ বা থামার হা। তথা থামার সময় কোন কোন শব্দের শেষে যে هَاء অব্যয়যুক্ত হয় তাকে هَاءُ السَّكْتِ বলে।

نَارٌ– বহুবচন نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ، اَنْوُرٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

حَامِيَةٌ– واحدمونث ইসম ফায়েল, মাছদার حُمُوًا বাব نَصَرَ অর্থ- প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড তেজী আগুন। বাব سَمِعَ হতে মাছদার حَمْيًا، حَمِيًّا অর্থ- আগুন বা সূর্য, প্রচণ্ড তেজী হওয়া, উত্তপ্ত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১-২) اَلْقَارِعَةُ مَاالْقَارِعَةُ– اَلْقَارِعَةُ মুবতাদা, (مَا) ইসমে ইস্তেফহাম মুবতাদা। القَارِعَةُ খবর। এ জুমলাটি القارعة মুবতাদার খবর।

(৩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ– (وَ) হরফে আতফ, (مَا) ইমমে ইস্তেফহাম মুবতাদা। أَدْرَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী। أَدْرَكَ জুমলাটি (مَا) মুবতাদার খবর। (مَا) মুবতাদা, الْقَارِعَةُ খবর। এ জুমলাটি أَدْرَى ফে'লের দ্বিতীয় মাফ'উল।

(৪) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ– (يَوْمَ) تَقْرَعُ উহ্য ফে'লের মাফ'উলে ফী। يَكُوْنُ ফে'লে নাকেছ, النَّاسُ তার ইসম। كَالْفَرَاشِ উহ্য (ثَابِتًا)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। (اَلْمَبْثُوْثُ) الْفَرَاشِ-এর ছিফাত। এ জুমলাটি يَوْمَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৫) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوْشِ– ব্যক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(৬-৭) فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ– فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ– (فَ) تَفْرِيْعِيَّةٌ অর্থাৎ উপরের আলোচনার শাখা বিস্তারকারী। أَمَّا হরফে শর্ত ও তাফছীল, (مَنْ) ইসমে মাওছূল ও মুবতাদা, ثَقُلَتْ ফে'লে মাযী, مَوَازِنُ ফায়েল, জুমলাটি ইসমে মাওছূলের ছিলা, (فَ) শর্তের জওয়াব। هُوَ মুবতাদা, فِيْ عِيْشَةٍ উহ্য (كَائِنٍ)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর, (رَاضِيَةٍ) عِيْشَةٍ-এর ছিফাত এবং মুবতাদার খবর।

(৮-৯) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ– এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার মত।

(১০) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ– (وَ) হরফে আতফ, (مَا) ইসম ইস্তেফহাম, মুবতাদা। أَدْرَى ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী। জুমলাটি (مَا) মুবতাদার খবর। (مَا) মুবতাদা, (هِيَ) খবর। (هْ) হায়ে সাকতা, (مَا هِيَهْ) জুমলাটি أَدْرَى-এর দ্বিতীয় মাফ'উল।

(১১) نَارٌ حَامِيَةٌ– (نَارٌ) উহ্য هِيَ মুবতাদার খবর, (حَامِيَةٌ) نَارٌ-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলিতে ক্বিয়ামত আরম্ভের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلاَيَزَالُ الذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةً 'যারা সর্বদা কুফরীর আচরণ করে চলেছে। কার্যকলাপের কারণে তাদের উপর কোন না কোন ভয়াবহ বিপদ, ভয়াবহ দুর্ঘটনা আসতেই থাকে। অথবা তাদের ঘরের পাশেই কোথাও অবতীর্ণ হতেই থাকে' *(রা'দ ৩১)*। অত্র আয়াতে قَارِعَةً শব্দের অর্থ ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ 'অনিবার্য সংঘটিতব্য, কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য? আপনি কি জানেন, সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য ভয়াবহ বিপদটি কি? ছামূদ এবং 'আদ সম্প্রদায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে' *(হাক্কাহ ১-৪)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৪নং আয়াতে বলেন, 'যেদিন মানুষ হবে পঙ্গপালের ন্যায়'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ 'সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে' *(আবাসা ৩৪-৩৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُوْنَ 'সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে' *(ক্বালাম ৪৩)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ– 'যে দিন তোমরা ক্বিয়ামতের

প্রকম্পন দেখবে, সেদিন দেখতে পাবে স্তন্যদাত্রী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা নেশা গ্রস্ত মনে করবে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহ্‌র শাস্তি খুব কঠিন হওয়ায় মানুষের অবস্থা এরূপ হবে' *(হজ্জ ২)*। অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'সেদিন মানুষ পংগপালের মত বিক্ষিপ্ত হবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ 'যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান করবে, সেদিন লোকেরা ভীত ও শংকিত চোখে নিজেদের কবর সমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত অস্থি সমূহ' *(ক্বামার ৭)*।

৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর যখন পাহাড় সমূহ ধুনিত পশমের ন্যায় হবে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ 'আর যখন পাহাড় সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে' *(তাকবীর ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا 'আর পাহাড় সমূহকে এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে যে, উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে' *(ওয়াক্বি'আ ৫-৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ 'আজ আপনি পাহাড় দেখে মনে করছেন যে, এটা বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে, কিন্তু সে দিন এটা মেঘমালার মত হয়ে উড়তে থাকবে' *(নামল ৮৮)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৬-৭নং আয়াতে বলেন, 'অতঃপর যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে তার জীবিকা হবে অতীব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময়'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ 'আমি ক্বিয়ামতের দিন সঠিক ও নির্ভুল ওযন করার দাড়িপাল্লা স্থাপন করব। ফলে কোন লোকের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। যার বিন্দু পরিমাণও কৃতকর্ম থাকবে তা আমি সামনে নিয়ে আসব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমি যথেষ্ট' *(আম্বিয়া ৪৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ- لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ 'সেদিন কতক চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হবে, তার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হবে' *(গাশিয়া ৮-৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ 'তাদের জন্য সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফল রয়েছে এবং তাদের চাহিদামত সব কিছুই রয়েছে' *(ইয়াসীন ৫৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তাবু সমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে বড় চোখ বিশিষ্ট শ্বেত সুন্দরী নারীগণ, তাদের কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি' *(আর-রহমান)*।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ-

'মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হল সেখানে থাকবে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। (মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায়) যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে'? *(মুহাম্মাদ ১৫)*।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ 'তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ' *(তূর ২৪)*। وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنْثُوْراً 'তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, যখন তাদেরকে দেখবে মনে করবে তারা যেন ছড়ানো-ছিটানো মুক্তা' *(দাহর ১৯)*।

আল্লাহ অত্র সূরার শেষে বলেছেন, 'যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার থাকার স্থান হবে অতীব গভীর গহবর হাবীয়া, আপনি কি জানেন তা কি? তা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ 'কক্ষনো নয়, অবশ্যই অবশ্যই তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আপনি কি জানেন চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামটি কি? তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন' *(হুমাযা ৪-৬)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِىْ يَوْمٍ إِلاَّ قَالَتِ النَّارُ يَارَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَنًا قَدِ اسْتَجَارَكَ مِنِّىْ فَأَجِرْهُ وَلاَيَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِىْ يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلاَّ قَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَنًا سَأَلَنِىْ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মানুষ সাতবার জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার অমুক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে, আপনি তাকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার অমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৫০৬)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ أَللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ أَللَّهُمَّ اجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম

থেকে পরিত্রাণ দাও' *(ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের উচিত দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া। জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে أَللَّهُمَّ اِنِّى أَسْئَلُكَ الْفِرْدَوْسَ 'হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর'। আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হতে পারে أَللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও'।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَت الْجَنَّةُ فَمَالِى لاَ يَدْخُلُنِى إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ قَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِىْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَأَبِىْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ رِجْلَهُ تَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَلاَ يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে তাদের প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল, ব্যাপার কি আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধারণ করা হল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে কেবল মাত্র দুর্বল নিম্ন স্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করল কেন? তখন আল্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার দয়ার বিকাশ। এ জন্য আমার যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব। অতএব আমার বান্দা হতে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শান্তি দিব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির বিকাশ। অতএব আমার বান্দা হতে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পা তার মধ্যে না রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর জান্নাতের বিষয়টি হল তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫০)*। জাহান্নাম ও জান্নাত নিজ নিজ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ তার কারণ উল্লেখ করবেন। জাহান্নাম মানুষ দ্বারা পূর্ণ হবে না। তখন আল্লাহ স্বীয় পা জাহান্নামের উপর রাখবেন তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে এবং জাহান্নাম আল্লাহকে বলবে, আমি এখন পূর্ণ। ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করবেন না। সেদিন জান্নাত পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন।

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَتَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَ يَزَالُ فِى الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ–

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামে অনবরত মানুষ ও জিনকে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম অনবরত বলতে থাকবে, আর কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা তার উপর না রাখছেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতে মানুষ প্রবেশের পর অতিরিক্ত স্থান খালি থেকে যাবে। তখন আল্লাহ ঐ খালি জায়গার জন্য নতুন নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন। তাদেরকে জান্নাতের এ খালি জায়গায় রাখবেন' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫১)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرَئِيْلَ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَيَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ النَّارَ قَالَ يَاجِبْرَئِيْلُ إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لاَيَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِا لشَّهْوَاتِ ثُمَّ قَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন জান্নাত তৈরী করলেন, তখন জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত করেছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের চারিদিক কষ্ট দ্বারা ঘিরে দিলেন, তারপর পুনরায় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে বললেন, হে জিবরাঈল! আবার যাও এবং জান্নাত দেখে আস। তিনি গিয়ে জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন যা কিছু দেখলাম, তাতে জান্নাতে প্রবেশের পথ যে কি কষ্টকর! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে আমার আশংকা হচ্ছে যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে না। তারপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে তৈরী করলেন এবং বললেন, হে জিবরাঈল! যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে কেউ এ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে চাইবে না। অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা ঘেরে দিলেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম -কে

বললেন, আবার যাও, জাহান্নাম দেখে আস। তিনি গেলেন এবং দেখে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি। আমার আশংকা হচ্ছে সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৯৬, হাদীছ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫২)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত খুব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জায়গা যা দেখলে সকলের যাওয়ার আশা আকাঙ্ক্ষা জাগবে। তবে জান্নাতে যাওয়া কষ্টকর। কঠোর সাধনা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পালনের দ্বারা জান্নাত লাভ করতে হবে। অনুরূপ ভয়ংকর বিভীষিকাময় কঠিন জায়গার নাম জাহান্নাম। সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। তবে তা মনের প্রবৃত্তি দ্বারা সাজানো আছে। এজন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আশংকা করেছেন মানুষ কি তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে পারবে? মানুষ চায় অবৈধ অর্থ উপার্জন করতে, অবৈধভাবে নারী ভোগ করতে। নারীরা চায় নগ্ন হয়ে চলতে, মানুষের প্রবৃত্তি চায় সবধরনের নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে। মানুষ কি তার প্রবৃত্তির কঠোর বিরোধিতা করতে সক্ষম? এজন্য তো নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হচ্ছে সেই, যে তার প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করতে পারে।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَاآدَمُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِىْ بِصَوْتٍ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَارَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ أُرَاهُ قَالَ تِسْعَ مِأَئةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَحِيْنَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيُشِيْبُ الْوَلِيْدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ يَاجُوْجَ وَمَا جُوْجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ اَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْاَبْيَضِ أَوْكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَادِ وَإِنِّى لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হতে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। ঐ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ ইয়াজূজ মাজূজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন। তারপর বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লোম

যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লোম যেমন। আর অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহু আকবার বললাম। তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা, আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার। তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক তোমরাই হবে। তখন আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার' *(বুখারী হা/৪৭৪১)*।

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.ﷺعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামকে মনের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে নিয়ম-নীতি ও বিপদ-মুছীবত দ্বারা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৩)*। হাদীছের মর্ম হল প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার পরিণাম জাহান্নাম। আর প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করে খুব কষ্ট করে নিয়ম-নীতি পালন করার পরিণাম জান্নাত।

قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً من نَّارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ
إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا.ﷺ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো ঊনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২১)*।

يُؤْتَى جَهَنَّمُ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ ﷺعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ تَجُرُّوْنَهَا.

ইবনু মাস'ঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে হিঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২২)*।

إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ ﷺعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
نَّارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يُرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا.

নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'টি জুতা পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে। সে মনে করবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি'

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৩)। দু'টি আগুনের জুতার ফিতার কারণে যদি মানুষের এ অবস্থা হয়, তাহলে যে ব্যক্তি সর্বদা আগুনের মধ্যে থাকবে তার অবস্থা কি হতে পারে।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَارَبِّ مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার নে'মতের সুখ-শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম, হে আমার প্রতিপালক! আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি। তারপর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবন যাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! কখনও কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম, হে আমার প্রতিপালক! আমি কখনও দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনও কোন কঠোর অবস্থার মুখোমুখিও হইনি' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৫)*। দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের কথা ভুলে যাবে, তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে।

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللهُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِىْ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَّتُشْرِكَ بِىْ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِىْ.

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, আদমের ঔরসে থাকা কালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, জাহান্নাম এমন এক কঠিন জায়গা যে, গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও মানুষ জাহান্নাম হতে মুক্তি চাইবে। কিন্তু তার কোন কথা শুনা হবে না। অথচ দুনিয়াতে শির্ক মুক্ত থাকতে পারলেই একদিন জান্নাত পাওয়া যাবে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ.

সামুরা ইবনু জুন্দুব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে কোন লোক এমন হবে, যার পায়ের টাখনু পর্যন্ত জাহান্নামের আগুন হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো হবে কোমর পর্যন্ত এবং কারো হবে কাঁধ পর্যন্ত' *(মুসলিম,মিশকাত হা/৫৪২৭)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ مَنْكِبَىِ الْكَافِرِ فِى النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ وَفِىْ رِوَايَةٍ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلْظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। অপর এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের পথ' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৮)*। অত্র হাদীছে জাহান্নামীদের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ، أَشَدُّمَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন উত্তাপ বাড়বে তখন যোহরের ছালাত শীতল করে আদায় কর। কারণ উত্তাপের আধিক্য জাহান্নামের ভাপ। জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! উত্তাপের তীব্রতায় আমার একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা যে গরম অনুভব কর তা জাহান্নামের গরম নিশ্বাসের কারণে' *(বুখারী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৫৯১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, জাহান্নামে যেমন আগুনের তাপে প্রচণ্ড উত্তপ্ত এলাকা রয়েছে, তেমন প্রচণ্ড শীতল এলাকাও রয়েছে। আর উভয় স্থান মানুষকে কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী' *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৫২৩৪)*। হাদীছের মর্ম, মূলত তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ। সাথে সাথে নারীরা পুরুষের জন্য এক বিপদজনক ও ভয়াবহ

বস্তু। এরা পুরুষের ঈমান ধ্বংস করে। তাদের মান-সম্মান ধ্বংস করে। তারা নগ্ন হয়ে চলে এবং সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায়। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَّفَخِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কাফেরদের দাঁত হবে অহূদ পাহাড়ের ন্যায়, আর রান বা উরু হবে 'বায়যা' পাহাড়ের মত মোটা। জাহান্নামে তার বসার স্থান হচ্ছে তিন দিনের পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত জায়গা। যেমন মদীনা হতে 'রাবায' নামক জায়গার দূরত্ব' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৪, হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩০)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ إِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে অহূদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামীদের বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৫; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩১)*। একজন জাহান্নামীর দাঁত অহূদ পাহাড়ের সমান হবে। গায়ের চামড়া বিয়াল্লিশ হাত মোটা বা তিন দিনের চলার পথ পরিমাণ মোটা হবে। তার দু'কাঁধের ব্যবধান তিন দিনের চলার পথ পরিমাণ হবে। আর বসার জায়গা হবে প্রায় আড়াইশত মাইল, তাহলে জাহান্নামী ব্যক্তি কত বড় হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। অপর দিকে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাজারে ৯৯৯ জন লোক জাহান্নামে যাবে এবং প্রতিজনের বসার স্থান হবে প্রায় আড়াই শত মাইল। তাহলে জাহান্নাম কত বড় হবে তা হিসাব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتَّى لَوْكَانَ فِىْ مَقَامِىْ هَذَا سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوْقِ وَحَتَّى سَقَطَتْ خَمِيْصَةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.

নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে ভীতি প্রদর্শন করছি। তিনি এ বাক্যগুলি বার বার এমনভাবে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ স্থান হতে উক্ত বাক্যগুলি বলতেন, তবে ঐ উচ্চ কণ্ঠ বাজারের লোকেরাও শুনতে পেত। আর তিনি এমনভাবে হেলে দুলে বাক্যগুলি বলছিলেন যে, তার কাঁধের উপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপর গড়ে পড়েছিল' *(দারেমী, হাদীছ ছহীহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। এমনকি বলার সময় বেখিয়াল হয়ে যেতেন। যার দরুণ তাঁর কাঁধের চাদর পড়ে যেত। অথবা শরীর ও হাত নাড়িয়ে খুব উচ্চ কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেন।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী। অবশ্য আমি তাদেরকে দেখতে পাব না। তাদের এক শ্রেণী এমন নারী, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও অপরের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল হবে বুখতি উটের হেলিয়ে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর হতে পাওয়া যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬৯)*। যেসব নারী বেহায়া-বেপর্দা হয়ে মাথার চুল প্রকাশ করে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, পুরুষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তারাও পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হয়, এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে। এরা জান্নাতের গন্ধও পাবে না, যদিও সে গন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِسِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ فِى النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ إِحْدَهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا وَإِنَّ فِى النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤْكَفَةِ تَلْسَعُ إِحْدَهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু হারেস ইবনু জাযয়ে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামের মধ্যে 'খোরাসানী' উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে। সে সাপ একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যথা চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব বিচ্ছু আছে যা পালান বাঁধা খচ্চরের মত। যা একবার দংশন করলে তার বিষ ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৬৯১)*। জাহান্নামে সাপ থাকবে, যারা সর্বদা জাহান্নামীকে দংশন করতে থাকবে। আর একবার দংশনের ব্যথা থাকবে ৪০ বছর।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمَظْلُوْمُوْنَ وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ شَدِيْدٍ جَعْظَرِىٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের সংবাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারিত তারাই জান্নাতের অধিবাসী। আর জাহান্নামের অধিবাসী হচ্ছে প্রত্যেক যারা শক্তিশালী, কঠোর, কর্কশ ভাষী ও অহংকারী' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৪)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحَمِيْمُ لَيُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلُتُ مَا فِىْ جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে। সে পানি তাদের পেটে পৌঁছে যাবে ফলে যা কিছু পেটে আছে সব টেনে বের করে ফেলবে। এমনকি নাড়ি-ভুঁড়ি দু'পায়ের মধ্য দিয়ে গলে গলে বের হয়ে যাবে। তারপর লোকটি পুনরায় ঠিক হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে ছিল' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৫৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, যখন জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে, তখন মাথাসহ পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি সব গলে পায়ুপথে নীচে পড়ে যাবে। আর এটাই শেষ নয়। পুনরায় তার শরীরে গোশত গজিয়ে উঠবে, সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তখন আবার মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এভাবে তার শাস্তি হতে থাকবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَتَدْرُوْنَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِ الْأَنْ حَتَّى إِنْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ هَذَا وَقَعَ فِى أَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি বলতে পার এটা কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা একটা পাথর। আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সেটা এখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, পাথরটি জাহান্নামের নিম্নে পৌঁছল, তোমরা তার শব্দ শুনতে পেলে' *(মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ)*।

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوِى فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا مَاتُفْضِى إِلَى قَرَارِهَا.

উতবা ইবনু গায্ওয়ান (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'একটি বড় পাথর যদি জাহান্নামের কিনারা হতে নিক্ষেপ করা হয়, আর সে পাথর ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৬০)*।

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا لَايُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ.

উতবা ইবনু গাযওয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছ বর্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপর হতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সত্তর বছরেও জাহান্নামের নীচে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের এ গভীরতা কাফের-মুশরিক জিন ও মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা ৪০ বছরের দূরত্বের সমান হবে। নিশ্চয়ই একদিন এমন আসবে যে, জান্নাতের অধিবাসী দ্বারা জান্নাতও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা এবং জাহান্নামের গভীরতা অনুমান করা যায়।

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ حَجَرًا يُقْذَفُ بِهِ فِىْ جَهَنَّمَ هَوَى سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ أَنْ يَّبْلُغَ قَعرَهَا.

আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি একটি পাথর জাহান্নামের মুখ হতে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরটি ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে, তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৯৬)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা জাহান্নামের এমন গভীরতা প্রমাণিত হয়, যা মানুষের ধারণার বাইরে। কারণ একটি পাথর ৭০ বছর ধরে নীচে পড়তে থাকলে ঐ স্থানের গভীরতা কত হতে পারে তা অনুমান করা মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন।

عَنْ مُجَاهِد قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرِىْ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لاَ قَالَ أَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِىْ أَنَّ بَيْنَ شَحْمَة أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِه مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا تَجْرِى فِيْهَا أَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ، قُلْتُ أَنْهَارٌ قَالَ لاَ بَلْ أَوْدِيَةٌ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لاَ قَالَ أَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِى حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِه وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هُمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ.

মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আমাকে বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জি-না। তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন না। নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের কারো কানের লতি এবং তার কাঁধের মধ্যে দূরত্ব বা ব্যবধান হচ্ছে ৭০ বছরের পথ। তার মধ্যে চালু থাকবে পুঁজ ও রক্তের নালা। আমি বললাম, সেগুলি কি নদী? তিনি বললেন, না; বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আবার বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ্র কসম! আপনি জানেন না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه 'ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন আল্লাহ্র হাতের মুষ্টিতে থাকবে আর সমস্ত আকাশ তার ডান হাতে পেঁচানো থাকবে' *(যুমার ৬৭)*। হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেদিন তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫১৩)*। অত্র হাদীছে জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণিত হয়। কারণ জাহান্নামীদের কানের লতি ও কাঁধের ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহলে ব্যক্তি কত বড় হতে পারে এবং প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে জাহান্নাম কত বড়। তারপর আল্লাহ্র নবী বললেন, সেদিন আসমান যমীন আল্লাহ হাতে গুটিয়ে নিবেন, সেদিন মানুষ জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে। তাহলে জাহান্নাম কত বড় এবং পুল কত বড় তা মানুষ কল্পনা করতে পারবে কি?

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُوْلُ وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلاَثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَبِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَنْطَوِى عَلَيْهِمْ فَيُقْذَفُهُمْ فِىْ غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ.

আবু সা'ঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গ্রীবা বা গলা বের হবে, সে কথা বলবে। সে বলবে, আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে। ১. প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ও যেদী মানুষকে ২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করত অর্থাৎ শিরক করত ৩. আর যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরে ধরবে এবং জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৩)*। জাহান্নাম উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তাদের ঘিরে ধরে জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে।

عَنِ السُّدِّى قَالَ سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ قَوْلِ هَذَا وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فَحَدَّثَنِىْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ يَرِدُ النَّاسُ كُلُّهُمُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُوْنَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمْعِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَحَضَرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجَالِ ثُمَّ كَمَشْيِهِمْ.

মুফাসসির আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, وَإِن مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না' *(মারিয়াম ৭১)*। হামদানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ আমাদেরকে বলেছেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, তারপরের দল পার হবে বাতাসের গতিতে, তারপরের দল পার হবে ঘোড়ার গতিতে, তারপরের দল স্বাভাবিক আরোহীর গতিতে, তারপরের দল পায়ে চলার গতিতে পার হবে *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫২৬)*। সকল মানুষকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার হবে। এজন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরনের হবে।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ فَيُوْقَفُ عَلَى السُّوْرِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هَذَا فَيَشْرَفُوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُؤَمَّرُ بِهِ فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ بِلَا مَوْتٍ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ بِلَا مَوْتٍ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَهْلُ الدُّنْيَا فِىْ غَفْلَةٍ.

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন মরণকে সাদাকালো মিশ্রিত রঙের একটি ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে তাকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাঁড় করানো হবে। বলা হবে, হে জান্নাতের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখবে এবং বলবে হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি, এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামের অধিবাসী! তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু

করে দেখে বলবে, হ্যাঁ আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ। তারা সকলেই তাকে দেখবে। তারপর তাকে শুয়ে দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে। বলা হবে হে জান্নাতীরা! তোমরা চিরদিন জান্নাতে থাক। আর কোন দিন তোমাদের মরণ হবে না। হে জাহান্নামবাসীরা! তোমরা চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্র আয়াতটি পড়লেন, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ 'হে মুহাম্মাদ! এরা তো বেখিয়াল রয়েছে। ঈমান গ্রহণ করছে না। তাদেরকে সে দিনের ভয় দেখান, যেদিন চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। আর সেদিন আফসোস ও অনুতাপ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না' *(মারিয়াম ৩৯)*। তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, দুনিয়াবাসীরা চায় অসাবধান থাকতে *(তিরমিযী হা/৩১৫৬)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِئَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادِيًا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَامَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَرْحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ.

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মরণকে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত করে তাকে যবেহ করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে তোমাদের আর কোন মরণ নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! এখানে আর মরণ নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দের পর আনন্দ আরও বেড়ে যাবে, আর জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তা আরও বেশি হয়ে যাবে' *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৫২)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়েছে। তাতে আগুন লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়, এতে আগুন সাদা হয়ে যায়। তারপর এক হাযার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়, অবশেষে তা কাল হয়ে যায়। সুতরাং জাহান্নামের আগুন এখন ঘোর অন্ধকার কাল অবস্থায় রয়েছে' *(তিরমিযী হা/৫৪২৯)*।

(২) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামে কাফের তার জিহ্বাকে এক ক্রোশ দু'ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা জিহ্বার উপর দিয়ে মাড়িয়ে চলবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৪৩২)*।

(৩) আবু সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামে 'সাউদ' নামে একটি পাহাড় আছে। কাফেরকে সত্তর বছর ধরে তার উপরে উঠানো হবে এবং তথা হতে তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এভাবে সর্বদা উঠা-নামা করতে থাকবে' *(তিরমিযী হা/৫৪৩৩)*।

(৪) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নাম চারটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৩৭)*।

(৫) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জাহান্নামীদের পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে তা গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দিবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৩৮)*।

(৬) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামীর অবস্থা এরূপ হবে যে, আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাজা পোড়া হয়ে উপরের ঠোঁট সংকুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌঁছবে এবং নীচের ঠোঁট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৪০)*।

(৭) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র ভয়ে খুব বেশী বেশী কাঁদ। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও তাহলে কাঁদার ভান কর। কারণ জাহান্নামী জাহান্নামে কাঁদতে থাকবে, এমনকি পানির নালার ন্যায় তাদের চোখের পানি প্রবাহিত হবে। এক সময় চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হবে। এতে তাদের চোখ সমূহে এত গভীর ক্ষত হবে যে, তাতে নৌকা চালাতে চাইলেও চলবে' *(ইবনু কাছীর হা/৩৬১৭)*।

অবগতি

اَلْقَارِعَةُ শব্দটি قَرْعٌ হতে নির্গত। আরবী ভাষায় قَرْعٌ শব্দটি আঘাত হানা, ঠুকিয়ে দেয়া, খট খট করা ও একটি জিনিসকে অপর কোন জিনিসের উপর প্রচণ্ডভাবে নিক্ষেপ করা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে এ শব্দটি দ্বারা ক্বিয়ামত বুঝানো হয়েছে। ক্বিয়ামত যে অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সূরা আ'রাফের ৭৮নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, الرَّجْفَةُ 'প্রচণ্ড ভূকম্পন'। সূরা হূদ-এর ৬৭নং আয়াতে এ অবস্থা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে, الصَّيْحَةُ 'প্রচণ্ড বিস্ফোরণ'। সূরা হা-মীম আস-সাজদার ১৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, صَاعِقَةُ الْعَذَاب 'শাস্তির প্রচণ্ড কর্কশ ধ্বনি'। সূরা হাককাহ-এর ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, الطَّاغِيَةِ 'সীমা লংঘনকারী প্রচণ্ড দুর্ঘটনা'। সূরা আবাসা-এর ৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, الصَّاخَّةُ 'কান ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে'। সূরা নাযি'আতের ৩৪নং আয়াতে এটাকে বলা হয়েছে, الطَّامَّةُ 'ভয়াবহ দুর্ঘটনা'। সূরা গাশিয়ার ১নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, الغاشية 'আচ্ছন্নকারী মহা প্রলয়'। সূরা ওয়াক্বি'আর ১নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, الواقعة 'মহা দুর্ঘটনা'। সূরা ক্বাফ-এর ২০নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, الوَعِيْد 'ভয়-ভীতি প্রদর্শন'। সূরা মুমিন-এর ৩২নং আয়াতে একে বলা হয়েছে, التَّنَادُ 'প্রচণ্ড ডাক'। সূরা মারিয়াম-এর ৩৯নং আয়াতে বলা হয়েছে, اَلْحَسْرَةُ 'দুঃখ-কষ্ট, আফসোস ও পরিতাপ'। মূলতঃ একই ঘটনাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বুঝানোর ব্যবস্থা মাত্র।

সূরা আত-তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৮; অক্ষর ১৩৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (٣) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (٤) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ (٨)

অনুবাদ : (১) বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় পার্থিব সম্পদের লোভ-লালসা তোমাদেরকে ততদিন পর্যন্ত আত্মভোলা করে রেখেছে। (২) যত দিন পর্যন্ত তোমরা কবর না দেখেছ। (৩) কক্ষনো নয়। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে। (৪) আবার শোন কক্ষনো নয়। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কক্ষনো নয়। তোমরা যদি নিশ্চিতরূপে এ আচরণের পরিণতি জানতে (তাহলে তোমরা এরূপ আচরণ কখনোই করতে না)। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। (৭) আবার শোন আল্লাহ্‌র কসম তোমরা অবশ্যই জাহান্নামকে নিশ্চয়তা সহকারে দেখতে পাবেই (৮) তারপর সেদিন তোমাদেরকে এসব নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْهَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِلْهَاءً বাব اِفْعَالٌ অর্থ- উদাসীন করল, অমনোযোগী করল, আত্মভোলা করল।

اَلتَّكَاثُرُ- মাছদার, বাব تَفَاعُلٌ অর্থ- প্রাচুর্য, বেশী চাওয়া, ধন-সম্পদ, নাম-ধাম, সন্তানের আধিক্য এ সমস্ত নিয়ে পরস্পর অহংকার করা, ঝগড়া করা।

زُرْتُمْ– جمع مذكر حاضر মাযী, মাছদার زِيَارَةً বাব نَصَرَ। অর্থ- তোমরা দেখেছ, পরিদর্শন করেছ, যিয়ারত করেছ। زَائِرٌ একবচন, বহুবচনে زُوَّارٌ অর্থ- যিয়ারতকারী, অতিথি زِيَارَةٌ-এর বহুবচন زِيَارَاتٌ 'পরিদর্শন'। مَزَارٌ অর্থ- পরিদর্শন করার স্থান, দেখার জায়গা।

اَلْمَقَابِرُ– একবচনে مَقْبَرَةٌ অর্থ- কবর স্থান, গোরস্থান।

تَعْلَمُوْنَ– جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার عِلْمًا বাব سَمِعَ অর্থ- তোমরা জানবে, অবহিত হবে।

اَلْيَقِيْنُ– শব্দটি ইসম, বাব تَفَعُّلٌ، إِفْعَالٌ، اِسْتِفْعَالٌ হতে ব্যবহৃত হয়। অর্থ- দৃঢ় বিশ্বাস, যা বিশ্বাস করা কর্তব্য। এজন্য يَقِيْنٌ শব্দটি মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়।

تَرَوُنَّ– حاضر مذكر جمع নূন ছাকীলা, মুযারে। শব্দটি মূলে تَرْأَيُوْنَنَّ ছিল। মাছদার رُؤْيَةً বাব فَتَحَ অর্থ- তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।

اَلْجَحِيْمُ– অর্থ- জাহান্নাম, নরক, প্রচণ্ড প্রজ্বলিত আগুন।

عَيْنٌ– একবচন, বহুবচন عُيُوْنٌ ،اَعْيُنٌ অর্থ- চোখ, ঝর্ণা। مَعِيْنٌ-এর বহুবচন مُعُنٌ অর্থ- প্রবাহমান পানি, ঝর্ণা।

تُسْئَلُنَّ–حاضر مذكر جمع মুযারে মাজহূল, মাছদার سُؤَالاً বাব فَتَحَ অর্থ- প্রশ্ন করা হবে, জিজ্ঞেস করা হবে।

يَوْمٌ– বহুবচন اَيَّامٌ অর্থ- দিন, দিবস।

النَّعِيْمٌ– শব্দটি ইসম, অর্থ- সুখময়, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১-২) اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ– (اَلْهَا) ফে'লে মাযী, كُمْ মাফ'উলে বিহী, التَّكَاثُرُ ফায়েল। حَتَّى শেষ সীমা প্রকাশক ও সূচনা প্রকাশক অব্যয়। (زُرْتُمْ) ফে'লে মাযী, تُمْ যমীর ফায়েল, اَلْمَقَابِرِ মাফ'উলে বিহী।

(৩-৬) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ كَلاَّ لَوْتَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمِ–

(كَلاَّ) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয়। سَوْفَ ভবিষ্যতকাল প্রকাশক অব্যয়। (تَعْلَمُوْنَ) ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল। (ثُمَّ) হরফে আতিফা, كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও পূর্বের মত। (لَو) হরফে শর্ত, (عِلْمَ) تَعْلَمُوْنَ ফে'লের মাফ'উলে মুত্বলাক্ব, الْيَقِيْنِ মুযাফ ইলাইহি। এ জুমলা শর্তিয়াটির জওয়াব উহ্য لَمَاتَكَاثَرْتُمْ -যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে তাহলে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা করতে না। لَتَرَوُنَّ-এর (ل) টি উহ্য কসমের জওয়াব। (تَرَوُنَّ) ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, الجَحِيْمَ মাফ'উলে বিহী।

(৭) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ– জুমলাটি পূর্বের উপর আতফ, তারকীব অনুরূপ। (هَا) যমীর মাফ'উলে বিহী। (عَيْنَ) উহ্য رُوْيَةً মাছদারের ছিফাত। আর رُوْيَةً হচ্ছে মাফ'উলে মুতলাক। বাক্যটি এরূপ لَتَرَوُنَهَا رُؤْيَةً عَيْنَ الْيَقِيْنِ এবং عَايَنَ ও رَأَى ফে'ল দু'টির অর্থ একই।

(৮) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ – পূর্বের উপর আতফ, (ل) উহ্য কসমের জওয়াব, تُسْئَلُنَّ মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। (يَوْمَئِذٍ) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে تُسْئَلُنَّ ফে'লের যরফ। (عَنِ النَّعِيْمِ) تُسْئَلُنَّ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

মহান আল্লাহ বলেন,

اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ–

'ভালভাবে মনে রেখ দুনিয়ার এ জীবন শুধু একটা খেল-তামাশা ও মন ভুলানোর উপায় মাত্র এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন হতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা মাত্র। এটা ঠিক এরকমই যেমন একবার বৃষ্টি হল, তাতে সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদ উৎপাদন হল। তা কৃষককে খুশী করল। তারপর ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখ যে, তা লালচে বর্ণ ধারণ করেছে এবং পরে তা ভূষি হয়ে গেছে। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল। পরকাল এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন শাস্তি আর আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়' *(হাদীদ ২০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ 'পার্থিব জগত একটা খেল-তামাশা মাত্র। পরকাল পরহেযগার ব্যক্তিদের জন্য অতীব উত্তম ও চিরস্থায়ী' *(আন'আম ৩২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ 'আর এ দুনিয়ার জীবন শুধু একটা খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায় একথাটি যদি মানুষ জানত' *(আনকাবূত ৬৪)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ 'আর যখন তারা ব্যবসা ও খেল-তামাশা হতে দেখল, তখন সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল। আপনি তাদের বলুন, আল্লাহ্র নিকট যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা অপেক্ষা অতীব উত্তম। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিকদাতা' *(জুম'আ ১১)*। অত্র সূরার ৬-৭নং আয়াতে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জাহান্নাম দেখতে পাবে একথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে না' *(মারিয়াম ৭১)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষই জাহান্নাম দেখবে। কারণ সকলকেই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হতে হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَرَأَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا 'সেদিন সব অপরাধীই জাহান্নাম দেখতে পাবে এবং বুঝতে পারবে যে এখন তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে পড়তে হবে এবং সেখান থেকে বাঁচার কিংবা সরে যাওয়ার কোন উপায় তাদের থাকবে না' *(কাহাফ ৫৩)*।

আল্লাহ অত্র সূরার ৮নং আয়াতে বলেন, সেদিন আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ 'তোমাদের সব অনুগ্রহই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে' *(নাহল ৫৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا 'আর যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর তাহলে তা গণনা করতে পারবে না' *(ইবরাহীম ৩৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً 'আজ আমি আপনাদের জন্য আপনাদের দিনকে পূর্ণ করে দিলাম। আর আমি আপনাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দিলাম। আর আপনাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা দিলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ– 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে যেসব নে'মত দান করেছ আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান কর এবং আমাকে এমন নেক আমল করার তাওফীক্ব দাও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকে নেককার করে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার নিকট তাওবা করছি এবং আমি অনুগত মুসলিম' *(আহকাফ ১৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، يَعْنِيْ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِّنْ ذَهَبٍ.

(১) উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা এটাকে কুরআনের আয়াত মনে করতাম। لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ অর্থাৎ আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকত (তাহলে খুব ভাল হ'ত)। এমতাবস্থায় এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়' *(বুখারী হা/৬৪৪০; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৩)*।

عَنْ ابْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ مَالِيْ مَالِيْ وَمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ-

(২) ইবনু শিখখীর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি যখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে হাযির হই, তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'আদম সন্তান বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদ একমাত্র সেগুলো, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে ছিড়ে ফেলেছ অথবা দান করে অবশিষ্ট রেখেছ' *(মুসলিম হা/২৯৫৮; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৪)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ-

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তান বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, অথচ তার মাল তিন ভাগে বিভক্ত (১) যা খেল তা নষ্ট হল (২) যা পরিধান করল তা পুরাতন হল (৩) অথবা যা দান করল তা জমা হল। এছাড়া যা কিছু রয়েছে সেগুলো তুমি মানুষের জন্য রেখে চলে যাবে' *(মুসলিম হা/২৯৫৯; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৫)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ-

(৪) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মৃত ব্যক্তির সাথে তিনটি জিনিস যায়, তার মধ্যে দু'টি ফিরে আসে, শুধু একটি সাথে থেকে যায়। সেগুলি হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং আমল। প্রথম দু'টি ফিরে আসে, শুধু আমল সাথে থেকে যায়' *(বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৬)*।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ-

(৫) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়, কিন্তু তার দু'টি জিনিস বৃদ্ধ হয় না (১) লোভ (২) ও আশা-আকাংখা (এ দু'টি বাড়তে থাকে)' *(বুখারী হা/৬৪২১; মুসলিম হা/১০৪৭; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৭)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَالَ كَلَّا بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا–

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা এক অসুস্থ আরাবীকে দেখতে গেলেন এবং বললেন, 'কোন সমস্যা নেই ভাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আরাবী বলল, আপনি বলছেন, ভাল হয়ে যাবে। এত প্রচণ্ড তাপ যা বৃদ্ধ মানুষের উপর প্রখর গতিতে প্রকাশ হচ্ছে এবং কবর তার অপেক্ষা করছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ এখন তাই' *(বুখারী হা/৫৬২২; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৮)*।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الظُّهْرِ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ أَخْرَجَنِي الَّذِيْ أَخْرَجَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا بن الْخَطَّابِ مَا أَخْرَجَكَ؟ قَالَ أَخْرَجَنِي الَّذِيْ أَخْرَجَكُمَا، فَقَعَدَ عُمَرُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُهُمَا، ثُمَّ قَالَ فِيْكُمَا مِنْ قُوَّةٍ تَنْطَلِقَانِ إِلَى هَذَا النَّخْلِ فَتُصِيْبَانِ طَعَامًا وَشَرَابًا وَظِلاًّ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مُرُّوْا بِنَا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيْنَا فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأُمُّ الْهَيْثَمِ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ تَسْمَعُ سَلَامَهُ تُرِيْدُ أَنْ يَزِيْدَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ السَّلَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ خَرَجَتْ أُمُّ الْهَيْثَمِ تَسْعَى خَلْفَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ وَاللهِ سَمِعْتُ تَسْلِيْمَكَ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَزِيْدَنَا مِنْ سَلَامِكَ، قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "خَيْرًا" ثُمَّ قَالَ أَيْنَ أَبُو الْهَيْثَمِ؟ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ قَرِيْبٌ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ ادْخُلُوْا، فَإِنَّهُ يَأْتِي السَّاعَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَبَسَطَتْ لَهُمْ بِسَاطًا تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَجَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ فَفَرِحَ بِهِمْ وَقَرَّتْ عَيْنَاهُ بِهِمْ وَصَعِدَ عَلَى نَخْلَةٍ فَصَرَمَ لَهُمْ أَعْذَاقًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ احْتَسِبْ يَا أَبَا الْهَيْثَمِ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَأْكُلُوْنَ مِنْ بُسْرِهِ وَمِنْ رُطَبِهِ وَمِنْ تَذْنُوْبِهِ ثُمَّ أَتَاهُمْ بِمَاءٍ فَشَرِبُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِيْ تُسْأَلُوْنَ عَنْهُ–

(৬) ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একদা ঠিক দুপুরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হন। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখেন যে, আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও মসজিদের দিকে আসছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সময়ে বের হলে কেন'? উত্তরে আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'যে কারণ আপনাকে ঘর হতে বের করেছে, ঐ একই কারণ আমাকেও ঘর হতে বের করেছে'। ঐ সময়ে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন। তাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সময়ে বের হলে কেন?' তিনি জবাবে বললেন, 'যে কারণ আপনাদের দু'জনকে বের করেছে, ঐ কারণই আমাকেও বের করেছে'। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সাথে আলাপ শুরু করলেন। তিনি

তাঁদেরকে বললেন, 'সম্ভব হলে চলো, আমরা ঐ বাগান পর্যন্ত যাই। ওখানে আহারেরও ব্যবস্থা হবে এবং ছায়াদানকারী জায়গাও পাওয়া যাবে।' তারা বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আবুল হায়ছাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু নামক ছাহাবীর বাগানের দরজায় উপনীত হলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দরজায় গিয়ে সালাম জানালেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উম্মু হায়ছাম দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিচ্ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট থেকে শান্তির দো'আ বেশী পরিমাণে পাওয়ার লোভেই নীরব ছিলেন। তিনবার সালাম জানিয়েও কোন জবাব না পেয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদ্বয়সহ ফিরে আসতে উদ্যত হলেন। এবার উম্মু হায়ছাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু ছুটে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনার আওয়ায আমি শুনছিলাম, কিন্তু আপনার সালাম বেশী বেশী পাওয়ার লোভেই উচ্চস্বরে জবাব দেইনি। এখন আপনি চলুন'। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মু হায়ছাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে বললেন, ভাল। জিজ্ঞেস করলেন, 'আবূ হায়ছাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু কোথায়'? উম্মু হায়ছাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু উত্তরে বললেন, 'তিনি নিকটেই আছেন, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। এক্ষুণি তিনি এসে পড়বেন, আপনি এসে বসুন'! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয় বাগানে প্রবেশ করলেন। উম্মু হায়ছাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু ছায়া দানকারী একটি গাছের তলায় কিছু বিছিয়ে দিলেন। (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে সেখানে উপবেশন করলেন।) ইতিমধ্যে আবূ হায়ছামও রাযিয়াল্লা-হু আনহু এসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে তার আনন্দের কোন সীমা থাকল না। এতে তিনি মানসিক শান্তি লাভ করলেন। তাড়াতাড়ি একটা খেজুর গাছে উঠলেন এবং ভাল ভাল খেজুর পাড়তে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবুল হায়ছাম! যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর তিনি এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! কাঁচা, পাকা, শুকনো, সিক্ত ইত্যাদি সব রকম খেজুরই রয়েছে। যেটা ইচ্ছা ভক্ষণ করুন'। তাঁরা ওগুলো ভক্ষণ করলেন। তারপর মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানি দেয়া হল। তাঁরা সবাই পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই নে'মত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে জিজ্ঞেস করা হবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৬০)*।

ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) এ হাদীছটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان، إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما أجلسكما هاهنا؟ " قالا والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: "والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره". فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أين فلان؟ " فقالت: ذهب يستعذب (٢) لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء (٣) زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة (٤) وانطلق فجاءهم بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا كنت اجتنيت" ؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياك والحلوب؟ " فذبح لهم يومئذ، فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم" (٥) .

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এসেছিলেন এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁদের কাছে এলেন এবং বললেন, 'এখানে বসে আছ কেন'? উত্তরে তাঁরা বললেন, 'যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাদেরকে ঘর হতে বের করে এনেছে'। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, 'যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! ক্ষুধা আমাকেও বের করে এনেছে'। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ঐ দুই ছাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে এক আনছারীর বাড়িতে গেলেন। আনছারী বাড়িতে ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আনছারীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার স্বামী কোথায়'? মহিলা উত্তরে বললেন, 'তিনি আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে গেছেন'। ইতিমধ্যে ঐ আনছারী পানির মশক নিয়ে এসেই পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে আনছারী আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমার বাড়িতে আজ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ এনেছেন। সুতরাং আমার মত ভাগ্যবান আর কেউ নেই'। পানির মশক ঝুলিয়ে রেখে আনছারী বাগানে গিয়ে তাজা তাজা খেজুরের কাঁদি নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'বেছে আনলেই তো হতো'? আনছারী বললেন, 'ভাবলাম যে, আপনি পসন্দ মত বাছাই করে গ্রহণ করবেন'। তারপর (একটা বকরী বা মেষ যবেহ করার জন্য) আনছারী একটি ছুরি হাতে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'দেখ, দুগ্ধবতী (কোন বকরী বা মেষ) যবেহ কর না'। অতঃপর আনছারী তাঁদের জন্য (কিছু একটা) যবেহ করলেন এবং তাঁরা সেখানে আহার করলেন। তারপর তিনি ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, অথচ এখন পেট পূর্ণ করে ফিরে যাচ্ছ। এই নে'মত সম্পর্কে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৬১)*।

لَيْلًا فَمَرَّ بِيْ فَدَعَانِيْ إِلَيْهِ فَخَرَجْتُ ثُمَّ مَرَّ بِأَبِيْ بَكْرٍ فَدَعَاهُ ﷺ عَنْ أَبِيْ عَسِيْبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ
فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ
وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ ﷺ الْحَائِطِ أَطْعِمْنَا بُسْرًا فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ
فَشَرِبَ فَقَالَ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُسْرُ
ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَئِنَّا لَمَسْئُوْلُوْنَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ﷺ قبل رَسُوْلُ اللهِ
خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ أَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ أَوْ حَجَرٍ يَتَدَخَّلُ فِيْهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ–

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আযাদকৃত দাস আবূ আসীব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করে আমাকে ডাক দেন। তারপর আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন এবং তাদেরকেও ডেকে নেন। তারপর এক আনছারীর বাগানে গিয়ে বললেন, 'দাও ভাই, খেতে দাও'। আনছারী তখন এক গুচ্ছ আঙ্গুর এনে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং সঙ্গীরা তা ভক্ষণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আনছারীকে বললেন, 'ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এসো'। আনছারী পানি এনে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সঙ্গীরা তা পান করলেন। তারপর নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'। এ কথা শুনে ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) খেজুর গুচ্ছ উঠিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফে'লে দিয়ে বললেন, এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

হবে? রাসূলুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। তবে তিনটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তা হলো সম্ভ্রম রক্ষার উপযোগী পোশাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী খাদ্য এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী গৃহ' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৬২)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ رُطَبًا وَشَرِبُوْا مَاءً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِىْ تُسْأَلُوْنَ عَنْهُ–

(৭) জাবির রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ছিদ্দীক ওমর রাযিয়াল্লাহু 'আনহু তাজা খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই সেই অনুগ্রহ যার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে' *(নাসাঈ হা/৬৫৬৬; ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৩)*।

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ نَعِيْمٍ نُسْأَلُ؟ وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، وَسُيُوْفُنَا عَلَى رِقَابِنَا، وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، فَعَنْ أَيِّ نَعِيْمٍ نُسْأَلُ؟ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُوْنُ–

(৮) মাহমূদ ইবনু রবী' হতে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরা তাকাছুর অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছাহাবীদেরকে এটা পাঠ করে শুনান। যখন তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছেন, তখন ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূল! কোন নে'মত সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে? খেজুর খাচ্ছি, পানি পান করছি, ঘাড়ের উপর তরবারী ঝুলছে, শত্রু মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অতএব আমরা কোন নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে রেখো, অচিরেই নে'মত এসে যাবে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৪)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَمَّا نَزَلَتْ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ– قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِأَىِّ نَعِيْمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُمَا الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ! قَالَ إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُوْنُ–

(৯) ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, যখন অত্র সূরার শেষ আয়াতটি নাযিল হল, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদেরকে কোন নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে? নিশ্চয়ই তা কাল দু'টি জিনিস (১) খেজুর (২) পানি। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, অচিরেই সেসব নে'মত আসবে' *(তিরমিযী হা/৩৩৫৩; ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৫)*।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنَّا فِيْ مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ أَجَلْ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِيْ ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ خَيْرٌ مِنْ الْغِنَى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنْ النِّعَمِ–

(১০) মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা তার চাচা হতে বর্ণনা করেন, তার চাচা বলেন, আমরা এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন, তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনাকে খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাই। তারপর সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভীতি রয়েছে, তার জন্য সম্পদ খারাপ জিনিস নয়। মনে রেখ পরহেযগার ব্যক্তির জন্য শরীরের সুস্থতা সম্পদের চেয়ে উত্তম। মনের আনন্দ খুশীও আল্লাহ্‌র নে'মত' *(ইবনু মাজাহ হা/২১৪১; ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيْمِ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحُّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ–

(১১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে সর্ব প্রথম নে'মতের ব্যাপারে বলা হবে। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করিনি? ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কি তোমাকে পরিতৃপ্ত করিনি? *(তিরমিযী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৭)*।

عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ، قَالَتِ الصَّحَابَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَأَيُّ نَعِيْمٍ نَحْنُ فِيهِ، وَإِنَّمَا نَأْكُلُ فِيْ أَنْصَافِ بُطُوْنِنَا خُبْزَ الشَّعِيْرِ؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلْ لَهُمْ: أَلَيْسَ تَحْتَذُوْنَ النِّعَالَ، وَتَشْرَبُوْنَ الْمَاءَ الْبَارِدَ؟ فَهَذَا مِنَ النَّعِيْمِ–

(১২) ইকরামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন অত্র সূরার শেষ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা কি এমন নে'মত ভোগ করছি যে সে সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে? আমরা তো যবের রুটি খেয়ে থাকি, তাও পেট পুরে নয়। বরং অর্ধভুক্ত থেকে যাচ্ছি। তখন আল্লাহ অহী করে নবীকে বললেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি পায়ের আরামের জন্য জুতা পরিধান কর না এবং পিপাসা নিবারণের জন্য ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এ নে'মতগুলো সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৮)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ–نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِحَّةُ وَالفَرَاغُ–

(১৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র দু'টি নে'মত বা অনুগ্রহ রয়েছে, যাতে বহু মানুষ ধোঁকা খায়, তাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না। তার একটি হচ্ছে শরীরের সুস্থতা আর অপরটি হচ্ছে দুনিয়াবী ঝামেলা হতে অবসর থাকা' *(বুখারী হা/৬৪১২; তিরমিযী হা/২৩০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭০; ইবনু কাছীর হা/৭৪৭১)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَظِلُّ الْحَائِطِ، وَجَرُّ الْمَاءِ، يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ يُسْأَلُ عَنْهُ–

(১৪) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রয়োজনীয় পোশাক ছাড়া যা ব্যবহার করা হয়, বাগানের ছায়া যা ভোগ করা হয় এবং অতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৭২)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ حَمَلْتُكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ فَأَيْنَ شُكْرُ ذٰلِكَ–

(১৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন বলবেন. হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়ায় ও উটে আরোহন করিয়েছি, নারীদের সাথে বিয়ে দিয়েছি, তোমাকে হাসি-খুশীতে জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছি। এবার বল, এগুলোর শুকরিয়া কোথায়'? *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৭৩)*।

(১৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বান্দাকে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত করে বলবেন, 'আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দিইনি? চতুষ্পদ প্রাণী ও শস্য ক্ষেত তোমার অধীনস্ত ও অনুগত করে দিইনি? তোমাকে হাসি-খুশীতে জীবন কাটানোর সুযোগ দিইনি? তুমি আমার আজকের সাক্ষাতের কথা মনে করতে? সে বলবে, জি-না, আমি তা মনে করতাম না। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ আমি তোমাকে ভুলে গেলাম, যেমন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে *(তিরমিযী হা/২৫২৮)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) যায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা দুনিয়া উপার্জনের পিছনে পড়ে আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছ এবং মরা পর্যন্ত এ উদাসীনতায় বহাল থেকেছ' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৫২)*।

(২) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা কবরের আযাবের ব্যাপারে সন্দেহ করছিলাম। শেষ পর্যন্ত এ আয়াত অবতীর্ণ হল- أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 'সম্পদের লোভ-লালসা তোমাদের ততদিন পর্যন্ত আত্মভোলা করে রাখবে, যতদিন পর্যন্ত তোমরা কবর না দেখেছ' *(তিরমিযী হা/৫৬২২; ইবনু কাছীর হা/৭৪৫৯)*।

(৩) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে শান্তি নিরাপত্তা ও সুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৬৯)*।

(৪) যায়েদ ইবনু আসলাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা পেটপূর্ণ করে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করে, তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(কুরতুবী হা/৬৪৬৪)*।

(৫) আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! একদা আপনার সাথে আবু হায়ছাম ইবনু তাইহানের বাসায় যবের রুটি, গোশত ও কাচা খেজুর এক লোকমা খেয়েছিলাম। এ খাদ্য সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করা হবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে' *(কুরতুবী হা/৬৪৬৫)*।

(৬) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দাকে ডেকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার মান-সম্মান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, যেমন ভাবে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন' *(তাবারানী, কুরতুবী হা/৬৪৬৯)*।

অবগতি

এসব হাদীছের বিবরণ দ্বারা জানা যায় যে, মুসলিম-অমুসলিম সকলকেই এ নে'মত সমূহের জওয়াবদিহি করতে হবে। তবে আল্লাহ্র নে'মত অসীম অগণিত, যার সংখ্যা বা পরিমাণ নেই। এমনও নে'মত আছে যে বিষয়ে মানুষ কিছুই জানে না। এমনও নে'মত আছে যার পরিমাণ তো দূরের কথা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا 'আর তোমরা যদি আল্লাহ্র নে'মত সমূহ গণনা করতে চাও, তবে তা গুণে কিছুতেই শেষ করতে পারবে না' *(ইবরাহীম ৩৪)*। অনেক নে'মত আল্লাহ এমনিতেই দেন আর অনেক নে'মত উপার্জনের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। উপার্জিত নে'মতের জওয়াবদিহি করতে হবে। কিভাবে আয় হয়েছে, আর কিভাবে তা ব্যয় হয়েছে। আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত সম্পর্কে হিসাব দিতে হবে। নে'মতগুলি কিভাবে কাজে লাগিয়েছে, কোন কাজে ব্যয় করেছে। এক কথায় সব নে'মত সম্পর্কেই হিসাব দিতে হবে। সব নে'মত যে আল্লাহ্র দেওয়া তা স্বীকার করে কি-না? মুখে ও কাজে তার শুকরিয়া আদায় করে কি-না? নে'মতগুলি কি আল্লাহ্র দেওয়া, না অন্য কারো হাত আছে? এসব বিষয়ে তাকে বিস্তারিত জওয়াবদিহী করতে হবে।

ææææ

সূরা আল-আছর

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩; অক্ষর ৭৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

অনুবাদ : (১) কালের কসম (২) মানুষ আসলে বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (৩) তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক্বের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَالْعَصْرِ– বহুবচন عُصُوْرٌ، اَعْصَارٌ অর্থ- যুগ, কাল, সময়।

اَلْإِنْسَانُ– ইসম, একবচন, বহুবচন أَنَاسِيٌّ অর্থ- মানুষ, ব্যক্তি।

خُسْرٌ– মাছদার خُسْرًا، خُسْرَانًا، خَسَارًا বাব سَمِعَ অর্থ- ক্ষতি, লোকসান, ভঙ্গুর পুঁজি বা মূলধনের ঘাটতি। এ ঘাটতি কখনও মূলধনের কখনও সম্পদের ও সম্মান-মর্যাদার।

اٰمَنُوْا –جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার اِيْمَانًا বাব اِفْعَالٌ অর্থ- ঈমান আনল, বিশ্বাস স্থাপন করল।

عَمِلُوْا –جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার عَمَلاً বাব سَمِعَ অর্থ- আমল করল, কাজ করল।

الصَّالِحَات –جمع مؤنث ইসম ফায়েল, একবচনে صَالِحَةٌ অর্থ- সৎ কাজ, ভাল কাজ, পুণ্য। বাব نَصَرَ، فَتَحَ، كَرُمَ মাছদার صَلاَحًا، صُلُوْحًا، صَلاَحِيَةً।

تَوَاصَوْا –جمع مذكر غائب মাযী, মাছদার تَوَاصِيًا বাব تَفَاعُلٌ অর্থ- একে অন্যকে অছিয়ত করল, উপদেশ দিল। وَصِيَّةٌ একবচন, বহুবচনে وَصَايَا অর্থ- অছিয়ত, উপদেশ।

اَلْحَقُّ– একবচন, বহুবচন حُقُوْقٌ অর্থ- সত্য, সঠিক, ইনছাফ, অধিকার।

اَلصَّبْرُ– মাছদার, বাব ضَرَبَ অর্থ- ধৈর্য, ছবর, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকে থাকা। নিজের মনকে এমনভাবে বাধা দিয়ে রাখা, যা বিবেক এবং শরী'আত বাধা দিয়েছে। অথবা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকা।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১-২) وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ– (و) কসমের জন্য এবং জার প্রদানকারী অব্যয়। اَلْعَصْرِ মাজরূর। জার এবং মাজরূর মিলে اُقْسِمُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। إِنَّ الاِنْسَانَ জুমলাটি কসমের জওয়াব। (الاِنْسَانَ) إِنَّ-এর ইসম। (لَفِىْ خُسْرٍ)-এর (ل) টির নাম اَللَّامُ الْمُزْحَلَقَةُ। যে লামে ইবতেদা নিজ স্থান তথা اِسْم থেকে সরে خَبَرٌ-এর শুরুতে গড়ে যায়, তাকে লামে মুযহালাকা বলে। আর ইসম-এর শুরুতে إِنَّ যুক্ত হওয়ার কারণেই এটা ঘটে থাকে। তবে খবর যখন ইসম-এর পূর্বে আসে, তখন আবার (ل) অব্যয়টি আপন স্থানে ফিরে আসে। জার ও মাজরূর মিলে ثَابِتٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর।

(৩) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ– (إِلاَّ) হরফে ইস্তিছনা ব্যতিক্রম প্রকাশক অব্যয়। (الاِنْسَانَ) হতে মুস্তাছনা। آمَنُوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, এ জুমলাটি (الذِيْنَ) ইসমে মাওছূলের ছিলা। (الصَّالِحَات) عَمِلُوْا-এর মাফ'উলে বিহী। এ জুমলটি اَمَنُوْا-এর উপর আতফ। (وَ) হরফে আতিফা, تَوَاصَوْا ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (بِالْحَقِّ) تَوَاصَوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক। تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীব ও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ২নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যদি আপনি শিরক করেন, তাহলে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে, আর আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(যুমার ৬৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللهِ 'নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হল, যারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকে অস্বীকার করল' *(আন'আম ৩১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُم 'আর ক্বিয়ামতের মাঠে যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে' *(আ'রাফ ৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করল, সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হল' *(নিসা ১১৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ 'মনে রেখ, নিশ্চয়ই শয়তানের দলই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুজাদালা ১৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ

دِيْناً فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য পন্থা খুঁজে তার সে পন্থা গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে’ *(আলে ইমরান ৮৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ– ‘মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে এতে সে কল্যাণ দেখতে পেলে সে নিশ্চিত হয়ে যায়, আর যখনই কোন বিপদ দেখা দিল, অমনি পিছনে সরে গেল। ফলে তার ইহকালও গেল, পরকালও গেল। এটা হল স্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান’ *(হজ্জ ১১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوْا خَاسِرِيْنَ ‘এরা সেই লোক যাদের উপর শাস্তির ফায়ছালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যাদের এ চরিত্র ছিল, তারা পার হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তারাও এ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত’ *(আহক্বাফ ১৮)*। এসব আয়াতগুলির সারমর্ম মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সূরার বাকী অংশে ক্ষতি পূরণের পদ্ধতি বলা হয়েছে। আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, ‘তবে যারা ঈমান আনল এবং নেক আমল করল এবং একজন অপর জনকে হক্বের উপদেশ দিল ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিল’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ‘এ কুরআনকে আমি হক্ব বা সত্য সহকারে অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যতা সহকারেই অবতীর্ণ হয়েছে’ *(ইসরা ১০৫)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّيْنَ ‘আমি আপনার নিকট হক্ব সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করুন দ্বীনকে তাঁর জন্য খালেছ ও একনিষ্ঠ করে’ *(যুমার ২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ– ‘তারপর তাদের মধ্যে শামিল হবে যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছে’ *(বালাদ ১৭)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ– ‘এ পন্থায় চলার জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিয়েছেন। ইয়াকূব আলাইহিস সালাম ও এ উপদেশই তাঁর সন্তানদের দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করেছেন। কাজেই মরা পর্যন্ত তোমরা ‘মুসলিম’ তথা অনুগত হয়ে থাক’ *(বাক্বারাহ ১৩২)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَي صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ ﷺعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ قُلُوْبَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَأَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ-

আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তারা আমাকে আছরের ছালাত আদায় করা থেকে ব্যস্ত রেখেছে। আল্লাহ তাদের অন্তর ও তাদের বাড়ীকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। তারপর তিনি মাগরিব ও এশার মাঝে আছরের ছালাত আদায় করেন *(মুসলিম হা/৬২৭; ইবনু কাছীর হা/১১২২)*।

صَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ-ﷺعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মধ্যবর্তী ছালাত হচ্ছে আছরের ছালাত' *(তিরমিযী হা/১৮১, ২৯৮৫)*।

قَالَ الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ-ﷺعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ

সালিম রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার আছরের ছালাত ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও তার সম্পদকে যেন ধ্বংস করা হল' *(মুসলিম হা/২২৬, ইবনু মাজাহ হা/৬৮৫)*।

قَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ﷺعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ عَنِ النَّبِيِّ حَبِطَ عَمَلُهُ-

বুরায়দা ইবনু হুছায়ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে আছরের ছালাত তাড়াতাড়ি আদায় কর। নিশ্চয়ই যার আছরের ছালাত ছুটে যাবে, তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৬৯৪)*।

فِيْ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ يُقَالُ لَهُ الْمُخَمَّصُ صَلَاةَ ﷺعَنْ أَبِيْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ الْعَصْرِ، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةُ الْعَصْرِ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَضَيَّعُوْهَا أَلَا وَمَنْ صَلَّاهَا ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَوْا الشَّاهِدَ-

আবু বাছরা গেফারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের এক উপত্যকায় আছরের ছালাত আদায় করালেন, সেই উপত্যকার নাম 'মুখাম্মাছ'। তিনি বললেন, এ হচ্ছে আছরের ছালাত, যা তোমাদের পূর্বের লোকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তারা তা নষ্ট করেছে। মনে রেখ, যে ব্যক্তি ঐ ছালাত আদায় করবে তাকে ডবল নেকী দেয়া হবে। মনে রেখ, আছরের ছালাত, এরপর আর কোন ছালাত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তারকা না দেখছ' *(মুসলিম হা/৮৩০, ইবনু কাছীর হা/১১৩৬)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ওবায়দা ইবনু হিছন রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'জন ছাহাবীর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ হত, তখন একজন এ সূরাটি পড়তেন এবং অপর জন শুনতেন। তারপর পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেন' *(ত্বাবরাণী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৭৪)*।

(২) ওবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সূরা আছর পড়লাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ সূরার তাফসীর কি হবে? তিনি দিনের শেষাংশের কসম করে বললেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এ হচ্ছে আবু জাহল। তবে যিনি ঈমান এনেছেন, ইনি হচ্ছেন আবু বকর ছিদ্দীক। আর সৎ আমল করেছেন, ইনি হলেন ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু। একজন অপরজনকে হকের উপদেশ দিল- ইনি হলেন ওছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং একজন অপর জনকে ধৈর্যের উপদেশ দিল- ইনি হলেন আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু' *(কুরতুবী হা/৬৪৭২)*।

অবগতি

সময়ের কসম করে এ সূরায় যে কথাটি বলা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, এ তীব্র গতিশীল কাল সাক্ষ্য দেয়, এ চারটি গুণ হারিয়ে মানুষ যে সব কাজে নিজের সময় ক্ষয় করছে তা সবই ক্ষতির কারণ। এ ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে কেবল সেই সব লোক, যারা এ চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে দুনিয়ায় কাজ করবে। অতএব সময়ের কসম করে আল্লাহ মানুষকে মূলত এটাই বলেছেন যে, সময় হচ্ছে মানুষের মূলধন, যা দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ইমাম রাযী একজন মনীষীর উক্তি পেশ করেছেন, একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতে আমি সূরা আছরের অর্থ বুঝতে পেরেছি। বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল, দয়া কর সেই ব্যক্তির প্রতি, যার মূলধন গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনুগ্রহ কর সেই ব্যক্তির প্রতি, যার পুঁজি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেই ব্যক্তির এ চিৎকার শুনে আমি বললাম, সূরা আছরের অর্থ এটাই। সারকথা হল, সময় মানুষের মূলধন, যা হারিয়ে গেলে ফিরে পাবে না। আর মূলত এ চারটি গুণের ভিত্তিতে মানুষ সময়কে মূল্যায়ন করতে পারে।

সূরা আল-হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৯; অক্ষর ১৪৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ (٦) الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨) فِيْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (٩)

অনুবাদ : (১) ধ্বংস নিশ্চিত এমন ব্যক্তির জন্য যে সামনা-সামনি মানুষকে গালাগাল দেয় এবং পিছনে নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (২) যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করে এবং তা গুনে গুনে রাখে (তার জন্যও ধ্বংস)। (৩) সে মনে করে যে, তার ধন-মাল তার নিকট চিরকাল থাকবে। (৪) কক্ষনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (৫) আর আপনি কি জানেন সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী হুতামা নামক স্থানটি কি? (৬) তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আগুন, যা প্রচণ্ড উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত। (৭) যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করে। (৮) নিশ্চয়ই সে আগুনকে তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে। (৯) এমন অবস্থায় যে, তা উঁচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَيْلٌ– ইসম, অর্থ- ধ্বংস, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মন্দ কাজে প্রবেশ করা, কাকেও বিপদগ্রস্ত করা। এ সময় শব্দটি মাছদার হিসাবে ব্যবহার হবে।

كُلٌّ– শব্দটি যখন একবচন রূপে ব্যবহৃত হবে এবং نَكِرَةْ (নাকিরা) ইসমের দিকে মুযাফ হবে, তখন এর তর্জমা হবে 'প্রত্যেক'। যেমন- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 'সামনে ও পিছনে নিন্দাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ধ্বংস'। আর كُلٌّ শব্দটি যখন আলিফ-লাম দ্বারা মা'রিফাকৃত শব্দের দিকে ইযাফত হবে অথবা সর্বনামের দিকে ইযাফত হবে তখন অর্থ হবে সকল বা সমস্ত। যেমন كُلُّ الْقَوْمِ 'কওমের সকল লোক', فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ 'তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করলেন'।

هُمَزَةٌ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, মাছদার هَمْزًا বাব ضَرَبَ 'পিছনে নিন্দাকারী'।

لُمَزَةٌ– ছিফাতে মুশাব্বাহ, মাছদার لَمْزًا বাব ضَرَبَ، نَصَرَ 'নিন্দাকারী'। শব্দ দু'টি একটি অপরটির অর্থে ব্যবহার করা হয়।

جَمَعَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার جَمْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- একত্র করল, সংগ্রহ করল, জমাল। বাব اِفْتِعَال হতে অর্থ- একত্র হল, সমবেত হল। اِجْتِمَاعٌ একবচন, বহুবচনে اِجْتِمَاعَاتٌ অর্থ- সভা, সমাবেশ, বৈঠক। مَجْمُوْعٌ অর্থ- যোগফল, মোট পরিমাণ, সমষ্টি।

مَالاً– বহুবচন أَمْوَالٌ অর্থ- বিত্ত, বৈভব, ধন-সম্পদ।

عَدَّدَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার تَعْدِيْدًا বাব تَفْعِيْلٌ 'বার বার গণনা করল'। বাব نَصَرَ হতে মাছদার عَدًّا যেমন عَدَّ الشَّيْئَ অর্থ- কোন জিনিস গণনা করল, হিসাব করল, বিবেচনা করল। لاَيُعَدُّ অর্থ- অসংখ্য, অগণিত।

يَحْسَبُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার حِسْبَانًا বাব سَمِعَ অর্থ- ধারণা করে, মনে করে।

أَخْلَدَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِخْلاَدًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- অমর করল, স্থায়ী করল। বাব تَفْعِيْلٌ হতে অনুরূপ অর্থ।

يُنْبَذَنَّ– واحد مذكر غائب নূন ছাকীলা মুযারে মাজহূল, মাছদার نَبْذًا বাব ضَرَبَ অর্থ- নিক্ষেপ করা হবে, ছুড়ে মারা হবে।

اَلْحُطَمَةُ– জাহান্নামের নাম বা জাহান্নামের একটি স্থানের নাম। মাছদার حَطْمًا বাব ضَرَبَ অর্থ- টুকরা টুকরা করা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করা।

أَدْرَى– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِدْرَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- অবগত হল, জানল বা অবগত করল।

نَارًا– বহুবচন اَنْوُرٌ، نِيْرَانٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

اَلْمُوْقَدَةُ– واحد مذكر ইসমে মাফ'উল, মাছদার إِيْقَادًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- জ্বলন্ত, উত্তপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত আগুন।

اَلْأَفْئِدَةُ– একবচনে فُؤَادٌ অর্থ- অন্তর, মন, হৃদয়।

تَطَّلِعُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার إِطِّلاَعًا বাব إِفْتِعَال অর্থ- উপর হতে দেখল, উপর হতে উকি দিল।

مُؤْصَدَةٌ– واحد مُؤَنَّثٌ ইসমে মাফ'উল, মূল বর্ণ (أ، ص، د), বাব إِفْعَالٌ অর্থ- দরজা বন্ধ বা বন্ধকৃত, যা উপর থেকে ঢেকে বন্ধ করা হয়েছে বা বন্ধ করা বস্তু।

عَمَدٌ– عَمُوْدٌ বহুবচন عَمَدٌ، عُمُدٌ، اَعْمِدَةٌ অর্থ- স্তম্ভ, খুঁটি।

مُمَدَّدَةٌ– واحد مُوَنَّثٌ ইসমে মাফ'উল, মাছদার تَمْدِيْدًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- সুদীর্ঘ, দীর্ঘায়িত।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১ ও ২) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ– (وَيْلٌ) মুবতাদা, لِكُلِّ উহ্য (ثَابِتٌ)-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবর। هُمَزَةٍ মুযাফ ইলাইহি, (لُمَزَةٍ) هُمَزَةٍ হতে বাদল। جَمَعَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। مَالاً মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি الَّذِىْ-এর ছিলা। عَدَّدَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী। এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার উপর আতফ হয়েছে।

(৩) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ– জুমলাটি মুস্তানিফা। يَحْسَبُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, (اَنَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। مَالَهُ তার ইসম। أَخْلَدَهُ জুমলা ফে'লিয়াটি তার খবর। এ জুমলাটি يَحْسَبُ ফে'লের দু'মাফ'উলের স্থানে।

(৪-৬) كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ– (كَلاَّ) ধমক ও অস্বীকার বোধক অব্যয়। (لَ) উহ্য কসমের জওয়াব। يُنْبَذَنَّ মুযারে মাজহূল এবং নূন তাকীদ। যমীর নায়েবে ফায়েল, (فِى الْحُطَمَةِ) তার সাথে মুতা'আল্লিক। জুমলাটি কসমের জওয়াব। (مَا) ইসমে ইস্তিফহাম মুবতাদা, (أَدْرٰى) ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী। জুমলাটি (مَا) মুবতাদার খবর, (مَا) মুবতাদা, (الْحُطَمَةُ) খবর। এ জুমলাটি أَدْرٰى-এর দ্বিতীয় মাফ'উল। نَارُ اللهِ উহ্য هِىَ মুবতাদার খবর, (الْمُوْقَدَةُ) نَارُ-এর ছিফাত।

(৭) الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ– (الَّتِىْ) نَارُ-এর দ্বিতীয় ছিফাত। تَطَّلِعُ ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, عَلَى الاَفْئِدَةِ তার সাথে মুতা'আল্লিক। এ জুমলাটি الَّتِىْ-এর ছিলা।

(৮-৯) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ، فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ– (هَا) إِنَّ-এর ইসম, (عَلَيْهِمْ) مُّؤْصَدَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (مُّؤْصَدَةٌ) إِنَّ-এর খবর (فِيْ عَمَدٍ) উহ্য كَائِنَةٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে مُؤْصَدَةٌ-এর ছিফাত। (مُمَدَّدَةٍ) عَمَدٍ-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'সামনে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত' আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ 'ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য' *(জাছিয়া ৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَالُوْا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ 'তারা বলল, হায় আমাদের

ধ্বংস! নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম' *(আম্বিয়া ১৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً 'ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বললেন, কি ধ্বংস আমার। এখন কি আর আমার সন্তান হবে, যখন আমি একেবারেই বৃদ্ধা হয়ে গেছি? আর আমার স্বামী ও অতিশয় বৃদ্ধ হয়েছেন' *(হূদ ৭২)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي 'কাবীল কাককে দেখল যে গর্ত খুড়ে তার ভাইকে মাটিতে পুঁতে দিল। এ দেখে সে দুঃখ করে বলল, হায় আমার ধ্বংস! আমি এ কাকটির মত হতে পারলাম না, নিজ ভাইয়ের লাশ লুকাবার পন্থাও বের করতে পারলাম না' *(মায়েদা ৩১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ 'ক্বিয়ামতের দিন অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত' *(মুরসালাত ১৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ 'অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত তাদের পরিণাম জাহান্নাম *(ছোয়াদ ২৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيْمٍ 'যারা অত্যাচার করে তাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত। সেদিন তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(যুখরুফ ৫৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ 'বড় উপস্থিতির দিন অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চত' *(মারিয়াম ৩৭)*।

পরনিন্দার ব্যপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, -وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ 'আপনি এমন ব্যক্তির আনুগত্য ও অনুসরণ করবেন না, যে খুব বেশী কসম করে, যে লোক গালাগাল করে, অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করে বেড়ায়' *(ক্বালাম ১০-১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُوْنُوْا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَّكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا

'হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ অপর পুরুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারে না। হতে পারে যে, সে তার তুলনায় ভাল হবে। আর কোন মহিলা অন্য মহিলাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না, হতে পারে যে, সে তার অপেক্ষা উত্তম হবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপর জনের উপর অভিশাপ করবে না এবং একজন অপর জনকে খারাপ নামে ডাকবে না' *(হুজুরাত ১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

'হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ হতে বিরত থাক। কারণ কোন কোন ধারণায় গোনাহ হয়। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি কর না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? তোমরা নিজেরাই এতে ঘৃণা পোষণ করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান' *(হুজুরাত ১২)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ ذَا الوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ক্বিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আর এক মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১১)*। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তিই চোগলখোর।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَفِى رِوَايَةٍ نَمَّامٌ–

হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'চোগলখোর ও পশ্চাতে নিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِىْ مَا أَقُوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তোমাদের কোন ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কথা বল, যা সে অপসন্দ করে। সেটাই গীবত। জিজ্ঞেস করা হল, আমি তার সম্পর্কে যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে, তখন আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তুমি যা বল তার মধ্যে তা থাকলে, তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, যা তুমি বল তখন তুমি তার মিথ্যা অপবাদ রটালে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৭)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ اَلْأَجْوَفَانِ الْفَمُ والفَرْجُ–

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি জান, কোন জিনিস মানুষকে বেশী বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়। তা হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান, মানুষকে বেশী বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? তাহল দু'টি ছিদ্র পথ। একটি মুখ এবং অপরটি লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১)*। মানুষ জেনে, বুঝে ও অজান্তে এমন কথা বলে, যা তার ধ্বংসের কারণ। এ কারণে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুখ বন্ধ রাখার কথা বলেছেন।

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ-

বাহায ইবনু হাকিম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে কথা বলে এবং জনতাকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২৪)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ-

উকবা ইবনু আমির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন, 'নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখ। নিজের ঘরে অবস্থান কর এবং নিজের পাপের জন্য কাঁদ' *(তিরমিযী হা/৪৬২৪)*।

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَخْوَفُ، مَاتَخَافُ عَلَيَّ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا-

সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ছাকাফী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার জন্য যে জিনিসগুলি ভয়ের কারণ মনে করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর কোনটি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৪৩)*।

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ للهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَا وَجَهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِنْ نَارٍ-

আম্মার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দ্বিমুখী হয়ে চলবে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের একটি জিহ্বা হবে' *(দারেমী, মিশকাত হা/৪৮৪৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا كَذَا تَعْنِى قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ-

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বললাম ছাফিয়্যা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ- তিনি এ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বেঁটে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমার এ কথাকে সাগরের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে একথা সাগরের পানির রং পরিবর্তন করে দিবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮৫৩)*। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-এর পক্ষ থেকে ছাফিয়্যাকে এরূপ বলা ছিল গীবতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার কথাটি এত বড় ও কঠিন যে, তা সাগরে মিলালে সাগরের পানির রং পরিবর্তন করে দিবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ-

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন আমাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাদের তামার বড় বড় নখ ছিল। তারা ঐ নখ দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল ও বুক সমূহ খামচাচ্ছিল। আমি বললাম, জিবরীল এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐসব লোক যারা মানুষের গোশত খেত এবং মানুষের বদনাম রটাত' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৭৮)*।

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَــنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ-

আবু বারযা আসলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মুসলমানের গীবত কর না। তোমরা তাদের গোপন কথা উদঘাটন কর না। নিশ্চিত কোন ব্যক্তি তাদের গোপন কথা উদঘাটন করলে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন। আর আল্লাহ যার পিছে লাগবেন তাকে তার বাড়ীতেই অপমান করে দিবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৮০)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

ছাফওয়ান ইবনু সুলাইম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি ভীরু হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করা হল মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন, না *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৪৮)*।

জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত ব্যভিচার হতেও জঘন্য। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! গীবত কিভাবে ব্যভিচার হতে জঘন্য? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে, অতঃপর সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করবে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৫৯)*।

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবতের কাফফারা হল যার তুমি গীবত করেছে তার জন্য ক্ষমা চাও, তুমি এভাবে বল, أَللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৬০)*।

অবগতি

আরবী ভাষায় হুমাযা ও লুমাযা শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমার্থবোধক। অর্থের দিক দিয়ে শব্দ দু'টি এতই কাছাকাছি যে কখনও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও পার্থক্য করা হয়। কিন্তু সে পার্থক্য এমন যে, স্বয়ং আরবী ভাষাভাষী লোকেরা 'হুমাযার' যে অর্থ বলেন, অন্য কিছু লোক ঠিক সেই অর্থই বলেন, লুমাযা শব্দের। এখানে এ দু'টি শব্দ এক সাথে এক স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে উভয়ে মিলিতভাবে এ অর্থ প্রকাশ করে। অতএব যার অভ্যাসই

এই যে, অন্য মানুষকে ঘৃণা ও অপমান করে। কাউকে দেখতে পেলে আংগুলের মাধ্যমে ইশারা করে। চোখের মাধ্যমে কটাক্ষ করে। কারো বংশের উপর অভিশাপ করে। কারো উপর কলংক আরোপ করে। কারো ব্যক্তি চরিত্রের দোষ বের করে।

কাউকে সামনা-সামনি আঘাত করে। কারো অনুপস্থিতিতে দোষ রটায়। কোথাও চোগলখুরী ও কুটনামিগিরী করে। অপরজনের কথা অন্য জনকে বলে। একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে উত্তেজিত করে। বন্ধুর মধ্যে পরস্পরে শত্রু বানায়। কোথাও ভাইদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে। মানুষকে খারাপ নামে ডাকে। বিদ্রূপ করে এবং তার কলংক রটায়। এসব লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেছেন, তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

ঌঌ

সূরা আল-ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫; অক্ষর ১০১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ (٥)

অনুবাদ : (১) আপনি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি? (৩) আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। (৪) যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করে ছিল। (৫) তারপর তাদের অবস্থা এমন করে দিলেন, যেন তারা পশু-প্রাণীর ভক্ষণ করা ভুসি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَلَمْ تَرَ– واحد مذكر حاضر মুযারে, মাছদার رُؤْيَةٌ বাব فَتَحَ অর্থ- আপনি কি দেখেননি, অবলোকন করেননি।

فَعَلَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার فَعْلاً، فِعْلاً বাব فَتَحَ অর্থ- কাজ করল, কাজ সমাধা করল, কাজ সম্পন্ন করল। فِعْلٌ একবচন, বহুবচনে أَفْعَالٌ অর্থ- কাজ, কর্ম।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা'।

اَصْحَابٌ– একবচনে صَاحِبٌ অর্থ- সাথী, ওয়ালা, অধিকারী।

اَلْفِيْلُ– ইসম, একবচন, বহুবচন فِيْلَةٌ، أَفْيَالٌ অর্থ- হাতি, হস্তী। فَيَّالٌ একবচন, বহুবচনে فَيَّالُوْنَ অর্থ- হাতি চালক, মাহুত।

يَجْعَلُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার جَعْلاً বাব فَتَحَ অর্থ- করেন, রূপান্তরিত করেন।

كَيْدٌ – كَيْدٌ، مَكِيْدٌ বহুবচন مَكَائِدُ অর্থ- ষড়যন্ত্র, ফন্দি, কৌশল।

تَضْلِيْلٌ– মাছদার, বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- ব্যর্থতা, ভ্রষ্টতা, বিপদগামী করা। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার ضَلاَلَةً– ضَلاَلاً অর্থ- ব্যর্থ হওয়া, ভুল পথে যাওয়া।

اَرْسَلَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার اِرْسَالاً বাব اِفْعَالٌ অর্থ- পাঠাল, প্রেরণ করল। (عَلَى) ছিলা থাকলে অর্থ হবে চাপানো।

طَيْرٌ– طَائِرٌ একবচন, বহুবচনে طَيْرٌ، طُيُوْرٌ পাখি। বাব ضَرَبَ হতে মাছদার طَيْرًا ‘পাখির আকাশে উড়া’। طَائِرَةٌ বহুবচন طَائِرَاتٌ ‘উড়ো জাহাজ’।

اَبَابِيْلَ– একবচনে اَبُّوْلٌ، اِبِّيْلٌ، اَبَّالَةٌ অনেকেই মনে করেন এর কোন একবচন নেই। প্রকাশ থাকে যে, আবাবীল কোন পাখির নাম নয়। এর অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে।

تَرْمِى– واحد مؤنث غائب মুযারে, মাছদার رَمْيًا، رِمَايَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- নিক্ষেপ করে, ছুড়ে মারে। مَرْمَى বহুবচন مَرَامٍ ‘লক্ষ্য’।

حِجَارَةٌ–حَجَرٌ একবচন, বহুবচন اَحْجَارٌ، حِجَارَةٌ অর্থ- পাথর, প্রস্তর।

سِجِّيْلٌ– কংকর পাথরের ক্ষুদ্র অংশ। মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, শব্দটি ফারসী سَنْگ وَكِل-এর আরবী রূপ।

عَصْفٌ– একবচনে عُصَافَةٌ، عَصْفَةٌ، عَصِيْفَةٌ অর্থ- ভুসি, খোসা, ফসলের পাতা।

مَأْكُوْلٌ– واحد مذكر ইসমে মাফ‘উল, মাছদার اَكْلاً বাব نَصَرَ অর্থ- ভক্ষণ করা জিনিস, ভক্ষিত জিনিস।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ– (أ) হামযা অব্যয়টি اِسْتِفْهَامٌ تَقْرِيْرِىٌّ-প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করা এবং সম্বন্ধিত ব্যক্তি থেকে স্বীকৃতি দাবী করা। لَمْ নাফির অর্থ এবং জযম প্রদানকারী অব্যয়। لَمْ تَرَ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, كَيْفَ ইসমে ইস্তিফহাম। স্থান হিসাবে فَعَلَ ফে‘লের মাফ‘উলে মুতলাক, (بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ) فَعَلَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক। এ জুমলাটি تَرَ ফে‘লের মাফ‘উলে বিহী।

(২) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ– (اَ) ইস্তিফহাম তাকরীরী। لَمْ নাফির অর্থ ও জযম প্রদানকারী অব্যয়। يَجْعَلُ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল। كَيْدَهُمْ মাফ‘উলে বিহী, فِىْ تَضْلِيْلٍ ফে‘লের দ্বিতীয় মাফ‘উল।

(৩) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ– (وَ) হরফে আতফ। اَرْسَلَ ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল, عَلَيْهِمْ তার সাথে মুতা‘আল্লিক, طَيْرًا মাফ‘উলে বিহী, اَبَابِيْلَ-তার ছিফাত।

(৪) تَرْمِيْهِم بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ- এ জুমলাটি طَيْرًا-এর দ্বিতীয় ছিফাত। تَرْمِى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল, هِمْ মাফ'উলে বিহী। (بِحِجَارَةٍ) تَرْمِى ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, مِّنْ سِجِّيْلٍ উহ্য كَائِنَةٍ শিবহ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে حِجَارَةٍ-এর ছিফাত।

(৫) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ- (فَ) হরফে আতফ, جَعَلَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, هُمْ মাফ'উলে বিহী, كَعَصْفٍ দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (مَأْكُوْلٍ) عَصْفٍ-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার ৩-৪নং আয়াতে বলেন, 'আল্লাহ তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন। যারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ، قَالُوْا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ- 'ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহ প্রেরিত দূতগণ! আপনাদের সামনে কোন গুরুতর অভিযান রয়েছে কি? তারা বললেন, আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। কারণ আমরা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করব। যারা আপনার প্রতিপালকের নিকট সীমালংঘনকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে' *(যারিয়াত ৩১-৩৪)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ- مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ- 'এদের ধ্বংসের জন্য সকাল বেলাটা নির্দিষ্ট রয়েছে। সকাল হতে আর দেরী বা কতটুকু। অতঃপর আমার ফায়ছালার সময় যখন এসে পৌঁছল। তখন আমি সেই জনপদকে নীচের দিক হতে উপর দিকে সম্পূর্ণ উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর অবিরাম বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি পাথর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিহ্নিত ছিল। আর যালিমদের ব্যাপারে এ শাস্তি কিছু মাত্র দূরের জিনিস নয়' *(হূদ ৮২-৮৩)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِيْ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِيْ فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُوْ

اكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ قُلْتُ ﷺشَاه رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوْا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ
–ﷺلِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوْا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِيْ سَمِعَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তী বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে মাক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারোর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। আর তা আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না। এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। যার কোন লোক এখানে নিহত হয়, সে দু'টির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ করবে। ফিদইয়া গ্রহণ অথবা কিছাছ। আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা আমরা এগুলো আমাদের কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হল)। তখন ইয়ামানবাসী আবূ শাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তিনি ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। (ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম বলেন,) আমি আওযাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে লিখে দিন তাঁর এ উক্তির অর্থ কী? তিনি বলেন, এ ভাষণ যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছ হতে তিনি শুনেছেন, তা লিখে দিন' *(বঙ্গানুবাদ বুখারী, তাওহীদ প্রেস, হা/২৪৩৪)*।

ﷺأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَمَّا أَطَلَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى الثَّنِيَّةِ الَّتِيْ تُهْبَطُ بِهِ عَلَى قُرَيْشٍ، بَرَكَتْ نَاقَتُهُ،
مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ ﷺفَزَجَرُوْهَا فَأَلَحَّتْ فَقَالُوْا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ، أَيْ: حَرَنَتْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ
وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لاَ يَسْأَلُوْنِيْ الْيَوْمَ
خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ، إِلاَّ أَجَبْتُهُمْ إِلَيْهَا–

(২) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি টিলার উপর উঠেছিলেন। সেখান থেকে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন বলে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর উটনী সেখানে বসে পড়েছিল। ছাহাবীগণ বহু চেষ্টা করে ও উটনীকে উঠাতে পারলেন না। তখন তারা বললেন যে, উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না, সে ক্লান্তও হয়নি এবং বসে পড়া তার অভ্যাসও নয়। তাকে ঐ আল্লাহ থামিয়েছেন, যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর কসম! মক্কাবাসীরা যে শর্তে সম্মত হবে আমি সে শর্তেই তাদের সাথে সন্ধি করব। তবে আল্লাহ্‌র অমর্যাদা হবে এমন কোন শর্তে আমি সম্মত হব না। তারপর তিনি উটনীকে ধমক দেয়া মাত্রই সে উঠে দাঁড়াল' *(বুখারী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৭৬)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'আবাবীল পাখিগুলি আসমান যমীনের মাঝে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বাচ্চা দেয়' *(কুরতুবী হা/৬৪৭৭)*।

(২) ওবায়েদ ইবনু ওমায়ের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাতির ঘটনার তিন বছর আগে জন্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি নিজেই বলেন যে, আমি হাতির ঘটনার বছর জন্মগ্রহণ করি *(কুরতুবী হা/৬৪৭৬)*।

অবগতি

হাতির ঘটনাটি সূরা ফীল দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে তার কোন বিস্তারিত বিবরণ নেই। আল্লাহ তা'আলা যে কুরাইশের উপর বিশেষ নে'মত দান করেছিলেন, এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে বাহিনী হস্তী সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহ ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালিয়েছিল, তারা কা'বা গৃহের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ তারা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম -এর দ্বীনকে তারা বিকৃত করে ফেলেছিল। তারা প্রায় সবাই মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং অপতৎপরতা নস্যাৎ করে দেয়া ছিল মূলতঃ মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পূর্বাভাষ এবং তাঁর আগমনী সংবাদ। সেই বছরই তাঁর জন্ম হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, হে কুরাইশের দল! হাবশার (আবিসিনিয়ার) ঐ বাহিনীর উপর আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি, তাতে তোমাদের কল্যাণ সাধন আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমি নিজের গৃহ রক্ষার জন্যই ঐ বিজয় দান করেছি। আমার প্রেরিত শেষ নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নবুওয়াতের মাধ্যমে সেই গৃহকে আমি আরো অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করব।

মোটকথা, আছহাবে ফীল বা হস্তী অধিপতিদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এটাই, যা বর্ণনা করা হল। বিস্তারিত বর্ণনা اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ-এর বর্ণনায় গত হয়েছে যে, হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াস, যে ছিল মুশরিক। তার সময়ের মুসলমানদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। ঐ সব মুসলমান ছিল ঈসা আলাইহিস সালাম -এর সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাউস যূ ছা'লাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে লিখলেন, 'দাউস যু সা'লাবানের সঙ্গে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দিন'। সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইবনু ইরবাত ও আবরাহা ইবনু সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যূনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ইয়ামনে পৌঁছল এবং ইয়ামন ও তথাকার অধিবাসীদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। যূনুয়াস পালিয়ে গেল এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করল। যূনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে

যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামন হাবশার বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামনে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে উভয় সর্দার পরস্পরকে বলল, অযথা রক্তপাত করে কি লাভ, চলো আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামন এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে। এই কথা অনুযায়ী উভয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হল। আমীর ইবনু ইরবাত আবরাহার উপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলল। নাক, ঠোঁট এবং চেহারার বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার ক্রীতদাস আতূদাহ্ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে ফেলল। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভাল হল এবং সে ইয়ামনের শাসনকর্তা হয়ে বসল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং তোমার টিকি কেটে আনব'। আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং দূতকে নানা প্রকারের উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামনের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রাখল ও ওর মুখ বন্ধ করে দিল। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখল, 'ইয়ামনের মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের কসম পূর্ণ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!' এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামনের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল, 'আমি ইয়ামনে আপনার জন্য এমন একটি গীর্জা তৈরী করছি যে, এরকম গীর্জা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কখনো তৈরী হয়নি'। অতি যত্ন সহকারে খুবই মযবুত ও অতি উঁচু করে ঐ গীর্জাটি নির্মিত হল। ঐ গীর্জার চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত। আরববাসীরা ঐ গীর্জার নাম দিয়েছিল 'কালীস' অর্থাৎ টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এবার আবরাহা মনে করল যে, জনসাধারণ কা'বায় হজ্জ না করে বরং এ গীর্জায় এসে হজ্জ করবে। সারাদেশে সে এটা ঘোষণা করে দিল। আদনানিয়্যাহ ও কাহতানিয়্যাহ গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট, আর কুরাইশরা ভীষণ রাগান্বিত হল। অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ঐ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে এসেছে। প্রহরীরা পরের দিন এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠাল এবং অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে। তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেই এ কাণ্ড তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ কসম করে বলল, 'আমি মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং বায়তুল্লাহ্র প্রতিটি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলব'।

অন্য এক বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরইশ যুবক ঐ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালভাবে ঐ গীর্জাকে গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধ্বসে পড়েছিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হল। তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতী ছিল। ঐরূপ হাতী ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতীটির নাম ছিল মাহমূদ। বাদশাহ নাজাশী মক্কা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে ঐ হাতীটি আবরাহাকে দিয়েছিল। ঐ হাতীর সাথে আবরাহা আরো আটটি

অথবা বারোটি হাতী নিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতীর গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতীগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধ্বসিয়ে দিবে। মক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল। তারা যে কোন অবস্থায় এর মুকাবিলা করার তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যুনফর নামক ইয়ামনের একজন রাজ বংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে পাশের বহু সংখ্যক আরবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। যুনফর পরাজিত হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। যুনফরকেও সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মক্কার পথে অগ্রসর হল। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌঁছার পর নুফায়েল ইবনু হাবীব খাশআমী একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারাও আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ করলেন। নুফায়েলকেও যুনফরের মত বন্দী করা হল। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। কিন্তু পরে মক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছলে ছাক্বীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাত মূর্তিটি যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা ঐ প্রকোষ্ঠের কোন ক্ষতি সাধন করবে না। ছাক্বীফ গোত্র আবু রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য আবরাহার সঙ্গে দিল। মক্কার কাছে মুগমাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল। আবরাহার সৈন্যরা আশেপাশের জনপদ এবং চারণভূমি থেকে বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিল। এগুলোর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। এতে আরবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল সীরাতে ইবনু ইসহাকে ঐ কবিতা উল্লেখিত হয়েছে।

অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হুমাইরীকে বলল, তুমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস এবং ঘোষণা করে দাও, আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আল্লাহ্‌র ঘর ভেঙ্গে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মক্কাবাসীরা যদি কা'বাগৃহ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল যে, আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশেমই মক্কার বড় নেতা। হানাতাহ আবদুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও নেই'। আল্লাহ্‌র সম্মানিত ঘর। তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর জীবন্ত স্মৃতি। সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযত নিজেই করবেন। অন্যথা তাঁর ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং যুদ্ধ করার মত শক্তিও আমাদের নেই'। হানাতাহ তখন তাঁকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন'। আবদুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোন মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হত। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এল এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করল, সে তার দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কি চান? আবদুল মুত্তালিব জানালেন, 'বাদশাহ আমার দু'শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি'। বাদশাহ আবরাহা তখন দো-ভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বলল, প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু'শ উটের জন্য আপনার এত চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্য কোন চিন্তা নেই! আমি আপনাদের ইবাদতখানা কা'বা ধ্বংস করে ধূলিস্যাৎ করতে এসেছি'। একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব জবাবে বললেন, 'শুন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি। আর কা'বা গৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন'। তখন ঐ নরাধম বলল, 'আজ স্বয়ং আল্লাহও কা'বাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না'। একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'তা আল্লাহ জানেন এবং আপনি জানেন'। এও বর্ণিত আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি। মোটকথা আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে বললেন, 'তোমরা মক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও। সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও'। তারপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা গৃহে গিয়ে কা'বার খুঁটি ধরে দেয়াল ছুঁয়ে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে ঐ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্ত পিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা'বাকে পবিত্র রাখার জন্য আবদুল মুত্তালিব কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দো'আ করেছিলেন-

أَللّٰهُمَّ أَنَّ الْمَرْءَ يَمْ * نَعُ رِحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكَ

لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ * وَمَحَالُهُمْ أَبَدًا مَحَالَكَ

অর্থাৎ 'আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযত করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের উপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে, এমন যেন কিছুতেই না হয়'। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কা'বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর একশত পশুকে নিশান লাগিয়ে কা'বার আশে পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা আল্লাহ্র নামে ছেড়ে দেয়া পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে আল্লাহ্র গযব তাদের উপর অবশ্যই নেমে আসবে।

পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করল। বিশেষ হাতী মাহমূদকে সজ্জিত করা হল। পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইবনু হাবীব তখন মাহমূদ নামক হাতীটির কান ধরে বললেন, 'মাহমূদ! তুমি বসে পড়, আর যেখান থেকে এসেছ সেখানে ভালভাবে ফিরে যাও। তুমি আল্লাহ্র পবিত্র শহরে রয়েছ'। একথা বলে নুফায়েল হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। মাহমূদ নামক হাতীটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহুচেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হল না। পরীক্ষামূলকভাবে ইয়ামনের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতী তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পূর্বদিকে চালাবার চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্তু মক্কা শরীফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে পড়ল। সৈন্যরা তখন হাতীটিকে প্রহার করতে শুরু করল। এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক

পাখি কালো মেঘের মত হয়ে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে। চোখের পলকে ওগুলো আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার উপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দু'পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের ঐ টুকরাগুলো ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাইর সমান। পাখিগুলো কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল। সৈন্যরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছিল আর নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকেই পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশদের সাথে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরাবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। ঐ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন-

أَيْنَ الْمَفَرُّ وَ الْإِلَهُ الطَّالِبُ * وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

অর্থাৎ 'এখন আর আশ্রয়স্থল কোথায়? স্বয়ং আল্লাহই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শোন, দুর্বৃত্ত আশরাম পরাজিত হয়েছে, জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়'। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল আরো বলেন,

الاحييت عنايا ودينا * نعمناكم منع الأصباح عينا

ودينة لورأيت ولانريه * لدى جنب المحصب مارأينا

أن العذرتى وحمدت أمرى * و لم تأسى على مافات بينا

حمدت الله إذا أبصرت طيرا * وخفت حجارة تلقى علينا

فكل القوم تسئل على نفيل * كأن على الحبشان دينا

অর্থাৎ 'হাতীওয়ালাদের দুরাবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাছছাব প্রান্তরে তাদের উপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় পতিত হতে। আমরা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এই ভয়ে যে, না জানি হয় তো আমাদের উপরও এই কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চীৎকার করছিল, যেন নুফায়েলের উপর হাবশীদের ঋণ রয়েছে'।

ওয়াকেদী (রহঃ) বলেন যে, পাখিগুলো ছিল সবুজ রঙের। ওগুলো কবুতরের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। ওদের পায়ের রঙ ছিল লাল। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মাহমূদ নামক হাতীটি যখন বসে পড়ল এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে উঠানো সম্ভব হল না, তখন সৈন্যরা অন্য একটি হাতীকে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে পা বাড়াতেই তার মাথায় কংকরের টুকরো পড়ল এবং আর্তনাদ করে পিছনে সরে এল। অন্যান্য হাতীও তখন এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করল। কয়েকটির উপর কংকর পড়ায় তৎক্ষণাৎ ওগুলো মারা গেল। যারা ছুটে পালাচ্ছিল, তাদেরও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল এবং অবশেষে সবগুলোই মারা গেল। আবরাহা বাদশাহও ছুটে পালাল, কিন্তু তারও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল। সান'আ (তৎকালীন

ইয়ামনের রাজধানী) নামক শহরে পৌঁছার পর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হল এবং কুকুরের মত ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। তার কলিজা ফেটে গিয়েছিল। কুরাইশরা প্রচুর ধন-সম্পদ পেয়ে গিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব তো সোনা সংগ্রহ করে করে একটি কূপ ভর্তি করেছিলেন। ঐ বছরই সারা দেশে প্রথম ওলা ওঠা এবং প্লেগ রোগ দেখা দেয়। হরযল, হানযাল প্রভৃতি কটুগাছও ঐ বছর উৎপন্ন হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ভাষায় এ নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং যেন বলছেন, যদি তোমরা আমার ঘরের সম্মান এভাবে করতে থাকতে এবং আমার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কথা মানতে, তবে আমিও সেভাবে তোমাদের হিফাযত করতাম এবং শত্রু দল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিতাম।

ঌঔঌঔ

সূরা আল-কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪; অক্ষর ৮১।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

অনুবাদ : (১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। (২) শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে (৩) কাজেই তাদের কর্তব্য হল এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِيْلَافٌ– বাব إِفْعَالٌ-এর মাছদার, মূল বর্ণ أ، ل، ف 'কোন কিছুতে অভ্যস্ত হওয়া'। أُلْفَةٌ অর্থ- বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, ভালবাসা, পসন্দ। اِيْلَافٌ আর اِلَافٌ শব্দ দু'টি একই।

قُرَيْشٌ– 'একটি গোত্রের নাম'।

رِحْلَةٌ– মাছদার رِحْلَةً، رَحْلًا বাব فَتَحَ অর্থ- ভ্রমণ করা, সফর করা। رَحْلَةٌ একবচন, বহুবচনে رِحَلٌ অর্থ- সফর, ভ্রমণ।

الشِّتَاءِ– একবচন, বহুবচন اَشْتِيَةٌ 'শীত' فَصْلُ الشِّتَاءِ 'শীতকাল'। مَشْتَى একবচন, বহুবচনে مَشَاتِيُ 'শীতকাল কাটানোর স্থান'।

الصَّيْفُ– একবচন, বহুবচন اَصْيَافٌ 'গ্রীষ্ম' فَصْلُ الصَّيْفِ 'গ্রীষ্মকাল' مَصِيْفٌ বহুবচন مَصَائِفُ 'গ্রীষ্মকাল কাটানোর স্থান'।

يَعْبُدُوْا– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ অর্থ- তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়ী হবে।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা', رَبَّةُ الْبَيْتِ 'গৃহিনী'।

بَيْتٌ– একবচন, বহুবচন بُيُوْتٌ অর্থ- ঘর, গৃহ। رَبُّ الْبَيْتِ 'ঘরের মালিক'। بَيْتُ الْاُمَّةِ অর্থ- গণভবন, সংসদভবন।

أَطْعَمَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِطْعَامًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- খাবার দিল, খাদ্য খাওয়াল।

جُوْعٌ– মাছদার جَوْعًا، مَجَاعَةً বাব نَصَرَ অর্থ- ক্ষুধা, অনাহার। جَائِعٌ একবচন, বহুবচনে جِيَاعٌ 'ক্ষুধার্ত', مَجَاعَةٌ 'দুর্ভিক্ষ'।

أَمَنَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার إِيْمَانًا বাব إِفْعَالٌ অর্থ- নিরাপত্তা দিল, নিরাপদে রাখল।

خَوْفٌ– অর্থ- ভয়, ভীতি,আতঙ্ক। মাছদার خَوْفًا বাব سَمِعَ অর্থ- ভীত হওয়া, সংকিত হওয়া, সতর্ক হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১-২) لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ– (لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ) মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে لِيَعْبُدُوْا-এর সাথে মুতা'আল্লিক, (إِيْلَافِهِمْ) لِإِيْلَافِ হতে বাদল। (رِحْلَةَ الشِّتَاءِ) إِيْلَافِ-এর মাফ'উলে বিহী। (الصَّيْفِ) الشِتَاءِ-এর উপর আতফ।

(৩) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ– (ف) উহ্য শর্তের জওয়াব। (لَ) লামে আমর। (ف) পূর্বে আসার কারণে (لَ) সাকিন হয়েছে। (رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ) يَعْبُدُوْا-এর মাফ'উলে বিহী।

(৪) الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ (الَّذِىْ) ইসমে মাওছূল এবং رَبَّ-এর ছিফাত। اَطْعَمَهُمْ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল, (هُمْ) মাফ'উলে বিহী। مِنْ جُوْعٍ এর সাথে মুতা'আল্লিক।

وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ– এ বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরায় কা'বা ঘরের প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য বলেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পরিবারের জন্য দো'আ করার সময় বলেন, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ 'হে আমার প্রতিপালক! আমি পানি ও তরুলতা শূন্য এক মহাপ্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে এনে পুনর্বাসিত করলাম' (*ইবরাহীম* ৩৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُوْنَ 'এরা কি দেখে না, আমি একটি শান্তিপূর্ণ হেরেম কা'বা ঘর বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের চারিদিকের লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেও কি এসব লোক বাতিলকে মানতে থাকবে এবং আল্লাহ্র নে'মতকে অস্বীকার করতে থাকবে'? (*আনকাবূত* ৬৭)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার' *(বাক্বারাহ ২১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ 'আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। তারা শান্তি নিরাপত্তায় জীবন যাপন করছিল। আর চারিদিক হতে তার নিকট প্রাচুর্যের রিযিক পৌঁছতেছিল। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নে'মত সমূহের কুফরী করতে লাগল। তখন আল্লাহ তার অধিবাসীদেরকে তাদের কর্মের এ স্বাদ গ্রহণ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতির মুছীবত সমূহ তাদের উপর চেপে বসল' *(নাহল ১১২)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهِ أَلَا إِنَّ رَبِّيْ أَمَرَنِيْ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذًا يَّثْلَغُوْا رَأْسِيْ فَيَدَعُوْهُ خُبْزَةً قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ-

ইয়ায ইবনু হিমার মুজাশিঈ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর ভাষণে বললেন, সাবধান! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে ঐ কথাটি জানিয়ে দেই যা তোমরা জান না। আল্লাহ তা'আলা আজ আমাকে যে সমস্ত বিষয়ে অবগত করিয়েছেন, (আল্লাহ বলেন,) আমি আমার বান্দাকে যেই সমস্ত মাল দান করেছি, তা হালাল। (কেউ নিজের পক্ষ হতে হারাম করতে পারবে না)। আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, আমি আমার বান্দাদেরকে ন্যায় ও সত্যের উপরে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন হতে ফিরিয়ে দেয়, আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম শয়তান তাকে তাদের জন্য হারাম করে দেয় এবং শয়তান তাদেরকে এই নির্দেশ করে যে, তারা যেন আমার সাথে ঐ জিনিসকে শরীক করে নেয়, যার স্বপক্ষে কোন দলীল বা প্রমাণ নাযিল করা হয়নি। আর আল্লাহ যমীনবাসীদের প্রতি দৃষ্টি করলেন, তখন (তাদের চরম গোমরাহীর কারণে) কতিপয় আহলে কিতাব ব্যতীত আরবী, আজমী সকলের উপর অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, আমি তোমাকে (হে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এজন্যই নবী বানিয়ে পাঠিয়েছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব (দেখব তুমি তোমার উম্মত ও কওমের নির্যাতনে কিরূপ ধৈর্যধারণ কর), আর

তোমার সাথে তোমার উম্মতেরও পরীক্ষা করব। (দেখব তারা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করে এবং ঈমান গ্রহণ করে কি না?) আমি তোমার উপর একটি কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানি ধৌত করতে পারবে না। (অর্থাৎ এটা অন্তরে সংরক্ষিত, কাজেই কেউ মিটাতে পারবে না।) তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাঠ করবে। আর আল্লাহ আমাকে এটাও নির্দেশ করেছেন, আমি যেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি। (অর্থাৎ আমি যেন তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি)। আমি বললাম, এতে কুরাইশগণ তো আমার মস্তক পিষে রুটির ন্যায় চেপটা করে ফেলবে। (অর্থাৎ সংখ্যায় তারা তো অনেক, আমি একাকী কিরূপে তাদের মোকাবিলা করব?) তখন আল্লাহ বললেন, তারা তোমাকে যেভাবে (মক্কা হতে) বের করে দিয়েছে, অনুরূপভাবে আমিও তাদেরকে (নিজেদের বাড়ী-ঘর হতে) বের করে দিব। তুমি তাদের সাথে জিহাদ কর, আমি তোমার জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিব। তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর। আমি অচিরেই তোমার খরচের ব্যবস্থা করে দিব। তুমি তাদের (কুরাইশদের) বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ কর, আমি শত্রু-শক্তির পাঁচ গুণ বেশী সৈন্য দ্বারা তোমাকে সাহায্য করব। আর যারা তোমার উপর ঈমান এনে তোমার আনুগত্য করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমার নাফরমানী করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ فَصَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَابَنِىْ عَدِىٍّ لِّبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوْا فَقَالَ اَرَاَيْتُكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُّصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَإِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ، تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ- متفق عليه، وَفِىْ رِوَايَةٍ نَادَى يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ إِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَاَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِىَ أَنْ يَّسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ-

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ '(হে নবী!) আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করে দেন' এ মর্মে আয়াতটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন, এতে তারা সকলে সমবেত হল। অতঃপর তিনি বললেন, বল তো, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে বলল, হ্যাঁ, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সম্মুখে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, সারাটা দিন তোমার বিনাশ হউক। তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন নাযিল হল, تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ 'আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হউক এবং তার বিনাশ হউক' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডাক দিলেন, হে আবদে মানাফের বংশধর! প্রকৃতপক্ষে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে আপন কওমকে বাঁচানোর জন্য চলে, অতঃপর আশংকা করল যে, দুশমন তাদের উপর আগে এসে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চৈঃস্বরে يَاصَبَاحَاهُ বলে সতর্ক করতে লাগল' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৩৭২)*।

ব্যাখ্যা : يَاصَبَاحَاهُ অর্থাৎ হে আমার কওম! শত্রুর প্রাতঃকালীন আক্রমণ হতে বাঁচ, এটা লোকদেরকে একত্রিত করে শত্রুর আক্রমণ হতে সাবধান করার জন্য তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত একটি সংকেত ধ্বনি।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَابَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُوَىٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِىْ هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا- رواه مسلم، وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، وَّيَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَّا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَّيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ لاَ أُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَّيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَاشِئْتِ مِنْ مَّالِىْ لاَ أُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন' নাযিল হল, তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হল। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে কা'ব ইবনু লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে মুররা ইবনু কা'বের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে আবদে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর! হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! কেননা আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, এটা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব *(মুসলিম)*।

বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! (আমার উপরে ঈমান এনে) তোমাদের জানকে খরিদ করে নেও (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন হতে আত্মরক্ষা কর)। আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হতে আল্লাহ্র আযাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহ্র ফুফু ছাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র আযাব হতে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবী মাল-সম্পদ হতে যা ইচ্ছা তা চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না' *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৪১)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِّقُرَيْشٍ فِىْ هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِّمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِّكَافِرِهِمْ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এই (দ্বীন-শরী'আতের) ব্যাপারে লোকজন কুরাইশদের অনুসারী- তাদের মুসলমানেরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং তাদের কাফিররা তাদের কাফিরেরই অনুগত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২৭)*।

ব্যাখ্যা : নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে চলে আসছে। সুতরাং এটা তাদের মধ্য হতে বের হয়ে অন্যত্র যাওয়া উচিত বা কল্যাণজনক হবে না। বলা হয় যে, অবশেষে কুরাইশদের একজনও কুফরের মধ্যে থেকে যায়নি। ফলে জাহেলী যুগে তারা যেভাবে নেতৃত্বে ছিলেন, ইসলামী যুগেও তা বহাল ছিল। তাদের মুসলমাননেরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী। এই কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আরবের বুকে ইসলামের ডাক দিয়েছিলেন, তখন অধিকাংশ গোত্রের লোকেরা এই বলে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে, দেখা যাক কুরাইশরা কি করে? অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হল, আর কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সমস্ত গোত্র দলে দলে তাদের অনুসরণ করল।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِّقُرَيْشٍ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ-

জাবির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'লোকজন ভাল এবং মন্দ (উভয় অবস্থায়) কুরাইশদের অনুসারী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭২৮)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِىْ قُرَيْشٍ مَّا بَقِىَ مِنْهُمُ اثْنَانِ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এই দায়িত্ব (শাসন-কর্তৃত্ব) কুরাইশদের মধ্যে থাকবে, যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দুইজন লোকও অবশিষ্ট থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২৯)*।

ব্যাখ্যা : তাদের দুইজনের একজন হবে শাসক এবং অপরজন হবে শাসিত। আল্লামা নববী বলছেন, আলোচ্য হাদীছ এবং এই মর্মের অন্যান্য হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, খেলাফত

কুরাইশদের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং কুরাইশদেরকে উপেক্ষা করে অন্যকে খলীফা বানানো জায়েয নয়। ছাহাবা ও পরবর্তী যুগে এই কথার উপরেই ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 'চিরকাল কুরাইশদের হাতে কর্তৃত্ব থাকবে'- অধিকাংশ ওলামার মতে এটা নির্দেশ নয়, বরং ভবিষ্যদ্বাণী। তবে ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে এর সাথে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশগণই খেলাফতের হকদার, যতক্ষণ তারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দ্বীন হতে বিচ্যুত হয়ে গেলে তাদের এই হক থাকবে না এবং এমতাবস্থায় অন্য উপযুক্ত লোককে খলীফা নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ নয়।

عَنْ مُّعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لاَّ يُعَادِيْهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِه مَا أَقَامُوْا الدِّيْنَ–

মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, এই বিষয়টি (অর্থাৎ শাসন-কর্তৃত্ব) কুরাইশদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকবে। যে কেউ তাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মুখের উপর উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৩০)*।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ الْإِسْلاَمُ عَزِيْزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ وَّفِىْ رِوَايَةٍ لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً كُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ، وَّفِىْ رِوَايَةٍ لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ قَائِمًا حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُوْنَ عَلَيْهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ–

জাবের ইবনু সামুরা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'বারজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ইসলাম শক্তিশালী থাকবে। তাঁরা সকলই হবেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলতে থাকবে বারজন খলীফা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। তারা সকলেই হবেন কুরাইশ বংশের। অপর আরেক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যে পর্যন্ত না ক্বিয়ামত আসে এবং তাদের উপর বারজন খলীফার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা সকলেই কুরাইশী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৩১)*।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত সব কয়টি হাদীছের মর্মার্থ প্রায় একই ধরনের। অবশ্য বারজন খলীফা নির্ণয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীন চারজন এবং অবশিষ্ট সংখ্যা ক্বিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ণ হবে। এখানে হাদীছগুলি কুরাইশ শব্দের উপর পেশ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُلْكُ فِىْ قُرَيْشٍ وَّالْقَضَاءُ فِى الْأَنْصَارِ وَالْأَذَانُ فِى الْحَبَشَةِ وَالْأَمَانَةُ فِى الْأَزْدِ يَعْنِى الْيَمَنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَّوْقُوْفًا–

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'শাসন-কর্তৃত্ব কুরাইশদের মধ্যে, বিচার আনছারদের মধ্যে, আযান হাবশীদের মধ্যে এবং আমানতদারী আযদ তথা ইয়ামনীদের মধ্যে

(অর্থাৎ এই সকল দায়িত্ব পালনের বিশেষ যোগ্যতা এদের মধ্যে রয়েছে)' *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৫৭৪৮)*।

يَقُوْلُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَيُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا ﷺعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيْعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ–

আব্দুল্লাহ ইবনু মুতী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'আজকের পর হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোন কুরাইশকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৯)*।

ব্যাখ্যা : হাদীছের শব্দ صَبْرًا -এর মর্মার্থ হল, এরপর হতে কোন কুরাইশী মুরতাদ হওয়ার অপরাধে নিহত হবে না। অবশ্য কিছাছস্বরূপ কতল এবং যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারে।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

উম্মু হানী বিনতু আবী তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদেরকে সাতটি ফযীলত প্রদান করেছেন। (১) আমি একজন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (২) নুবওয়াত তাদের মধ্যে রয়েছে। (৩) তারা আল্লাহ্র ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। (৪) তারা যমযম কুপের পানি পরিবেশনকারী। (৫) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হস্তী অধিপতিদের উপর বিজয় দান করেছেন। (৬) দশ বছর পর্যন্ত তারা আল্লাহ্র ইবাদত করেছে, যখন অন্য কেউ ইবাদত করত না। (৭) তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনের একটি সূরা অবতীর্ণ করছেন' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৭৮)*।

ওসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'হে কুরায়েশগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন, ঘরে বসিয়ে তোমাদেরকে আহার করিয়েছেন। চতুর্দিকে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তোমাদেরকে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন। এরপরও তোমাদের কি হল যে, তোমরা এ বিশ্ব প্রতিপালকের ইবাদত করবে না' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৮০)*।

অবগতি

কুরাইশরা ছাড়া আরব ভূমির কোন মানুষই ভয়-ভীতি হতে মুক্ত ছিল না। তারা ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুরক্ষিত। সেকালে আরবের কোন গ্রামেই মানুষ রাত্রিকালে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না। কখন কোন মুহূর্তে লুণ্ঠনকারী বাহিনী অতর্কিতে হামলা করে বসে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না। কোন কাফেলাই তখন নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বিদেশ সফর করতে পারত না। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা এ বিপদ হতে মুক্ত ছিল। হারাম শরীফের সেবকদের কাফিলা মনে করে তাদের উপর হামলা করার সাহস কেউ করত না।

সূরা আল-মা'উন

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৭; অক্ষর ১২৪।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ (١) فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ (٤) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (٥) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ (٦) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ (٧)

অনুবাদ : (১) আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করে। সে সেই লোক যে ইয়াতীমকে ধমক দেয়, আর মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। (৪-৫) ধ্বংস সেই মুছল্লীদের জন্য, যারা নিজেদের ছালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে। (৬) যারা লোক দেখানো কাজ করে। (৭) আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস দেয়া হতে বিরত থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

رَاَيْتَ– واحد مذكر حاضر মাযী, মাছদার رُؤْيَةً বাব فَتَحَ অর্থ- আপনি দেখেছেন, আপনি অবলোকন করেছেন।

يُكَذِّبُ – واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার تَكْذِيْبًا বাব تَفْعِيْلٌ 'অস্বীকার করে'।

الدِّيْنُ– একবচন, বহুবচন أَدْيَانٌ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম।

يَدُعُّ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার دَعًّا বাব نَصَرَ 'সে ধাক্কা দেয়'। যেমন বলে, دَعَّهُ 'তাকে প্রবল বেগে ধাক্কা দিল'।

الْيَتِيْمُ– একবচন, বহুবচন أَيْتَامٌ، يَتَامَى অর্থ- ইয়াতীম, পিতৃহীন, অনাথ।

يَحُضُّ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার حَضًّا বাব نَصَرَ অর্থ- উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে।

طَعَامُ– একবচন, বহুবচন اَطْعِمَةٌ শব্দটি এখানে فَعَالٌ-এর ওযনে বাব اِفْعَالٌ ও تَفْعِيْلٌ-এর মাছদার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ- খাদ্য খাওয়ানো, খাদ্য দান করা।

الْمِسْكِيْنِ– একবচন, বহুবচন مَسَاكِيْنُ অর্থ- অভাবগ্রস্ত, মিসকীন। বাব اِسْتِفْعَالٌ হতে অর্থ- হীন হওয়া, অনাথ হওয়া। আর لَهُ ছিলা হলে অর্থ হবে অনুগত হওয়া।

وَيْلٌ– শব্দটি ইসম, অর্থ- দুর্ভোগ, ধ্বংস, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এ শব্দটি আরো অনেক অর্থ দেয় যেমন- মন্দ কাজে প্রবেশ করা, কাউকে ব্যথা দেয়া, কাউকে বিপদগ্রস্ত করা।

اَلْمُصَلِّيْنَ– جمع مذكر ইসম ফায়েল। মাছদার صَلَاةٌ বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- মুছল্লী, ছালাত আদায়কারী।

صَلَاةٌ– একবচন, বহুবচন صَلَوَاتٌ মূল বর্ণ (صلو)। অর্থ- ছালাত, দো'আ, দরূদ, রহমত।

سَاهُوْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার سَهْوًا বাব نَصَرَ অর্থ- তারা ছালাত আদায়ে গাফেল, তারা ছালাত আদায়ে উদাসীন। যেমন سَهَا عَنْهُ অথবা سَهَا فِيْهِ অর্থ- তার প্রতি উদাসীন হল, তাকে ভুলে গেল। একবচনে سَاهِيٌ অর্থ- ভুলে, ভ্রমে, ভ্রমবশতঃ।

يُرَاؤُوْنَ – جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার مُرَاءَاةً، رِءَاءً، رِيَاءً বাব مُفَاعَلَةٌ অর্থ- তারা প্রদর্শন করে, তারা রিয়া করে, তারা দেখানোর জন্য করে। مُرَائِيٌ-এর বহুবচন مُرَأُوْنَ অর্থ- কপট, ভানকারী।

يَمْنَعُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার مَنْعًا বাব فَتَحَ অর্থ- তারা সাধারণ জিনিস দিতে বিরত থাকে, দেয়া থেকে বঞ্চিত করে। বাব إِفْتِعَالٌ হতে অর্থ- বিরত থাকা। যেমন اِمْتَنَعَ عَنْهُ 'বিরত থাকল'।

اَلْمَاعُوْنَ– ইসম, শব্দটি مَعُوْنَةٌ থেকে নির্গত। অর্থ- ভাল, সদাচরণ, বৃষ্টি, পানি, গৃহসামগ্রী, আনুগত্য, যাকাত। আলী, ইবনু ওমর, হাসান বাছারী, কাতাদা, যাহহাক (রহঃ)-এর নিকট مَاعُوْنَ অর্থ যাকাত। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর মতে, কুড়াল, বালতি, হাড়ি-পাতিল। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -এর মতে সত্যতা। মুজাহিদ (রহঃ)-এর মতে ধার দেয়া। ইকরিমার মতে বাড়ীর ব্যবহারিক জিনিস ধার দেয়া। তাঁরা মনে করেন مَاعُوْنَ হচ্ছে সামান্য জিনিস। যেমন পানি, লবণ, ডেগ, কুড়াল *(লুগাতুল কুরআন)*।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ– (اَ) ইস্তিফহাম। رَاَيْتَ ফে'লে মাযী, যমীর ফায়েল। (الَّذِىْ) ইসমে মাওছূল এবং মাফ'উলে বিহী। يُكَذِّبُ ফে'ল, যমীর ফায়েল, (بِالدِّيْنِ) মুতা'আল্লিক। জুমলাটি ইসমে মাওছূলের ছিলা।

(২) فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ– (فَ) ফাছীহা, যে (فَ) তার পূর্বের উহ্য জুমলার ভাব প্রকাশ করে, তাকে ফায়ে ফাছীহা বলে। এখানে (ف)-এর পূর্বে জুমলাটি হল (اِنْ لَمْ تَرَهُ) 'যদি তাকে

না দেখে থাক’ তাহলে শোন- সে সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়। (ذَلِكَ) মুবতাদা, (الَّذِىْ) ইসমে মাওছূল, (يَدُعُّ الْيَتِيْمَ) এ জুমলাটি ছিলা এবং ছিলা মাওছূলা মিলে খবর।

(৩) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ– (وَ) আতিফা, لاَ নাফিয়া, يَحُضُّ ফেল, যমীর ফায়েল, عَلَى طَعَامِ মুতা‘আল্লিক। (الْمِسْكِيْنِ) طَعَامِ -এর মুযাফ ইলাইহি।

(৪) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ– (فَ) ফাছীহা। এখানে পূর্বের উহ্য বাক্যটি হচ্ছে إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ আর (وَيْلٌ) মুবতাদা, لِلْمُصَلِّيْنَ উহ্য ثَابِتٌ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর।

(৫) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ– (الَّذِيْنَ) الْمُصَلِّيْنَ-এর ছিফাত, هُمْ মুবতাদা।(عَنْ صَلاَتِهِمْ) سَاهُوْنَ-এর সাথে মুতা‘আল্লিক হয়ে খবর। এ জুমলাটি ইসমে মওছূলার ছিলা।

(৬-৭) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ– (الَّذِيْنَ) পূর্বের (الَّذِيْنَ) হতে বাদল, (هم) মুবতাদা, يُرَاؤُوْنَ জুমলা ফে‘লিয়াটি (هُمْ) মুবতাদার খবর। يَمْنَعُوْنَ পূর্বের উপর আতফ, يَمْنَعُوْنَ-এর পরে (النَّاس) মাফ‘উলে বিহী উহ্য রয়েছে। اَلْمَاعُوْنَ তার দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْناً وَيَتِيْماً وَأَسِيْراً ‘আর যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়’ *(দাহার ৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيْدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَّلاَ شُكُوْراً ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় খাদ্য প্রদান করি, আমরা তোমাদের থেকে বিনিময় ও শুকরিয়া চাই না’ *(দাহর ৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعاً، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعاً، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعاً، إِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ– ‘মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা ছোট আত্মার অধিকারী রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার উপর যখন বিপদ আসে তখন ঘাবড়ে যায় এবং যখন সচ্ছলতা আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে। তবে সেসব লোক এ দুর্বলতা হতে মুক্ত যারা ছালাত আদায়কারী’ *(মা‘আরিজ ১৯-২২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَآؤُوْنَ النَّاسَ ‘আর যখন মুনাফিকরা ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলস ও গাফিল হয়ে দাঁড়ায়’ *(নিসা ১৪২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى ‘মুনাফিকরা অলস ও গাফিল অবস্থায় ছালাত আদায় করতে আসে’ *(তওবা ৫৪)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَصَلاَةُ الفَجْرِ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী হল ফজরের ছালাত ও এশার ছালাত। তারা যদি জানত এতে কি বিনিময় রয়েছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা আসত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১; আবুদাঊদ হা/৫৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৯১)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَيَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلاَّ قَلِيْلاً-

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এটা হচ্ছে মুনাফিকের ছালাত কথাটি তিনি তিন বার বললেন। তারা বসে সূর্যের দিকে লক্ষ করে যখন সূর্য শয়তানের দু'শিঙের মাঝে হয় তখন উঠে দ্রুত ঠোকর মেরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে। তাতে আল্লাহকে স্মরণ করে না। তবে খুবই কম' *(মুসলিম হা/৬২২, ইবনু কাছীর হা/২৩১৪)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ فَذَكَرُوْا الرِّيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يُكْنَى بِأَبِي يَزِيْدَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ-

আমর ইবনু মুররা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একদা আবু ওবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকটে বসেছিলাম। তাঁরা সকলেই লোক দেখানো আমলের আলোচনা করল। আবু ইয়াযীদ উপনামের এক লোক বলল, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানো আমল করে, আল্লাহ তা মানুষকে শুনান ও দেখান। তারপর তাকে অপমান করেন এবং তুচ্ছ করেন' *(আহমাদ, মাজমাআ হা/১৭৬৬০)*।

عَنِ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ- عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا-

সাঈদ ইবনু আবী ওয়াককাছ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বললেন, 'তারা ঐসব লোক, যারা ছালাতকে নির্ধারিত সময় হতে দেরী করে পড়ে' *(তাবরানী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮৭)*।

عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ نَبِيِّنَا وَنَحْنُ نَقُوْلُ الْمَاعُوْنُ مَنْعُ الدَّلْوِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ-

আবু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ছিলাম, আমরা বলতাম اَلْمَاعُوْنَ হচ্ছে বালতি এবং তার সাদৃশ্য জিনিস মানুষকে না দেয়া' *(ত্বাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ-

আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, সব ভাল কাজই ছাদাকা বা প্রত্যেক ভাল কাজেই নেকী রয়েছে। আর আমরা বালতি বা দেগ ধার দেয়াকে اَلْمَاعُوْنَ বলে গণ্য করতাম' *(আবূদাঊদ হা/১৬৫৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি একাকী ছালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ করে একটি লোক আমার কাছে এসে পড়ে। এতে আমি কিছুটা আনন্দিত হই। এটা কি আমার লোক দেখানো আমল হবে? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না না বরং তুমি এতে দু'টি নেকী পাবে। একটি গোপন করার নেকী, আর একটি প্রকাশ করার নেকী।

(২) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (وَيْلُ) জাহান্নামের একটি ঘাঁটির নাম। তার আগুন এমন তেজী এবং গরম যে, জাহান্নামের অন্যান্য আগুন এ আগুন থেকে আল্লাহ্র কাছে দৈনিক চারশ' বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। এ وَيْلُ এই উম্মতের অহংকারী আলেমদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে এবং যারা লোক দেখানো দান-খয়রাত করে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা লোক দেখানো হজ্জ ও জিহাদ করে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে *(তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮২)*।

(৩) আবু বারযা আসলামী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ মহান। তোমাদেরকে গোটা পৃথিবী দেয়ার চেয়ে এ আয়াতটি তোমাদের জন্য উত্তম। এখানে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, ছালাত আদায় করে। কিন্তু কল্যাণের আশা করে না এবং না পড়লেও আপন প্রতিপালকের ভয় তার মনে কোন রেখা পাত করে না *(তাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৪৮৬)*।

(৪) নুমায়ের গোত্রের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমাদেরকে বিশেষ কি আদেশ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মা'ঊনের ব্যাপারে নিষেধ কর না। প্রতিনিধি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মা'ঊন কি জিনিস? তিনি বললেন, পাথর, লোহা, পানি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোহা দ্বারা কোন লোহাকে বুঝানো হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মনে কর তোমাদের তামার পাতিল, লোহার কোদাল ইত্যাদি। প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন, পাথরের অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ডেকচি, শিলবাটা ইত্যাদি' *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৯১)*।

(৫) নুমায়ের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, দেখা হলে সালাম করবে, সালাম করলে ভাল জবাব দিবে এবং মা'ঊনের ব্যাপারে নিষেধ করবে না। নুমায়ের জিজ্ঞেস করলেন, মা'ঊন কি জিনিস? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, পাথর, লোহা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস *(ইবনু কাছীর হা/৭৪৯২)*।

অবগতি

মা'ঊন বলা হয়, এমন ক্ষুদ্র ও অল্প জিনিসকে যার দ্বারা লোকেরা সামান্য কিছু উপকার পেতে পারে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও 'মা'ঊন'। অধিকাংশ তাফসীর কারকের মতে মা'ঊন বলতে সেই সব সাধারণ দ্রব্য বুঝায় যা লোকেরা সাধারণ অভ্যাসগতভাবে পরস্পরের নিকট হতে চেয়ে নেয় এবং এতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করে না। কেননা গরীব, ধনী, সচ্ছল-অসচ্ছল সব লোকেরই এসব জিনিসের কখনও না কখনও দরকার হয়ে পড়ে। এসব জিনিস প্রার্থীকে দিতে অস্বীকার করা বা কার্পণ্য করা নৈতিকতার দিক দিয়ে খুবই হীন আচরণ বিবেচিত হয়।

ꔶꔶ

সূরা আল-কাওছার

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩; অক্ষর ৪৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

অনুবাদ : (১) হে নবী! আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। (২) অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন (৩) মূলত আপনার শত্রুই প্রকৃত শিকড় কাটা নির্মূল।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَعْطَيْنَا – جمع متكلم মাযী, মাছদার اِعْطَاءً বাব إِفْعَالٌ 'আমি প্রদান করেছি'।

اَلْكَوْثَرَ– শব্দটি كَثْرَةٌ হতে গঠিত। যা সংখ্যায় বেশী এবং মর্যাদার দিক হতে সুমহান। জান্নাতের একটি নহর এবং হাউযের নাম, যা আল্লাহ তা'আলা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দান করেছেন। অর্থ- সবকিছুর আধিক্য, প্রচুর কল্যাণ। বেশী কথা বলে এমন বাচালকে مِكْثَارٌ বলে।

صَلِّ– واحد مذكر حَاضر আমর, মাছদার صَلَاةً বাব تَفْعِيْلٌ 'ছালাত আদায় করুন'।

رَبٌّ– ইসম, একবচন, বহুবচন اَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা'।

إِنْحَرْ– واحد مذكر حَاضر আমর, মাছদার نَحْرًا বাব فَتَحَ অর্থ- আপনি কুরবানী করুন, যবেহ করুন, নহর করুন। বাব إِفْعَالٌ হতে অর্থ- আত্মহত্যা করা। বাব تَفَاعُلٌ হতে অর্থ- মরণপন লড়াই করা।

شَانِئٌ– واحد مذكر ইসম ফায়েল, মাছদার شَنْئًا، شَنْئَانًا বাব فَتَحَ 'বিদ্বেষ পোষণকারী'।

اَلْأَبْتَرُ– ছিফাতে মুশাব্বাহা, মাছদার بَتْرًا বাব نَصَرَ। শব্দটি বহুবচন, بُتْرٌ অর্থ- কর্তিত, লেজ কাটা, নির্বংশ, নিঃসন্তান। যেমন বলে بَتَرَشَيْئًا 'কোন কিছু কর্তন করল'। بَتَرَ عُضْوًا 'অংগ কেটে বাদ দিল'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ –(اِنَّا) মূলে ছিল إِنَّنَا প্রথম নূন দ্বিতীয় নূনের মধ্যে ইদগাম হয়েছে। (نَا) اِنَّ-এর ইসম, أَعْطَيْنَا ফে‘লে মাযী, যমীর ফায়েল। (كَ) মাফ‘উলে বিহী, (الكَوْثَرَ) দ্বিতীয় মাফ‘উলে বিহী। এ জুমলাটি (إِنَّ)-এর খবর।

(২) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ –(فَ) হরফে আতফ। (صَلِّ) ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল, (لِرَبِّكَ) এ ফে‘লের সাথে মুতা‘আল্লিক। (وَ) হরফে আতফ, اِنْحَرْ ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল। এ জুমলা ফে‘লিয়াটি পূর্বের ফে‘লের উপর আতফ।

(৩) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ –জুমলাটি মুস্তানিফা। (شَانِئَكَ) إِنَّ-এর ইসম, (كَ) شَانِئَ-এর মুযাফ ইলাইহি, (هُوَ) মুবতাদা, الأَبْتَرُ খবর। এ জুমলাটি إِنَّ-এর খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ‘আমি আপনাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি যা বার বার তেলাওয়াত করার যোগ্য এবং আপনাকে দান করেছি মহান কুরআন’ *(হিজর ৮৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ‘অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এমন কিছু দিবেন যাতে আপনি খুশী হয়ে যাবেন’ *(যোহা ৫)*। আল্লাহ পরের আয়াতে বলেন, ‘অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য ছালাত আদায় করুন’। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوْداً ‘আর রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ুন। এটা আপনার জন্য নফল। সেদিন আর দূরে নেই, যেদিন আপনার প্রতিপালক আপনাকে “মাকামে মাহমুদে” সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন’ *(ইসরা ৭৯)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ‘কাজেই তাদের কর্তব্য এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করবে। যিনি তাদের ক্ষুধা হতে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা দিয়েছেন’ *(কুরাইশ ৩-৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ‘অতঃপর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে। তার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবে না’ *(কাহাফ ১১০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ‘হে নবী! আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী বা সর্বপ্রকার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছুই সারেজাহানের রব আল্লাহ্র জন্য’ *(আন‘আম ১৬২)*। আল্লাহ অত্র সূরার শেষ আয়াতে বলেন, ‘আপনার শত্রুই প্রকৃত শিকড়কাটা নির্মূল’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيُرِيْدُ اللهُ أَن

يُّحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ 'আর আল্লাহ ইচ্ছা করেন তিনি তাঁর বানী সমূহ দ্বারা সত্যকে সত্য বলেই প্রমাণ করে দেখাবেন এবং কাফিরদের শিকড় কেটে দিবেন। যেন সত্য সত্য বলেই প্রমাণ হয়ে উঠে এবং বাতিল বাতিল বলেই প্রমাণিত হয়। অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন' *(আনফাল ৭-৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'আর এভাবেই সে সমস্ত লোকের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে, যারা অত্যাচার করেছিল আর প্রকৃত পক্ষে সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীনের জন্য' *(আন'আম ৪৫)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَغْفَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِغْفَاءَةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوْا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ، قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ يُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُوْلُ: يَارَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِيْ. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَتَدْرِى مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ!.

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ তন্দ্রায় থাকলেন। হঠাৎ মাথা তুলে হাসিমুখে বললেন, অথবা তার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে সূরা কাওছার পাঠ করলেন। তারপর তিনি ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কাওছার কি তা কি তোমরা জান? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, কাওছার হল একটা জান্নাতী নহর। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাকে এটা দান করেছেন। ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মত সেই কাওছারের ধারে সমবেত হবে। আসমানে যত নক্ষত্র রয়েছে সেই কাওছারের পিয়ালার সংখ্যা তত। কিছু লোককে কাওছার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! এরা আমার উম্মত। তখন তিনি আমাকে বলবেন, আপনি জানেন না আপনার ইন্তেকালের পর তারা কত রকম বিদ'আত আবিষ্কার করেছে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৪৯৩)*।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفًا فَقُلْتُ مَاهَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আকাশের দিকে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মি'রাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরী গম্বুজসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটাই (হাওযে) কাউছার' *(বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৪৯৬৪)*।

عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِه تَعَالَى (إِنَّاأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) قَالَتْ نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ آنِيَتُه كَعَدَدِ النُّجُوْمِ.

আবু উবাইদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّاأَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, কাউছার একটি নহর, যা তোমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় পাড়ে বিছানো আছে ফাঁপা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মত *(বুখারী হা/৪৯৬৫)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِى الْكَوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِىْ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُوْ بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيْدٌ النَّهَرُ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি কাউছার সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা এমন একটি কল্যাণ, যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবূ বিশর (রহঃ) বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রহঃ)-কে বললাম, লোকেরা ধারণা করে যে, কাউছার হল জান্নাতের একটি নহর। এ কথা শুনে সা'ঈদ (রহঃ) বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে দেয়া কল্যাণের একটি *(বুখারী হা/৪৯৬৬)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ إِذًا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَــوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرَئِيْلُ، قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِيْنُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ-

আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মি'রাজের রাত্রে) জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি একটি নহরের নিকট উপস্থিত হলাম, যার উভয় পার্শ্বে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা সেই কাওছার যা আপনার রব আপনাকে দান করেছেন। এর মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়' *(বুখারী হা/৫৩৩১)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার হাউযের প্রশস্ততা একমাসের পথের সমপরিমাণ এবং এর চতুর্দিকও সমপরিমাণ। আর এর পানি দুধের চাইতেও অধিক সাদা এবং এর ঘ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার। আর এর পান-পাত্রসমূহ আকাশের তারকার ন্যায় (অধিক ও উজ্জ্বল)। যে ব্যক্তি এটা হতে একবার পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ হা/৫৩৩২)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ حَوْضِى أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدْنٍ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَأَنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَإِنِّى لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَاءُ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ- وَفِىْ رِوَايَةٍ لَّهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ تُرَى فِيْهِ أَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَفِىْ أُخْرَى لَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ يَغِتُّ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَّالْأَخَرُ مِنْ وَّرِقٍ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার হাউযের (উভয় পার্শ্বের) দূরত্ব আয়লা ও আদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হতেও অধিক। এর পানি বরফের চাইতে অধিক সাদা এবং দুধমিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। এর পান-পাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আর আমি আমার হাউযে কাওছারে আগমন করা হতে অন্যান্য উম্মতদেরকে তেমনিভাবে বাধা দিব, যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজের হাউয হতে বাধা দিয়া থাকে। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সেই দিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ; চিনতে পারব। তোমাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে, যা অন্যান্য উম্মতের কারও জন্য হবে না। তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা অযুর কারণে উজ্জ্বল থাকবে' *(মুসলিম)*। তাঁর অপর এক বর্ণনায় আছে, আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, উক্ত হাউযে সোনা ও চাঁদির এত অধিক পান-পাত্র থাকবে, যার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (অগণিত)। তার অন্য এক বর্ণনায় আছে, ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হল, এর পানীয় কিরূপ? তিনি বললেন, দুধের চাইতে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। এতে জান্নাত হতে আগত দুইটি জলধারা প্রবাহিত থাকবে। এর একটি হবে সোনার অপরটি চাঁদির *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ হা/৫৩৩৩)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَأَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِّنِّىْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِّمَنْ غَيَّرَ بَعْدِىْ-

সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাওছারের নিকটে পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার নিকটে পৌঁছবে, সে উহার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকটে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সমস্ত নতুন নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। একথা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন

করেছে, তারা দূর হও' (অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা'আত ও আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরে থাকারই যোগ্য) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ হা/৫৩৩৪)*।

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَوْضِيْ مِنْ عَدَنٍ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ مَاءُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَّمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الشُّعْثُ رُءُوْسًا اَلدَّنَسُ ثِيَابًا الَّذِيْنَ لَايَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَايُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ-

ছাওবান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার হাউয আদন হতে ওম্মানের বালকার মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। এর পানি দুগ্ধ অপেক্ষা সাদা ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং এর পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত। যে তা হতে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউযের কাছে সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত গরীব মুহাজেরীনগণ আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরণের কাপড়-চোপড় ময়লা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেওয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দরওয়াজা খোলা হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩৫৩)*।

ব্যাখ্যা : তারা এত সাধারণ লোক যে, সামাজিক জীবনে তাদের কোন মর্যাদা নেই, সচ্ছল পরিবারের সাথে বিবাহ-শাদীর সুযোগ পায় না এবং অনুষ্ঠানাদিতে তাদের প্রবেশের অনুমতি থাকে না। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তাদের মর্যাদা হবে সর্বাধিক উন্নত।

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِّنْ مِّائَةِ أَلْفِ جُــزْءٍ مِّمَّنْ يَّرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ قِيْلَ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ أَوْ ثَمَانَ مِائَةٍ-

যায়েদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। এক মঞ্জিলে আমরা অবস্থান করলাম। তখন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হাউযে কাওছারের যেই সমস্ত লোকেরা আমার নিকটে উপস্থিত হবে, তোমাদের সংখ্যা তাদের লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। লোকেরা যায়েদ ইবনু আরকামকে জিজ্ঞেস করল, সেই দিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাত শত অথবা আট শত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৩৫৪)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضِيْ مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ قَالَ بَعْضُ رُوَّاةٍ هُمَا قَرْيَتَانِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثَلَثِ لَيَالٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْهِ أَبَارِيْقُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَــنْ وَّرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের সম্মুখে (ক্বিয়ামতের দিন) আমার হাউয রয়েছে, যার দুই কিনারার দূরত্ব 'জারবা ও আয্‌রুহ' স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়। কোন রাবী বলেছেন, এই দু'টি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম। এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাত্রের

পথ। অপর এক রেওয়ায়তে আছে- এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (অগণিত)। যে উক্ত হাউযে এসে একবার তা হতে পান করবে, সে পরে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৬৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হামযা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর বাড়ীতে গেলেন, হামযা ঐ সময় বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বানু নাজ্জার গোত্রীয় মহিলা বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমার স্বামী এইমাত্র আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হলেন। সম্ভবতঃ তিনি বানু নাজ্জারের ওখানে আটকা পড়ে গেছেন। আপনি এসে বসুন। অতঃপর হামযার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু স্ত্রী মালিদা নামক এক প্রকার খাদ্য পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা খেলেন। হামযার স্ত্রী আনন্দের সুরে বললেন, আপনি নিজেই আমাদের গরীব খানায় এসেছেন, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমি তো ভেবেছিলাম যে, আপনার দরবারে হাযির হয়ে আপনাকে হাউযে কাওছার প্রাপ্তি উপলক্ষে মুবারকবাদ জানাব। এই মাত্র আবু আম্মারা আমার কাছে এ সুসংবাদ পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হ্যাঁ। সে হাউযে কাওছারের মাটি হল ইয়াকূত, পদ্মরাগ, পান্না এবং মণি-মুক্তা *(ত্বাবারী, ইবনু কাছীর হা/৭৫০৭)*।

(২) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন এ সূরা অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিবরাঈল! وَانْحَرْ-এর অর্থ কি? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, এর অর্থ কুরবানী নয়। বরং আপনার প্রতিপালক আপনাকে ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকূর সময়, রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় এবং সিজদা করার সময় দু'হাত তোলার আদেশ করেছেন। এটাই আমাদের এবং যেসব ফেরেশতা সপ্তম আকাশে রয়েছেন তাদের ছালাত। প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্য রয়েছে। ছালাতের সৌন্দর্য হল প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠানো *(হাকিম, ইবনু কাছীর হা/৭৫০৮)*।

অবগতি

কাওছার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে আমাদের ভাষায় তো দূরের কথা সম্ভবত পৃথিবীর কোন ভাষাই একটি শব্দে তার পূর্ণ অর্থ ও মর্ম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দের মূল হল كَثْرٌ বা كَثْرَةٌ যার অর্থ বেশী। কিন্তু তা হতে কাওছার গঠনের ফলে শব্দটি আধিক্য ও বিপুলতার অর্থ বহন করে। অন্য কথায়, কাওছার শব্দের অর্থ হবে সীমাহীন, আধিক্য বা অসীম বিপুলতা। কিন্তু যেক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তাতে নিছক আধিক্য বুঝায় না, বরং কল্যাণ, মঙ্গল ও নে'মতের আধিক্য ও বিপুলতা বুঝায়। তাতে এমন আধিক্য ও বিপুলতার ভাব নিহিত আছে, যা প্রাচুর্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কাজেই তার অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নে'মত নয়; অসংখ্য কল্যাণ, বিপুল মঙ্গল ও নে'মতের অশেষ প্রাচুর্য।

৯০৩৯০৩

সূরা আল-কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৬; অক্ষর ৯৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

অনুবাদ : (১) (হে নবী!) আপনি বলুন, হে কাফিররা! (২) আমি সে সবের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর (৩) আর তোমরা তাঁর ইবাদত কর না, যাঁর ইবাদত আমি করি (৪) আর আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই, যাদের ইবাদত তোমরা করে থাক (৫) আর তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত নও, যাঁর ইবাদত আমি করি (৬) তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُلْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ 'আপনি বলুন'। قَوْلٌ-এর বহুবচন أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

الْكَافِرُوْنَ– جمع مذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার كُفْرًا، كُفْرَانًا বাব نَصَرَ 'অস্বীকারকারীরা'।

أَعْبُدُ– واحد متكلم মুযারে, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ 'আমি ইবাদত করি'। عِبَادَةٌ অর্থ- ইবাদত, উপাসনা। عَابِدٌ একবচন, বহুবচনে عَبَدَةٌ، عَابِدُوْنَ 'ইবাদতকারী'। مَعْبَدٌ একবচন, বহুবচনে مَعَابِدُ অর্থ- উপাসনালয়, মন্দির।

تَعْبُدُوْنَ– جمع مذكر حاضر মুযারে, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ অর্থ- তোমরা ইবাদত কর, উপাসনা করা।

عَابِدُوْنَ– جمع مذكر ইসম ফায়েল, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ 'ইবাদতকারীগণ'।

عَابِدٌ– واحد مذكر ইসম ফায়েল, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ 'ইবাদতকারী'।

عَبَدْتُّمْ– جمع مذكر حاضر মাযী, মাছদার عِبَادَةً، عُبُوْدِيَّةً বাব نَصَرَ 'তোমরা ইবাদত করছিলে'।

دِيْنٌ– একবচন, বহুবচন أَدْيَانٌ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ– (قُلْ) ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল। (يَا) হরফে নিদা, الْكَافِرُوْنَ মুনাদা। নিদা ও মুনাদা মিলে নিদা, বাকী অংশ জাওয়াবে নিদা। এভাবেও বলা যায়, (يَا) হরফে নিদা, أَيُّ মুনাদা মাওছূফ, (هَا) হরফে তামবীহ যায়েদা। الْكَافِرُوْنَ ছিফাত। মাওছূফ ছিফাত মিলে মুনাদা এবং বাকী অংশ জাওযাবে নিদা। মুনাদা যখন আলিফ লাম যুক্ত হয় তখন مُذَكَّرْ অবস্থায় يَاأَيُّهَا এবং مُؤَنَثْ অবস্থায় يَاأَيَّتُهَا বলা হয়।

(২) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ– (لاَ) নাফিয়া, أَعْبُدُ ফে‘ল মুযারে, যমীর ফায়েল, (مَا) ইসমে মাওছূল মাফ‘উলে বিহী, تَعْبُدُوْنَ জুমলা ফে‘লিয়াটি مَا-এর ছিলা।

(৩) وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ– (وَ) হরফে আতিফা। (لاَ) নাফিয়া। أَنْتُمْ মুবতাদা, عَابِدُوْنَ খবর। (مَا) ইসমে মাওছূল, মাফ‘উলে বিহী। (أَعْبُدُ) জুমালা ফে‘লিয়াটি ছিলা।

(৪-৫) وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ– বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

(৬) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ– (لَكُمْ) খবরে মুকাদ্দাম, (دِيْنُكُم) মুবতাদা মুয়াখখার। (وَ) হরফে আতিফা, (لِىَ) খবরে মুকাদ্দাম, دِيْنِ মুবতাদা মুয়াখখার, دِيْنِ মূলে ছিল دِيْنِىْ (ى) হরফটি হালকার জন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরার শেষে বলেন, ‘তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُل لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ‘এরা যদি আপনাকে মিথ্যা বলে অমান্য করে, তাহলে বলেদিন যে, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত, আর যা কিছু তোমরা করছ তার দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত’ *(ইউনুস ৪১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ‘আর তারা বলল, আমাদের জন্য আমাদের আমল, আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল’ *(ক্বাছাছ ৫৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا আর হে নবী! আপনি বলে দিন, এ মহাসত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নিবে আর যার ইচ্ছা অমান্য ও অস্বীকার করবে। আমরা

অমান্যকারী যালিমদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি, যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে নিয়ে আছে' *(কাহাফ ২৯)*। গুরুত্ব আরোপের জন্য আল্লাহ একই কথা বার বার বলেন।

যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে' *(ইনশিরাহ ৫-৬)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ 'তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। আবার শোন তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে জাহান্নাম দেখতে পাবেই' *(তাকাছুর ১-৯)*। দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য কথাগুলি বার বার বলা হয়েছে।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَيْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ-

(১) জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাছ ত্বাওয়াফের দু'রাকআত ছালাতে পড়েন *(মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু কাছীর হা/৭৫১০)*।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِهِمَا فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ-

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাছ পড়তেন *(মুসলিম হা/৭৬; ইবনু কাছীর হা/৭৫১১)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِضْعًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাতে এবং মাগরিবের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বিশের বেশী প্রায় ২৯ বার অথবা দশের বেশী প্রায় ১৯ বার পড়তে দেখেছি *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১২)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ -

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতে এবং মাগরিবের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফিরূণ এবং ইখলাছ চব্বিশ বার অথবা ২৫ বার পড়তে দেখেছি *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৩)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ-

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এক মাস ধরে ফজরের পূর্বের দু'রাকআত ছালাতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাকআত ছালাতে সূরা ইখলাছ এবং সূরা কাফিরূন পাঠ করতে দেখেছেন *(তিরমিযী হা/৪১৭; ইবনু মাজাহ হা/১১৪৯)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ-

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমতুল্য এবং সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য এবং সূরা কাফিরূণ কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমতুল্য' *(তিরমিযী হা/২৮৯৩)*। প্রকাশ থাকে যে, যিলযাল অংশটুকু যঈফ।

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ هَلْ لَكَ فِيْ رَبِيْبَةٍ لَنَا فَتَكْفُلُهَا قَالَ أُرَاهَا زَيْنَبَ قَالَ ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَنْهَا قَالَ مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا قَالَ فَمَجِئٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِىْ شَيْئًا أَقُوْلُهُ عِنْدَ مَنَامِىْ قَالَ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ-

ফারওয়া ইবনু নাওফাল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যয়নব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে তুমি তোমার কাছে নিয়ে প্রতিপালন কর। নাওফালের পিতা এক সময়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে যয়নাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি করেছ? লোকটি বলল, আমি তাকে তার মায়ের কাছে রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন রেখে এসেছ? তখন নাওফালের পিতা মু'আবিয়া বললেন, শয়নের পূর্বে পড়ার জন্য আপনার কাছে কিছু ওয়াযীফা শিখতে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সূরা কাফিরূণ পাঠ কর, এতে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৬)*।

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، حَتَّى تَمُرَّ بِآخِرِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ-

জাবালা ইবনু হারিছা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তুমি বিছানায় শয়ন করতে যাবে, তখন সূরা কাফিরূণ শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। কেননা এটা হল শিরক থেকে মুক্তি লাভের উপায়' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৭)*।

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُوْلُهُ عِنْدَ مَنَامِيْ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ حَتَّى تَخْتِمَهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ-

ফারওয়া ইবনু নাওফাল হারিছ ইবনু জাবাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে কিছু শিখিয়ে দেন যা আমি আমার শয়নের সময় বলব। তখন

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন সূরা কাফিরূণ পড়বে। কারণ এটা শিরক হতে মুক্তি লাভের উপায়' *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৫১৮)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ– لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

আমর ইবনু শুয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'টি ধর্মাবলম্বী একে অন্যের অংশীদার ও উত্তরাধিকারী হতে পারে না' *(ইবনু কাছীর হা/৩৪৩০)*।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ– قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। কাফির ও মুসলমানের উত্তরাধিকার হতে পারে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৪৩)*। হাদীছে বুঝা গেল, ধর্ম পৃথক হলে উত্তরাধিকারী সূত্র বাতিল হয়।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ

জুবায়ের ইবনু মুত'ঈম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জুবায়ের! তুমি কি পসন্দ কর যে, যখন তুমি সফরে যাবে বাহ্যিকভাবে তোমার সাথীদের সমান থাকবে আর পরহেজগারিতায় তাদের চেয়ে বেশী থাকবে? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি এটা পছন্দ করি। তাহলে তুমি যে পাঁচটি সূরার প্রথমে (قُلْ) রয়েছে সেগুলি পড়। প্রত্যেক সূরাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম দ্বারা আরম্ভ করবে *(আবু ইয়া'লা হা/৭৪১৯; কুরতুবী হা/৬৪৯৯)*।

অবগতি

হে নবী! আপনি বলুন, এ নির্দেশটি যদিও নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দেয়া হয়েছে কিন্তু এ নির্দেশটি কেবলমাত্র নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি নয়, বরং প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য কাফিরদেরকে একথা বলে দেয়া। অতএব এ নির্দেশ সকল মুমিনের প্রতি আরোপিত হয়েছে। কাফির শব্দটি কোন গালি নয়। হে কাফিররা! বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে এ শব্দ দ্বারা গালি দেয়া হয়নি। মূলতঃ এটা আরবী ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ-অমান্যকারী বা অবিশ্বাসী। এর বিপরীত শব্দ মুমিন অর্থ মান্যকারী বা বিশ্বাসী। এখানে কাফিররা বলা হয়েছে, মুশরিকরা বলা হয়নি। কারণ এখানে কেবল মুশরিকদের সম্বোধন করা লক্ষ নয়। এখানে কথাটি বলা হয়েছে, সেই সমস্ত লোককে সম্বোধন করে যারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রচারিত দ্বীন ও আদর্শকে আল্লাহ্র দেয়া দ্বীন ও আদর্শ বলে মানে না। তারা ইহূদী, নাছারা, অগ্নিপূজক যারাই হোক না কেন সবাই এতে শামিল। এ সম্বোধন, তাদের কুফরী নীতি অবলম্বন ও অনুসরণের কারণে কেবল। তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়। তাদের মধ্যে যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকবে তাদের জন্য এ সম্বোধন। যারা মৃত্যের পূর্বে কোন সময় ঈমান আনবে তাদের জন্য নয়। অনেক মুফাসসির মনে করেন অত্র আয়াতে সেই কয়েকজন কাফিরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। কারণ তারা কোনদিন ঈমান আনবে না, একথা আল্লাহ জানতেন। যা নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সূরা আন-নাছর

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত ৩; অক্ষর ৮৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

অনুবাদ : (১) যখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে। (২) আর (হে নবী!) আপনি দেখতে পাবেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করছে। (৩) তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রসংশা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَاءَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার جَيْئًا، مَجِيْئًا বাব ضَرَبَ অর্থ- আসল, কাছে আসল। بِهٖ দ্বারা ফে'লটিকে مُتَعَدِّى করা যায়। যেমন جَاءَ بِهٖ অর্থ- তাকে আনল, উপস্থিত করল।

نَصْرٌ– শব্দটি বাব نَصَرَ-এর মাছদার, 'সাহায্য'। نَاصِرٌ একচবন, বহুবচনে نَاصِرُوْنَ، أَنْصَارٌ، نُصَرَاءُ অর্থ- সাহায্যকারী, সমর্থনকারী, সহায়ক, রক্ষক। বাব تَفَاعُلٌ হতে অর্থ- পরস্পর সাহায্য করা। আর اِسْتِفْعَالٌ হতে অর্থ সাহায্য চাওয়া।

اَلْفَتْحُ– শব্দটি বাব فَتَحَ-এর মাছদার, 'বিজয়'। যেমন فَتَحَ البِلَادَ 'দেশ জয় করল'।

رَأَيْتَ– واحد مذكر حاضر মাযী, মাছদার رُؤْيَةً বাব فَتَحَ 'আপনি দেখবেন'। رَأَى মাযী, অর্থ- দেখল, অবলোকন করল।

النَّاسَ– ইসমে জিনস, অর্থ- মানুষ, লোক।

يَدْخُلُوْنَ– جمع مذكر غائب মুযারে, মাছদার دُخُوْلاً বাব نَصَرَ 'তারা প্রবেশ করবে'। যেমন دَخَلَ الْمَكَانَ 'স্থানে প্রবেশ করল'। دَخَلَ الْحَرْبَ 'যুদ্ধে যোগ দিল'। প্রকাশ থাকে যে, প্রবেশের স্থান যদি প্রকৃত যরফ না হয়, তখন دَخَلَ ফে'লটি فِيْ হরফে জারের মাধ্যমে مُتَعَدِّى হয়, যেমন

فَادْخُلِي فِيْ عِبَادِي আর প্রবেশের স্থান যদি প্রকৃত যরফ হয়, তাহলে دَخَلَ ফে'লটি সরাসরি مُتَدِّى হয়, فِيْ হরফে জারের প্রয়োজন হয় না, যেমন وَادْخُلِي جَنَّتِي।

دِيْنٌ– এর বহুবচন أَدْيَانٌ অর্থ- দ্বীন, ধর্ম।

اَفْوَاجٌ– একবচনে فَوْجٌ অর্থ- দল সমূহ, দলে দলে।

سَبِّحْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার تَسْبِيْحًا বাব تَفْعِيْلٌ অর্থ- আপনি তাসবীহ পাঠ করুন, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করুন, সুবহানাল্লাহ বলুন। سُبْحَةٌ একবচন, বহুবচনে سُبْحَاتٌ 'তাসবীহ'।

حَمْدٌ– শব্দটি ইসম, মাছদার حَمْدًا বাব سَمِعَ 'প্রশংসা'। যেমন حَمِدَهُ 'তার প্রশংসা করল'। حَمَّدَ الرَّجُلُ 'লোকটি আল-হামদুলিল্লাহ বলল'।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন اَرْبَابٌ অর্থ- প্রভু, প্রতিপালক। رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা'।

اِسْتَغْفِرْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার اِسْتِغْفَارًا বাব اِسْتِفْعَالٌ 'ক্ষমা প্রার্থনা করুন'।

كَانَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার كَوْنًا، كَيْنُوْنَةً বাব نَصَرَ অর্থ- হল, থাকল।

تَوَّابًا– ইসমে মুবালাগা, অর্থ- অধিক তওবা কবুলকারী, অধিক তওবাকারী। মাছদার مَتَابًا، تَوْبًا বাব نَصَرَ। যেমন تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ 'আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন' تَابَ إِلَى اللّٰهِ অর্থ- আল্লাহ্‌র পথে এলো, আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করল।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ– (إِذَا) যরফিয়া শর্তিয়া। جَاءَ ফে'ল, نَصْرُ اللّٰهِ ফায়েল। (و) আতিফা, اَلْفَتْحُ মা'তূফ। এজুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি এবং سَبِّحْ ফে'লটি إِذَا শর্তের জওয়াব।

(২) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا– (وَ) হরফে আতফ, رَأَيْتَ ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল, النَّاسَ মাফ'উলে বিহী। يَدْخُلُوْنَ জুমলাটি النَّاسَ হতে হাল। (فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ) يَدْخُلُوْنَ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। (أَفْوَاجًا) يَدْخُلُوْنَ-এর যমীর হতে হাল।

(৩) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا –(فَ) শর্তের জওয়াব বা সংযোগ সৃষ্টিকারী। سَبِّحْ ফে'লে আমর যমীর ফায়েল। (بِحَمْدِ) এ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক (رَبِّكَ) حَمْدِ-এর মুযাফ ইলাইহি (وَ) আতিফা। (اسْتَغْفِرْ) ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল, (هُ) মাফ'উলে বিহী। إِنَّهُ-এর (هُ) إِنَّ -এর ইসম, (كَانَ) ফে'লে নাকিছ, যমীর ইসম, (تَوَّابًا) খবর। এ জমলাটি إِنَّ-এর খবর।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় আসার কথা বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا– 'আল্লাহ সে কথা জানতেন, যা তোমরা জানতে না। একারণে সেই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এ নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান করেছেন' *(ফাতহ ২৭)*।

স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এর অর্থ হল মুসলমানগণ বলছিলেন, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন তো দেখেছিলেন যে, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন ও আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টা হল। হুদায়বিয়ার মাঠ হতে সকলকে ফিরে যেতে হল। তাই আল্লাহ বলছেন, হুদায়বিয়ার মাঠে যুদ্ধ না করে সন্ধি করে ফিরে যাওয়া নিকটবর্তী বিজয়। সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ 'একমাত্র পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হতে সাহায্য আসে' *(আলে ইমরান ১২৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ– 'তাদের উপর বহু কষ্ট-ক্লেশ, কঠোরতা ও বিপদ-মুছীবত আপতিত হয়েছে। অত্যাচার ও নির্যাতনে জর্জরিত করা হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ঐ সময় রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর সাথীগণ এ বলে আর্তনাদ করে উঠেছেন যে, আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসবে। তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্র সাহায্য অতি নিকটে' *(বাক্বারাহ ২১৪)*। আল্লাহ্র সাহায্য মানুষের সাথেই থাকে। আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে বলেন, قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'নিশ্চয়ই আমি আপনাদের দু'জনের সাথে রয়েছি। আমি ফেরাউনের কথা শুনছি এবং তার কর্ম দেখছি' *(ত্বহা ৪৬)*। অত্র সূরার ২নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আপনি মানুষকে দেখবেন, দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করছে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً– 'আর এ দিনটি হচ্ছে সেই দিন যে দিন আমি আপনার জন্য আপনার দ্বীনকে পূর্ণ করলাম। আমার অনুগ্রহ আপনার উপর পূর্ণ করলাম। আর আপনার জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৩)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ 'সাহায্য একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হতেই হয়ে থাকে' *(আলে ইমরান ১২৬)*। অত্র সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে তাসবীহ পাঠ করতে আদেশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'আর আপনি আপনার প্রতিপালককে বেশী বেশী স্মরণ করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করুন' *(আলে ইমরান ৪১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِيْنَ 'আর আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন এবং রাতে ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হৌন' *(হিজর ৯৮)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ 'সূর্য উঠার পূর্বে এবং সূর্য ডোবার পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করুন' *(ক্বাফ ৩৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً 'আর রাতে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য ছালাত আদায় করুন এবং দীর্ঘরাত ধরে তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন' *(ইনসান ২৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'আর আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা চান এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাবসীহ পাঠ করুন' *(গাফির/মুমিন ৫৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا 'আর আপনি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নিসা ১০৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'আপনি এ জ্ঞান অর্জন করুন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আপনি আপনার পাপের জন্য ক্ষমা চান' *(মুহাম্মাদ ১৯)*। আয়াতগুলির সারমর্ম হচ্ছে মানুষের জীবনে যরূরী হল সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ يَابْنَ عُتْبَةَ أَتَعْلَمُ آخِرَ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ مِنْ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيْعًا قُلْتُ نَعَمْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ قَالَ صَدَقْتَ-

(১) ওবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ওতবা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু আমাকে জিজ্ঞেস করেন সর্বশেষ কোন সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে তা কি আপনি জানেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সূরা নাছর সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন' *(মুসলিম হা/৩০২৪; ইবনু কাছীর হা/৭৫২২)*।

فَاطِمَةَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ ﷺعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي فَبَكَتْ ثُمَّ ضَحِكَتْ وَقَالَتْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قَالَ إِصْبِرِيْ فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَحَاقًابِيْ فَضَحِكْتُ-

(২) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন সূরা নাছর অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ফাতিমাকে ডেকে বলেন, আমার মরণের খবর এসে গেছে। একথা শুনে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তারপরই তিনি হাঁসতে লাগলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার আব্বার পরলোক গমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার খবর শুনে আমার কান্না এসেছিল। কিন্তু আমার কান্নায় তিনি আমাকে বললেন, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তখন আমি হেসে উঠলাম *(তাবারাণী, ইবনু কাছীর হা/৭৫২৪)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيْتُ أَنَّهُ دَعَانِيْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَاتَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِيْ أَكَذَاكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَمَا تَقُوْلُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) وَذَلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُوْلُ-

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে যোগদানকারী প্রধান ছাহাবীদের সাথে আমাকেও শামিল করতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিল। একজন বললেন, আপনি তাকে আমাদের সাথে কেন শামিল করছেন। আমাদের তো তার মত সন্তানই রয়েছে। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ কারণ তো আপনারাও অবগত আছেন। সুতরাং একদিন তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাদের সাথে বসালেন, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বুঝতে পারলাম আজকে তিনি আমাকে ডেকেছেন এজন্য যে, তিনি আমার বুঝ বা প্রজ্ঞা তাঁদেরকে দেখাবেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র বাণী- إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন, তখন তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হব এবং আমরা বিজয় লাভ করব, এ কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য বলা হয়েছে। আবার কেউ কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনু আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসলে এটিই

হবে আপনার মরণের নিদর্শন। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً 'তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবা কবুলকারী'। একথা শুনে ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তুমি যা বলছ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আমিও তাই জানি *(বুখারী হা/৪৯৭০, আ.প্র. ৪৬০১, ই.ফা. ৪৬০৬)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، حَتَّى خَتَمَ السُّوْرَةَ قَالَ نُعِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَفْسُهُ حِيْنَ نَزَلَتْ، قَالَ فَأَخَذَ بِأَشَدِّ مَا كَانَ قَطُّ اجْتِهَادًا فِيْ أَمْرِ الْآخِرَة، وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ: جَاءَ الْفَتْحُ وَنَصْرُ اللهِ، وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ؟ قَالَ قَوْمٌ رُقَيْقَةٌ قُلُوْبُهُمْ لَيِّنَةٌ قُلُوْبُهُمْ، الإِيْمَانُ يَمَانٌ، وَالْفِقْهُ يَمَانٌ-

(৪) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন যে, যেহেতু এ সূরাটিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পরকাল গমনের সংবাদ ছিল সেহেতু সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আখেরাতের কাজে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং ইয়ামনবাসী এসে পড়েছে। তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইয়ামনবাসীরা কি প্রকৃতির লোক? তিনি বললেন, 'তাদের অন্তর কোমল, স্বভাব নম্র এবং ঈমান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী' *(মাজমা'আ হা/১৪২৪১; ইবনু কাছীর হা/৭৫২৮)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ قَدْ نُعِيَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ-

(৫) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন সূরা নাছর অবতীর্ণ হল তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে অবগত হলেন যে, তাঁকে মরণের সংবাদ দেওয়া হল *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫২৯)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ جَمِيْعًا، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ-

(৬) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, সূরা সমূহের মধ্যে পুরো সূরা অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে সূরা নছরটি হচ্ছে সর্বশেষ সূরা *(ত্বাবরানী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৩১)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّوْرَةُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ قَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى خَتَمَهَا وَقَالَ النَّاسُ حَيْزٌ وَأَنَا وَأَصْحَابِيْ حَيْزٌ وَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ كَذَبْتَ وَعِنْدَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيْرِ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكَ وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَسَكَتَا فَرَفَعَ مَرْوَانُ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ قَالُوْا صَدَقَ-

(৭) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন সূরা নাছর অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, সব মানুষ একদিকে এবং আমি ও আমার ছাহাবীরা একদিকে। জেনে রেখ যে, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে রয়েছে জিহাদ এবং নিয়ত। মারওয়ানকে আবু সাঈদ এ হাদীছটি শুনালেন, তিনি বলে উঠেন তুমি মিথ্যা বলছ। ঐ সময় মারওয়ানের সাথে তাঁর মজলিসে রাফে' ইবনু খাদীজ এবং যায়েদ ইবনু ছাবিত রাযিয়াল্লাহু 'আনহু ও উপস্থিত ছিলেন। আবু সাঈদ তাদের প্রতি ইশারা করে বললেন, এঁরাও এ হাদীছটি জানেন এবং বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু একজন নিজের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশংকায় এবং অপরজন যাকাত আদায়ের পদমর্যাদা থেকে বরখাস্ত হওয়ার ভয়ে এটা বর্ণনা করছেন না। একথা শুনে মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরীকে চাবুক মারতে ইচ্ছা করলে উভয় ছাহাবী মারওয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনো মারওয়ান আবু সাঈদ খুদরী সত্য কথাই বলেছেন *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৩২)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ-

(৮) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ' ও সাজদায় অধিক পরিমাণে বলতেন, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ 'হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন'। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন' *(মুসলিম ৪/৪২, হা/৪৮৪; আহমাদ হা/২৪২১৮)*।

عَنِ ابْنِ أَبِىْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهَذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَإِسْرَافِىْ فِىْ أَمْرِىْ كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطَايَاىَ وَعَمْدِىْ وَجَهْلِىْ وَهَزْلِىْ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِىْ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

(৯) আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দো'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজের সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার যেসব গোনাহ আপনি আমার চেয়ে অধিক জানেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার ভুল-ত্রুটি, আমার ইচ্ছাকৃত গোনাহ ও আমার অজ্ঞতা এবং আমার উপহাসমূলক গোনাহ আর এ রকম গোনাহ যা আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন যেসব গোনাহ আমি আগে করেছি, পরে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, গোপনে করেছি। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পশ্চাদবর্তী করেন এবং আপনিই সব বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান' *(মুসলিম ৪৮/১৮, হা/২৭১৯; আহমাদ হা/১৯৭৫৯)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ–

(১০) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ছালাতের রুকূ ও সাজদায় পড়তেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফির লী' অর্থাৎ অতি পবিত্র। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও' *(বুখারী হা/৭৯৪, ৪২৯৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) إِلاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ–

(১১) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ সূরা অবতীর্ণ হবার পর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম (রুকূ' ও সাজদাতে) নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ ব্যতীত (রুকূ' ও সাজদাতে অন্য কোন দো'আ দ্বারা) ছালাত আদায় করেননি। سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নির্ধারিত। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর' *(বুখারী হা/৪৯৬৭)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِىْ أَبُوْ قِلَابَةَ أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَاهَذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُوْنَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِىْ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ اتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِىْ قَوْمِىْ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّىْ لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّىْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلاَ تُغَطُّوْا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِىْ قَمِيْصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِى بِذَلِكَ الْقَمِيْصِ.

(১২) আমর ইবনু সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, আইয়ূব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, আবু কিলাবাহ আমাকে বললেন, তুমি আমর ইবনু সালামাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস কর না কেন? আবূ কিলাবাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, অতঃপর আমি আমর ইবনু সালামাহ্র সঙ্গে দেখা করে তাঁকে (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা

লোকজনের চলার পথের পাশে একটি ঝর্ণার কাছে বাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে অনেক কাফেলা চলাচল করত। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, (মক্কার) লোকজনের অবস্থা কী? মক্কার লোকজনের অবস্থা কী? আর ঐ লোকটির কী অবস্থা? তারা বলত, ঐ ব্যক্তি দাবী করে যে, আল্লাহ তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ করেছেন। (কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বলত) তাঁর কাছে আল্লাহ এ রকম অহী অবতীর্ণ করেছেন। (আমর ইবনু সালামাহ বলেন) তখন আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে নিতাম যেন তা আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকত। সমগ্র আরব ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাঁকে তার নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে (আগে) বোঝাপড়া করতে দাও। অতঃপর তিনি যদি তাদের উপর বিজয়ী হন তবে তিনি সত্য নবী। এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। আমাদের কওমের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক ছালাত এবং অমুক সময় অমুক ছালাত আদায় করবে। এভাবে ছালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন অধিক জানে সে ছালাতের ইমামতি করবে। সবাই এ রকম একজন লোক খুঁজলেন। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা একজনকেও পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে কুরআন শিখেছিলাম। কাজেই সকলে আমাকেই তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সাজদায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। তখন গোত্রের জনৈকা মহিলা বলল, তোমরা আমাদের দৃষ্টি থেকে তোমাদের ক্বারীর নিতম্ব আবৃত করে দাও না কেন? তারা কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরী করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে এত খুশি হইনি' *(বুখারী হা/৪৩০২)*। অত্র হাদীছে মক্কা বিজয়ের সময় মানুষের অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) قَالُوْا فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُوْرِ قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَجَلٌ أَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ-

(১৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ আয়াতে শহর এবং প্রাসাদসমূহের বিজয় গাঁথা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা শুনে ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, হে ইবনু আব্বাস! তুমি কী বল? তিনি বললেন, এ আয়াতে ওফাত অথবা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দৃষ্টান্ত এবং তাঁর শান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে *(বুখারী হা/৪৯৬৯)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

(১৪) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা নাছর অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম سُبْحَانَكَ أَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ (হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে করে দাও।) দো'আটি রুকূ-সাজদার মধ্যে অধিক অধিক পাঠ করতেন *(বুখারী হা/৪৯৬৮)*।

(১৫) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে নীচের দো'আটি অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকট তওবা করছি'। তিনি আরো বলতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। যখন আমি দেখতে পাই যে, মক্কা বিজয় হচ্ছে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে, তখন যেন আমি এ কালেমা অধিক পরিমাণে পাঠ করি। সুতরাং আল্লাহ্‌র রহমতে আমি মক্কা বিজয় প্রত্যক্ষ করেছি। এ কারণে এখন মনোযোগ সহকারে এ কালেমা নিয়মিত পাঠ করছি' *(মুসলিম হা/৪৮৪, ২২০)*।

عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ– كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنْ يَقُوْلَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ثَلاَثًا–

(১৬) আবু ওবায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর সূরা নাছর অবতীর্ণ হল তখন ছালাতের মধ্যে প্রায়ই এ সূরা পাঠ করতেন এবং রুকূতে তিনবার নিম্নের দো'আ পড়তেন- سُبْحَانَكَ أَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ 'হে আল্লাহ! আপনি মহা পবিত্র। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী দয়ালু' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৩৯)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ এক প্রতিবেশী সফর থেকে ফিরে আসলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সেই প্রতিবেশী মুসলমানদের মাঝে ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-কলহ এবং নতুন নতুন বিদ'আতের কথা বলেন। এতে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর দু'চোখের পানি বেয়ে পড়ে। তিনি কেঁদে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মুখে শুনেছি, তিনি বলেছেন, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তারা দলে দলে এ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৪১)*।

(২) উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শেষ বয়সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এবং আসতে-যেতে এ তাসবীহ পড়তে থাকতেন سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ।

(৩) উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা নাছর তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, আল্লাহ আমাকে এ রকমই আদেশ করেছেন *(ত্বাবারাণী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৩৮)*।

(৪) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আইয়ামে তাশরীকের ১১, ১২, ও ১৩ই যিলহজ্জ তারিখের মধ্যভাগে সূরা নাছর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর অবতীর্ণ হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, এটা বিদায়ী সূরা। সুতরাং তখনই তিনি সওয়ারী তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহন করলেন। তারপর তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ খুৎবা প্রদান করলেন *(বায়হাক্বী, ইবনু কাছীর হা/৭৫২৩)*।

অবগতি

এখানে বিজয় বলতে মক্কা বিজয়। কারণ আরববাসী তাদের ইসলামের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। আরবের গোত্রগুলি বলত, যদি মুহাম্মাদ সত্য নবী হন তাহলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উপর জয়ী হবেন। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হল, আরবের লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল। দু'বছর যেতে না যেতেই আরব মরুভূমী ঈমানে পূর্ণ হল। আরবের কোন বংশই ইসলাম কবুল করতে বাকী থাকল না। অত্র সূরায় যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, তা মক্কা বিজয়। আর এটাই চূড়ান্ত, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে *(বুখারী হা/৪৩০২)*।

এ বিজয় সম্পর্কে আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) বলেন, ... এ বিজয় অর্থ কোন বিশেষ একটি যুদ্ধে জয়লাভ নয়। এটা এমন বিজয় যারপর সমগ্র দেশে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তির অস্তিত্বই থাকবে না। আরবে ইসলামই বিজয়ী দ্বীনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে *(তাফহীমুল কুরআন, সূরা নাছর)*।

৯০৫৯০৫

সূরা আল-লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫; অক্ষর ৮৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)

অনুবাদ : (১) আবূ লাহাবের দু'হাত চূর্ণ হল এবং সে ধ্বংস হল। (২) তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসল না। (৩) সে অচিরেই লেলিহান শিখাময় আগুনে প্রবেশ করবে। (৪) আর তার স্ত্রীও কাষ্ঠ বহনকারীণী কুটনী বুড়ি। (৫) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَبَّتْ – واحد مؤنث غائب মাযী, মাছদার تَبًّا، تَبَابًا বাব ضَرَبَ অর্থ- ধ্বংস হল, ক্ষতিগ্রস্ত হল।

يَدَا– শব্দটি يَدَانِ ছিল, ইযাফত হওয়ার কারণে নূন বিলুপ্ত হয়েছে। يَدٌ একবচন, বহুবচন اَيْدِى অর্থ- হাত, ক্ষমতা, প্রাধান্য, রাজ্য, হস্তক্ষেপ, বাধা, বরকত, বদান্যতা, উপকার প্রভৃতি।

أَبِيْ لَهَبٍ– একজন মানুষের নাম আবূ লাহাব। لَهَبٌ অর্থ- আগুন জ্বালিয়ে দেয়া। ধোঁয়া এবং ধূলা-বালিকেও লাহাব বলা হয়। আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্দুল উয্যা খুব সুন্দর চেহারার লোক ছিল। অগ্নিশিখার মত তার চেহারা চমকাতো। সেজন্য তার উপনাম ছিল আবু লাহাব। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, আবূ লাহাব বলে তার উপনাম উচ্চারণ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তার জাহান্নামী হওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে *(লুগাতুল কুরআন)*।

مَا أَغْنَى– واحد مذكر غائب মাযী মানফী, মাছদার إِغْنَاءً বাব إِفْعَالٌ অর্থ- কোন কাজে আসল না, কোন উপকারে আসল না।

مَالٌ– একবচন, বহুবচন أَمْوَالٌ অর্থ- ধন, সম্পদ।

كَسَبَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার كَسْبًا، كِسْبًا বাব ضَرَبَ অর্থ- সম্পদ অর্জন করল, লাভ করল, উপার্জন করল। যেমন كَسَبَ عِلْمًا اَوْ تَجْرِبَةً 'জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন করল'। كَسَبَ شَيْئًا অর্থ- কোন কিছু সংগ্রহ করল, একত্র করল।

يَصْلَى– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার صَلَى، صِلِيًّا বাব سَمِعَ অর্থ- আগুনে প্রবেশ করবে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, আগুনে দগ্ধ হবে, আগুনে জ্বলবে, আগুন পোহাবে।

نَارًا– বহুবচন نِيْرَانٌ، نِيْرَةٌ، أَنْوُرٌ অর্থ- আগুন, অগ্নি।

ذَاتَ– বহুবচন ذَوَاتٌ শব্দটি ذُوْ-এর মুয়ান্নাছ, অর্থ- ওয়ালা, বিশিষ্ট। আর ذُوْ-এর বহুবচন ذَوُوْنَ। বিপরীত শব্দে ذُوْ-এর বহুবচন أُوْلُوْ।

لَهَبٌ– অগ্নিশিখা, আগুনের শীষ। ذَاتَ لَهَبٍ অর্থ- লেলিহান, অগ্নিশিখা বিশিষ্ট।

اِمْرَأَةٌ– বহুবচন نِسَاءٌ، نِسْوَةٌ অর্থ- নারী, স্ত্রী লোক। مَرْءٌ একবচন, বহুবচনে رِجَالٌ অর্থ- মানুষ, পুরুষ লোক। শব্দ দু'টির বিপরীত শব্দে বহুবচন।

حَمَّالَةٌ– ইসমে মুবালাগা, حَمَّالٌ অর্থ- বহনকারী, কুলি। حِمَالَةٌ অর্থ- কুলিগিরি, কুলির পেশা।

اَلْحَطَبُ– একবচন, বহুবচন أَحْطَابٌ মাছদার حَطْبًا বাব سَمِعَ অর্থ- ইন্ধন, লাকড়ি, জ্বালানি কাঠ।

جِيْدٌ– বহুবচন أَجْيَادٌ، جُيُوْدٌ অর্থ- গলদেশ, গলা, গ্রীবা। جَيِدَ মাযী, মাছদার جَيْدًا বাব سَمِعَ।

حَبْلٌ– একবচন, বহুবচন حِبَالٌ، اَحْبُلٌ، حُبُوْلٌ অর্থ- দড়ি, রশি।

مَسَدٌ– একবচন, বহুবচন مِسَادٌ، أَمْسَادٌ 'শক্তভাবে পাকানো রশি'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ– (تَبَّتْ) ফে'ল মাযী, يَدَا ফায়েল, أَبِيْ لَهَبٍ মুযাফ ইলাইহি। (وَ) হরফে আতফ, (تَبَّ) تَبَّتْ-এর উপর আতফ।

(২) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ– (مَا) নাফিয়া, নেতিবাচক অর্থ প্রদানকারী। اَغْنَى ফে'লে মাযী, عَنْهُ তার সাথে মুতা'আল্লিক, (مَالُهُ) ফায়েল। (وَ) হরফে আতিফা। (مَا) ইসমে মাওছূল। كَسَبَ ফে'ল মাযী, যমীর ফায়েল। এ জুমালটি (مَا)-এর ছিলা। এ জুমলাটি مَالُهُ উপর আতফ।

(৩) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ– (سَ) ভবিষ্যতকাল প্রকাশক অব্যয়। يَصْلَى ফে'লে মুযারে, যমীর ফায়েল। نَارًا মাফ'উলে বিহী, (ذَاتَ) نَارًا-এর ছিফাত, (لَهَبٍ) ذَاتَ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(৪-৫) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ– (امْرَأَتُهُ) يَصْلَى-এর যমীরের উপর আতফ, (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) امْرَأَتُهُ হতে হাল। (فِيْ جِيْدِهَا) كَائِنٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম, حَبْلٌ মুবতাদা এবং মাওছূফ, مِنْ مَسَدٍ উহ্য كَائِنٌ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে حَبْلٌ-এর ছিফাত।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

আল্লাহ অত্র সূরায় বলেন, 'আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হল'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ 'কখনো নয়। সে যদি বিরত না হয়, তাহলে আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে টানব, সেই মাথার সামনের ভাগ যা মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধী' *(আলাক ১৫-১৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِيْ تَبَابٍ ফেরাঊনের ষড়যন্ত্র ধ্বংসই হল *(গাফির ৩৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لِّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ 'আর যখন আল্লাহ্র নির্দেশ চলে আসল, তখন তাদের সেই সব মা'বূদ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকছিল, তারা তাদের কোন কাজেই আসল না। আর তারা ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া তাদের কোন উপকার করতে পারল না' *(হূদ ১০১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَمَنْ يَّنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِي غَيْرَ تَخْسِيْرٍ 'যদি আমি তার নাফারমানী করি তাহলে আল্লাহ্র কঠোর ও কঠিনভাবে ধরা হতে আমাকে কে বাঁচাবে? আমাকে আরো ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা ছাড়া তোমরা আমার কোন কাজে আসবে না' *(হূদ ৬৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তাদের সামনেই জাহান্নাম রয়েছে। তারা দুনিয়ায় যা কিছুই অর্জন করেছে তার মধ্যে কোন জিনিসই তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তারাও তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে বড় শাস্তি' *(জাছিয়াহ ১০)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ) وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهُ فَقَالُوْا مَنْ هَذَا فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، قَالُوْا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ فَإِنِّيْ (نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ) قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ) -

(১) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ 'তুমি তোমার কাছের আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও' আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বের হয়ে ছাফা পর্বতে গিয়ে উঠলেন এবং يَا صَبَاحَاهُ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন।

আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? তারপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হল। তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সেনাবাহিনী এ পর্বতের পিছনে তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, نَذِيْرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ 'আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি' *(সাবা ৩৪/৪৬)*। এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। তারপর অবতীর্ণ হল تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ 'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও' *(বুখারী হা/৪৯৭১)*।

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَا صَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيْكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِى قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّى (نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ) فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَتَبَّ) إِلَى آخِرِهَا-

(২) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাতহা নামক পাহাড়ের প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন এবং পর্বতে উঠে يَا صَبَاحَاهْ বলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে জমায়েত হল। তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে বলি, শত্রু সৈন্যরা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বলল, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি। এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তোমার ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব অবতীর্ণ করলেন। 'ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ এবং উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, তার গলায় পাকান দড়ি থাকবে' *(বুখারী হা/৪৯৭২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَتَبَّ) إِلَى آخِرِهَا-

(৩) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ সূরাটি অবতীর্ণ হল' *(বুখারী হা/৪৯৭৩)*।

بَصَرَ عَيْنِي بِسُوْقِ ذِي ﷺعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبَّادِ الدِّيْلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيًّا أَسْلَمَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ الْمَجَازِ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا وَيَدْخُلُ فِيْ فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُوْنَ عَلَيْهِ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُوْلُ شَيْئًا وَهُوَ لاَ يَسْكُتُ يَقُوْلُ أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا إِلاَّ أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْوَلَ وَضِيْءَ الْوَجْهِ ذَا غَدِيْرَتَيْنِ يَقُوْلُ إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَذْكُرُ النُّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ قَالُوْا عَمُّهُ أَبُوْ لَهَبٍ-

(৪) রাবী'আহ ইবনু আব্বাদ দায়লী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জাহেলী যুগে যুল মাজায-এর বাজারে দেখেছি। সে সময় তিনি বলছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তাহলে তোমরা মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করবে। বহু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর পিছনেই সুদর্শন কান্তিময় চেহারা ও সুডৌল দেহের অধিকারী একটি লোক, যার মাথার চুল দু'পাশে সিথী করা। সে এগিয়ে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, হে লোক সকল! এ লোক বেদ্বীন ও মিথ্যাবাদী। মোটকথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সুদর্শন এ লোকটি তাঁর বিরুদ্ধে বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বলল, এ লোকটি হল আব্দুল্লাহ্‌র ছেলে মুহাম্মাদ, যে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। তারপর আমি বললাম, এ লোকটি কে যে তাকে বলছে, মিথ্যুক? লোকেরা বলল, সে তার চাচা আবু লাহাব' *(ইবনু কাছীর হা/৭৫৪৩)*।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হল তখন আবু লাহাবের স্ত্রী আসল, তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন। তাঁর সাথে আবু বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু ছিলেন। তাঁকে বললেন, আপনি সরে গেলে আপনাকে কষ্ট দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। কারণ আমার মাঝে তার মাঝে অন্তরাল রয়েছে। সে এসে আবু বকরের সামনে দাঁড়াল এবং বলল, হে আবু বকর! তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে কবিতার মাধ্যমে। আবু বকর ছিদ্দীক কসম করে বললেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাব্য চর্চা করতে জানেন না এবং তিনি কবিতা কখনও বলেননি। দুষ্টানারী চলে যাওয়ার পর আবু বকর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তার চলে যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন' *(আবু ইয়া'লা হা/২৫, ২৩৫৮; বাযযার হা/২৯৪)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তার সম্প্রদায়কে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন আবু লাহাব বলতে লাগল, যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয়, তবে আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার ধন-সম্পদ আল্লাহকে মুক্তিপন হিসাবে দিয়ে তার শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করব *(ইবনু কাছীর হা/৭৫৪৫)*।

(২) আসমা বিনতু আবী বকর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হল, তখন ডাইনি একচক্ষুহীন উম্মু জামীল বিনতু হারব নিজের হাতে কারুকার্য খচিত রং করা পাথর নিয়ে কবিতা আবৃত্তির সূরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসল। مُذَمَّمًا اَبَيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا وَاَمْرَهُ عَصَيْنَا– 'আমি নিন্দনীয় ব্যক্তির অস্বীকারকারীণী, আমি তার দ্বীনের দুশমন এবং তার হুকুম অমান্যকারীণী *(ইবনু কাছীর হা/৭৫৪৬)*।

অবগতি

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল উযযা। তাকে আবু লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার রং ছিল দুধে-আলতায় টকটকে উজ্জ্বল। লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা। আবু লাহাব অর্থ অগ্নিশিখা বিশিষ্ট। এটা তার উপনাম। উপনাম উল্লেখের কয়েকটি কারণ রয়েছে- (১) লোকটি আসল নামের চেয়ে উপনামে বেশী পরিচিত ছিল (২) তার আসল নাম আব্দুল উযযা, এটা শিরকী নাম। কুরআনে মুশরিকী নাম উল্লেখ করা অপসন্দ করা হয়েছে। (৩) আলোচ্য সূরায় এ ব্যক্তির যে মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে এ উপনামের মিল আছে।

৯০৩৯০৩

সূরা আল-ইখলাছ

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৪; অক্ষর ৪৯

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

অনুবাদ : (১) (হে নবী!) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ একক। (২) আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। বরং সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি। (৪) কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُلْ– واحد مذكر حَاضر আমর, মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ 'আপনি বলুন' قَوْلٌ একবচন, বহুবচনে أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

أَحَدٌ– বহুবচন آحَادٌ অর্থ- এক, অদ্বিতীয়। শব্দটি তিনভাবে ব্যবহৃত হয়- (১) এক দশক সংখ্যার উপর এক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। যেমন- أَحَدَ عَشَرَ (২) মুযাফ বা মুযাফ ইলাইহি রূপে। যেমন- كُلُّ أَحَدٍ (৩) এক ও অদ্বিতীয় অর্থে। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার শুধু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রেই শুদ্ধ।

اَلصَّمَدُ– অর্থ- যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, যার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, যিনি খাদ্য বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করেন না।

لَمْ يَلِدْ– واحد مذكر غائب মুযারে মানফী, মাছদার وِلاَدَةً বাব ضَرَبَ অর্থ- জন্ম নেয়নি, জন্ম লাভ করেনি। مَوْلِدٌ-এর বহুবচন مَوَالِدُ অর্থ- জন্মস্থান, জন্মকাল।

لَمْ يُوْلَدْ– واحد مذكر غائب মুযারে মাজহূল মানফী, অর্থ জন্ম দেয়া হয়নি।

لَمْ يَكُنْ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার كَوْنًا، كَيْنُوْنَةً বাব نَصَرَ 'হয়নি'। كَانَ 'হল'।

كُفُوًا– বহুবচন أَكْفَاءٌ، كِفَاءٌ অর্থ- সমতুল্য, সমকক্ষ, মর্যাদায় সমভাবে সম্মানিত। কুরআনে শব্দটি واو-এর উপর হামযা দ্বারা লেখা হয়েছে। বাব إِفْعَالٌ হতে অর্থ- উল্টা করে দেয়া। আর বাব مُفَاعَلَةٌ হতে অর্থ- সমান প্রতিশোধ নেয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ– (قُلْ) ফে‘লে আমর, যমীর ফায়েল, (هُوَ) যমীরে শান মুবতাদা, اللهُ দ্বিতীয় মুবতাদা, أَحَدٌ খবর। اَللهُ أَحَدٌ জুমলাটি هُوَ মুবতাদার খবর।

(২) اللهُ الصَّمَدُ– (اللهُ) মুবতাদা, الصَّمَدُ খবর।

(৩-৪) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ– وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ– (لَمْ) নাফির অর্থ ও যমযম প্রদানকারী অব্যয়। يَلِدْ ফে‘লে মুযারে, যমীর ফায়েল, لَمْ يُوْلَدْ মুযারে মাজহূল, যমীর নায়েবে ফায়েল। لَمْ يُوْلَدْ পূর্বের উপরে আতফ, (وَ) হরফে আতিফা, يَكُنْ ফে‘ল নাকিছ, (لَهُ) كُفُوًا-এর সাথে মুতা‘আল্লিক, (كُفُوًا) يَكُنْ-এর খবরে মুকাদ্দাম, أَحَدٌ ইসমে মুয়াখখার।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তার সমকক্ষ কেউ নেই’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ ‘তাঁর মত কোন কিছুই নয়’ *(শূরা ১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِلَـــهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ ‘আর তোমাদের মা‘বূদ একজন মা‘বূদ। তিনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। তিনি রহমান তিনি রহীম’ *(বাক্বারাহ ১৬৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَـــهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ‘তাদেরকে একমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলা হয়েছে। তিনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই’ *(তওবা ৩১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ‘(হে নবী!) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। শক্তিশালী জবরদস্ত বিজয়ী, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই’ *(ছোয়াদ ৬৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, هَـــذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْا أَنَّمَا هُوَ إِلَـــهٌ وَّاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوْا الْأَلْبَابِ ‘এটা সব মানুষের জন্য একটা দাওয়াত। আর এটা পাঠানোর কারণ হচ্ছে এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, নিশ্চয়ই তিনি একক মা‘বূদ। আর বুদ্ধিমান মানুষেরাই এ ব্যাপারে সচেতন হয়’ *(ইবরাহীম ৫২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ‘আকাশ যমীনের মাঝে আল্লাহ ছাড়া একাধিক মা‘বূদ হলে আকাশ-যমীন ধ্বংস হয়ে যেত’ *(আম্বিয়া ২২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ‘আল্লাহ কাউকেও সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি। আর তাঁর সাথে অন্য কোন মা‘বূদ শরীক নেই। যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা‘বূদই নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হয়ে বসত। এসব লোকেরা যা

বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র' *(মুমিনূন ৯১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ '(হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, যার কোন সন্তান নেই। যার রাজত্বে কোন শরীক নেই' *(ইসরা ১১১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ 'তারা বলে, আল্লাহ কাউকে সন্তান রূপে গ্রহণ করেছেন, মূলতঃ এসব কিছু হতে আল্লাহ পবিত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্র হাতে। সব কিছুই তার অনুগত' *(বাক্বারাহ ১১৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا 'আল্লাহ্র জন্য কোন সন্তান গ্রহণ করা আদৌ শোভনীয় নয়' *(মারিয়াম ৯২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ '(হে নবী!) আপনি বলুন, যদি রহমানের কোন সন্তান থাকত তাহলে আমি হতাম তার প্রথম ইবাদতকারী' *(যুখরুফ ৮১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَحْمَنُ وَلَدًا 'আর তারা বলল, রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন' *(মারিয়াম ৮৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا 'তারা রহমানের জন্য সন্তানের দাবী করে' *(মারিয়াম ৯১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلاَ تَجْعَلُوْا لله اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য শরীক স্থাপন কর না। এ অবস্থায় তোমরা জান যে, আল্লাহ্র কোন শরীক নেই' *(বাক্বারাহ ২২)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَلاَ تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ 'তোমরা আল্লাহ্র সমতুল্য দৃষ্টান্ত পেশ কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, তোমরা জান না' *(নাহল ৭৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لله الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا '(হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহ্র, যিনি কাউকেও পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেননি। যার রাজত্বে কারো শরীক নেই। তিনি দুর্বল নন। তিনি অক্ষম নন। কাজেই তাঁর পৃষ্ঠপোষক নেই। তাঁর পূর্ণ মাত্রায় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন' *(ইসরা ১১১)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَا مُحَمَّدُ انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ الخ-

(১) উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, মুশরিকরা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলল, হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচয় দিন, তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ الخ অবতীর্ণ করেন *(তিরমিযী হা/৩৩৬৪)*।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِلَى آخِرِهَا-

(২) জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, পল্লীর একজন অশিক্ষিত মানুষ নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাদের নিকট আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচয় দিন। তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন *(আবু ইয়া'লা হা/২০৪৪; ইবনু কাছীর হা/৭৫৪৯)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّقْرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يَّعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ-

(৩) জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা বললেন, 'তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০২৫)*।

ব্যাখ্যা : 'সূরা কুল হুওয়াল্লাহু' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। এই বাক্যের অর্থ সম্পর্কে কেউ বলেন, কুরআনে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় রয়েছে- (১) আহ্কাম অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ বা বিধানাবলী, (২) ঘটনাবলী এবং (৩) তওহীদ। আর এই সূরাতে তওহীদের বিবরণ রয়েছে। সুতরাং এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنِّيْ أُحِبُّ هَذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ-

(৪) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'কে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার একে ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০২৭)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

(৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, দুই হাতের তালু একত্র করতেন, অতঃপর তাতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আঊযুবি রাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আঊযুবি রাব্বিন নাস' পড়ে ফুঁ দিতেন। অতঃপর দু'হাত দ্বারা স্বীয় শরীরের যতটুকু সম্ভব হত মুছে ফেলতেন। আরম্ভ করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সম্মুখভাগ হতে। এরূপ তিনি তিনবার করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫০১৭; মিশকাত হা/২০২৯)*।

إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ ﷺعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَآيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ–

(৬) ইবনু আব্বাস ও আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সূরা ইযা যুলযিলাত' (নেকীতে) কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল হুওয়াল্লাহু' এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এক-চতুর্থাংশের সমান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫২)*। প্রকাশ থাকে যে, অত্র হাদীছের সূরা যিলযালের ফযীলত অংশ যঈফ *(তিরমিযী, আলবানী হা/২৮৯৩)*।

سَمِعَ رَجُلاً يَّقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ ﷺوَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ الْجَنَّةُ–

(৭) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনে বললেন, 'অবধারিত হয়ে গেছে'। আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কি অবধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, জান্নাত' *(মালেক, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৬)*।

قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّبَنِى ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ﷺعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَأَنِىْ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ (اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا) وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ وَلَم يَكُنْ لِىْ كُفُئًا أَحَدٌ–

(৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'বানী আদম আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, অথচ এরূপ করা তার জন্য সঠিক হয়নি। বানী আদম আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার প্রতি মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ আমাকে যে রকম প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে পারবেন না। অথচ তাকে আবার জীবিত করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হল, সে বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়' *(বুখারী হা/৪৯৭৪)*।

قَالَ اللهُ كَذَّبَنِىْ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ ﷺعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُوْلَ إِنِّى لَنْ أُعِيْدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُوْلَ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُؤًا أَحَدٌ (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ–

(৯) আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আদাম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, অথচ এরূপ করা তার জন্য সঠিক হয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ এমন করা তার পক্ষে উচিত হয়নি। আমার প্রতি

তার মিথ্যারোপ করার অর্থ হচ্ছে, সে বলে, আমি আবার জীবিত করতে সক্ষম নই, যেমনিভাবে আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই' *(বুখারী হা/৪৯৭৫)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ-

(১০) আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে বললেন, যেন ঐ ব্যক্তি তাকে কম মনে করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন। এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান' *(বুখারী হা/৫০১৩)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ أَخِيْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) لاَيَزِيْدُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ-

(১১) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আমার ভাই ক্বাতাদাহ ইবনু নু'মান আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি শেষ রাতে ছালাতে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' ব্যতীত আর কোন সূরাই তিলাওয়াত করেননি। পরদিন সকালে লোকটি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন। বাকী অংশ আগের হাদীছের মত *(বুখারী হা/৫০১৪)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِيْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا أَيُّنَا يُطِيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ-

(১২) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবীদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা সাধ্যাতীত মনে করে? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এটা পারবে? তখন তিনি বললেন, 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' অর্থাৎ সূরা ইখলাছ কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ' *(বুখারী হা/৫০১৫)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِى الصَّلاَةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ (قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوْا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّوْرَةِ ثُمَّ لاَتَرَى

أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوْا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَافُلَانُ مَايَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُوْمِ هَذِهِ السُّوْرَةِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّيْ أُحِبُّهَا، فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ-

(১৩) আনাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, কুবার মসজিদে এক আনছারী ব্যক্তি তাঁদের ইমামতি করতেন। তিনি সশব্দে কিরাআত পড়া হয় এমন কোন ছালাতে যখনই কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ সূরা দ্বারা শুরু করতেন। তা শেষ করে অন্য একটি সূরার সাথে মিলিয়ে পড়তেন। আর প্রতি রাক'আতেই তিনি এমন করতেন। তার সঙ্গীরা এ ব্যাপারে তার নিকট বললেন যে, আপনি এ সূরাটি দিয়ে শুরু করুন, এটি যথেষ্ট হয় বলে আপনি মনে করেন না, তাই আরেকটি সূরা মিলিয়ে পড়েন। হয় আপনি এটিই পড়বেন, না হয়, এটি বাদ দিয়ে অন্যটি পড়বেন। তিনি বললেন, আমি এটি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। আমার এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা অপসন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তাদের মাঝে উত্তম। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক, এটা তাঁরা অপসন্দ করতেন। পরে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁদের এখানে আগমন করেন, তাঁরা বিষয়টি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জানান। তিনি বললেন, হে অমুক! তোমার সঙ্গীরা যা বলে তা করতে তোমাকে কিসে বাধা দেয়? আর প্রতি রাক'আতে এ সূরাটি বাধ্যতামূলক করে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি ভালবাসি। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সূরার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' *(বুখারী হা/৭৭৪)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ-

(১৪) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ছাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে অভিযানে পাঠালেন। তিনি যখন তাঁর সাথীদের ছালাতে ইমামতি করতেন, তখন ইখলাছ সূরাটি দিয়ে ছালাত শেষ করতেন। তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ব্যাপারটি আলোচনা করল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস কর, কেন সে এ কাজটি করেছে? এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, এ সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী রয়েছে। এজন্য সূরাটি পড়তে আমি ভালোবাসি। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাঁকে ভালবাসেন' *(মুসলিম ৬/৪৫, হা/৮১৩)*।

قَالَ اللهُ تَعَالَى يُوْذِيْنِى اِبْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ﷺعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ بِيَدِىَ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ–

(১৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তারা কালকে গালি দিয়ে থাকে, অথচ আমিই দাহর (অর্থাৎ আমার হাতেই কালের পরিবর্তনের ক্ষমতা) দিন-রাত্রির পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করে থাকি'। (সুতরাং কালকে গালি দেওয়া আমাকে গালি দেওয়ারই নামান্তর) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَّسْمَعُهُ مِنَ اللهِ يَدْعُوْنَ لَهُ ﷺعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ –

(১৬) আবু মূসা আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কষ্টদায়ক বিষয় শুনেও ছবর করার ব্যাপারে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ছবরকারী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর প্রতি সন্তান আরোপ করে থাকে, অথচ তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং জীবিকা দিয়ে থাকেন'। (যখন তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দু'শ' বার সূরা ইখলাছ পড়বে, তার ৫০ পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মুছে দেয়া হবে, যদি ঋণের বোঝা না থাকে *(মিশকাত হা/২০৫৪; তিরমিযী হা/২৮৯৮)*।

(২) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করে এবং ডান পাশের উপর শয়ন করে। অতঃপর একশত বার সূরা ইখলাছ পড়ে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডানদিকের জান্নাতে তুমি প্রবেশ কর *(মিশকাত হা/২০৫৫)*।

(৩) সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যেব মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দশ বার সূরা ইখলাছ পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে বিশ বার পড়বে তার জন্য জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। এ কথা শুনে ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আল্লাহ্র কসম! তাহলে তো আমরা অনেক প্রাসাদ পাব। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র রহমত এর চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত *(মিশকাত হা/২০৮১)*।

(৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সম্পর্ক রয়েছে, আর আল্লাহ্র সম্পর্ক হচ্ছে সূরা ইখলাছ *(ত্বাবরানী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৫১)*।

(৫) তামীম দারী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নীচের দো'আটি দশ বার পাঠ করবে সে ৪০ লাখ নেকী পাবে। لَا اِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ– 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক একক। অভাব মুক্ত। তিনি

স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, তিনি সন্তানও গ্রহণ করেননি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই’ *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৭১)*।

(৬) মু‘আয ইবনু আনাস জুহানী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ১০ বার সূরা ইখলাছ পড়বে তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী পড়ব। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র রহমত প্রচুর ও পবিত্র *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৭২)*।

(৭) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ ৫০ বার পড়বে তার ৫০ বছরের গোনাহ মাফ করা হবে।

(৮) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। তার এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা ফরয ছালাতের পর দশবার সূরা ইখলাছ পড়বে *(আবু ইয়া‘লা হা/১৭৯৪)*।

(৯) জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশের সময় সূরা ইখলাছ পড়ে, তার বাড়ী হতে এবং তার প্রতিবেশীর বাড়ী হতে দরিদ্রতা দূর হয়ে যায় *(ত্বাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭৫৮১)*।

(১০) আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। সূর্য এমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও পরিস্কারভাবে উঠল যে ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে উঠতে দেখা যায়নি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিবরাঈল আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ এভাবে সূর্য উদয়ের কারণ কি? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আজ মদীনায় মু‘আবিয়া ইবনু মু‘আবিয়ার ইন্তেকাল হয়েছে। তাঁর জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণের জন্য আল্লাহ সত্তর হাযার ফেরেশতা আকাশ থেকে পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁর কোন আমলের জন্য এরূপ হয়েছে? তিনি চলাফিরা, উঠাবসায় দিন-রাত সব সময় সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। আপনি যদি তার জানাযার ছালাতে যেতে চান তবে চলুন, আমি আপনার জন্য যমীনকে সংকীর্ণ করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ তাই ভাল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন *(আবু ইয়া‘লা হা/৪২৬৭)*।

(১১) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবতরণ করলেন এবং বললেন, মু‘আবিয়া ইবনু মা‘আবিয়া মারা গেছেন। আপনি কি তার জানাযায় যেতে চান? নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পালক দ্বারা যমীনে আঘাত করলেন। এর ফলে সমস্ত গাছ-পালা নিচু হয়ে গেল এবং তার খাটলি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তুলে ধরা হল। তিনি তা দেখতে পেলেন এবং আল্লাহু আকবার বলে জানাযার ছালাত আরম্ভ করলেন। তাঁর পিছনে দু’কাতার ফেরেশতা দাঁড়িয়েছিলেন। প্রত্যেক কাতারে ৭০ হাযার করে ফেরেশতা ছিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল! তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে এ মর্যাদা কিভাবে অর্জন করলেন? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, সূরা ইখলাছের প্রতি তার বিশেষ ভালবাসা ছিল। তিনি উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে ও আসতে-যেতে এ সূরাটি পড়তেন। এটাই তাঁর মর্যাদার কারণ *(আবু ইয়া‘লা হা/৪২৬৮; ইবনু কাছীর হা/৭৫৮৩)*।

(১২) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি সাথে সাথে তাঁর সাথে মুছাফাহা ও করমর্দন করলাম এবং আমি তাঁর হাত ধরে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! মুমিনের মুক্তি কোন আমলে রয়েছে? তিনি বললেন, হে উকবা! জিহবা সংযত রাখ, নিজের ঘরেই বসে থাক এবং নিজের পাপের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি কর। পরে দ্বিতীয় বার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি নিজেই আমার সাথে কর্মদন করে বললেন, হে উকবা! আমি কি তোমাকে তাওরাত, ইনজীল, যবূর এবং কুরআনে অবতীর্ণ সমস্ত সূরার মধ্যে উৎকৃষ্ট সূরার কথা বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহ্র রাসূল অবশ্যই বলুন। আপনার প্রতি আল্লাহ আমাকে উৎসর্গ করুক। তিনি তখন আমাকে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করালেন এবং বললেন, হে উকবা! এ সূরাগুলি ভুলে যেও না, প্রতিদিন রাতে এগুলি পাঠ কর। উকবা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এরপর থেকে আমি এ সূরাগুলোর কথা ভুলিনি এবং এগুলো পাঠ করা ছাড়া আমি কোন রাত কাটাইনি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাড়াতাড়ি তাঁর হাত আমার হাতের মধ্যে নিয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাকে উত্তম আমলের কথা বলে দিন। তখন তিনি বললেন, শোন যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তুমি তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তুমি তাকে দান করবে। তোমার প্রতি যে যুলুম করবে তুমি তাকে ক্ষমা করবে *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৮৪)*।

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু শিখ্খীর তার পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মরণ রোগে সূরা ইখলাছ পড়বে তাকে কবরের ফেতনা থেকে নিরাপদে রাখা হবে এবং কবরের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা করা হবে। ফেরেশতাগণ ক্বিয়ামতের দিন হাতের উপর উঠিয়ে নিয়ে পুলছিরাত পার করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন *(হিলইয়া, কুরতুবী হা/৬৫৩২)*।

(১৪) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন মসজিদে যাবে এবং চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক'আতেই সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ পড়বে প্রতি রাক'আতে ৫০ বার, তাহলে চার রাক'আতে দু'শ' বার হবে। জান্নাতে তার নিজের স্থান না দেখা পর্যন্ত অথবা না দেখানো পর্যন্ত তার মরণ হবে না *(কুরতুবী হা/৬৫৩৩)*।

(১৫) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার সূরা ইখলাছ পড়বে তার উপর আল্লাহ্র বরকত হবে। আর যে দু'বার পড়বে তার উপর ও তার পরিবারের উপর বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তিন বার পড়বে তার উপর এবং তার সমস্ত প্রতিবেশীর উপর বরকত দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ১২ বার পড়বে তার জন্য জান্নাতে ১২টি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে ব্যক্তি ১০০ বার পড়বে তার ৫০ বছরের পাপ মুছে দেয়া হবে। তবে রক্ত এবং সম্পদ সম্পর্কীয় পাপ মোচন করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ৪০০ বার পড়বে আল্লাহ তার একশত বছরের পাপ মুছে দিবেন। আর যদি ১০০০ হাযার বার পড়ে তাহলে সে তার নিজের স্থান জান্নাতে না দেখা পর্যন্ত মরবে না *(কুরতুবী হা/৬৫৩৫; দুররে মানছূর ৮/৬৭৬)*।

(১৬) সাহল ইবনু সাঈদি রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট দরিদ্রতার এবং সংকীর্ণ জীবন যাত্রার অভিযোগ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যখন তুমি বাড়ীতে

প্রবেশ করবে তখন কেউ বাড়ীতে থাকলে সালাম দাও, আর কেউ না থাকলে আমাকে সালাম দাও। আর সূরা ইখলাছ একবার পড়। লোকটি তাই করল আল্লাহ তার রুযী বেশী করে দিলেন। এমনকি তার রুযী প্রতিবেশীর উপরেও প্রবাহিত হল *(কুরতুবী হা/৬৫৩৬)*।

অবগতি

صَمَدٌ 'ছামাদ' শব্দটির মূল অক্ষর صَمْدٌ অর্থ- ব্যাপক ও গভীর। যেমন ইচ্ছা পোষণ, উচ্চ, প্রশস্ত ও পরিপুষ্ট স্থান, উন্নতভূমি, উচ্চ শৃংগ, যুদ্ধকালে যার পিপাসা লাগে না। সেই সমাজপতি প্রয়োজনের সময় যার আশ্রয় নেয়া হয়। প্রত্যেক জিনিসের উচ্চতর ও উন্নততম অংশ। যার দ্বিতীয় কেউ নেই, আনুগত্য করা হয় এমন সমাজপতি। مُصَمَّدٌ অর্থ- যার গর্ব বলতে কিছু নেই। مُصَمَّدٌ অর্থ- যার দিকে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা হয়। بَيْتٌ مُصَمَّدٌ 'সেই ঘর প্রয়োজনের সময় যেখানে আশ্রয় নেয়া হয়'। بِنَاءٌ مُصَمَّدٌ 'উচ্চ প্রাসাদ'। আলী, ইকরামা ও কা'আব আহবার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, صَمَدٌ 'সে যার অপেক্ষা উচ্চতর কেউ নেই'।

ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, صَمَد সেই সরদার বা সমাজপতি যার নেতৃত্ব ও প্রাধান্য পূর্ণ এবং চরম পর্যায়ে উপনীত। ইবনু আব্বাস আরো বলেন, বিপদ-মুছীবত দেখা দিলে যার নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। صَمَد বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যে নিজের সব গুণ ও কার্যে পরিপূর্ণ। যার উপর কোন আপদ-বিপদ আসে না সে ছামাদ। যার কোন দোষ-ক্রটি নেই। যার গুণে অন্য কেউ গুণান্বিত হবে না। যিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত, অশেষ। যিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়ছালা বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যার সিদ্ধান্তের উপর পুনঃবিবেচনা করার কেউ নেই। যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফিরে তাকায়, আশা পোষণ করে। صَمَد সেই সরদার ও সমাজপতিকে বলা হয়, যার উপর অন্য কোন সরদার নেই।

ജ്യജ്യ

সূরা আল-ফালাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৫; অক্ষর ৭৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

অনুবাদ : (১) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি সকাল বেলার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই। (২) সে সব জিনিসের অনিষ্ট হতে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (৩) আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন রাত আছন্ন হয়ে যায়। (৪) এবং গিরায় ফুঁকদানকারী বা ফুঁকদানকারিণীর অনিষ্ট হতে। (৫) আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُلْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ 'আপনি বলুন'। قَوْلٌ একবচন, বহুবচনে أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

أَعُوْذُ– واحد متكلم মুযারে, মাছদার عِيَاذً، مَعَاذًا বাব نَصَرَ অর্থ- আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। যেমন عَاذَ অর্থ- সে আশ্রয় গ্রহণ করল, সে আশ্রয় নিল। عُوْذَةٌ-এর বহুবচন عُوَذٌ 'তাবিজ'।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক'।

اَلْفَلَقُ– ইসম, অর্থ- রাতের অন্ধকার, ভোর, ছুবহে ছাদেকের প্রথম, প্রভাত, ঊষা। মাছদার فَلْقًا বাব ضَرَبَ অর্থ- ছিড়ে ফেলা, রাতের অন্ধকার দূর হওয়া। কারণ ভোরের আলো অন্ধকার ছিড়ে বের হয়। বাব إِنْفِعَالٌ এবং বাব تَفَعُّلٌ হতে অর্থ- ভোরের আলো ফুটা, ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়া।

شَرٌّ– একবচন, বহুবচন شُرُوْرٌ، شِرَارٌ، أَشْرَارٌ، أَشِرَّاءُ অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি, খারাপ, যে কাজে ঘৃণা জন্মে। মুয়ান্নাছ شَرَّةٌ বহুবচন شَرِيْرٌ، أَشْرَارٌ، شِرَارٌ، أَشِرَّاءُ 'অনিষ্টকারী'। এর বিপরীত শব্দ خَيْرٌ অর্থ- উত্তম, ভাল, নেক কাজ যা সকলের কাছে পসন্দনীয়।

خَلَقَ – واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার خَلْقًا বাব نَصَرَ 'সৃষ্টি করেছেন'।

غَاسِقٌ –واحدمذكر ইসমে ফায়েল, মাছদার غَسْقًا বাব نَصَرَ 'গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ রাত'।

وَقَبَ– واحد مذكر غائب মাযী, মাছদার وَقْبًا বাব ضَرَبَ অর্থ- অন্ধকার আচ্ছন্ন হল, রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেল। النَّفَّاثَاتُ একবচনে نَفَّاثَةٌ মাছদার نَفْثًا বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ 'ফুঁক দানকারিণী'। শব্দটি ইসমে মুবালাগা।

العُقَدُ– একবচনে عُقْدَةٌ অর্থ- গ্রন্থি, গিরা। যেমন عَقَدَ الْحَبْلَ 'রশিতে গিরা দিল'।

حَاسِدٌ– واحد مذكر ইসম ফায়েল, মাছদার حَسْدًا বাব نَصَرَ অর্থ- হিংসুক, হিংসুটে।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ– (قُلْ)-ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল, জুমলাটি قَوْلٌ। أَعُوْذُ ফে'ল মুযারে, যমীর ফায়েল, (بِرَبِّ) أَعُوْذُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (اَلْفَلَقِ) رَبِّ-এর মুযাফ ইলাইহি।

(২) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ– (مِنْ شَرِّ) أَعُوْذُ -এর দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক, (مَا) ইসমে মাওছূল। شَرِّ-এর মুযাফ ইলাইহি। خَلَقَ জুমলাটি (مَا)-এর ছিলা।

(৩) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ– (وَ) হরফে আতফ, (غَاسِقٍ) شَرِّ-এর মুযাফ ইলাইহি এবং أَعُوْذُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, إِذَا যরফিয়া, (وَقَبَ) জুমলাটি إِذَا-এর মুযাফ ইলাইহি এবং أَعُوْذُ ফে'লের যরফ।

(৪) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ– বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ, (فِى الْعُقَدِ) النَفَّاثَاتِ-এর সাথে মুতা'আল্লিক।

(৫) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ– পূর্বের উপর আতফ এবং তারকীবও অনুরূপ।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরায় আল্লাহ আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 'মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের হত্যার ঘোষণার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চেয়ে বলেন, আমি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এমন সব অহংকারী দাম্ভিক হতে' *(মুমিন ২৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُوْنِ 'তোমরা আমার উপর আক্রমণ করবে, এজন্য আমি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছি' *(দুখান ২০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ 'আর ব্যাপার হল, মানুষের মধ্য হতে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের

নিকট আশ্রয় চাওয়ার কাজ করত' *(জিন ৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَعُوْذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا 'মারইয়াম বলেন, তুমি যদি আল্লাহভীরু হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমার থেকে রহমানের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' *(মারিয়াম ১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, رَبِّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ '(নূহ বলেন,) হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা করা হতে আশ্রয় চাই, যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই' *(হূদ ৪৭)*।

মূসা যখন বনী ইসরাঈলকে গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা বলল, আপনি আমাদের সাথে রসিকতা করছেন। তখন মূসা (আঃ) বলেছিলেন, أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ 'আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই' *(বাক্বারাহ ৬৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, –رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ– وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ 'হে আমার প্রতিপালক! আমি সব শয়তানের উসকানি হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর হে আমার প্রতিপালক! শয়তানেরা আমার নিকট আসবে তা হতেও আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই' *(মুমিনূন ৯৭-৯৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِنِّي أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ '(মারিয়ামের মা বলেন,) আমি আপনার নিকট মারিয়ামের জন্য এবং তার সন্তানের জন্য বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি' *(আলে ইমরান ৩৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 'শয়তান যদি তোমাদেরকে উসকানি দেয়, তবে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও। তিনি সব শুনেন, সব জানেন' *(আ'রাফ ২০০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'যখন কুরআন তেলাওয়াত করবে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও' *(নাহল ৯৮)*। ইউসুফ (আঃ) বলেন, مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই, নিশ্চয়ই যুলাইখার স্বামী আমার মুনিব এবং আমার উত্তম আশ্রয়দাতা' *(ইউসুফ ২৩)*। অত্র আয়াতগুলিতে বিভিন্ন অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। অত্র সূরার ১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُوْنَ– فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন শস্য ও বীজ বিদীর্ণকারী। তিনিই জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন। এসব কাজের আসল কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তিনিই প্রভাত প্রকাশকারী। তিনি রাতকে শান্তির সময় করেছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের সময় নির্ধারণ করেছেন' *(আন'আম ৯৫, ৯৬)*। আল্লাহ অত্র সূরার ৩নং আয়াতে বলেন, 'ঘন অন্ধকারের

অনিষ্ট হতে, যখন ঘন অন্ধকার ছেয়ে যায়'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا– 'আপনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে রাতের অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করুন' *(ইসরা ৭৮)*। অত্র সূরার ৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'গিরায় ফুঁকদানকারিণী যাদুকারিণীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, –وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى 'আর জাদুকর কখনও সফল হতে পারে না যেভাবেই আসুক না কেন'? *(ত্বা-হা ৬৯)*।

হিংসা সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 'আহলে কিতাবের অনেকেই তোমাদেরকে ঈমানের পথ হতে কুফরীর পথে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু শুধু নিজেদের হিংসার কারণেই তোমাদের উপর তাদের এ ইচ্ছা' *(বাক্বারাহ ১০৯)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه 'তারা কি ঐসব মানুষের উপর হিংসা করে, যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দান করেছেন' *(নিসা ৫৪)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ ابْنِ كَعَبٍ إِنَّ إِبْنَ مَسْعُوْدٍ لَا يَكْتُبُ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ فِيْ مُصْحَفِه فَقَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لَهُ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ فَقُلْتُهَا قَالَ قُلْ ﷺأَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقُلْتُهَا فَنَحْنُ نَقُوْلُ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ–

(১) যির্র ইবনু হুবায়েশ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে বলেন, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু এ সূরা দু'টিকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলেন, না। উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিবরাঈল তাঁকে বলেন, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الفَلَقِ বলুন, তিনি তা বললেন। তারপর জিবরাঈল তাঁকে বললেন, قُلْ أَعُوْذُبِرَبِّ النَّاسِ বলুন। তিনি তা বললেন। সুতরাং আমরা ওটাই বলি যা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৯০)*।

قَالَ قِيْلَ لِيْ فَقُلْتُ وَهَذَا ﷺعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ ابْنِ كَعَبٍ قَالَ سَأَلْنَا عَنْهُمَا رَسُوْلَ اللهِ مَشْهُوْرٌ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِّنَ الْقُرَّاءِ وَالْفُقْهَاءِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ لَا يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِيْ مُصْحَفِه فَلَعَلَّهُ وَلَمْ يُتَوَاتَرْ عِنْدَهُ–ﷺلَمْ يَسْمَعْهُمَا مِنَ النَّبِيِّ

(২) যির্র ইবনু হুবায়েশ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে অত্র সূরা দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে বলতে বলা হয়েছে, তাই আমি বললাম। ক্বারী এবং ফক্বীহদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা এই যে, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু এ

দু'টি সূরাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলে লিখতেন না। সম্ভবতঃ তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে শুনেননি *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৫৯৫)*। তারপর ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তার কথা থেকে ফিরে জাম'আতের মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। ছাহাবীগণ এ দু'টি সূরাকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যার নুসখাহ চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ قِيْلَ لِى فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -

(৩) যির্র ইবনু হুবাইশ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'বকে الْمُعَوِّذَتَيْنِ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি। উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে রকম বলেছেন, আমরাও ঠিক সে রকম বলছি' *(বুখারী হা/৪৯৭৬)*।

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أُبَيٌّ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي قِيْلَ لِي فَقُلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -

(৪) যির্র ইবনু হুবাইশ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু -কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইবনু মাস'ঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু তো এ রকম কথা বলে থাকেন। তখন উবাই রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলেছি। উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, কাজেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন আমরাও তাই বলি *(বুখারী হা/৪৯৭৭)*। অত্র হাদীছগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সূরা দু'টি কুরআনের অংশ। এ কারণেই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পড়তেন এবং ছাহাবীগণ পড়তেন।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

(৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত যে, যখনই নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হতেন তখনই তিনি সূরায়ে মু'আব্বিযাত' পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বরকত অর্জনের জন্য আমি এই সূরা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মাসাহ করিয়ে দিতাম *(বুখারী হা/৫০১৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

(৬) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, প্রতি রাতে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন *(বুখারী হা/৫০১৭; মুসলিম হা/২০২৯)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُــوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ-

(৭) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আশ্চর্য, আজ রাতে এমন কতক আয়াত নাযিল হয়েছে, যার পূর্বে এর অনুরূপ কোন আয়াত দেখা যায়নি। 'কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আঊযু বিরাব্বিন নাস' *(মুসলিম হা/২০২৮)*।

বিঃ দ্রঃ বিপদাপদ হতে আল্লাহ্‌র শরণ নেওয়ার জন্য এটা অপেক্ষা উত্তম আয়াত আর নেই।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذَا غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَّظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا-

(৮) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম, এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা 'কুল আঊযুবি রাব্বিল ফালাক্ব' ও সূরা 'কুল আঊযুবি রাব্বিন নাস' দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে উকবা! এ দু'টি দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর! কেননা এ দু'টির ন্যায় কোন সূরা দ্বারা কোন প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না' *(আবুদাঊদ হা/২০৫৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَّظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ قُلْتُ مَا أَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِىْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ-

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু খুবায়ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর তালাশে বের হলাম এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়! আমি বললাম, কি পড়ব? তিনি বললেন, তিনবার পড়বে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আঊযুবি রাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আঊযুবি রাব্বিন নাস' যখন তুমি সকাল করবে এবং যখন সন্ধ্যা করবে। এটা প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে' (*তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, হা/২০৫৯*)।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقْرَأُ سُوْرَةَ هُوْدٍ أَوْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ قَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ–

(১০) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (বিপদ হতে রক্ষার ব্যাপারে) আমি কি সূরা হূদ পড়ব, না সূরা ইউসুফ? তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে সূরা 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক্ব' অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট উত্তম কোন সূরা তুমি কখনও পড়তে পারবে না' *(আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী হা/২০৬০)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عُقَيْبُ أَلاَ أُعَلِّمُكَ سُوْرَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُوْرَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ، قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَقْرَانِىْ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ ﷺ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ فَقَدْ قَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِىْ فَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقَيْبُ إِقْرَأْ بِهِمَا ﷺ كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ–

(১১) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে উকায়েব! মানুষ যে সূরা দু'টি পড়ে তার চেয়ে উত্তম দু'টি সূরা কি তোমাকে শিখিয়ে দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তারপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ালেন। অতঃপর ছালাতের এক্বামত দেয়া হল। তিনি আগে গেলেন এবং অত্র সূরা দু'টি ছালাতের মধ্যে পড়লেন। তারপর তিনি আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, উকবা কেমন দেখলে? উকবা সূরাটি তুমি যতবার ঘুমাবে এবং ঘুম থেকে জাগবে ততবার পড়' *(আবুদাঊদ হা/১৪৬২)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ–

(১২) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ার আদেশ করেন *(আবুদাঊদ হা/১৫২৩; তিরমিযী হা/২৯০৩; নাসাঈ হা/১২৫৯)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا–

(১৩) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ার আদেশ করলেন। তারপর বললেন, 'তুমি এ সূরা দু'টির মত কখনও কোন কিছুই পড়বে না' *(ইবনু কাছীর হা/৭৫৯৯)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا فَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُوْدُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعُقْبَةَ اقْرَأْ فَقَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَرَأَهَا فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا فَقَالَ لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا فَمَا قُمْتَ تُصَلِّي بِشَيْءٍ مِثْلِهَا–

(১৪) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার উপর সওয়ার হলেন, আমি তাকে ধরে সামনের দিকে টানছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উকবাকে বললেন, পড়। তিনি বললেন, কি পড়ব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা ফালাক্ব পড়। তারপর তিনি বার বার বলে শিখিয়ে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে খুব একটা খুশী দেখলেন না। তিনি বললেন, তুমি কি এ সূরার ব্যাপারে দুর্বলতা পোষণ করছ? তুমি কখনো কোন ছালাতে এর মত কোন উপকারী সূরা পড়বে না' *(নাসাঈ কুবরা হা/৭৮৪২; আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬০০)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَقُلْتُ مَاذَا أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَسَكَتَ عَنِّيْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ ارْدُدْهُ عَلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا-

(১৫) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সাথে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, উকায়েব বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি বল, আমি বললাম, কি বলব? তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি বিষয়টি আমার সামনে পেশ কর। তারপর তিনি বললেন, উকবা বল, আমি বললাম, কি বলব? হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তিনি বললেন, সূরা ফালাক্ব বল। আমি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়লাম। তারপর তিনি বললেন, বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি বললেন, সূরা নাস বল। আমি সূরা নাস শেষ পর্যন্ত পড়লাম। তারপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কোন প্রার্থনাকারী এ দু'টি সূরা দ্বারা যা প্রার্থনা করে অন্য কোন সূরা দ্বারা তা হয় না। আশ্রয় প্রার্থনাকারী এ দু'টি সূরা দ্বারা যেমন আশ্রয় প্রার্থনা করে অন্য সূরা দ্বারা তা হয় না' *(নাসাঈ, কুবরা হা/৭৮৫০; ইবনু কাছীর হা/৭৬০৩)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ-

(১৬) উকবা ইবনু আমির রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা দু'টি ফজরের ছালাতে পড়েছিলেন *(নাসাঈ কুবরা হা/৭৬০৪)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِيْ عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ إِقْرِئْنِيْ سُوْرَةَ هُوْدٍ أَوْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَنْفَعَ عِنْدَ اللهِ مِنْ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-

(১৭) উকবা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আরোহী অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁর পায়ের উপর হাত রাখলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সূরা হূদ এবং সূরা ইউসুফ শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা ফালাক্ব অপেক্ষা অধিক উপকার দানকারী আর কোন সূরা নেই' *(নাসাঈ কুবরা হা/৭৬০৫)*।

وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ: قُلْ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُوْلُ، ثُمَّ ﷺعَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لِيْ: قُلْ قُلْتُ: "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" ثُمَّ قَالَ لِيْ: قُلْ قُلْتُ: "أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ لِيْ: قُلْ قُلْتُ: "قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِﷺ– "هَكَذَا فَتَعَوَّذْ مَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُوْنَ بِمِثْلِهِنَّ قَطُّ"

(১৮) আব্দুল্লাহ আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। তারপর বললেন, বল আমি কি বলব তা বুঝতে পারলাম না। তিনি আমাকে বললেন, বল আমি সূরা ইখলাছ পড়লাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, বল আমি সূরা ফালাক্ব পড়লাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, বল আমি সূরা নাস পড়লাম। তারপর পড়া হতে অবসর হলাম। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এভাবে পড়ে আশ্রয় চাও। যারা আশ্রয় চায়, তারা কখনো এ সূরাগুলির মত আশ্রয় চাইতে পারে না’ *(নাসাঈ কুবরা, ইবনু কাছীর হা/৭৮৪৫)*।

اقْرَأْ يَا جَابِرُ قُلْتُ وَمَاذَا أَقْرَأُ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا ﷺعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اقْرَأْ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا–

(১৯) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, জাবির পড়। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, আমি কি পড়ব? তিনি বললেন, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়। আমি সূরা দু’টি পড়লাম। তিনি বলেন, এ সূরা দু’টি পড়তে থাক। কখনো এ সূরা দু’টির মত কোন সূরা পড়বে না’ *(নাসাঈ কুবরা, ইবনু কাছীর হা/৭৮৫৪)*।

بِيَدِى فَأَرَانِيْ الْقَمَرَ حِيْنَ طَلَعَ وَقَالَ تَعَوَّذِىْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا ﷺعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ–

(২০) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে নিয়ে আমাকে চন্দ্র দেখালেন, যখন চন্দ্র উদয় হল। তারপর তিনি বললেন, ‘তুমি এখন অন্ধকারের অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও। যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়’ *(তিরমিযী হা/৩৩৬৬; নাসাঈ কুবরা হা/৩৫৪৩)*।

فَقَالَ إِشْتَكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللهِ ﷺعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ أَنَّ جِبْرَيِلَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَّعَيْنٍ، اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ–

(২১) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জিবরাঈল একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আপনি কি অসুস্থ হে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল তখন নিম্নের দো‘আটি পাঠ করলেন, بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَّعَيْنٍ، اللهُ

يَشْفِيْكَ– 'আল্লাহ্‌র নামে আমি আপনাকে ফুঁক দিচ্ছি, সেসব রোগের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্ট ও কুদৃষ্টি হতে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন' *(মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৩৪; ইবনু কাছীর হা/৭৬১৭)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا قَالَ فَجَاءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا عُقَدًا فِيْ بِئْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيْءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَّلَهَا قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ لِذَلِكَ الْيَهُوْدِيِّ وَلَا رَآهُ فِيْ وَجْهِهِ قَطُّ حَتَّى مَاتَ–

(২২) যায়েদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর এক ইহূদী জাদু করেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কয়েক দিন অসুস্থ ছিলেন। তারপর জিবরাঈল এসে তাকে বললেন, নিশ্চয়ই ইহূদীদের একজন লোক আপনাকে জাদু করেছে এবং অমুক অমুক কুঁয়ায় গ্রন্থি বেঁধে রেখেছে। সুতরাং তিনি যেন কাউকে পাঠিয়ে ঐ গ্রন্থি তুলে আনেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে পাঠিয়ে ঐ গ্রন্থি বের করে নিয়ে আসেন এবং ঐ গ্রন্থি খুলে ফেলেন। ফলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন এবং যাদুর প্রভাব কেটে যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ ইহূদীকে এ সম্পর্কে কোন কিছু বলেননি এবং তাকে দেখে কোনদিন মুখও মলিন করেননি *(নাসাঈ কুবরা হা/৩৫৪৩; ইবনু কাছীর হা/৭৬১৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِى النِّسَاءَ وَلاَ يَأْتِيهِنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ أَتَانِىْ رَجُلاَن فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِى وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رَأْسِى لِلْآخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيْمَ قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِيْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَاعُوْفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِىْ أُرِيْتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلاَ أَىْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِىْ وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا.

(২৩) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন অবস্থা হয় যে, তাঁর মনে হত তিনি বিবিগণের কাছে এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেননি। সুফিয়ান বলেন, এ অবস্থা যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেন, হে আয়েশা! তুমি জেনে নাও যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি)

আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং আরেকজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী অবস্থা? দ্বিতীয় লোকটি বললেন, একে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন, কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন, লাবীদ ইবনু আ'ছাম। এ ইহূদীদের মিত্র যুরায়ক্ব গোত্রের একজন, সে ছিল মুনাফিক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন, চিরুনী ও চিরুনী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কোথায়? উত্তরে দ্বিতীয়জন বললেন, পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' কূপের ভিতর পাথরের নীচে রাখা আছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উক্ত কূপের নিকট এসে সেগুলো বের করেন এবং বলেন, এইটিই সে কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পানি মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর মত। আর এ কূপের (পার্শ্ববর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো (দেখতে) শয়তানের মাথার ন্যায়। বর্ণনাকারী বলেন, সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আর আমি মানুষকে এমন বিষয়ে প্ররোচিত করতে পসন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে' (*বুখারী হা/৫৭৬৮*)।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عنها قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِىْ دَعَا اللهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ جَاءَنِىْ رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ، قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُوْدِىُّ مِنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ، قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذِىْ أَرْوَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِىَ اللهُ وَشَفَانِىْ وَخَشِيْتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

(২৪) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর যাদু করা হয়। এমনকি তাঁর মনে হত তিনি কাজটি করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। শেষে একদিন তিনি যখন আমার নিকট ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট বার বার দো'আ করলেন। তারপর ঘুম থেকে জেগে বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি যে বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তা কী? তিনি বললেন, আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাঁদের একজন আমার মাথার নিকট এবং আরেকজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। তারপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটির কী ব্যথা? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন, কে তাঁকে যাদু করেছে?

দ্বিতীয় জন বললেন, যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনু আ'ছাম নামক ইহূদী। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলেন, যাদু কী দিয়ে করা হয়েছে? দ্বিতীয় জন বললেন, চিরুনী, চিরুনী আঁচড়াবার সময়ে উঠে আসা চুল ও নর খেজুর গাছের 'জুব'-এর মধ্যে। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবীদের কয়েকজনকে নিয়ে ঐ কূপের নিকট গেলেন এবং তা ভাল করে দেখলেন। কূপের পাড়ে ছিল খেজুর গাছ। তারপর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! কূপটির পানির (রং) মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়। আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার ন্যায়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কি সেগুলো বের করবেন না? তিনি বললেন, না, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য ও শিফা দান করেছেন। মানুষের উপর এ ঘটনা থেকে মন্দ ছড়িয়ে দিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি। এরপর তিনি যাদুর দ্রব্যগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দিলে সেগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা হয় (*বুখারী হা/৫৭৬৬*)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِيْ أَهْلَهُ وَلاَ يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ أَفْتَانِيْ فِيْ أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ أَتَانِيْ رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِيْ فَقَالَ الَّذِيْ عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِيْ عِنْدَ رَأْسِيْ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ يَعْنِيْ مَسْحُوْرًا قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ وَفِيْمَ قَالَ فِيْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِيْ أُرِيْتُهَا كَأَنَّ رُؤُوْسَ نَخْلِهَا رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَهَلاَّ تَعْنِيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِيْ وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيْدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِيَهُوْدَ-

(২৫) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এত এত দিন এমন অবস্থায় অতিবাহিত করছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হত যেন তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, অথচ তিনি মিলিত হননি। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে আয়েশা! আমি যে ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম, সে বিষয়ে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমার কাছে দু'জন লোক আসল। একজন বসল আমার পায়ের কাছে এবং আরেকজন মাথার কাছে। পায়ের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি মাথার কাছে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তির অবস্থা কী? সে বলল, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাঁকে কে যাদু করেছে? সে বলল, লাবীদ ইবনু আ'ছাম। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কিসের মধ্যে? সে বলল, নর খেজুর গাছের খোসার ভিতরে তাঁর চিরুনীর এক টুকরা ও আঁচড়ানো চুল ঢুকিয়ে দিয়ে 'যারওয়ান' কূপের মধ্যে একটা পাথরের নীচে রেখেছে। এরপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (সেখানে) গিয়ে দেখে বললেন, এ সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। সেখানের খেজুর গাছের মাথাগুলো যেন শয়তানের মাথা এবং সে কূপের পানি যেন মেহদী মিশ্রিত পানি। এরপর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমে তা কূপ থেকে বের করা হল। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কেন অর্থাৎ এটি

প্রকাশ করলেন না? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তো আমাকে আরোগ্য করে দিয়েছেন, আর আমি মানুষের নিকট কারো দুষ্কর্ম ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করি না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, লাবীদ ইবনু আ'ছাম ছিল ইহূদীদের মিত্র বনূ যুরায়কের এক ব্যক্তি *(বুখারী হা/৬০৬৩)*।

عَنْ عائشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِيْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ جَاءَنِيْ رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الأَعْصَمِ، قَالَ فِيْ مَاذَا قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ ذَرْوَانَ وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِيْ بَنِيْ زُرَيْقٍ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبِئْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَهَلاَّ أَخْرَجْتَهُ، قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِيَ اللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، زَادَ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ-

(২৬) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর যাদু করা হল। অবস্থা এমন হল যে, তাঁর খেয়াল হত যে, তিনি একটা কাজ করেছেন, অথচ তিনি তা করেননি। সেজন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন। এরপর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -কে বললেন, তুমি জেনেছ কি? আমি যে বিষয়টা আল্লাহ্‌র নিকট হতে জানতে চেয়েছিলাম, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কী? তিনি বললেন, (স্বপ্নের মধ্যে) আমার নিকট দু'জন লোক আসলেন এবং একজন আমার মাথার কাছে, আরেকজন আমার দু'পায়ের কাছে বসলেন। তারপর একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকের রোগটা কী? তখন অপরজন বললেন, তিনি যাদুগ্রস্ত। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কে যাদু করেছে? অপরজন বললেন, লাবীদ ইবনু আ'ছাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে যাদু করেছে? অপরজন বললেন, চিরুনী, ছেঁড়া চুল ও কাঁচা খেজুর গাছের খোসার মধ্যে। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথায়? তিনি বললেন, যুরাইক গোত্রের 'যারওয়ান' কূপের মধ্যে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বর্ণনা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে গেলেন। (তা বের করে নিয়ে) আয়েশার কাছে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! সেই কূপের পানি যেন মেহেদীর তলানি পানি এবং এর খেজুর গাছগুলো ঠিক যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে তাঁর কাছে কূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এ বিষয়টি লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিলেন না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। সুতরাং আমি লোকজনের মাঝে উত্তেজনা ছড়ানো পসন্দ করি না। ঈসা ইবনু ইউনুস ও লায়স (রহঃ).... আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে যাদু করা হলে তিনি বারবার দো'আ করলেন, এভাবে পূর্ণ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا، أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ وَفِي رِوَايَةٍ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ–

(২৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ করতেন বলতেন, আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই শাসন, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এই রাতের মঙ্গল এবং এতে যা আছে তার মঙ্গল। আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট এর অমঙ্গল হতে, আর এতে যা রয়েছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদ ও কবরের আযাব হতে। আর যখন তিনি ভোরে প্রবেশ করতেন, তখনও ঐরূপ বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম এবং ভোরে প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। অপর এক বর্ণনায় আছে 'পরওয়ারদেগার'! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৭১)*। অত্র হাদীছে আশ্রয় চাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ أَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَ هَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ أَوِ الْكُفْرِ وَفِى رِوَايَةٍ مِّنْ سُوْءِ الْكِبَرِ وَالْكِبْرِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعذَابٍ فِى الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ–

(২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, তখন বলতেন, 'আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম আর রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব বা শাসন, তাঁরই জন্য প্রশংসা আর তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার নিকট চাই এ রাতে যা আছে তার কল্যাণ এবং এরপরে যা আছে তার মঙ্গল, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই এ রাতে যা আছে তার অনিষ্ট হতে এবং এর পরে যা আছে তার অনিষ্ট হতে। পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা হতে এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে অথবা বলছেন, কুফরীর মন্দ হতে। আর অপর বর্ণনায় আছে, বার্ধক্যের মন্দ ও দাম্ভিকতা হতে। আর যখন

তিনি সকালে উপনীত হতেন, বলতেন, আমরা সকালে উপনীত হলাম, আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৮১)*।

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ أَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ
التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ أَللَّهُمَّ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلاَ
يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ-

(২৯) আলী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম শয়নকালে বলতেন, 'আল্লাহ! আমি তোমার মহান সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালেমার শরণ চাই, যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে। আল্লাহ! তুমিই দূরীভূত কর ঋণের চাপ ও গোনাহের ভার। আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, তোমার ওয়াদা কখনও বরখেলাফ হয় না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে' (*আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২৯১*)।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ
وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ والْقُرْاٰنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ
شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَّأَنْتَ الظَّاهِرُ
فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَّأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ إِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَأَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ-

(৩০) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন বলতেন, 'হে আল্লাহ! যিনি আসমানের প্রতিপালক, যমীনের প্রতিপালক তথা প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক, শস্য বীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ উৎপাদক এবং তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন নাযিলকারক; আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যা তোমার অধিকারে আছে এমন প্রত্যেক মন্দের অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে। তুমি প্রথম তোমার পূর্বে কেউ ছিল না, তুমি শেষ তোমার পরে কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য, তোমা অপেক্ষা প্রকাশ্য কোন কিছুই নেই। তুমি গোপন, তোমা অপেক্ষা গোপনতর কিছুই নেই। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর এবং আমাকে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেনিয়ায কর' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৯৬; মুসলিম সামান্য বিভিন্নতা সহ)*। হাদীছগুলিতে অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া লক্ষণীয়।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ وَّأَحَدُهُمَا يَسُبُّ
صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنِّىْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ أَعُوْذُ
بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ إِنِّىْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ-

(৩১) সুলাইমান ইবনু ছুরাদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দুই ব্যক্তি একে অন্যকে গালি দিতে লাগল, তখন আমরা তাঁর নিকট বসা। এদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার সহচরকে গালি দিচ্ছিল খুব রাগান্বিত অবস্থায়, যাতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী

করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে, তবে তার রাগ চলে যাবে। তা এই, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম'- 'আমি আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই বিতাড়িত শয়তান হতে'। তখন ছাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, তুমি কি শুনছ না, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কী বলছেন? সে বলল, আমি পাগল নই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*। লোকটি ভেবেছিল, শয়তান বা ভূত দূর করার জন্যই এটা পড়া হয়। সম্ভবতঃ নতুন মুসলমান হওয়ার কারণেই সে এরূপ ভেবেছিল।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَسَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِه فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَإِنَّهُ رَاٰى شَيْطَانًا-

(৩২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা মোরগের আওয়ায শুনবে তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে। কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখতে পায়। আর যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনবে, তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইবে। কেননা সে শয়তান দেখতে পায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৭)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، أَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى أَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَأَطْوِ لَنَا بُعْدَهُ أَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ أٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ-

(৩৩) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরে বের হওয়ার সময় যখন উটের উপর স্থির হয়ে বসতেন, তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কর্ম চাই যা তুমি পসন্দ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি আমাদের এই সফরকে সহজ কর এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার ও মাল-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি। আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য ও ধনে-জনে অশুভ পরিবর্তন হতে। আর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন তখনও এ দো'আ বলতেন এবং এতে অধিক বলতেন, 'আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের পরওয়ারদেগারের প্রশংসাকারীরূপে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ-

(৩৪) আব্দুল্লাহ ইবনু সারজাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সফরে চলতেন, সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের মন্দ, ভালর পর খারাপ, মাযলূমের বদ দো'আ এবং পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে মন্দ দৃশ্য হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৯)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ-

(৩৫) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গত রাতে বিচ্ছুর দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে, 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্যের আশ্রয় নিচ্ছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে', তবে তোমাকে এটা কষ্ট দিতে পারত না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১১)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ وَّأَسْحَرَ يَقُوْلُ سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِه عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ-

(৩৬) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন এবং সকাল করতেন তখন বলতেন, শ্রবণকারী শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আমরা যে আল্লাহ্র প্রশংসা করছি এবং আমাদের প্রতি তাঁর মহাদানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর! আমরা পানাহ চাই আল্লাহ্র নিকট জাহান্নামের আগুন হতে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২৪)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ-

(৩৭) ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন, আর রাত্রি উপস্থিত হত, তিনি বলতেন, 'হে ভূমি! আমার রব্ব ও তোমার রব্ব আল্লাহ। সুতরাং আমি আল্লাহ্র নিকট তোমার মন্দ হতে, তোমাতে যা আছে তার মন্দ হতে, তোমাতে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার মন্দ হতে এবং যা তোমার উপর চলাফেরা করে, তার মন্দ হতে আশ্রয় চাই। আমি আল্লাহ্র নিকট আরও আশ্রয় চাই সিংহ, ব্যাঘ্র, কালসাপ ও সাপ-বিচ্ছু হতে এবং শহরের অধিবাসী ও পিতা পুত্র হতে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৩৯)*।

ব্যাখ্যা : এখানে 'পিতা-পুত্র' অর্থ ইবলীস ও তার বংশধরকে বুঝানো হয়েছে। আর কেউ অন্যরূপ বলেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذَرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ-

(৩৮) আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন নারী বিবাহ করে অথবা কোন খাদেম খরিদ করে, তখন সে যেন বলে 'আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল এবং তাকে যে নেক চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করেছ, তার মঙ্গল চাই। আর আমি তোমার নিকট তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করেছ, তা হতে আশ্রয় চাই। আর যখন সে উট খরিদ করে, তখন তার চুঁটির শীর্ষস্থান ধরে যেন তার ন্যায় বলে। অপর এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন সে যেন তার চুলের সম্মুখভাগ ধরে বরকতের দো'আ করে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬)*। হাদীছগুলিতে বিভিন্ন জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّيْ وَقَضَى عَنِّيْ دَيْنِيْ-

(৩৯) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে এবং ঋণ আমার ঘাড়ে চেপেছে। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না, যদি তুমি এটা বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন এবং ঋণ পরিশোধ করবেন। সে বলে আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে বলবে, 'আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা-ভাবনা হতে পানাহ চাই। অপারগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই; কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই এবং ঋণের চাপ ও মানুষের জবরদস্তি হতে পানাহ চাই'। সে বলে, অতঃপর আমি তা করলাম, আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধ করলেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪৮)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسْمِ اللهِ أَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً-

(৪০) বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বাজারে প্রবেশ করতেন বলতেন, 'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এই বাজারের মঙ্গল এবং এতে যা রয়েছে তার মঙ্গল চাই এবং আমি পানাহ চাই এর অমঙ্গল হতে এবং এতে যা আছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এতে যেন কোন লোকসানজনক বেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি' *(বায়হাক্বী, দা'ওয়াতুল কবীর, মিশকাত হা/২৪৫৬)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ –

(৪১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, অপসন্দনীয় ফায়ছালা ও বিপদে শত্রুর হাসা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৭)*। এখানে চারটি বিষয়ে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে, যা মানুষের জন্য একান্ত যরূরী।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ–

(৪২) আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ أَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، أَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ–

(৪৩) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের শাস্তি, জাহান্নামের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি হতে এবং সচ্ছলতার পরীক্ষার মন্দ ও দারিদ্র্যের পরীক্ষার মন্দ হতে এবং কানা দজ্জালের পরীক্ষার মন্দ হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহ সমূহ ধুয়ে দাও বরফের পানি ও শিলার পানি দ্বারা। আমার অন্তরকে পরিষ্কার কর যেরূপে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয় এবং ব্যবধান কর আমার ও আমার গোনাহের মধ্যে, যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৯)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، أَللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا–

(৪৪) যায়েদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, একে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, তুমি এর অভিভাবক ও প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ঐ জ্ঞান হতে যা (আত্মার) উপকার করে না, ঐ অন্তর হতে যা (আল্লাহ্‌র ভয়ে) গলে না, ঐ মন হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দো'আ হতে যা কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬০)*। এসব বিষয় হতে আশ্রয় চাওয়া মানুষের জন্য একান্ত যরূরী।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ–

(৪৫) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দো'আ সমূহের মধ্যে এটাও ছিল 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই (আমার প্রতি) তোমার নে'মতের হ্রাসপ্রাপ্তি, তোমার শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হতে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ–

(৪৬) আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই, যা আমি করেছি তার অপকারিতা হতে এবং যা আমি করি না তার অপকারিতা হতে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِىْ أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ–

(৪৭) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা করলাম, তোমারই দিকে রুজূ' করলাম এবং তোমারই সাহায্যে (তোমার শত্রুর সাথে) লড়লাম। হে

আল্লাহ! আমি তোমার প্রতাপের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমাকে পথভ্রষ্ট করা হতে (রক্ষা করার জন্য), তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না, আর জিন ও ইনসান মরবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৬৩)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ-

(৪৮) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে তোমার নিকট পানাহ চাই, জ্ঞান যা উপকারে আসে না, অন্তর যা গলে না, মন যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং দো'আ যা কবুল হয় না' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৬৪)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلاَقِ-

(৪৯) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা হতে পানাহ চাই' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৬৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ-

(৫০) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই ক্ষুধা হতে, কেননা এটা মানুষের মন্দ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার নিকট পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা হতে, কেননা এটা কত না মন্দ গোপন চরিত্র' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৬৯)*।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ-

(৫১) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমুদয় হতে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭০)*।

عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ-

(৫২) কুতবা ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ চরিত্র, মন্দ কার্য ও মন্দ আকাঙ্ক্ষা হতে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭১)*।

عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِىْ تَعْوِيْذًا أَتَعَوَّذُ بِه قَالَ قُلْ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِىْ وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ-

(৫৩) (তাবেঈ) শুতাইর ইবনু শাকাল ইবনু হুমায়দ তাঁর পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদা বললাম, ইয়া নবীয়্যাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন যদ্বারা আমি আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাইতে পারি। তিনি বললেন, বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা হতে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭২)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

(৫৪) আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, তখন সে যেন বলে, 'আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ্‌র রোষ ও তাঁর শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শয়তানের খটকা হতে। আর তারা যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে। এতে খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৭৭)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ أَللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ أَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ-

(৫৫) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাত চায়, জান্নাত বলে, আল্লাহ! তাকে জান্নাতে দাখিল কর। আর যে তিনবার জাহান্নাম হতে নিরাপত্তা চায়, জাহান্নাম বলে, আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম হতে আশ্রয় দাও' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৩৬৪)*।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ-

(৫৬) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী ও ঋণ হতে'। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! করযকে আপনি কুফরীর সমান মনে করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে'। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! এই দু'টি কি সমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/২৩৬৭)*।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَعًا يَّجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللهِ ثَلَثًا وَّقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَاَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِىْ-

(৫৭) ওছমান ইবনু আবুল আছ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তাঁর শরীরে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার শরীরের সে জায়গায় হাত রাখ, যে জায়গায় বেদনা হচ্ছে এবং তিনবার বল, 'বিসমিল্লাহ' আর সাতবার বল, 'আমি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি অনুভব করছি ও আশঙ্কা করছি তার মন্দ হতে। ওছমান বলেন, আমি তা করলাম, ফলে আল্লাহ আমার শরীরে যা ছিল তা দূর করে দিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪৭)*। এ সমস্ত হাদীছের মূলকথা হল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদে পড়ে এসব দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাইতেন।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ جِبْرَئِيْلَ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِ شَىْءٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ-

(৫৮) আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে, একবার জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেক বিষয় হতে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক ব্যক্তির অকল্যাণ হতে অথবা বলেছেন, প্রত্যেক বিদ্বেষী চক্ষুর অকল্যাণ হতে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করুন! আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪৮)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَّمَّةٍ وَّيَقُوْلُ إِنَّ أَبَاكُمَا يُعَوِّذُبِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ-

(৫৯) ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে এরূপে আল্লাহ্‌র শরণে নিতেন। 'আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি প্রত্যেক শয়তান হতে, প্রত্যেক বিষাক্ত কীট হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চক্ষু হতে। আর তিনি

বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম) এটা দ্বারা (তাঁর সন্তান) ইসমাঈল ও ইসহাককের জন্য আশ্রয় চাইতেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪৯)*। ক্ষতিকর চক্ষু অর্থে বদনজরকে বুঝান হয়েছে।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فَلَقٌ (ফালাক্ব) হচ্ছে জাহান্নামের একটি জায়গা *(হাদীছ বাতিল, ইবনু কাছীর হা/৭৬১৫)*।

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গাসেক' হচ্ছে তারকার নাম *(ইবনু কাছীর হা/৭৬১৫)*।

(৩) ইবনু আব্বাস ও আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, ইহূদীদের একটা ছেলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করত। ঐ ছেলেটিকে ফুসলিয়ে ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি চুল এবং তাঁর চুল আঁচড়ানো চিরুনীর কয়েকটা দাঁত সংগ্রহ করে। তারপর তারা তাতে যাদু করে। এ কাজে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিল লাবীদ ইবনু আ'ছাম। তারপর যাদুর গ্রন্থি বাণী লাবীদ যারওয়ান নামক কূপে রাখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর এমন অবস্থা হয়ে গেল যে, স্ত্রীদের নিকট না গিয়েও তাঁর মনে হত যে তিনি গেছেন। তিনি এ থেকে ভাল হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এরকম অবস্থা হওয়ার কারণ তাঁর জানা ছিল না। ছয়মাস পর্যন্ত তাঁর একই অবস্থা চলতে থাকে। তার পর দু'জন ফেরেশতা এসে কথোপকথন করলে তিনি আসল অবস্থা জানতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলী, আম্মার ও যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে পাঠিয়ে কূপ থেকে যাদুর গ্রন্থিগুলো বের করে আনেন। ঐ যাদুকৃত জিনিসগুলির মধ্যে একটি ধনুকের রশি ছিল। তাতে ছিল ১২টি গ্রন্থি বা গিরা। প্রত্যেক গিরাতে একটি করে সুঁচ বিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তারপর আল্লাহ এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সূরা দু'টির এক একটি আয়াত পড়ছিলেন আর ঐ গিরাগুলি একটি একটি করে আপনাআপনি খুলে যাচ্ছিল। সূরা দু'টির তেলাওয়াত শেষ হতে হতেই সমস্ত গিরা খুলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। এদিকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নিম্নের দো'আটি পাঠ করেন।

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُؤْذِيْكَ مِنْ حَاسِدٍ وَّعَيْنٍ اللهُ يَشْفِيْكَ–

তারপর ছাহাবীগণ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি ঐ নরাধমকে হত্যা করে ফেলব? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না। আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি মানুষের মাঝে বিবাদ-ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাই না *(ইবনু কাছীর হা/৭৬২২)*।

অবগতি

এ সূরা দু'টি কি নিঃসন্দেহে ও অকাট্যভাবে কুরআনের সূরা বলে প্রমাণিত, না এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে? এ সন্দেহ হওয়ার বড় কারণ এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের মত একজন উচ্চ মর্যাদাশীল ছাহাবী হতে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে সূরা দু'টি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় *(বুখারী হা/৪৯৭৭)*। অনেকেই মনে করেন সূরা দু'টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুরআনের মধ্যে শামিল করার আদেশ করেছেন, একথা ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর জানা ছিল না।

এ যুক্তি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সূরা দু'টিকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন না *(আহমাদ ৫/১২৯; ইবনু কাছীর হা/৭৫৯০)*। ইমাম নববী, ইমাম ইবনু হাযম ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) বলেন, ইবনু মাসঊদ সম্পর্কে একথাটি সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। তাঁদের মতে তিনি এ ধরনের কোন কথা আদৌ বলেননি। কিন্তু কথা হল যে, নির্ভরযোগ্য সনদের ভিত্তিতে প্রমাণিত সত্যকে কোনরূপ সনদ ছাড়াই প্রত্যাখান করা যায় না। তাহলে বিষয়টির যথাযথ সমাধা কি হতে পারে?

সমাধান : (১) হাফেয বাযযার (রহঃ) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীছগুলি পেশ করার পর বলেন, এটা ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর ব্যক্তিগত মত, এমত অন্য কোন ছাহাবীর নয়। অন্য কোন ছাহাবী তাঁর এমতকে সমর্থনও করেননি।

(২) ওছমান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু সমস্ত ছাহাবীর এক মতের ভিত্তিতে কুরআনের যে অনুলিপি ছাহাবীগণের মাধ্যমে প্রস্তুত করেছিলেন এবং সমস্ত মুসলিম দেশগুলিতে সরবরাহ করেছিলেন তাতে এ সূরা দু'টি ছিল। কাজেই সূরা দু'টি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় এ দাবী ভিত্তিহীন।

(৩) ছাহাবীগণের যুগ থেকে এ যাবৎ মতবিরোধ ছাড়াই সূরা দু'টি কুরআনে শামিল রয়েছে।

(৪) নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অতীব ছহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীছ সমূহের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সূরা দু'টি ছালাতের মধ্যে নিজে পড়েছেন, পড়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং অন্যান্য সূরার মত শিক্ষা দান করছেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ꙮꙮ

সূরা আন-নাস

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত ৬; অক্ষর ৯০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

অনুবাদ : (১-৩) (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মা'বূদের নিকট। (৪) বার বার ফিরে আসা কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট হতে। (৫-৬) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, সে জিনের মধ্য হতে হোক কি মানুষের মধ্য হতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

قُلْ– واحد مذكر حاضر আমর, মাছদার قَوْلاً বাব نَصَرَ 'আপনি বলুন'। قَوْلٌ একবচন, বহুবচনে أَقْوَالٌ، أَقَاوِيْلُ অর্থ- বাণী, বক্তব্য, কথা।

أَعُوْذُ– واحد متكلم মুযারে, মাছদার مَعَاذًا، عِيَاذًا বাব نَصَرَ অর্থ- আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। عُوْذَةٌ বহুবচন عُوَذٌ 'তাবিজ'।

رَبٌّ– একবচন, বহুবচন أَرْبَابٌ 'প্রতিপালক' رَبُّ الْبَيْتِ 'গৃহকর্তা'।

اَلنَّاسُ– ইসমে জিন্‌স, একবচনে إِنْسَانٌ তাছগীর نُوَيْسٌ অর্থ- মানুষ, লোক। اَلْإِنْسَانُ একবচন, বহুবচনে أَنَاسِيٌّ، أَنَاسِيَةٌ، آنَاسٌ। অর্থ- পুরুষ, মহিলা, ছেলে, বুড়ো, ভাল, মন্দ, মুসলমান, কাফির, জ্ঞানী, মূর্খ সবাই اَلنَّاسُ-এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য কখনও জ্ঞানী-গুণী লোককে نَاسٌ বলা হয়।

مَلِكٌ– একবচন, বহুবচন مُلُوْكٌ، اَمْلَاكٌ অর্থ- অধিপতি, শাসক, নৃপতি।

إِلَهٌ– বহুবচন آلِهَةٌ অর্থ- মা'বূদ, যার ইবাদত করা হয়।

شَرٌّ– একবচন, বহুবচন شُرُوْرٌ، شِرَارٌ، أَشْرَارٌ، أَشِرَّاءُ অর্থ- অনিষ্ট, ক্ষতি, অকল্যাণ। شَرٌّ আর خَيْرٌ শব্দ দু'টি ইসম এবং ছিফাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে ইসম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সূরা বায়্যিনাতে ছিফাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

اَلْوَسْوَاسُ– وَسْوَاسٌ، وَسْوَسَةٌ মাছদার, বাব فَعْلَلَةٌ এখানে ইসমে ফায়েলের অর্থে কুমন্ত্রণা দাতা। কোন খারাপ কথা মনের মধ্যে সৃষ্টি করা, মনের বিভ্রান্তি। শয়তানকেও وَسْوَاسٌ বলা হয়। শিকারীর হালকা আওয়াজ, বাতাসের দোলায় গাছের গুড় গুড় আওয়াজ।

اَلْخَنَّاسُ– ইসমে মুবালাগা, অধিক আত্মগোপনকারী যে পিছন দিকে হটে যায়। শয়তানের উপাধি। যে মানুষকে ধোঁকা দিতে আসে, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলে পিছে হটে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়।

يُوَسْوِسُ– واحد مذكر غائب মুযারে, মাছদার وَسْوَسَةً বাব فَعْلَلَةٌ অর্থ- কুমন্ত্রণা দেয়, মনে সন্দেহ জাগায়।

صُدُوْرٌ– একবচনে صَدْرٌ অর্থ- অন্তর, হৃদয়, বুক, বক্ষ।

اَلْجِنَّةُ– একবচনে جِنِّىٌّ 'জিন'।

বাক্য বিশ্লেষণ

(১-৩) قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ– (قُلْ) ফে'লে আমর, যমীর ফায়েল। জুমলাটি (قَوْلٌ) أَعُوْذُ ফে'লে মুযারে, উহ্য যমীর ফায়েল। (بِرَبِّ) أَعُوْذُ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, (مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ) رَبُّ النَّاسِ হতে বাদল বা ছিফাত অথবা আতফে বায়ান। এ জুমলাটি مَقُوْلٌ।

(৪) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ– (مِنْ) হরফে জার, شَرِّ মাজরূর মিলে أَعُوْذُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক। (اَلْوَسْوَاسِ) شَرِّ-এর মুযাফ ইলাইহি, (الْخَنَّاسِ) اَلْوَسْوَاسِ-এর ছিফাত।

(৫-৬) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ– (الَّذِيْ) اَلْوَسْوَاسِ-এর দ্বিতীয় ছিফাত, يُوَسْوِسُ জুমলাটি الَّذِيْ ইসমে মাওছূলের ছিলা। يُوَسْوِسُ ফে'ল, যমীর ফায়েল। فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ এ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক, مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ জুমলাটি الَّذِيْ يُوَسْوِسُ-এর বায়ান।

এ মর্মে আয়াত সমূহ

অত্র সূরার প্রথমে বলা হয়েছে, '(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক' *(ফাতিহা ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর' *(বাক্বারাহ ২১)*। আল্লাহ অন্যত্র

বলেন, فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 'তাদের উচিৎ তারা যেন এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করে' *(কুরাইশ ৩)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ '(হে নবী!) আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন প্রতিপালক তালাশ করব? অথচ তিনিই সব জিনিসের একমাত্র প্রতিপালক' *(আন'আম ১৬৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ. 'এসব লোককে জিজ্ঞেস করুন আসমান-যমীনের প্রতিপালক কে? আপনি বলুন, আল্লাহ' *(রা'দ ১৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ 'নিঃসন্দেহে আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি এ শহরের প্রতিপালকের ইবাদত করব' *(নামল ৯১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ 'সম্মানিত আরশের প্রতিপালক' *(মুমিনূন ১১৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ 'আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা অহী করা হয়েছে তার অনুসরণ করুন' *(আন'আম ১০৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلِ أَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيْ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ '(হে নবী!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! আপনি রাজত্বের মালিক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। সব কল্যাণ আপনার হাতে' *(আলে ইমরান ২৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 'মালিকানা তাঁর হাতে রয়েছে, প্রশংসা তাঁরই' *(তাগাবুন ১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আসমান-যমীনের রাজত্ব তাঁর হাতেই রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১০৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আর (হে নবী!) আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে যার কোন শরীক নেই'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'অতঃপর সেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি, যার হাতে রয়েছে সব কিছুর রাজত্ব'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব। স কিছুর উপরে রয়েছে তাঁর কর্তৃত্ব' *(মুলক ১)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 'তাঁর হাতে রয়েছে আসমান-যমীনের রাজত্ব, তিনি জীবিত রাখতে পারেন, তিনিই মারতে পারেন। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(হাদীদ ২)*।

অত্র সূরার শেষে বলা হয়েছে, 'কুমন্ত্রণাকারীর অনিষ্ট হতে যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ 'শয়তান আদমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, হে আদম! আমি কি আপনার কাছে স্থায়ী গাছের কথা বলব না'

(ত্ব-হা ১২০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ 'শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল' *(আ'রাফ ২০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ 'যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন যাপন করে, আমি তার উপর এক শয়তানকে চাপিয়ে দেই এবং সে তার সঙ্গী সাথী হয়ে যায়' *(যুখরুফ ৩৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُوْمُوْنِي وَلُوْمُوْا أَنْفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

'আর যখন চূড়ান্ত ফায়ছালা করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে সব ওয়াদা করেছেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদা করেছিলাম তার কোনটাই পূর্ণ করিনি। তোমাদের উপর আমার কোন জোর ছিল না। আমি এছাড়া আর কিছুই করিনি, শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ। এখন আমার দোষ দিও না, আমাকে তিরস্কার কর না, নিজেরাই নিজেদেরকে তিরস্কার কর। এখানে আমিও তোমাদের সাহায্য করতে পারব না, দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারব না। তোমরাও আমার সাহায্য করতে পারবে না। ইতিপূর্বে তোমরা যে, আমাকে আল্লাহ্র শরীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলে আমিও তার দায়িত্ব হতে মুক্ত। নিশ্চয়ই এমন অত্যাচারীদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে' *(ইবরাহীম ২২)*।

এ মর্মে ছহীহ হাদীছ সমূহ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ-

(১) আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান মানুষের মাঝে তার রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ قَالُوْا وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَإِيَّاىَ وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِىْ إِلاَّ بِخَيْرٍ-

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার জিন জাতীয় সহচর (করীন)-কে অথবা ফেরেশতা জাতীয় সহচরকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়নি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনার সাথেও কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, (হ্যাঁ) আমার সাথেও, তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপারে আমাকে

সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, সে কখনও আমাকে ভাল ব্যতীত (মন্দ কাজের) পরামর্শ দিতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬১)*।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ بَنِىْ آدَمَ مَوْلُوْدٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَ ابْنِهَا-

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন সন্তান প্রসব করা হয়, তখন যে শয়তান তাকে স্পর্শ করে না এবং সে চীৎকার দিয়ে উঠে না, মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত এমন আদম সন্তানই জন্ম হয় না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৩)*।

ব্যাখ্যা : (ক) শয়তানের স্পর্শই চীৎকারের একমাত্র কারণ। একথা বুঝাবার জন্যই হাদীছটির অবতারণা নয়। মানব জন্মের প্রথম দিন হতেই যে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়, একথা বুঝাবার জন্যই হাদীছটির অবতারণা। সুতরাং চীৎকারের অন্য কারণও থাকতে পারে। যথা- মাতৃগর্ভের গরম হতে হঠাৎ পৃথিবীর ঠাণ্ডায় আসা। একটি কাজের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। (খ) মারইয়ামের মাতা মারইয়াম ও তাঁর সন্তানের জন্য দো'আ করেছিলেন। তাই তাদেরকে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صِيَاحُ الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِّنْ الشَّيْطَانِ-

(৪) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রসবকালে শিশুর চীৎকার শয়তানের খোঁচার দরুণই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৪)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জন্মের সময় বাচ্চার কান্নার কারণ এটাই।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيْئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ-

(৫) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চারিদিকে তার সৈন্য-সেনা প্রেরণ করে। এদের মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে সর্বাধিক বড় ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কেউ এসে বলে (প্রভু!) আমি এরূপ এরূপ (অনিষ্ট) সাধন করেছি। সে তখন বলে, তুমি কিছু করনি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছাড়িনি, এমনকি তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তান তাকে নৈকট্য দান করে এবং বলে, বেশ, তুমিই উত্তম (কাজ করেছ)। রাবী আ'মাশ বলেন, আমি মনে করি, জাবের এটাও বলেছেন যে, (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন) অতঃপর শয়তান তার সাথে আলিঙ্গন করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِيْ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ-

(৬) জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান একথা হতে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে মুছল্লীরা (মূর্তিপূজার মারফতে) তাকে পূজা করবে, কিন্তু সে তাদের একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ-

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের সাথে শয়তানের একটি লাম্মা (ছোঁয়া) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি লাম্মা (ছোঁয়া) রয়েছে। শয়তানের লাম্মা হল অমঙ্গলের ভীতি প্রদর্শন (যথা- দান করলে ধন কমে যাবে) এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। পক্ষান্তরে ফেরেশতার লাম্মা হল মঙ্গলের সুসংবাদ প্রদান (যথা- দান কর তোমার ভাল হবে) এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। আর এটার জন্য যেন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপর অবস্থা অনুভব করবে, সে যেন শয়তান হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সমর্থনে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন- الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ 'শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখিয়ে থাকে এবং অশ্লীলতার আদেশ করে থাকে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৮)*।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلَاتِيْ وَقِرَاءَتِيْ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّيْ-

(৮) ওছমান ইবনু আবিল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বললাম, শয়তান আমার এবং আমার ছালাত ও কিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে প্যাঁচ লাগিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সে একটা শয়তান, তাকে 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন তা হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু ফেলবে। অতঃপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা আমা হতে তাকে দূর করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১)*।

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّيْ أَهِمُ فِيْ صَلَاتِيْ فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ امْضِ فِيْ صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَّذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُوْلُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ-

(৯) তাবেঈ কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, ছালাতের মধ্যে আমার (ভুলের) সন্দেহ হয়। এটা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। (পরবর্তী রাবী বলেন,) কাসেম উত্তরে বললেন, (এটা শয়তানের কাজ, এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে) তুমি তোমার ছালাত পূর্ণ করতে থাকবে। কেননা এটা তোমা হতে দূর হবে না যে পর্যন্ত না ছালাত পূর্ণ কর এবং বল যে, আমি ছালাত পূর্ণ করিনি *(মালেক, মিশকাত হা/৭২)*।

ব্যাখ্যা : যাতে মুছল্লী বিরক্ত হয়ে ছালাত ছেড়ে দেয়, এজন্য শয়তান মুছল্লীর মনে নানারূপ খটকা সৃষ্টি করে থাকে। ছালাত দুই রাক'আত হয়েছে, না এক রাক'আত হয়েছে, দুই রাক'আত হয়েছে, না তিন রাক'আত হয়েছে, অমুক রাক'আতে 'আলহামদু' পড়া হয়নি, অমুক রাক'আতে কিরাআত পড়া হয়নি। এমনকি এটাও বলে থাকে যে, ছালাতে মন হাযির নেই, এ ছালাতে কি হবে? আবার পড় ইত্যাদি। এটা দূর করার বড় হাতিয়ার হল, এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এবং শয়তানকে বলা, যাও আমি ছালাত পড়িনি, তাতে কি হল? ভ্রূক্ষেপ করলেই তার বিপদ, শয়তান তাকে আর আগাতে দিবে না। পক্ষান্তরে এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলে শয়তান নিজেই বিরক্ত হয়ে সরে দাঁড়াবে, এই হল তাঁর কথার উদ্দেশ্য।

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا سُوْءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا-

(১০) ছাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বললাম। অতঃপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আমাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আর তাঁর বাসস্থান ছিল উসামাহ ইবনু যায়েদের বাড়িতে। এ সময় দু'জন আনছারী সে স্থান দিয়ে অতিক্রম করল। তারা যখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে দেখল, তখন তারা শীঘ্র চলে যেতে লাগল। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা একটু থাম। এ ছাফিয়্যা বিনতু হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তিনি বললেন, মানুষের রক্তধারায় শয়তান প্রবাহমান থাকে। আমি শংকাবোধ করছিলাম, সে তোমাদের মনে কোন খারাপ ধারণা অথবা বললেন অন্য কিছু সৃষ্টি করে না কি' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯৪, ২৪৭৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা শয়তানের ক্ষমতা বুঝা যায়। নবীর স্ত্রীর ব্যাপারেও যদি শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে, তাহলে অন্য নারীর ব্যাপারে সহজেই পারে।

শয়তান থেকে সাবধান থাকার ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর সতর্কতা, যা আমাদের সকলের জন্য নারীর ব্যাপারে সাবধান বাণী।

عَنْ عَاصِمٍ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَدِيْفِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ عَثَرَ بِالنَّبِيِّ ﷺ حِمَارُهُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ وَقَالَ بِقُوَّتِيْ صَرَعْتُهُ وَإِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللهِ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيْرَ مِثْلَ الذُّبَابِ-

(১১) আছিম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি আবু তামীমাকে বলতে শুনেছি, তিনি গাধার পিঠে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে বসেছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে নিয়ে তাঁর গাধাটি হোঁচট খেল, তখন আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এভাবে বল না, এতে শয়তান আরো বড় হয়ে যায়, আরো এগিয়ে আসে এবং বলে, আমি নিজের শক্তি দ্বারা তাকে ফেলে দিয়েছি। আর যদি বিসমিল্লাহ বল, তাহলে সে ছোট হতে হতে মাছির মত হয়ে যায়' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬২৬)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ زَنَقَهُ أَوْ أَلْجَمَهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَأَنْتُمْ تَرَوْنَ ذَلِكَ أَمَّا الْمَزْنُوْقُ فَتَرَاهُ مَائِلًا كَذَا لَا يَذْكُرُ اللهَ وَأَمَّا الْمَلْجُوْمُ فَفَاتِحٌ فَاهُ لَا يَذْكُرُ اللهَ-

(১২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে শয়তান তার কাছে যায় এবং আদর করে তার গায়ে হাত বুলাতে থাকে যেমন মানুষ গৃহপালিত পশুর গায়ে হাত বুলায়। ঐ আদরে লোকটি চুপ করে থাকলে শয়তান তার নাকে দড়ি বা মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়'। আবু হুরায়রা এ হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, আপনারা স্বয়ং নাকে দড়ি লাগানো এবং মুখে লাগাম পরিহিত লোককে দেখতে পাবেন। নাকে দড়ি লাগানো হল ঐ ব্যক্তি যে এক দিকে ঝুকে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে না। আর মুখে লাগাম পরিহিত হল ঐ ব্যক্তি যে মুখ খুলে রাখে এবং আল্লাহ্র যিকির করে না' *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬২৭)*।

এ মর্মে যঈফ হাদীছ সমূহ

(১) আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের উপর থাবা মারে। যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে তার হাত সরিয়ে নেয়। আর যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় তখন শয়তান মানুষের অন্তরকে পূর্ণ ঘিরে নেয় এবং তার উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। এটাই হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা *(আবু ইয়া'লা, ইবনু কাছীর হা/৪৩০১)*।

(২) আবু যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট হাযির হন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে ছিলেন। আবু যার তাঁর পাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন! আবু যার তুমি ছালাত আদায় করেছ কি? তিনি বলেন, না। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে উঠে ছালাত আদায় কর। আবু যার ছালাত আদায় করলেন। তারপর বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আবু যার! মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান হতে আশ্রয় চাও। আবু যার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান আছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ। আবু যার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বললেন, ছালাত কি জিনিস? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ছালাত খুব ভাল কাজ। যার ইচ্ছা কম পড়তে পারে, যার ইচ্ছা বেশী পড়তে পারে। আবু যার বললেন, ছিয়াম কি জিনিস? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, যথেষ্ট হওয়ার মত একটি ফরয কাজ। আল্লাহ্‌র নিকট এর জন্য বহু পুরস্কার রয়েছে। আবু যার বললেন, ছাদাকা কি জিনিস? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ছাদাকা এমন জিনিস যার বিনিময় বহুগুণ বেশী করে প্রদান করা হবে। আবু যার বললেন, কোন ছাদাকা সবচেয়ে বেশী উত্তম? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও ছাদকা করা অথবা চুপে চুপে কোন ফকীর-মিসকীন ও দুঃখী জনের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আবু যার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আদম ছিলেন প্রথম নবী। আবু যার বললেন, আদম কি নবী ছিলেন? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ এবং এমন ব্যক্তি ছিলেন, যার সাথে আল্লাহ কথা-বার্তা বলেছেন। আবু যার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! রাসূল কত জন ছিলেন? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তিন শত দশের কিছু বেশী। বলা যায়, একটি বড় জামা'আত। আবার বললেন, তিনশ পনেরো। আবু যার বললেন, আপনার উপর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আয়াত কোনটি নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়াতুল কুরসী *(আহমাদ, ইবনু কাছীর হা/৭৬২৮)*।

--o--

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَي يَوْمِ الدِّيْنِ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

ഋഗ്ഋഗ